আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

দশম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

দশম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের দেওঘরে আগমনের পর প্রদত্ত অজস্র বাণীর মধ্যে মাত্র ৩০২টি বাণী নিয়ে প্রকাশিত হ'ল আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১০ম খণ্ড। ইং ১৯৫২ সালের ২৫শে মার্চ সকাল ৮টা থেকে ১০ই নভেম্বর সকাল ৮-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত আবির্ভূত বাংলা গদ্য বাণীগুলিই শুধু বর্ত্তমান খণ্ডে আছে।

স্বল্পসংখ্যক হলেও বর্ত্তমান (দশম) খণ্ডের বাণীগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরত্ব, প্রিয়পরম, বিশ্বরূপদর্শন, বীজমন্ত্র, প্রবৃত্তিপ্রিয়তা, শ্রেয়-অবহেলার পরিণাম, পিতৃতর্পণ, বর্ণাশ্রম, বৈশিষ্ট্য, অনুলোম-প্রতিলোম, নারী, সতীত্ব, গৃহস্থালী, স্বাস্থ্য-রক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজব্যবস্থা, আত্মনিবেদন, লোকব্যবহার, আন্দোলন, বৈধী অনুশাসন, শাসকগণের স্মরণীয় বিষয়, সুখী হওয়ার তুক, কর্ম্মসিদ্ধির উপায়, তদন্ত করার নীতি, দণ্ডদানের পদ্ধতি, ইত্যাদি বিষয়। এই খণ্ডের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড ও চৈতন্যদেশের পূর্ণ বিবরণ—যা' এত স্পষ্টভাবে এই বিশ্বে প্রথম ব্যক্ত হ'ল। তা' ছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত দুটি আশীর্ব্বাণীও এই খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে।

আধিজর্জ্জরিত ভবব্যাধিক্লিষ্ট এই পৃথিবীতে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের সন্ধিৎসু অনুধ্যানপরায়ণ পঠন, পাঠন ও অনুশীলন বৃংহন ক'রে আনুক শান্তি, স্বস্তি ও সৌন্দর্য্য—এই আমাদের প্রার্থনা পরমপ্রেমময়ের রাতুল চরণকমলে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ইং ১লা মে, ১৯৮২

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
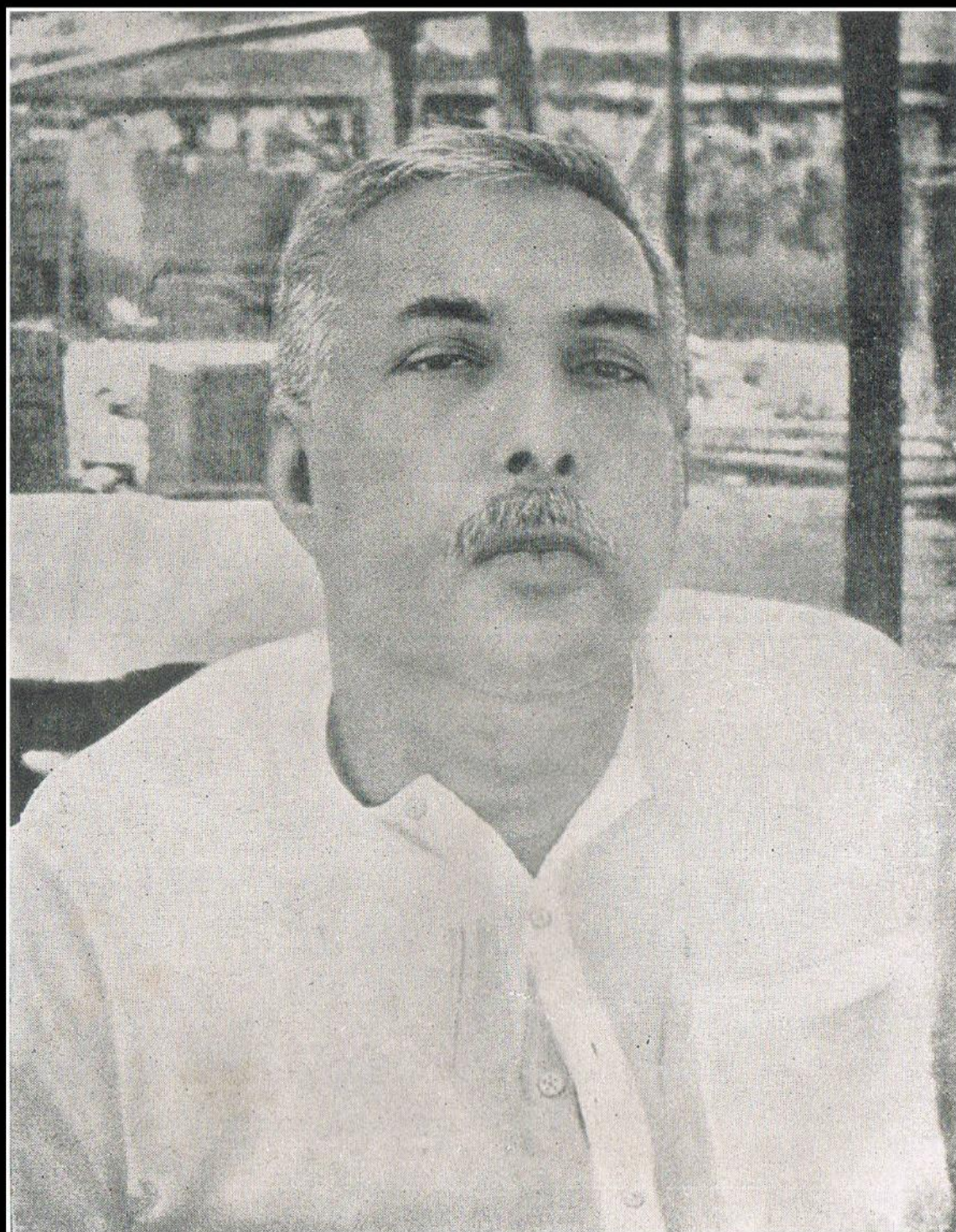
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যকে অনুধাবন ক'রে
তা'র বিশেষত্বের উপলব্ধিতে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
ভূমায় উপনীত হ'য়ে,
'পর' ও 'অপর'কে জেনে
একসূত্র-সমাহিত যে হয়নি,
ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়নি তা'র। ৪২৮৬।

২৫।৩।১৯৫২, সকাল ৮টা

যা'-কিছু মনকে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে—
বিচ্ছিন্ন বিস্তারে,
সঙ্গতিহারা অনর্থক অভিচারে,—
তা' কিন্তু সংস্কৃতি নয়;
আর, যা'ই মানুষকে সার্থক সনির্ব্বন্ধ সঙ্গতিতে
সম্বুদ্ধ ক'রে
জীবনকে বিবর্ত্তনে বিধায়িত ক'রে তোলে—
সাত্ত্বিক বাঁধনকে বিনায়িত ক'রে,
শ্রেয়মুখতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে,—
সংস্কৃতি সেখানেই। ৪২৮৭।

২৬।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৩৫

যে-আচরণ বা অনুশীলন
সার্থক সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে
যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে

জীবনকে পোষণে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত
ক'রে তুলতে পারে
বৈশিষ্ট্যকে বিধৃত ও বিবৃদ্ধ ক'রে,—
তা'ই সংস্কৃতি ;
আর, এমনতর পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
সত্তানুগ সার্থকতার অনুপোষক যা'-কিছু—
তা'ই তা'র শ্রেয় উপকরণ। ৪২৮৮।
২৬।৩।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

বর্ণই ভাঙ্গতে চাও,
আর, শ্রেণীই ভাঙ্গতে চাও,
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে সর্ব্বতোভাবে
চুরমার ক'রে যদি না দিতে পার,—
তা' হওয়া দুরূহ,
বৈশিষ্ট্য রূপ-পরিবর্ত্তন ক'রতে পারে মাত্র ;
আর, বৈশিষ্ট্যকে চুরমার করা মানেই
তা'র জৈবী-সংস্থিতি-সম্ভূত যে শরীর ও মন
তা'কে ভেঙ্গে
প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন ক'রে তোলা—
একরকম ক'রে তোলা সর্ব্বতোভাবে,
তা' না হ'লে ভাঙ্গা হবে না,
একটা রকম অন্য রকমে পর্য্যবসিত হ'তে পারে মাত্র,
আর, যা' হবে,
তা'ও সাধারণতঃ স্থৈর্য্যহারা, অব্যবস্থ ও অবিশ্বস্ত,
পরিবেশ তা'কে
যখন যেমনতরভাবে আকৃষ্ট ক'রবে,
সে তখন তেমনতরই হবে,

ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক—
উৎক্রমণী চলন-নিয়মনে
নিজেদের নিরাপত্তা-বিধায়ক হ'য়ে
আপদকে নিরোধ ক'রে
বেঁচে থাকাই দুরূহ হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ,
সুকেন্দ্রিক বোধিদীপ্ত মহান ও শ্রেয়ের গোষ্ঠী
ক্রমশঃই ক'মে যাবে,
অদূরদর্শিতা ঘনঘটা নিয়ে
ক্রমশঃই তামসবিভা বিকিরণ ক'রে
উদ্বর্দ্ধনী মনোবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ ক'রে তুলবে,
নষ্ট পাবে সবাই ক্রমশঃ,
পরস্পর্শী হ'য়ে জীবন ধারণ করা ছাড়া
আর কোন সম্ভাব্যতা থাকবে কিনা
বুঝতে পারা যায় না;
মনে রেখো, ঐ বৈশিষ্ট্যই শ্রেণী বা বর্ণের ভিত্তি,
যা' শ্রেয় বিবেচনা কর
তা'ই ক'রতে পার। ৪২৮৯।

২৬।৩।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫৫

সুষ্ঠু সম্বন্ধের ভিত্তিতে
ব্যক্তিগত অধিকার যদি না থাকে,—
তবে সেখানে ব্যক্তিগত দায়িত্বও থাকে না,
ব্যক্তিগত দায়িত্ব যদি না থাকে
ব্যক্তিগত যোগ্যতাও অবসাদগ্রস্ত হয়,
যোগ্যতা যত অবসাদগ্রস্ত হয়—
উৎপাদনও তত ক'মে যায়,

তখন কৃষি-শিল্পাদির
যতই জাতীয়করণ করা যাক্ না কেন,
তা ক্ষয়িষ্ণু চলনেই চ'লে থাকে ;
দায়িত্বের অবাস্তব ভাবুকতা
অর্থাৎ, যা'তে মানুষ বাস্তবভাবে মুখ্যতঃ অন্তরাসী নয়
বা হ'য়ে উঠতে পারে না সক্রিয়ভাবে,—
তৎসম্বন্ধীয় দায়িত্ব
মানুষকে দায়িত্বশীল ক'রতে পারে কমই। ৪২৯০।
২৭।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৪০

সম্বন্ধ, অধিকার, উপযুক্ততা বা যোগ্যতা
যা'র যেখানে যত বেশী,
তা'র কাছে প্রশ্নও সে-বিষয়ে তত কম। ৪২৯১।
২৮।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

যা'রা প্রাচীনে শ্রদ্ধাবিহীন,
প্রাচীন তাৎপর্য্যকে
সন্ধিৎসু অনুধ্যায়িতা নিয়ে
নবীনে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে না।
প্রাচীনের শূর-গৌরবকে অগ্রাহ্য ক'রে
পরপদলেহী হ'য়ে চ'লে
কৃতার্থ মনে করে,—
তা'রা আভিজাত্যহারা, দুর্ব্বল
বোধায়নী-ব্যক্তিত্বহীন,
আত্মঘাতী দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ৪২৯২।
২৮।৩।১৯৫২, বেলা ১১টা

যখনই দেখছ—
কা'রো রুচি সত্তাপোষণী ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে
প্রবৃত্তি-সন্দীপ্ত আকর্ষণে
নিজেকে তদনুচর্য্যী ক'রে তুলেছে,
অভিঘাত আসন্ন পদবিক্ষেপে
তা'র দিকে এগিয়ে আসছে—
বুঝে নিও তা';
রুচি যখন নিজের আভিজাত্যানুক্রমিক
শ্রেয় বৈশিষ্ট্যকে, কৃষ্টিকে, ধর্ম্মকে, আদর্শকে
গুরুগৌরবে প্রতিষ্ঠা করার ধান্ধা নিয়ে না চলে—
অন্য যা'-কিছুকে তা'র পোষণোপকরণ ক'রে,
বরং তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
পরানুকরণপ্রিয় ও পরচর্য্যী হ'য়ে চলে—
স্বেচ্ছাচারী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
শ্রেয়-সন্দীপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,—
তা' কিন্তু সাংঘাতিক ব্যতিক্রমেরই সংকেত;
কা'রও রুচি যদি
সত্তাপোষণী, শ্রেয়সন্দীপী
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ইত্যাদিতে
অনুরঞ্জিত না হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞদর্শিতা নিয়ে,—
ব্যক্তিত্ব, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ইত্যাদির বিপরীতপন্থী হ'য়ে,—
সে ব্যক্তিত্বহারা, আত্মবিলয়ী হ'য়েই চ'লতে থাকে;
ঐগুলির সমর্থনে সে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে তখন,
কিন্তু সত্তাপোষণে তেমন হয় না,
সত্তাকে ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে
বিড়ম্বনার বিপর্য্যয়ী অভিঘাতে

নিজের স্বস্থ চলনকে
সাংঘাতিক ব্যতিক্রমে
বিভ্রান্ত ক'রে তোলে সে;
তাই, বৈধানিক অবস্থা কী—
তা'র লক্ষণই হ'চ্ছে ঐ রুচি,
ঐ রুচি দিয়ে বিবেচনা ক'রতে পার—
কে কী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। ৪২৯৩।
২৯।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

তুমি যদি কা'রো কোন বিষয়ে
দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে থাক,
আর, ঐ দায়িত্ব বাস্তবে সক্রিয়ভাবে
উদ্‌যাপন না কর,
কিংবা ঐ দায়িত্ব-আপূরণে কোনপ্রকার খাঁকতি থাকে,—
ঐ খাঁকতি তোমার মস্তিষ্ক-লেখায় নিবদ্ধ থেকে
তা'রই প্রতিক্রিয় অনুপ্রেরণায়
তোমারই আচরণে খাঁকতি এনে
অবশ্যম্ভাবী কৃতকার্য্যতাকেও
কিছু-না-কিছু ব্যাহত ক'রবেই কি ক'রবে;
আবার, তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
বাস্তবে যা' প্রতিফলিত ক'রছে—
আত্মপ্রসাদ-অনুদীপনায়,
তা'ও তোমাকে, তোমার আচরণকে
উচ্ছল ক'রে, আপূরণ ক'রেই চ'লবে,
আর, এই করা না-করা
উভয়ই যদি নিবদ্ধ থাকে তোমার মস্তিষ্কে,
তদনুপ্রেরিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাত

তোমার আচরণকে সময়োপযোগী ও বিহিত
না ক'রে তুলতে পারে,
তা'র ফলে, যেমনতর কর্ম্ম বা আচরণে
যা' হওয়া উচিত,—
তা'ও খানিকটা ব্যাহত হ'তে পারে,
এই বুঝে যা' ক'রতে হয়, ক'রে যাও। ৪২৯৪।
২৯৷৩৷১৯৫২, বিকাল ৩-৩০

যা'দের জীবনে যৌন-সম্বন্ধ
যত বিধিসঙ্গত, সংযত, সংহত ও জোরালো,
তা'দের জীবন-দীপনাও তত প্রখর—
উর্জ্জী-অনুরাগ-সম্বুদ্ধ। ৪২৯৫।
২৯৷৩৷১৯৫২, রাত ৭-৫০

অন্তরাসী অনুচর্য্যা নিয়ে
যা'র যেমন অনুবর্ত্তী হবে—
বীর্য্যী-পরাক্রমে,
তৃপ্তিপ্রদ আত্মত্যাগ-অনুদীপনায়,—
গতি আর প্রাপ্তিও
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে তোমার সেই পথে। ৪২৯৬।
৩০৷৩৷১৯৫২, সকাল ৯-২০

যা'র কথা রাখবে না
বা রাখতে পারবে না,
যা'র সিদ্ধান্ত মেনে চ'লবে না
বা মেনে চ'লতে পারবে না—
এমন-কি, শুভ-সঙ্গতি ও যুক্তি-সত্ত্বেও,—

তা'কে তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করা মানেই
তা'কে তাচ্ছিল্য করা,
এই তাচ্ছিল্যের প্রতিক্রিয়া
তা'কেও তদনুরূপই ক'রে তুলতে থাকবে—
অনুকম্পাহারা ক'রে। ৪২৯৭।
৩০।৩।১৯৫২, রাত ৯-৪৫

বৈধী উপযুক্ত আহার
ধর্ম্মের ভিত্তিকেই শক্ত ক'রে তোলে। ৪২৯৮।
৩১।৩।১৯৫২, সকাল ৯টা

নিজের কুলের বরেণ্য
এমনতর পরিপূরক কোন কুলে
উপযুক্ত পাত্রে অর্পিতা হ'য়ে
কন্যা যদি শ্রদ্ধোষিত আনুগত্যের সহিত
স্বামী-অনুবর্ত্তিতায়
সহজ আগ্রহোদ্দীপ্ত সন্ধিৎসা নিয়ে
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলে—
সর্ব্বতোভাবে স্বামী-স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
উপচয়ী শুভ-সম্বর্দ্ধনার সহিত,—
সে-কন্যা সহজ ও স্বতঃ-ভাবেই
শত আপদ-বিপদের মাঝেও
যেমন তৃপ্ত থাকে,
সুখী হয়,
শ্বশুর-কুলের উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
তেমনি বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়-পরায়ণ হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে অনুচর্য্যা-অনুবর্ত্তিতায়

তঁৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সহজ উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠে যে-পুরুষ
সেও তেমনি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা হ'য়ে
নিজের জীবনকে
শ্রেয়ের তৃপ্তি ও সম্বর্দ্ধনার সমিধ ক'রে তুলে
সুখ, সম্বর্দ্ধনা ও তৃপ্তির অধিকারী হ'য়ে ওঠে। ৪২৯৯।

৩১।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৪০

নিজের কুল অপেক্ষা
অশ্রেয় কুলে যে কন্যাদান—
পাত্র অন্যথা যোগ্য বিবেচিত হলেও—
সে-দান তো সিদ্ধ হয়ই না,
বরং তা' ব্যভিচারকেই প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে ;
তাই, তা' গণ ও সমাজের পক্ষে
নিন্দনীয় তো বটেই,—
অতীব অহিতকর। ৪৩০০।

৩১।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

আবার বলি—
১। পুরুষানুক্রমে যা'রা যত উৎকর্ষ-তপা
যা' নাকি মানুষের কথায়, কর্ম্মে
আচার ব্যবহারে
শ্রমদীপনার ভিতর-দিয়ে
বোধায়নী তাৎপর্য্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে,
সে-বংশ বা সেই ধারা ততই উৎকর্ষিত বা শ্রেয় ;
আবার, কোন বংশ বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর-দিয়ে

কেমন ক'রে নিজের তপোদ্দীপ্ত উৎকর্ষী জীবন
সংরক্ষণ ক'রে এসেছে—
তা'ই-ই হ'চ্ছে সেই বংশের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের পরখ ;

২। কোন বৈশিষ্ট্য দৃঢ় বা কায়েম ক'রতে হ'লেই
পুরুষানুক্রমে সুচিন্তিত বিচারণার সহিত
অনুপোষণী উপযুক্ত যৌন-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত যদি তা' না কর,—
তা' বিশ্লিষ্ট হ'য়ে বিপর্য্যয়ের কারণ হয় ;

৩। ক্রমান্বয়ী কৌলিক তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তৎকুলসঞ্জাত জাতকদের জৈবী-সংস্থিতি
উৎকর্ষে অবস্থান লাভ করে,
আবার, ঐ কুলের প্রতি যে-কুল সশ্রদ্ধ—
তেমনতর পরিপোষণী কুলের কোন মেয়ের চরিত্র
যদি ঐ শ্রেয় কুলের কোন পুরুষের চরিত্রের
অনুপোষক হয়—
আয়ু, স্বাস্থ্য, বোধি, গুণ ও শ্রম-তৎপরতার
শুভ-সঙ্গতি নিয়ে,
তবে তেমনতর বিবাহই সুফলপ্রসূ হয়,
আর, তা'ই-ই বৈধী এবং শ্রেয়,
সবর্ণ ও অনুলোম উভয়বিধ বিবাহেই
এটা বিচার্য্য ;

৪। অবৈধ অশ্রেয় যৌন-সম্মিলনে
অর্থাৎ, পুরুষ এবং নারীর কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত চরিত্র
যেখানে পরিপোষণী ও পরিপূরণী সঙ্গতি-সম্পন্ন নয়কো—
বরং বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত,
সেখানে ডিম্ব ও বীজ-কোষের প্রতিক্রিয়া
বীজকোষের বৈধানিক তাৎপর্য্য নষ্ট ক'রে

অন্তর্নিহিত বংশানুক্রমিক গুণসম্পদকে
নষ্ট তো করেই,
তা' ছাড়া, মানসিক ও দৈহিক বিকার সংঘটিত ক'রে
জাতকের জীবনকে দুর্ব্বহ ক'রে তোলে,
এই জাতীয় সংযোগ পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা ;

৫। পারম্পর্য্যে বহু-পুরুষানুক্রমিক তপশ্চর্য্যা
ও উপযুক্ত বৈধী-যৌন-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
জৈব-সংস্কৃতি তদুপযোগী বিধান
ও গুণ-সংহতি পেয়ে
উৎকর্ষী ও সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে ;

৬। তপশ্চর্য্যা ও যৌন-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যতই বৈধানিক বিন্যাস
ও গুণ-সংহতির উৎকর্ষ লাভ হো'ক না কেন,
উৎকৃষ্টা নারী ও অপকৃষ্ট পুরুষের যৌন-সংশ্রব
ঐ বৈধানিক বিন্যাস ও গুণ-সংহতিকে ভেঙ্গে ফেলে,
এমন-কি, উৎকর্ষ দীর্ঘকাল ধ'রে
বংশানুক্রমিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত যেখানে,
সেখানেও যদি অমনতর অশ্রেয় যৌন-সঙ্গতি ঘটে,
তবে বৈধানিক বিপর্য্যয়ে
গুণ-সংহতি স্থৈর্য্যহারা, নিকৃষ্ট ও বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'কে নিরোধ করবার
এমনতর কিছুই থাকে না—
যা' দিয়ে ঐ মৌলিক স্বস্থ-সংহতি
বজায় থাকতে পারে,
আর, এটা উদ্ভিদ-জীবনেও যেমন
বস্তুজগতেও তেমনি
মনুষ্য-জগতেও তেমনি,—

ঐ একই বিধি বিভিন্ন ভূমিতে
তদনুপাতিক হ'য়ে চলে। ৪৩০১।
৩১।৩।১৯৫২, বিকাল ৩-৩০

কোন পুরুষ যদি স্ববর্ণের মধ্যে
অবিমিশ্র অথচ ঈষৎ অপকৃষ্ট কুল-সঞ্জাত
সমকৃষ্টি অনুপোষণী চরিত্র-সম্পন্ন
কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করে,
তা' সাধারণতঃ সুফলপ্রসূই হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ কন্যার সন্তান-সন্ততির ভিতরও
তা'র স্বামিকুলের অন্তর্নিহিত গুণাবলী
ও বৈধানিক সংস্থিতি
দৃঢ় ও শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—
বোধায়নী প্রাখর্য্য নিয়ে;
আর, ঐ কন্যার গর্ভজাত পুরুষ-সন্তান বা কন্যা
ঐ পিতৃকুলের তুল্য কুলে
যদি বিবাহিত হয়—
তা'ও সুফলপ্রসূই হ'য়ে থাকে,
আ'র, অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহ-সঞ্জাত সন্তান
যদিও সর্ব্বাংশে শ্রেয়ই হয়—
তবু মাতৃবর্ণের পার্থক্যানুপাতিক
বিভিন্ন থাকের হ'য়ে থাকে,
তাই, অমনতর পুরুষ-সন্তান
মাতৃবর্ণের চেয়ে উচ্চতর বর্ণোদ্ভূত কন্যার
পাণিগ্রহণ ক'রতে পারে না,
শুধু ঐ কন্যাই উচ্চতর বর্ণ বা কুলে
বা পিতৃতুল্য কুলে সর্ব্বথাই গ্রহণীয়

এবং তা'র ফলও
স্ুফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৪৩০২।
২।৪।১৯৫২, রাত ৭-৪৫

উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভূত জাতক
যদি দীর্ঘদিন ধ'রে নিম্নবংশীয়ের সহিত
তা'দের পরিবেশে বসবাস করে,
তাহ'লে, উপযুক্ত পোষণের অভাবে
তা'দের গুণান্বয়ী বৈশিষ্ট্য-বিকাশে খাঁকতি জ'ন্মে থাকে ;
তা'রা উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের শ্রেয়-সন্দীপনাকে
হারিয়ে ফেলে,
বিশেষতঃ মেয়েদের বেলায়
এটা বেশী দেখা যায় ;
তাই, অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহিতা মেয়েদের
হামেশা পিতৃকুলের সংসর্গ, অন্নপান-গ্রহণ
ও তা'দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আচার-ব্যবহার অবিধেয়,
তা'দের সন্তান-সন্ততির পক্ষেও
মাতুলালয়ের সঙ্গে সংশ্রব-সম্পর্কেও
ঐ কথা প্রযোজ্য। ৪৩০৩।
২।৪।১৯৫২, রাত ৯-১৫

যদি জীবন-যাত্রার সৎ-চলনে
কোনপ্রকার বাধা নিষেধ না থাকে,
প্রত্যেকের ধন-সম্পদের দায়িত্ব নিয়ে
প্রতিটি শাসন-সংস্থাই
বিহিত তৎপরতায় বিনায়ক হ'য়ে চলে,
ধৰ্ম্ম, কৃষ্টি, জীবন ও বিত্ত-রক্ষক হয়—

স্বতঃ-দায়িত্বে—
কঠোর হস্তে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শানুবর্ত্তিতায়,
আদান-প্রদানে পরস্পর পরস্পরের
পূরণ, পোষণ ও রক্ষণে
সিদ্ধহস্ত হ'য়ে চলে,
দেশীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে
অযথা দুরূহ, উৎকট নিয়ন্ত্রণী নিষেধ
বা শুল্ক-প্রাচীর না থাকে,
গণগতির শ্রেয়-স্বার্থী সম্বন্ধ
ব্যাহত না হয়,
বিচারালয় নিরপেক্ষ ও অনুকম্পাশীল থাকে,
শাসন-সংস্থা ও শান্তিরক্ষক
লোকসেবাপ্রবণ ও অসৎ-নিরোধী শীলবান হ'তে বাধ্য হয়,
শিক্ষা ও সামাজিকতায়
সম্বর্দ্ধনাপ্রবণ স্বাতন্ত্র্য থাকে,
বৈশিষ্ট্যরক্ষায় প্রতিটি ব্যষ্টি
প্রতিটি ব্যষ্টির প্রতি
হৃদ্য, সাধু প্রযত্নশীল হ'য়ে চলে—
সম্ভ্রমাত্মক সমীহ নিয়ে—
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে,—
তাহ'লে পৃথিবীর যে-কোন দেশ
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী যে-কোন তন্ত্রের
অধীনই থাক না কেন,
আর, যত ভাগেই বিভক্ত হো'ক না কেন,
তা' কোনপ্রকার ব্যাহতি বা ব্যতিক্রম
কমই সৃষ্টি ক'রে থাকে

তখন যে-কোন দেশের
লোক-অনুকম্পী রাষ্ট্রনায়ক হউন না কেন,
উপযুক্ত হ'লে
তাঁ'কে যে-কোন রাষ্ট্র
অবলীলাক্রমে গ্রহণ ক'রতে পারে—
নিজেদের স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনা
ও বৈশিষ্ট্যবজায়ী প্রয়োজনের জন্য—
নিজেদের নিয়মতান্ত্রিক বেষ্টনীকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
ফলে, গণজীবন সাবলীল গতিতেই
চ'লে থাকে সর্ব্বত্র । ৪৩০৪ ।
৩।৪।১৯৫২, বেলা ১০-৪০

সুকেন্দ্রিক, তপবীর্য্যী,
সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রেয়দিগকে
যা'রা অসম্ভ্রমে অবজ্ঞা ক'রে
বিকেন্দ্রিক, অশ্রেয়, স্বার্থসন্ধিক্ষু
গর্ব্বেপ্সু, উদ্ধত বৈশিষ্ট্যসংঘাতী পরাক্রমীদের
সম্ভ্রম ও প্রশস্তিতে আপ্যায়িত ক'রে থাকে,—
প্রথমেই বুঝে নিও—
তা'দের অন্তঃকরণ
অশ্রেয়, বিক্ষুব্ধ ব্যভিচার-তৎপর,
প্রবৃত্তি-রঙ্গিল, বিক্ষোভী, ছন্ন, ব্যতিক্রমী চলনেই
চলন্ত তা'রা ;
তাই, তা'দের কাছে
সুকেন্দ্রিক, শ্রেয়ানুগ শ্রমতপা
শুভ-সন্দীপী আত্মত্যাগী জীবন
পছন্দ হ'য়ে ওঠে না,
কুটিল, স্বার্থপ্রশ্রয়ী যুক্তি ও ন্যায়ের অবতারণা ক'রে

ঐ শ্রেয়-চরিত্রদিগকে তা'রা অপদস্থ ক'রে
লোকবোধিকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে চায়
নিজেদেরই অন্তঃকরণের অপচ্ছবি-প্রসূত উত্তেজনায় ;
একটু মনোযোগ ক'রলেই বুঝতে পারবে
ও বুঝে চলাও কঠিন হবে না। ৪৩০৫।

৩।৪।১৯৫২, দুপুর ১টা

স্বকেন্দ্রিক সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন-সম্বেগী
শ্রেয়-শ্রমতৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যা'রা নিজের জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে
পরিবেশের শুভ-সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যা নিয়ে
বোধিতৎপর সার্থকতায় দিনযাপন করে—
বংশপরম্পরায় শুভ-সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'রাই আয়ু ও স্বস্তির
অধিকারী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
এবং তা' উপযুক্ত পরিণয়-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
সন্ততিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে ;
আবার, যা'রা যতই শ্রমকাতর হ'য়ে
অন্যের উপর নির্ভর ক'রে
জীবনধারণ করে,—
তা'দের আয়ুষ্কালও কমতে থাকে ততই,
আর, তা'রা জরাজীর্ণ ও নির্ব্বাণোন্মুখ
হ'য়ে ওঠেও তেমনি। ৪৩০৬।

৩।৪।১৯৫২, দুপুর ১-১৫

যদি ভুল ক'রে থাক—
ইচ্ছায়ই হো'ক,

অনিচ্ছায়ই হো'ক,
বা বাধ্য হ'য়েই হো'ক,
তা'কে যতক্ষণ না সংশোধন করছ,—
তা' তোমাকে ভূতের মত পেছু নেবে—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক ;
তাই, সব সময় সংশোধন-তৎপর হ'য়ে চ'লো—
সত্বর, সমীচীনভাবে,
নচেৎ, তুমি তো ক্লিষ্ট হবেই,
তা' ছাড়া, আনুষঙ্গিক অন্যেও
তা' হ'তে রেহাই পাবে না। ৪৩০৭ ।
৪।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৫০

অনেক সময়
দেখতে পাওয়া যায়,
মেয়েরা আপূরিত, আপোষিত
বা সংরক্ষিত হবার প্রত্যাশা নিয়ে
বিবাহ-নিবদ্ধ হ'তে চায়,
এমনতর প্রত্যাশা-পীড়িত বিবাহ-নিবন্ধ
বিড়ম্বনারই হ'য়ে থাকে,
বরং নিজেদের আপূরণ, আপোষণ ও সংরক্ষণ-প্রবৃত্তিকে
সক্রিয় ও সার্থক ক'রে তুলে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী প্রতিভার পরিচর্য্যায়
প্রসাদ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠাই
তা'দের জীবনের কাম্য হওয়া উচিত—
দায়িত্ব নিতে
দিতে নয়কো ;

তাই, বিবাহ সার্থক হ'য়ে ওঠে
ওই স্বার্থ-সংরক্ষণী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
আর, সেখানেই তা'রা
সনির্ব্বন্ধ, সভাসঙ্গত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আপদ, বিপদ, অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
বোধি-প্রাচুর্য্যে অন্বিত হ'য়ে উঠে থাকে। ৪৩০৮।
৪।৪।১৯৫২, সকাল ৯-৪০

বংশ-পরম্পরায় সুকেন্দ্রিক কৃষ্টিতপা হ'য়ে
সার্থক সুসঙ্গত বোধায়নী পরিচর্য্যায়
নিজের বিধান ও বোধিকে
অন্বিত ক'রে যাঁ'রা চ'লে থাকেন,
তাঁ'দিগকে উৎকৃষ্ট বলা হ'য়ে থাকে। ৪৩০৯।
৪।৪।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

যাঁ'রা নানারকমে ঠ'কে-জিতে, পোড় খেয়ে
সদনুচলনে সংশোধিত হ'য়ে
বোধিতাৎপর্য্য-সম্বেগে
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে
অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
কৃতবিদ্য হ'য়েছেন বা হ'য়ে চলেছেন—
সত্তাপোষণী সুসঙ্গত তৎপরতায়,—
তাঁ'রাই বিজ্ঞ;
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনায়
এমনতর বিজ্ঞের সহযোগী হ'য়ে
সদনুবর্ত্তনে
বোধায়নী কর্ম্মদীপনায়

যদি দক্ষ না হ'য়ে উঠতে পার,
তুমি কৃতবিদ্য হ'য়ে উঠতে পারবে না,
ছন্নছাড়া হ'য়েই চলতে হবে—
বেঘোর বিচ্ছিন্ন আবর্ত্তনে ঘুরতে ঘুরতে ;
তাই, যদি বুঝতে চাও,
ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সহযোগী হ'য়ে
সহকর্ম্মী হ'য়ে
তদনুপ্রাণনা নিয়ে
কর, বোঝ, জান,
তা'র সাথে দুঃখ, কষ্ট, শাসন
সবই আনন্দে স'য়ে
তৃপ্তি নিয়ে দীপ্তকর্ম্মা হও,
বোধিসঙ্গতি নিয়ে বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
নয়তো, দুরূহই হ'য়ে উঠবে তোমার জীবন তোমার পক্ষে,
নিজেই উদ্ভট আতজালা হ'তে
প্রয়াসশীল হ'য়ো না। ৪৩১০।
৭।৪।১৯৫২, সকাল ৮-১২

মেয়েদের অভিভাবক যা'রা
আবার তা'দিগকে বলছি—
তোমরা সন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত
শাসন ও প্রীতিনিয়ন্ত্রণে দেখো,
বিনায়ন ক'রো,
মেয়েরা যেন অবিবাহিতকালে
কিছুতেই কোন প্রকারেই কামাচারস্পর্শী হ'য়ে না ওঠে,
বিবাহের পূর্ব্বে তা'রা যেন

গৃহস্থালী-বিদ্যায় দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
স্থনিপুণ হ'য়ে ওঠে,
তড়িৎ-উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
সর্ব্বতোভাবে স্থব্যবস্থ হ'য়ে ওঠে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
স্বতঃ-অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
মন বুঝে, প্রয়োজন বুঝে চলতে, করতে
তা'রা যেন স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
হৃদ্য আপ্যায়নায়,
নিষ্ঠা, বাক্য, ব্যবহার, আচার
ও কর্ম্মদীপনী সৌকর্য্যে
সব সময়ই যেন তা'রা
এমন অনুপ্রেরিত হ'য়ে থাকে,
যা'তে সহজভাবে নিজেকে
ক্লান্তই মনে না করে,
এই ক্লান্ত মনে করাই যেন
তা'দের পক্ষে অপমানের হ'য়ে ওঠে,
এই রকমে তা'দিগকে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে
তোমাদেরও অভ্যাস-ব্যবহারের অভিব্যক্তি
যতখানি প্রয়োজন তা'র যেন ত্রুটি না হয়,
প্রীতি যদি না থাকে,—
শুধু দণ্ডনীতিতে
তা'দের কিন্তু অমন ক'রে তোলা যায় না ;
কামাচারস্পর্শী মেয়েদের সাধারণতঃ অনেক সময়ই
বিকেন্দ্রিক বোধি নিয়েই চলার ঝোঁক হ'য়ে ওঠে,
আর, অসঙ্গত অপটু জাতকেরই
জননী হয় তা'রা প্রায়শঃ,

তা'রা জীবনকে ঐ অমনতর কৃতী ক'রে তুলতে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে
অবসন্নই হ'য়ে ওঠে বেশী,
তা' কষ্টকর হ'য়ে ওঠে তা'দের পক্ষে ;
তারপর যেন স্মরণ থাকে—

তা'দিগকে সৎকুলে
অর্থাৎ তোমাদের অপেক্ষা শ্রেয় বা বরণীয় কুলে
শ্রেয়-পাত্রস্থ ক'রতে পারাই
তোমাদের পক্ষে শ্রেয়প্রসাদসন্দীপী হবার
একমাত্র উপায়,
যা'তে শ্বশুরকুলে যেয়ে
তা'রা তোমাদের বংশ ও কুলগরিমাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে,

আরো স্মরণ রেখো—
পাত্র হাজার কৃতবিদ্য হ'লেও
নিম্নকুলে কন্যা-অর্পণ কিন্তু বিশেষ মহাপাতক ;
বিবাহের পুর্ব্বে যেগুলি দেখবার প্রয়োজন
তা' তো দেখবেই,
তা' ছাড়া দেখবে, তোমার মেয়ের প্রকৃতি
যে-পাত্রে তা'কে অর্পণ করছ
তা'র প্রকৃতির অনুপোষণী ও আপূরণী কিনা,
অনুপোষণী ও আপূরণী হওয়াই হ'চ্ছে
সম্বন্ধ-নির্ণয়ে প্রধান বিবেচ্য,
এতে তোমার মেয়েও সুখী হবে,
তোমরাও নন্দিত হ'য়ে উঠবে। ৪৩১১ ।

৭।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৪২

পুং বা স্ত্রী-বীজাণুর অন্তরে থাকে ক্রমজন,
ক্রমজন মানে ক্রমান্বয়ী তাৎপর্য্যে
উদ্গতি বা বর্দ্ধনায়
অনুপ্রেরণ-সম্বেগ যা'র ভিতর নিহিত থাকে,
এই ক্রমজনের অন্তরে আবার থাকে জনি,
এই জনির ভিতরই
অন্বিত বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
অন্বিত গুণের চিতী-সম্বেগ নিহিত থাকে,
এই জনিক্ষরণ হ'তেই
রজোবীজে মিলিত জৈবী-সংস্থিতি
শারীর জীবনে তদনুপাতিকভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবার
প্রেরণা পেয়ে থাকে,
এমনি ক'রেই প্রত্যেকটি বিশেষ বীজ
ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিশেষ অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে ওখানেই। ৪৩১২।
৭।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৫০

রক্ত-সংশ্রব-বিহীন অনুপূরক রক্তে বিবাহ
জৈবী-সংস্থিতির পক্ষে মঙ্গলপ্রসূই হ'য়ে থাকে। ৪৩১৩।
৯।৪।১৯৫২, সকাল ৮টা

জাতি, পরিবেশ ও পরিবারকে উজ্জীবিত ক'রতে হ'লেই,
পরিপুষ্ট ক'রতে হ'লেই চাই—
কৃষ্টিতপা শ্রেয়ানুধ্যায়ী অনুপূরক নূতন রক্তে
পরিণীত হওয়া,—বিবাহিত হওয়া—
বৈধী ক্রমিকতায়,

তা'রই ফলে জাতকও
সুসঙ্গত সুপুষ্ট জৈবী-শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে
জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে,
আর, ঐ জাতকই হ'চ্ছে
পরিবার, পরিবেশ ও জাতির সম্বর্দ্ধনী জীবন ;
যে পরিবার, পরিবেশ বা জাতিতে
বৈধী-বিন্যাস-নিয়ন্ত্রণে
সুজাতক জন্মে না বা কম জন্মে,
তা'র বর্দ্ধনাও নিদ্রালু আবেশে অভিভূত হ'য়ে
ব্যতিক্রমী পন্থায় বিচ্ছিন্ন হ'য়েই চলে। ৪৩১৪।
৯।৪।১৯৫২, সকাল ৯-১২

অখণ্ড সত্তা
কোথায় কেমন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে—
কী বৈশিষ্ট্য নিয়ে
কোন্ অভিব্যক্তিতে,—
প্রতিটি ব্যষ্টি বৈশিষ্ট্যশালী হ'য়ে
সদৃশ গুচ্ছে পারস্পরিক অনুপূরক, অনুপোষক
ও অনুপালনী তাৎপর্য্যে
কোথায় কিভাবে আছে,—
তা'কে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝতে না পারছ,
জানতে না পারছ,
বোধে দেখতে না পারছ,—
ততক্ষণ ঐ অখণ্ড সত্তা তোমার কাছে
মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
সেই অখণ্ড সত্তা অখণ্ড থেকেও
প্রতিটি ব্যষ্টিতে কেমন ক'রে

আত্মপ্রকাশ করেছে—
কোন্ বৈশিষ্ট্যে, কেমন ক'রে,—
তা'কে আগে জান,
ঐ অখণ্ড-সত্তাজ্ঞান সাত্বিক তাৎপর্য্যে
অবিদ্যাকে অতিক্রম ক'রে
বিদ্বৎপ্রজ্ঞায় অমৃতস্পর্শী ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৩১৫।
৭।৪।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

যিনি সক্রিয় সুকেন্দ্রিক ন'ন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ন'ন,
যিনি প্রাচীন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ন'ন,
সুসংহত বোধায়নী তাৎপর্য্যে যিনি সম্বুদ্ধ ন'ন,
ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে
যিনি সার্থক ক'রে তুলতে পারেন না—
অন্বিত সুসঙ্গত একসূত্র-তাৎপর্য্যে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহান বা মহৎদের প্রতি
সক্রিয় আপ্তবোধের অভাব যাঁ'তে,
তিনি যা'ই বলুন,
আর যতই বলুন—
বিচ্ছিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন,
তাঁ'র প্রবৃত্তিগুলি একসূত্রসমাহিত হ'য়ে উঠতে পারে না—
সুকেন্দ্রিক একার্থ-অন্বিত হ'য়ে ;
এমনতর যাঁ'রা,
তাঁ'রা যদিও গণসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রতে চান
বা ক'রে থাকেন,

তাঁ'রা বিপর্য্যয়েরই আমন্ত্রক—
তাঁ'রা বিধি ও ঈশ্বরের অমনোনীত। ৪৩১৬।
৯।৪।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

বেদের বাহন বিজ্ঞান—
যখন সে বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
সার্থক, সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে
নিরাপত্তা ও সত্তাপোষণের হ'য়ে চলে। ৪৩১৭।
৯।৪।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

ভক্তির মত উপভোগ্য নেই—
যদি তা' অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক
সক্রিয় অনুচর্য্যা-পরায়ণ হয়;
বোধির মত দিব্যদৃষ্টি নাই—
যদি তা' নিষ্ঠানন্দিত, সন্ধিৎসাপরায়ণ
একানুধ্যায়ী হয়;
ধারণা-অভিভূতির মত আহাম্মকী নেই—
কারণ, তা'র ফলে
মানুষ যা' ভাবে, বলে বা করে
তা'তে বাস্তব সঙ্গতি কমই থাকে;
পরার্থ-উপেক্ষ স্বার্থগৃধ্নুতার মত দরিদ্রতা নেই—
কারণ, সে অন্যকে বঞ্চিত ক'রেই
সঞ্চয় ক'রতে চায়। ৪৩১৮।
১২।৪।১৯৫২, রাত ১১টা

অনুগৃহীত না হওয়ার আত্মশ্লাঘা নিয়ে
যা'রা বসবাস করে—

তা'রা একরকমের আহাম্মক,
তা'রা নিজে শুকিয়ে
অন্যের বাঁচার পোষণ-সরবরাহে কৃপণই হ'য়ে চলে।
আবার, অন্যের পোষণহারা স্বার্থগৃধ্নুতা নিয়ে
যা'রা পুঁজিকে উপাসনা করে
তা'রা আরো আহাম্মক,
কারণ, যা'দের দিয়ে পাবে
তা'দেরই শোষক হ'য়ে, শীর্ণ ক'রে
স্বার্থপুষ্টির আকাঙ্ক্ষা করে তা'রা,
অন্যের শোষক হ'য়ে
তা'রা নিজেদেরও শুকিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করে।
প্রকৃতির নির্দেশই হ'চ্ছে—
পোষক হও,
পোষক হ'য়ে পরিপোষিত হও,
যোগ্য হও, বাঁচাও, বাঁচ। ৪৩১৯।
১২।৪।১৯৫২, রাত ১১-৫

নববর্ষোপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

আজ নববর্ষের প্রথম দিন,
এই শুভ মুহূর্ত্তে
আমার অন্তরের আবেগোচ্ছল
উদ্দীপ্ত প্রার্থনা তাঁ'র চরণে—
তোমরা সবাই তোমাদের প্রত্যেকটি সন্তান-সন্ততি
পরিবার-পরিবেশ সহ

সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক ;
কোন আপদ, কোন বিপদ,
কোন বাধা, কোন বিপত্তিই
যেন তোমাদিগকে এতটুকু টলাতে না পারে,
তোমাদের অন্তরের সম্বেগ-সম্বুদ্ধ
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত সনির্ব্বন্ধ সঙ্গতি
তরঙ্গায়িত উচ্ছল চলনে
নিয়তই যেন তাঁ'র চরণ বিধৌত ক'রে
সেই স্নাত চরণ-সলিলে
তোমাদের প্রতিটি জীবনকে
জীয়ন্ত, কর্ম্মঠ, রাগবীর্য্যী ক'রে রাখে,
কেউ যেন বঞ্চিত না হয়,
বিচ্যুত কেউ যেন না হয় ;
আবার দেখ,
তোমাদের জীবনের পুরোভাগে
রাঙা-ঊষা কী আলোক বিচ্ছুরণ ক'রে
তোমাদিগকে আহ্বান করছে,
আমন্ত্রণ করছে,
সোহাগ-সম্বুদ্ধ দীপনা নিয়ে
আকুল অন্তরে প্রতীক্ষা করছে—
ঐ তোমাদিগকেই লক্ষ্য ক'রে ;
চল,
সলীল চলনে চলতে থাক,
অফুরন্ত জীবন-স্রোতা হ'য়ে চলতে থাক,
ঐ যজন-যাজন-ইষ্টভৃতির অমোঘ অর্ঘ্যে
তাঁ'কে অভিনন্দিত কর,
ঐ স্বর্ণ-ভবিষ্যৎ

বাস্তব প্রতিকৃতি নিয়ে
তোমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—
রঞ্জিত অমর বিভা-বিকিরণে ;
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকেই
কোটি-কোটিতে বিস্তার লাভ কর—
তোমাদের আবেগোচ্ছল বাহুদ্বয়কে বিস্তার ক'রে—
আলিঙ্গন ক'রে সবাইকে,
সংহত ক'রে সবাইকে,
সন্দীপ্ত যোগ্যতায় সম্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে ;
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ অফুরন্ত আভা বিকিরণ ক'রে
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক,
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠুক,
উচ্ছল চলনে চলন্ত হ'য়ে চলুক ;
ভুলো না কেউ তোমরা—
তোমাদের পেছনে
প্রবৃত্তির শাতন-সম্বদ্ধ হাতছানি
পেছনের কোলাহলকে মুখরিত ক'রে
তোমাদের গতিপথ রুদ্ধ করতে চাইলে—
নিনড় থেকে
অকম্পিত অটুট চলনে চলতে ;
ঈশ্বরের হবিঃ-সমিধের উৎকর্ণ আবেগ-অঞ্জলি নিয়ে
সেইদিকেই এগুতে থাক
ব্যতিক্রমকে ব্যাহত ক'রে ;
দরিদ্রতার কষাঘাত,
অনটনের অট্টহাস্য,
বিপর্য্যয়ের বিকৃত লাঞ্ছনা

তোমাদিগকে যেন স্পর্শও ক'রতে না পারে ;
কুশলকৌশলী সক্রিয় বোধায়নী তৎপরতায়
যা'-কিছুকে ব্যাহত ক'রে
বিমর্দ্দিত ক'রে
বিধৌত ক'রে
অজেয় হ'য়ে ওঠ তোমরা,
বিশাল হ'য়ে ওঠ তোমরা ;
মনে রেখো—
তিনি সত্যস্বরূপ,
তিনি মঙ্গলস্বরূপ,
তিনি প্রেমস্বরূপ,
প্রকৃতির আবিষ্ট তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারে তিনি ধ্রুবতারা,
আর, ঐ ধ্রুবতারাই তোমাদের
দিক্-নির্ণয়ী, ইষ্টার্থপোষণী জীবনযজ্ঞের হোতা ;
তিনি ত্রাতা,
তিনি বিধাতা,
উদ্ধাতা তিনিই,
তাঁ'তেই আলম্বিত থেকো,
সে-আলম্বন কেউ যেন ছিঁড়তে না পারে কোনক্রমে ;
একটা মানুষের মতন
আজ তোমাদিগ্‌কে যেমনতর দেখছি—
এতগুলিকে,
কোটি-কোটিতে তেমনি ক'রেই তোমরা উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ ;
আবার যেন দেখতে পাই অতি সত্বরই—
আমার এই জীবনস্রোত চলন্ত থাকতে-থাকতেই—
ঐ কোটি-কোটি তোমরা
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে

একটা হ'য়ে উঠেছ ;
তাই আবার বলি—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও পরিবেশ-সহ
তাঁ'রই চরণে সুনিষ্ঠ অনুরাগ-সন্দীপনা নিয়ে
স্মিত সৌকর্য্য-সম্বোধনায়
আত্মপ্রসাদী সুনিষ্পন্নতায় অভিষিক্ত হ'য়ে
সুখে থাক,
স্বস্তিতে থাক,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
মৃত্যু পার হ'য়ে
অমরতাকে উপভোগ কর,—
তাঁ'র চরণে
অনিবার্য্য ঐকান্তিক আগ্রহ-উন্মাদনায়
এই আমার একান্ত প্রার্থনা। ৪৩২০।
১৪।৪।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

উদ্ধত অবদান যেখানে,
সেখানে তা' দৈন্যগ্রস্ত,
আর, তা' হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। ৪৩২১।
১৯।৪।১৯৫২, রাত ৮-২৫

আত্মম্ভরী কাম-কামনাক্লিষ্ট অনুচর্য্যী সৌজন্য
অপরিশুদ্ধ প্রীতিরই পরিচায়ক। ৪৩২২।
১৯।৪।১৯৫২, ৮-৩০

যা'র সেবা ও স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত,
আসক্তিই বল, আর প্রীতিই বল,
তা' কিন্তু সেখানেই। ৪৩২৩।
১৯।৪।১৯৫২, রাত ৮-৩২

তোমার কুল, কৃষ্টি ও পরিবারকে উপেক্ষা ক'রে
যা'র অবলম্বনে
তদনুচর্য্যায় জীবনকে অতিবাহিত করবে,
সেই হবে তোমার জীবন-সঙ্গতির স্ফুরণ-দীপনা,
তুমি তদ্ভাবান্বিত অনুক্রমায়
সংক্রামিত হ'তে থাকবে। ৪৩২৪।
১৯।৪।১৯৫২, রাত ৮-৫০

তুমি আজ যে স্বার্থ-সংক্ষুধ
প্রবৃত্তি-প্ররোচনার উন্মাদনা-বশতঃ
যে অসৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করলে,
লোকে তা'কে যদি ক্ষমাও করে,
আর, সুষ্ঠু নিষ্ঠার সহিত
তুমি যদি তা'কে সংশোধন না কর,
ঐ উন্মাদনা তোমার মস্তিষ্কে অনুস্যূত থেকে
প্ররোচনা-প্রলুব্ধ ক'রে
তোমাকে কত কী যে করাতে পারে—
তা'র ইয়ত্তা নাই,
সেখানে যেমনতর ক্ষমাই হো'ক না কেন,
তা' তোমাকে যে ক্ষতিতেই প্রোথিত ক'রে রাখবে—
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ;
তাই, যেখানে যেমনতর অসৎকর্ম্মই কর না কেন,

যেমনতর অন্যায়ই কর না কেন,
আর, যেখানে তা'র প্রতিক্রিয়া
যেমনতরই আসুক না কেন,—
তা'কে সহ্য কর,
স্থায়িভাবে সংশুদ্ধ হও,
ভবিষ্যতে লাখো প্রলোভনও যেন
তোমাকে অমনতর কাজে নিয়োজিত করতে না পারে—
এমনতর ক'রে,—
তবেই রেহাই,
তা'তে অন্যেও বাঁচবে,
তুমিও রক্ষা পাবে। ৪৩২৫।
১৯।৪।১৯৫২, রাত ৯-২০

যিনি শ্রেয়-নিবন্ধনে
শ্রেষ্ঠ বা উচ্চে উদ্যত ও নিয়োজিত ক'রে
জ্ঞান-পরিবেষণে
প্রবৃত্তি-নিয়মন-পন্থা নির্দ্দেশ করেন,
তিনিই গুরু। ৪৩২৬।
২১।৪।১৯৫২, সকাল ৮-২৫

যিনি প্রকৃষ্টভাবে হয়েছেন
অর্থাৎ নিজেকে প্রস্তুত করেছেন,
তিনিই প্রভু,
যা'র যে-বিষয়ে এই হওয়া বা প্রস্তুতির খাঁকতি যত,
প্রভুত্বের অপলাপও সেখানে তা'র তত। ৪৩২৭।
২১।৪।১৯৫২, বিকাল ৫-২৫

ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে কুলসংস্কৃতিপ্রবুদ্ধ তর্পণাদি
যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে,
এবং তা' যদি সুকেন্দ্রিক চলনায় না চলে,
তবে বংশ বা জাতির বীর্য্যবত্তা ও জননশক্তি ক'মে যায়,
ফলে, জাতির অধঃপতন ও ক্রম-অবলোপ
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। ৪৩২৮।
২২।৪।১৯৫২, সকাল ৮-১০

উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগত চিন্তা ও চলন
বোধায়নী তাৎপর্য্যকে নষ্ট ক'রে
মানুষকে বিচ্ছিন্ন-ভাবাপন্ন ক'রে তোলে—
প্রবৃত্তিতান্ত্রিকতায়,
ফলে, ধর্ম্মীয় বাঁধন শ্লথ হ'য়ে
সমাজও অপকর্ষী হ'য়ে ওঠে। ৪৩২৯।
২২।৪।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

সাধারণ গণগুচ্ছ
দুর্ব্বল-বিবেকীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
তাই, তা'দের কাছে
ভাব-সঞ্চালন ও সহানুভূতি ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
আর, ওর ভিতর-দিয়েই তা'রা অনুকরণপ্রবণ হ'য়ে থাকে,
ফলে, ক্রমশঃ তা'রা বিষয়ানুপাতিক ধারণায়
প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আবার, প্রীতি, সমীহ ও ভীতিও
কম ক্রিয়াশীল হয় না ;
তাই, ধর্ম্ম-পরিবেষণে

প্রীতি, সম্ভ্রম, সমীহ ও ভয়
তা'দের সৎ-সন্দীপী জীবন-চলনার পক্ষে
সহায়কই হ'য়ে থাকে,
তাই, তা'দের চালকের চরিত্র,
বাক্য, আচার, ব্যবহার
এমনতর হওয়া প্রয়োজন,
যা'র প্রতি সশ্রদ্ধ সম্বেদনায়
ভাব-সঞ্চালনকে আশ্রয় ক'রে
অনুকরণতৎপর হ'য়ে
তা'রা কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে—
ঐ নেতার বাক্য, ব্যবহারের
সমঞ্জস, সন্দীপনী, সম্বুদ্ধ ভাব-সঞ্চালনের ভিতর-দিয়ে,
যেখানে এর যতটুকু অভাব
সংহতি ও গণচরিত্রকে সেখানে
ততখানি শ্লথই হ'তে দেখা যায়,
তাই, এমনতর ক'রেই
শুভসন্দীপনা তা'দের ভিতর
যেমন ক্রিয়াশীল হ'য়ে থাকে,
অশুভও ঠিক অমনি ক'রেই
আগ্রহ-আতুর হ'য়ে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে ;
তা'দের যদি ভালই চাও,
তা'দের বিনায়কই যদি হও,
নিয়ন্তা বা নেতাই যদি হ'তে চাও,
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
তদর্থপরায়ণ বাস্তব বাক্য, চরিত্র ও অনুচর্য্যা নিয়ে
সমবেদনা ও সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত ক'রে
বাক্য ও ব্যবহারে সমঞ্জসা হ'য়ে

সমীহ-সন্দীপী অনুবেদনা নিয়ে
তা'দের সম্মুখে দাঁড়াও—
হৃদ্য, দীপন বিভায় প্রভান্বিত হ'য়ে,—
যা'তে তা'রা সম্ভ্রম-ভী-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অচ্যুত অনুরাগে শ্রেয়ানুসরণে তৎপর হ'য়ে ওঠে,
তুমিও সার্থক হবে,
তা'রাও সম্বর্দ্ধনার পথেই এগুতে থাকবে। ৪৩৩০।

২২।৪।১৯৫২, রাত ৭-৫৫

বৈশিষ্ট্যসমন্বিত পরিবেশ যদি না থাকে,—
চেতনা স্তিমিত হ'য়ে চলে,
আবার, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পারিবেশিক সংঘাত
বোধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে
চিদায়িত ক'রে তোলে,
পরিবেশ হ'তে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক প্রেরণা গ্রহণ ক'রে
ও তদ্বিপরীত যা'-কিছুকে
বর্জ্জন, বিন্যাস বা নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ব্যক্তিত্ব উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
বোধি-সংক্রমণ-তাৎপর্য্যে
নিজেকে বর্দ্ধিত করতে করতে ;
এই পরিবেশ হ'তে
যে-বৈশিষ্ট্য পুষ্টিপ্রদ সংঘাত যত পায়,—
আপুরিত হ'য়ে প্রবর্দ্ধিত হয় তেমনি,
আবার, বিপরীত যা'-কিছু গ্রহণ ক'রে
তা'র দ্বারা ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িষ্ণুই হ'তে থাকে ,
পরিবেশকে অগ্রাহ্য ক'রে যে-ধর্ম্মাচরণ

তা' বিপর্য্যয়েই জীবনকে বিকৃত ক'রে তোলে ;
তুমি পরিবেশকে বিন্যাস ক'রে
সত্তাপোষণী সুসঙ্গত ক'রে তোল—
প্রতিটি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,—
তুমি বিন্যাসপ্রাপ্ত হ'য়ে
পোষণদীপনায় সর্ব্বাঙ্গীণ প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে চলবে ;—
নয়তো, ব্যর্থতার বিকৃত ক্রন্দনে
তোমাকে স্তিমিত হ'তে হবে। ৪৩৩১।
২৩।৪।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

বাস্তবের সংঘাতে
বোধিসত্তা, চিতিদীপনা
যে সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে
অন্বিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যকে সুবিন্যাসে অভিব্যক্ত ক'রে তোলে—
জীবনে, বর্দ্ধনে,—
মনোবিজ্ঞানের বিজ্ঞ বিন্যাস-তাৎপর্য্যই সেখানে ;
আর, যা' ঐ বিজ্ঞানকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
সঙ্গতিহারা, অবান্তর, উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রে তোলে—
বোধিকে বিকৃত ক'রে,—
যা'র সাথে বাস্তবতার সার্থক সঙ্গতি নেইকো,
বাস্তব যা' তা'কে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় না—
এমনতর যা' কিছু, সেইগুলিই ছন্নদর্শন বা বিজ্ঞান। ৪৩৩২।
২৩।৪।১৯৫২, রাত ৮-২০

সবই এক, এও যেমন বিকৃত দর্শন,
সবই সমান, তা'ও তেমনি বিকৃত দর্শন,

আর, প্রত্যেকের মতন প্রত্যেকে,
কা'রও সাথে কা'রও কোন সঙ্গতি নাই—
তা'ও কিন্তু তা'ই,
সেই এক বহু বিভিন্ন ব্যষ্টিতে
কেমন ক'রে একত্ব লাভ করেছে,
এইটেকে জানাই হ'চ্ছে ব্রাহ্মী দৃষ্টি। ৪৩৩৩।
২৩।৪।১৯৫২, রাত ৯-১০

বোধায়নী চিতিদীপনা
ক্রমস্রোতা হ'য়ে
যখন ভাববীচিমালার সৃষ্টি করতে-করতে চলে—
নানা রূপে, নানা রঙে, নানা রকমে,
সৌরত-সম্বেগে,—
তা'কেই মন বলা যায়,
মন তাই মনন-তৎপর,
আর, এই মনকেই বলে অন্তঃকরণ। ৪৩৩৪।
২৩।৪।১৯৫২, রাত ৯-২০

যে-সম্বেগ বিভিন্ন বিচ্ছিন্নে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সংঘাত-সংক্রমণায়
আরোতে সংক্রামিত হ'য়ে চলেছে
চিরন্তনী তৎপরতায়,—
বিভিন্ন ঔপাদানিক ব্যতিক্রমে
ব্যাহত বা বর্দ্ধিত হ'য়ে
বিশিষ্ট গঠন, গুণ ও ক্রিয়া-তাৎপর্য্যে,—
বস্তুর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা ঐখানে। ৪৩৩৫।
২৪।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৫৫

যখনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
আদর্শহারা, বিকেন্দ্রিক, অসহযোগী,
অব্যবস্থ, স্বেচ্ছাচারী, প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী,
স্বার্থপর, শোষণতৎপর, প্রতারক,
আদর্শ-অনুধ্যায়িতা-সম্বুদ্ধ-চরিত্র-হীন
ও জাহান্নমপন্থী হ'য়ে ওঠে,—
সে-স্থলে তা'র আধিক্য যেখানে যেমনতর,
শাসনদীপ্ত পোষণে তা'দিগকে সংহত ক'রে
যোগ্যতা ও সহযোগিতাপ্রবণ ও পটু ক'রে তুলে
তা'দের জীবন ও বর্দ্ধনকে
বিড়ম্বনামুক্ত ক'রে তোলাই
তা'দের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ;
নয়তো, জাহান্নম তা'দিগকে
নিগ্রহে অস্তিত্বহারা করবে। ৪৩৩৬।
২৪।৪।১৯৫২, রাত ৯-৫০

গতিশীলতাই সনাতন,
আর, তা'ই-ই আত্মা। ৪৩৩৭।
২৫।৪।১৯৫২, সকাল ৮টা

বস্তুপ্রকৃতির বিশেষ-বিশাসিত
সংহত সংস্থিতির
ঔপাদানিক ও ঔপকরণিক পরিবর্ত্তন
যেমন ক'রেই হো'ক—
সংঘটিত যতক্ষণ না ক'রতে পারা যায়,—
ততক্ষণ ঐ বস্তুর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় না ;
ঐ বিবর্ত্তন-সম্বেগ তা'র অন্তর্নিহিত উপাদানেই

অনুস্যূত,—
যা'র ফলে, সে উদ্বর্দ্ধন-প্রচেষ্ট হ'য়ে চলেছে। ৪৩৩৮।
২৫।৪।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

বস্তুবৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক বিক্ষোভ ও সংঘাত হ'তেই
বস্তু রূপান্তরে অভিগমনশীল হ'য়ে থাকে—
অনুক্রমণী তাৎপর্য্যে। ৪৩৩৯।
২৫।৪।১৯৫২, সকাল ১০-৫

পুং-শুক্রাণু পুরুষেই থাকে,
আবার, স্ত্রী-শুক্রাণুও পুরুষেই থাকে,
কিন্তু পুরুষ বা নারীর জন্ম হয়
স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে,
পুরুষের পুং বা স্ত্রী-বীজই হ'চ্ছে আধেয়,
আর, আধার হ'চ্ছে স্ত্রী-ডিম্ব বা রজঃ,
এই আধেয়ের অনুপাতিক
আপূরণী বা আপোষণী যদি আধার না হয়,
তদনুসৃত সংস্থিতিও বিকৃতই হ'য়ে থাকে ;
তাই, স্ত্রী-পুরুষ যদি
শ্রেয়ানুধ্যায়ী সার্থক একার্থপরায়ণ হ'য়ে
পারস্পরিক আপূরণ-পোষণী না হয়
সর্ব্বতোভাবে—
সুসঙ্গতি নিয়ে,
অচ্যুত একাত্ম-অনুশ্রয়িতায়,—
তবে জননক্রিয়া বিকৃতিই লাভ ক'রে থাকে ;
তাই, সতীত্ব বা সাধ্বীত্ব চিরপুণ্য ও পবিত্র। ৪৩৪০।
২৫।৪।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত পারিবেশিক প্রেরণা
অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যমাফিক সত্তাসংস্থিতির সংস্কারে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে

তদনুস্যূত বোধিকে উত্তেজিত ক'রে
সহানুভূতি ও ক্রিয়া-তৎপর ক'রে তোলে,
ঐ প্রেরণার বিন্যাস বা বর্জ্জনে
সত্তা-সংস্থিতি স্ববৈশিষ্ট্যে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,

আবার, যথাযথ বিন্যাস বা বর্জ্জনের অসামর্থ্যে
ক্ষীয়মাণ হ'য়ে চলে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবে, পারিবেশিকভাবে
বা জাতিগতভাবে ;

আর, ঐ পোষণী সম্বেগে
বৈশিষ্ট্য স্থিতিবান হ'য়ে
পারিবেশিক অনুপ্রেরণা, অনুবর্দ্ধন ও বোধ
আহরণ ক'রে
নিজের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলতে থাকে—
সত্তাকে উৎক্রমণশীলতায় নিয়োজিত ক'রে,

এমনি ক'রেই ঐ বৈশিষ্ট্য
তা'র পক্ষে অসৎ যা' তা' পরিহার ক'রে
পরিবেশ হ'তে আত্মপোষণী যা'-কিছু
সচেষ্টভাবে সংগ্রহ ক'রে
নিজের পোষণ-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকে—
বাঁচায়-বাড়ায় প্রযত্নশীল হ'য়ে

যোগ্যতামাফিক। ৪৩৪১।
২৫।৪।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

বস্তুর ঔপাদানিক বা ঔপকরণিক সংহিতি নিয়ে
যে-সত্তা সংস্থিত হ'য়ে
গুণ ও ক্রিয়ায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে,
সুকেন্দ্রিক সংহতিতে,—
সেই হ'চ্ছে তা'র ধর্ম্ম ;
আর, এই সত্তার সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী
যা'-কিছু বাস্তব-প্রচেষ্টা,
তা'ই হ'চ্ছে তা'র ধর্ম্মাচরণ ;
আবার, ঐ ঔপাদানিক বা ঔপকরণিক সংহিতি
যা' সত্তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো,
সেইটেই তা'র অন্তর্নিহিত সহজ সংস্কৃতি,
এই যা'র যেমন, বোধিও তা'র তেমন । ৪৩৪২ ।
২৫।৪।১৯৫২, বিকাল ৫-১০

যা'ই বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছে,
তা'র ঔপাদানিক সংহতি-সম্বেগ যেমন
তেমনি ক'রেই তা' সংস্থিতিতে সংহিত হ'য়ে উঠেছে—
সম্মিলিত হ'য়ে,
আবার, যা'র সাথে তা'
এই সংহতি-সম্বেগ নিয়ে সম্মিলিত হ'তে পারে না,—
সেখানে তেমনতর হয়নি,
বা হ'তে গেলেও বিস্ফোরণেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
তা' আবার তেমনি ক'রেই অন্যত্র
যা'র সাথে তা'র সংহতি-সম্বেগ খাপ খেয়ে উঠেছে

যেমনতর নিটোল টানে,—
সেখানেই তেমনিভাবেই উদ্গতি লাভ করেছে ;
বস্তুর ঔপাদানিক উপকরণ-আবেগই এই,
আকর্ষণ-বিকর্ষণী সম্বেগই হ'চ্ছে
তা'কে অনুপাতিকভাবে মূর্ত্ত করার সাত্ত্বিক-সংশ্রয়,
আবার, গুণ ও ক্রিয়ার তারতম্যও
তদনুপাতিকই হ'য়ে উঠেছে—
যেখানে যেমন—তেমনিভাবে ;
ঐ তাৎপর্য্য-অনুধাবনই হ'চ্ছে রসায়ন-অনুশীলন,
আর, সক্রিয় সঙ্গতি নিয়ে
যে-অভিব্যক্তির সৃষ্টি হ'য়েছে,—
তদ্বিষয়ে বিজ্ঞপরিবেদনাই হ'চ্ছে পদার্থবিদ্যা। ৪৩৪৩।
২৫।৪।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

বস্তুসত্তার অন্তরে নিহিত থাকে
তা'র আত্মিকতা,
ঐ সত্তাকে অবলম্বন বা অধিকার ক'রে থাকে ব'লেই
তা'কে আধ্যাত্মিকতা বলে,
আর, এই আধ্যাত্মিকতাই হ'চ্ছে
তা'র বেঁচে, বেড়ে চলার আবেগ—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব—তেমন ক'রে। ৪৩৪৪।
২৫।৪।১৯৫২, রাত ৮-২০

বস্তুসত্তা তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
বিরোধ ও অসঙ্গতির সংঘাতে
স্বস্তির আকুতি নিয়ে

সঙ্গতি-সন্ধানতৎপর হ'য়ে
নিজেকে বিহিত বিন্যাসে সংস্থ ক'রে
ঐ সুসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলে ;
যেখানে সে তা' পারে না,
সেখানে তা'র সত্তা বৈশিষ্ট্যহারা হ'য়ে
হয় আত্মবিলয় করে,
না হয় বিহিত পরিক্রমায়
তদনুপাতিক নিজেকে রূপায়িত ক'রে তোলে—
নিজের শিষ্ট সংস্থিতিকে ব্যাহত ক'রেও। ৪৩৪৫।

২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৭-২২

বস্তু যে-অবস্থা ও আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে
নিজের সত্তাকে পরিপালন ক'রতে পারে,
তা'র ব্যতিক্রমে
সে আত্মরক্ষার সংগ্রাম ক'রেও
যখন তা' পেরে ওঠে না,
তখন তা'র বৈশিষ্ট্যকে বিদায় ক'রে
সেই অবস্থানুপাতিক বিন্যাসে
নিজেকে বজায় রাখতে চায়,
সেই জায়গায় সে তা'র
বৈশিষ্ট্যানুগ সত্তা-ধর্ম্মকে হারিয়ে ফেলে। ৪৩৪৬।

২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

বস্তু তা'র আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
যতরূপেই রূপায়িত হো'ক না কেন,
তা' বস্তু সর্ব্বতোভাবেই। ৪৩৪৭।

২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

বস্তু তা'র সংস্থিত সত্তাবৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত পরিবেশে
অবস্থানুপাতিক বিন্যাসে নিজেকে সংস্থ রেখে
বৃদ্ধির পথে চলতে চায়—
ক্রমান্বয়ী পদবিক্ষেপে,
নিজ সত্তার সঙ্গতি নিয়ে ;—
ঐ তা'র জীবন-অভিযান—
আনন্দ। ৪৩৪৮।
২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৮-২০

বৈশিষ্ট্য-সমাহৃত পরিবেশ বা পরিস্থিতির
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
নিজ বৈশিষ্ট্যকে বিনায়িত ক'রে
আপোষণ-পূরণী আহৃতিতে
আত্মরক্ষণে বর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই
বস্তুর সার্থকতা ;
এই সার্থক সঙ্গতি তখনই সে হারায়,
অসঙ্গতির বিপরীত সংঘাতে
যখন ঐ বিশেষ সত্তা
ব্যাহতিই লাভ ক'রে থাকে,
বর্দ্ধনে গজিয়ে উঠতে না পারায়
শীর্ণত্বে আত্মবিলোপ করাই
নিশ্চিত হ'য়ে ওঠে
তা'র কাছে তখন। ৪৩৪৯।
২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

বস্তুর বিশেষ রূপায়িত তাৎপর্য্যে
তা'র বৈশিষ্ট্য আছে,

কিন্তু ঐ বৈশিষ্ট্যের দ্বিত্ব সম্ভব হয় না,
বৈশিষ্ট্য সদৃশ হ'তে পারে,
কিন্তু সমান হয় না। ৪৩৫০ ।
২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

বিশেষ ঔপাদানিক সত্তার
ঔপকরণিক নিয়োজনে
সমবায়ী সংহতি নিয়ে
বস্তুতে বিশেষ ব্যষ্টিসত্তার উদ্ভব হ'য়ে থাকে—
অন্তর্নিহিত সম্মিলন-সম্বেগের তৎপরতায়,
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত পারিবেশিক
সংঘাত-সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
ঐ পরিবেশের কোলেই সে উদ্গতি লাভ করে ;
পরিবেশেও তা'র ঔপাদানিক উপকরণ আছে,
কিন্তু বিশেষ সংস্থিতিতে
ঐ বিসৃষ্ট বস্তু নিজত্ব নিয়েই
তা'রই রকমে উদ্গতি লাভ করে—
পোষণ-পরিক্রমায়, বর্দ্ধন-সম্বেগে
বিশিষ্ট বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে,
এই উপচয়ী আদান-প্রদানে
সে উর্ব্বর হ'য়ে উঠে
নিজ বৈশিষ্ট্যকে নানারূপে বিনায়িত ক'রে
বিস্তার লাভ করে,
এই বিস্তৃতির ভিতর-দিয়ে
সে সমাজে নিজেকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে,
অমনি ক'রেই সে আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
অনুরূপ নানা বৈশিষ্ট্যের অনুসৃজনায়

অসঙ্গতিকে পরিহার ক'রে
সুসঙ্গতি ও সহানুভূতিতে পরিক্রিয় হ'য়ে
বহু বৈশিষ্ট্য-সমাবিষ্ট সমষ্টিসত্তায় দাঁড়িয়ে
আরোর পথে ভূমাত্ব লাভ ক'রতে চায়,
ব্যষ্টিসত্তার বিবর্ত্তন ও বিবর্দ্ধনী সম্বেগের
চরম সার্থকতা ঐ দিকেই। ৪৩৫১।

২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৫৫

বস্তুর কোন বিশিষ্ট সত্তা
তা'র সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সংস্থিত ও সংহত হ'য়ে
অসঙ্গতিকে এড়িয়ে বা বিনায়িত ক'রে
সঙ্গতিতে বিন্যস্ত হ'য়ে
যে সার্থক চলনে চলেছে—
বস্তুর সব যা'-কিছুকে নিয়ে,—
তা'ই হ'চ্ছে তা'র সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি,
এই বৈশিষ্ট্যকে যেমন ক'রেই হো'ক
পরিবর্দ্ধিত না ক'রে
যে-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে,—
সে-মুহূর্ত্তেই ঐ সত্তার সত্ত্বও
বিলোপেই অবসান লাভ করবে,
সেই সংস্থিতি ও সেই সম্বেদনা নিয়ে
জীবন-চেতনার সঙ্গতি-সার্থকতায়
সে আর চলবে না,
থাকতেই পারবে না,
তা'তে কা'রও সুবিধা হ'তে পারে,

কিন্তু ঐ সংস্থিতি বা সত্তার সংহার ছাড়া
তা'র পক্ষে সুবিধা আছে কিনা জানি না। ৪৩৫২।
২৬।৪।১৯৫২, সকাল ৯-২০

যা'রা একটু সংঘাত বা বাধা পেলেই
থমকে যায় বা বিরত হয়,
সুসিদ্ধান্তকেও পরিহার করে,—
তা'দের বোধি দক্ষ হ'য়ে ওঠে না,
কৃতকার্য্যতাও তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত ;
আর, যা'রা সুসিদ্ধান্তে সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অচ্যুত চলনায় চলতে থাকে—
কুশল তাৎপর্য্যে,
সংঘাত বা বাধায় আরো উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে,
তা'রা নিজেকে সুসামঞ্জস্যে বিন্যাস ক'রে
উপযুক্ত প্রস্তুতি ও সঙ্গতি-সহ
ঐ সংঘাত বা বাধাকে এড়িয়ে বা অতিক্রম ক'রে
দক্ষ তাৎপর্য্য-সম্পন্ন বোধি নিয়ে
সুনিষ্পন্নতায় কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠে,
দক্ষ বোধি-সহ কৃতিত্বই হয়
তা'দের প্রাকৃতিক উপঢৌকন। ৪৩৫৩।
২৬।৪।১৯৫২, রাত ৭-১৫

কখন কা'র কেমনতর প্রশংসা
ভর্ৎসনা, শাসন, সৌজন্য বা অবজ্ঞায়
সে প্রশংসিত বা অপমানিত হয়,
তা' যে বিবেচনা ক'রতে পারে না,
অথচ সম্মানের আকাঙ্ক্ষায়

দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে চলে,
অবিবেকী সে ;
অমর্য্যাদা বা অপমানই হয় তা'র প্রাপ্য,
বা, অপমানকে সে মান বিবেচনা করে,
কিংবা যা'তে সম্মানিত হ'য়ে ওঠে,
তা'কে সে অপমান বিবেচনা করে। ৪৩৫৪ ।

২৬।৪।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

বস্তুর ঔপাদানিক ও ঔপকরণিক
যোগ-সম্বেগ সম্বুদ্ধ সংশ্রয়ী সংহিতি
যে বিশেষ রূপায়িত অবস্থানকে নিরূপিত করে,
ঐ সবটা নিয়েই হ'চ্ছে তা'র নিজ সত্ত্বা,
এবং ঐই তা'র সত্ত্বা-বৈশিষ্ট্য,
এই সংহত সত্ত্বায় থাকে তা'র স্থিতি-সম্বেগ,
যা'র ফলে সেই স্বচ্ছন্দ অবস্থা বা অবস্থানে
সে বিশেষভাবে থাকতে চায়—স্ববৈশিষ্ট্যে,
তা'কে পরিহার ক'রতে চায় না। ৪৩৫৫ ।

২৬।৪।১৯৫২, রাত ৯-১৫

উপাদানের অন্তর্নিহিত যোগ-আবেগ
পারম্পর্য্যানুপাতিক সন্নিবদ্ধ হ'য়ে
ঔপকরণিক বিহিত বিন্যাসে
সমাবেশ লাভ ক'রে
সংহিত হ'য়ে উঠে যে-সংস্থিতি লাভ করে,
তা'রই সুকেন্দ্রিক সমন্বয়ী যে-অভিব্যক্তি
তাই-ই হ'চ্ছে বস্তুর বিশেষ রূপ,
তা'রই অন্তরে থাকে তা'র সাত্ত্বিক সম্বেগ,

এই সাত্ত্বিক সক্রিয় চলনাই হ'চ্ছে
স্থিতি-প্রবুদ্ধ জীবনের জীবন-চলনা,
এ যেখানে যেমন, সেখানে তেমনি। ৪৩৫৬।
২৭।৪।১৯৫২, রাত ৭-১০

বস্তুর বিদ্যমানতাই সৎ,
আর, পরিস্থিতির সংঘাতে
সে যেমন সাড়া দেয়,
অনুভব করে,
তা'ই চিৎ,
আর, তা'র গ্রহণ বা বর্জ্জন-প্রবৃত্তিই হ'চ্ছে বোধি,
আবার, বর্দ্ধন-সম্বেগই হ'চ্ছে তা'র আনন্দ। ৪৩৫৭।
২৭।৪।১৯৫২, রাত ৭-৪০

বস্তুকণার অন্তর্নিহিত আকুঞ্চন-প্রসারণশীল
যোগ-আবেগ নিয়ে
বিহিতভাবে
উপাদান-উপকরণের সঙ্গত সমাবেশে
যে পরিণীত পরিমাণ সৃষ্টি হয়—
অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক সম্বেগ-সহ,
বিশেষ রূপায়িত সংস্থিতিতে,—
বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াও তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে,
আর, তা'ই তা'র ধর্ম্ম ;
তা'তে সংহিত হ'য়ে
সংস্থ থাকতে চাওয়ার যে-সম্বেগ
সেই সংক্ষুব্ধ সম্বেগ হ'তে

সম্পোষণী ও সম্বর্দ্ধনী উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
সে নিজের স্থায়িত্বকে বজায় রাখতে চায়,
তাই, নিজের বৈশিষ্ট্যমাফিক স্থায়িত্বকে বজায় রাখতে
যে সক্রিয় সম্বেগ-সন্দীপ্ত আহরণ ও বর্জ্জনের
প্রয়োজন হ'য়ে থাকে,
ঐ বৈশিষ্ট্যবান সংস্থিতির পক্ষে
তদনুপাতিক চলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ। ৪৩৫৮।
২৮।৪।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

বস্তুকণার যোগাবেগ-সম্ভূতি
ও যোগবাহী সঙ্গতিকে
যে-সংশ্রব সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে
তা'তেই শৈত্যের উদ্ভব হয়;
আবার, যে-সংশ্রব এই সঙ্গতিকে ভেঙ্গে
বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে চায় বা দিয়ে ফেলে
তা'তেই হয় তাপের উদ্ভব;
তাই, এই বস্তুকণার যেমনই সংশ্রয়ী সমাবেশ
হো'ক না কেন,
তা' তা'র অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিণাম,
এইগুলিকে যতই যেমনভাবে
বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে,—
আমান বস্তুই শক্তিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ততই,
আর, এই শক্তিতেই আছে
আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ;
আর, সেই সম্বেগই
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
নানা ছন্দে

নানা বস্তু-তাৎপর্য্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে,
ওকেই আত্মিক সম্বেগ বলা যায় ;
যেখানেই যা' উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
তা'র মধ্যেই ঐ আত্মিক-সম্বেগ আধিপত্য করে,
যে-আধিপত্য হ'তে বঞ্চিত হ'লে
তা'র সংস্থিতি ও সুসঙ্গত সঞ্চিতী চলন
ব্যাহত হ'য়ে উঠে,
বিশ্লিষ্ট হ'য়ে,
ঐ সাত্ত্বিক সংস্থিতির আত্মবিলয় ঘ'টে থাকে,
এই প্রভুতা, এই হওমানতা,
এই আত্মিক অর্থাৎ গমনশীল
আধিপত্যের ভাবকেই
ঈশিত্ব ব'লে অভিহিত করা যায়। ৪৩৫৯।
২৮।৪।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

পরিবেশ ও পরিস্থিতির সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
ব্যষ্টিসত্তার উদ্ভব,
যা' আত্মসংরক্ষণ-আকূতির অনুক্রমণায়
তদনুগ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে—
ঔপাদানিক ও ঔপকরণিক সংহতির ভিত্তিতে,
বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে,
এমনি ক'রেই
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
এই ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের সত্তা-সংস্থিতি,
প্রাণন ও বর্দ্ধনের উপকরণ-সংগ্রহ
যদিও ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশ হ'তেই করতে হয়,
তথাপি ঐ বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ব্যষ্টি যা',

তা' তদ্রূপই ;
আবার, সদৃশ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যবান ব্যষ্টির সংহতি
যা' সত্তা-সংরক্ষণ, সম্পোষণ ও সম্পূরণী স্বার্থে
অন্বিত হ'য়ে
সমগতি-সম্পন্ন হ'য়ে চলেছে—
আদান-প্রদানে পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে,
আত্মসংস্থিতি সংরক্ষণে,—
তা'ই তা'দের সমাজ,
সদৃশ প্রতিটি ব্যষ্টিতান্ত্রিকতার
সমসঙ্গতিপূর্ণ চলন নিয়েই
সৃষ্টি হ'য়েছে সমাজ,
তাই, প্রতিটি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
উন্নতি ও উদ্বর্দ্ধনই হ'চ্ছে
সামাজিক জীবন ও বর্দ্ধনের বাস্তব উপাদান। ৪৩৬০।
২৮।৪।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য পরিবেশ বা পরিস্থিতিকে
যেমনতরভাবে বর্জ্জন বা গ্রহণ ক'রে,
তা'র আবর্ত্তনে তদনুপাতিকই
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে চলতে থাকে। ৪৩৬১।
২৮।৪।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

বস্তুকণা নানারকম বিচ্ছুরণের ভিতর-দিয়ে
ভাঙ্গা, গড়া, হওয়া, চলায়
নানারকমে অভিব্যক্ত হ'য়ে
আত্মিক সংহতির সৃষ্টি ক'রে
নিয়ত উচ্ছল চলনে চলন্ত হ'য়ে চলেছে,

এই চলৎশীল আবেগই হ'চ্ছে
তা'র সনাতন আত্মিক আবেগ। ৪৩৬২।
২৮।৪।১৯৫২, রাত ৮টা

মানুষকে
প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলির নিয়মনে
অবস্থানুপাতিক ক্রিয়ার
সুসঙ্গত, স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য-বিন্যাসে
আচরণ-সিদ্ধ ক'রে তুলতে অবসর না দিয়ে,
স্বাধীন দায়িত্ব-গ্রহণে অপটু ক'রে তুলে,
তা'দের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপযুক্ত
লওয়াজিমা সরবরাহ ক'রে চলবে যতদিন—
প্রবৃত্তিগুলির স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে অবসন্ন ক'রে,—
ততদিন হয়তো তা'কে
বল্‌গা টেনে ঠিক রাখতে পার ;
কিন্তু যতদিন যোগ্যতার অভিদীপনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণী বিন্যাস-বিবর্ত্তনে
পরিবেশের সাথে আপূরণী সঙ্গতি-সমন্বিত অন্বয়ে
তা'কে স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে
অভ্যস্ত ক'রে না তুলছ,—
যে-মুহূর্ত্তেই ঐ শাসন ও সরবরাহ থেমে যাবে,
তন্মুহূর্ত্তেই তা'র নিষ্ক্রিয় বৃত্তিগুলি
ছন্ন দীপনায় সক্রিয় হ'য়ে
সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে
বিস্ফোরণ সৃষ্টি ক'রতে ত্রুটি করবে না ;
তাই, যা'ই কর, আর তা'ই কর,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সংহত ক'রে

সন্দীপিত ক'রে
পারিবেশিক সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক অন্বয়ী আত্মনিয়ন্ত্রণে স্বতঃ ক'রে তোল—
যা'তে তা'র ব্যক্তিত্বই
স্বভাবতঃ অমনি হ'য়ে ওঠে,
এই ক'রতে গেলে যেখানে যেমন প্রয়োজন, তা'ই কর,
তবেই সে মঙ্গলের অধিকারী হ'য়ে
মাঙ্গলিক হ'য়ে উঠতে পারবে সবার কাছে। ৪৩৬৩।

২৯।৪।১৯৫২, রাত ৯-২৫

যখন জনগণ আদর্শপরায়ণ হ'য়ে
আত্মনিয়মন করে না,
সংহত হ'য়ে ওঠে না,
বিভিন্ন গুচ্ছে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে,
বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে
আত্মম্ভরী অস্মিতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়—
পোষণহারা শোষণ-প্রবৃত্তির অভিভূতি নিয়ে,—
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও যোগ্যতাকে অবজ্ঞা করে—
উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে,—
তখন শাসন-সংস্থা প্রবল যত হয়, ততই ভাল,
আর, হ'য়েও ওঠে তা'ই;
আবার, শাসন-সংস্থা যেখানে
আদর্শবান, আত্মনিয়ন্ত্রণপ্রবণ
ও বৈশিষ্ট্যপালী ঐক্যবিধায়ক হয়,
সেখানে তা' ব্যক্তিগত যা'-কিছুর অছি হ'য়ে দাঁড়ায়,
প্রকৃত লোকপালী হয়—
সব্যষ্টি গণসত্তার

সংরক্ষক, আপূরক ও আপোষক হ'য়ে ;

মানুষ যখন

আদর্শপরায়ণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,

বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দল পারস্পরিকভাবে

সংহত ও স্বার্থান্বিত হয়,

তখন রাষ্ট্র হয় গণ-পরিচারক,

নচেৎ, তা' হ'য়ে দাঁড়ায় গণ-অভিভাবক,

এটা আবার মানুষের

আত্মসংরক্ষণী ও আত্মসম্বর্দ্ধনী আকূতির থেকেই

হ'য়ে ওঠে। ৪৩৬৪ ।

৩০।৪।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

যা'তে মানুষের অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলি

সুনিয়ন্ত্রণে সুসঙ্গতি লাভ ক'রে

বৈশিষ্ট্যে অন্বিত হ'য়ে,

ব্যক্তিগত সত্তা—

যা'র ভিতর-দিয়ে সে বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে উঠেছে

এবং তা'র জাতীয় সংস্কৃতি

ইত্যাদির সঙ্গে সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে

সত্তাসম্পোষী আচরণে স্বতঃ হ'য়ে

নিজের ব্যক্তিত্বকে

বিবর্ত্তনের দিকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে—

শুভ-সম্বর্দ্ধনী অভিদীপনায়,

পারিবেশিক অনুচর্য্যা নিয়ে,—

তা'রই অনুশীলনে সক্রিয় হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে

সাত্ত্বিক তন্ত্রে উৎক্রমণশীল ক'রে তোলা ;

আর, যা' মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে
বিশৃঙ্খলা ও বিধ্বস্তিতে
ক্ষয়িষ্ণু অপলাপশীল ক'রে তোলে,
সেগুলির সংযম বা সার্থক সংশ্রয়ে
মানুষকে সত্তাপোষণে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা কিন্তু
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
মূঢ়, অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় ক'রে তোলা নয়কো ;
তাই, যথাযথ দক্ষ পরিচর্য্যায়
যা'তে ব্যক্তির স্বাতন্ত্রিকতা
সুসঙ্গতি নিয়ে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
শুভ তাৎপর্য্যে,—
তাই-ই ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজ বা শাসন-সংস্থার
সর্ব্বসময়ে সর্ব্বথা করণীয়,
আর, বর্ণাশ্রম ও বৈশিষ্ট্যানুগ সুজনন ও সৎ শিক্ষাই
তা'র ভিত্তি। ৪৩৬৫ ।
৩০।৪।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

ব্যক্তিত্ব যা'দের শ্লথ,
ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতির
যোগাবেগও তা'দের ঢিলে,
তা'রা প্রায়ই পরাক্রম-পরাভূত আবেগ নিয়ে চলে—
নিজস্ব বোধায়নী সম্বেগের সুসঙ্গতিকে এড়িয়ে ;
যে-কোন প্রকারের ভাবসঞ্চালনে
তা'রা বিশেষ রকমে ভারাবেগসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, বাহ্যতঃ
বহুপ্রকার পাণ্ডিত্যের তক্‌মা থেকেও

ঐ শ্লথতাকে তা'রা এড়িয়ে উঠতে পারে না,
অন্যকে আপনার ক'রে নিতে পারে না,
বরং ভাবদীপ্ত কোনরকম প্রেরণাতেই
তা'রা তা'দের ক্রীড়নক হ'য়ে ওঠে—
নিজস্ব বোধায়নী তাৎপর্য্যকে অপরিপোষিত রেখেই ;
এমনতর মানুষের সংখ্যা যত বেশী হয়,
পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক
বা রাষ্ট্রীয় সংস্থা,
বিশেষতঃ যেখানে লোকতান্ত্রিক নিয়মনে
রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থা বা সামাজিক-সংস্থা নিয়মিত হয়,
সেখানে সেগুলির
আত্মঘাতী ডাইনী প্রেরণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা
সবসময়ই থাকে ;
নিজে পুষ্ট হ'য়ে অন্যকে পুষ্ট করার প্রবৃত্তি
তা'দের চেতন দীপনায় থাকু বা না থাকু,
অন্যের পরগাছা হ'য়ে জীবন-ধারণের গুরু-গৌরবে
তা'রা আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে কসুর করে না,
অবস্থা বুঝে তলিয়ে
এমনতর স্থলে যা' শুভপ্রসূ
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে তা' ক'রে চল। ৪৩৬৬।
১।৫।১৯৫২, সকাল ৮-১০

তোমার শ্রেয় যিনি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীবনকেন্দ্র যিনি,
তুমি যাঁ'কে প্রিয়পরম ব'লে গ্রহণ করেছ
বা কর'তে চাচ্ছ,

তাঁ'র ভাব, তাঁ'র চাহিদা, তাঁ'র চিন্তা-চলনগুলিকে
তোমার বোধি-অনুশীলনে
হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা কর—
তাঁ'রই ঐ ধারাতে,
তোমার মতন ক'রে ;
আর, তাঁ'র কথা, ব্যবহার, অভিব্যক্তিগুলি
যা' তুমি অনুধাবন ও অনুসরণ ক'রে
ক্রিয়াশীল হ'তে পারছ না—
উপচয়ী তদনুচর্য্যায়,—
সেইগুলিকে নিজেরই ক'রে নাও—
চিন্তায় ভেবে,
বুঝের অনুশীলনে,
সক্রিয় কর্ম্মতৎপরতায়,—
তাঁ'র স্বার্থকেই তোমার স্বার্থ ক'রে নাও,
নিজের স্বার্থ বলতে যা' বোঝ—
তা'কে স্বার্থ ভাবতে যেও না ;
অমনি ক'রতে ক'রতেই
তোমার ভিতরেও ক্রমশঃ
বোধিতাৎপর্য
সক্রিয় অনুক্রমণায় স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে,
পরিস্থিতি ও পরিবেশের ভূয়োদর্শনে
সামঞ্জস্যে সুসঙ্গত ক'রে
তা'র মোক্‌থা সূত্র যা'
তোমার বাক্যে, বুঝে, চিন্তায় ও কর্ম্মতৎপরতায়
অনুশীলন ক'রে
অভ্যাসে স্বতঃ ক'রে তোল ;—
তাঁ'তে অনুরতির ভিত্তিতে

সংস্কারের সুসঙ্গত বিন্যাসে সার্থক হ'য়ে
অন্বিত তাৎপর্য্যে সেগুলি তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
সক্রিয় সার্থক অভিদীপ্তিতে,
এই হ'চ্ছে অনুচর্য্যী অনুশীলনের তুক,
আর, এই যোগ-তাৎপর্য্য। ৪৩৬৭।

২।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যকে যিনি পোষণ দিয়ে
আপূরণী প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ৪৩৬৮।

৩।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪০

মনে রেখো,
তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ, পরিবেশ
ও পরিস্থিতির যোগ-আবেগসম্ভূত মিশ্র সমাবেশ,—
যা'র ভিতর-দিয়ে তুমি
আত্মিকস্রোতা বা চলৎ-স্রোতা জীবন লাভ করেছ;
তাই, যে আধিপত্য বা ঐশী প্রেরণায়
তুমি সঞ্জীবিত হ'য়ে চলেছ,
তা'কে যদি তুমি
কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
নিবদ্ধ ক'রে না তুলতে পার,—
ঐগুলির সার্থক অন্বয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বই
উদ্গাতি লাভ ক'রে উঠতে পারবে না,
ওরই অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলি
যা' নানারকমের বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে চলেছে,

শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায় সেগুলি
সার্থক সঙ্গতি লাভ করবে না কিছুতেই ;
ঐ অচ্যুত শ্রেয়শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে
উচ্চেতী বোধি-দীপনায় সংহতি লাভ ক'রে
সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যানুগ নিয়মন-তৎপরতায় সংহত হ'য়ে
যে-তুমিত্বের বিকাশ ঘ'টে ওঠে,
সেই তুমিই ঐ সার্থক অন্বয়ী তৎপরতার অভিব্যক্তি,
তাই, ঐ শ্রেয়নিবদ্ধ যদি না হও,
তোমার বুদ্ধি, বিচার, বিবেক ও বিজ্ঞতা,
সবই অসঙ্গত অনাস্থষ্টির সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে ছিন্নভিন্ন ক'রে চলবে—
জাহান্নমের ক্ষয়িষ্ণু আকর্ষণে ;
যদি বাঁচতে চাও, বাড়তে চাও,
পরাভূতি-মনোবৃত্তিসম্পন্ন না হ'য়ে
বোধিসঙ্গতি লাভ ক'রে
সত্তাকে সম্বর্দ্ধনপন্থী ক'রে তুলতে চাও,
তবে তোমার স্বার্থকে
অচ্যুত শ্রেয়ার্থপরায়ণ ক'রে
অনুরঞ্জিত ক'রে তোল—
নিজের ভাববিভবগুলিকে
তদর্থে অন্বিত ক'রে,
তৎ-স্বার্থেই রঙিল ক'রে তুলে । ৪৩৬৯ ।

৩।৫।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যে যোগ-সম্বেগ-সংহতির ভিতর-দিয়ে
তুমি তোমার পিতৃপুরুষ, পরিবেশ, পরিস্থিতি ছুঁইয়ে
রজোবীজের সুসঙ্গতিতে সমাবেশ লাভ ক'রে

সেই সমস্ত সংস্কারের সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছ—
প্রাণন-সন্দীপনায় জীবনস্রোতা হ'য়ে,—
তা'কে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
ঐ অন্তর্নিহিত যোগাবেগের ভিতর-দিয়ে
অর্থাৎ, অনুরাগদীপনায়
শ্রেয়ার্থ-নিবদ্ধ ক'রে তুলতে না পারছ—
তদর্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
তাঁ'র ভাব, চিন্তা, কর্ম্ম ও চলনগুলিকে
তোমার মতন ক'রে
তৎ-সন্দীপনায় সুসম্বেগী সক্রিয় ক'রে তুলে,—
ঐ অন্তর্নিহিত সংস্কার
সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
বোধায়নী পরিক্রমায়
ইচ্ছায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সম্বেগদীপনায় তোমার জীবনকে
সুচারু ক'রে তুলতে কিছুতেই পারবে না,
সত্য, শিব, সুন্দরে
তোমার অন্তর ও বাহিরের বিচ্ছিন্ন জীবনকে
সুসঙ্গত ক'রে তুলে
সার্থক অন্বয়ে সুসংহত ক'রে তোলা
দুরূহই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
একলহমার ঐ অচ্যুত আবেগদীপনার অভাবে
তোমার স্বভাবকে বিধ্বস্ত ক'রে তুলতেই হবে,
বিধ্বস্তির যা'-কিছুকে অতিক্রম ক'রে
সুসঙ্গতিতে সুসংহত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারবে না;

তাই, তুমি শ্রেয়নিবদ্ধ হও,
শ্রেয়নিবুদ্ধ হও,
তাৎপর্য্য-তৎপর হ'য়ে
বিবর্ত্তনে শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
তোমার স্ফুরণ-দীপনার তুকই ওখানে। ৪৩৭০।
৪।৫।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

সমাজ-জীবনকে পরিপুষ্ট ক'রতে গিয়ে
ব্যষ্টিজীবনকে ব্যাহত ক'রে তুলো না,
বা যান্ত্রিক জীবনে পরিবর্ত্তিত ক'রতে যেও না,
তাহ'লে, কিন্তু ঐ সমাজ-জীবন
কালবিবর্ত্তনে জ্যান্তে-মরা হ'য়ে
আত্মবিকাশে অক্ষম হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ,
বরং ব্যষ্টিজীবনকে শ্রেয়নিবদ্ধ ও প্রবুদ্ধ ক'রে
চারিত্রিক স্ফুরণের ভিতর-দিয়ে
সমাজ-জীবনে উন্নীত ক'রে তোল;
সমাজের উপাদানই কিন্তু ঐ ব্যষ্টিজীবন,
আর, সমাজ জীবন্তও হ'য়ে থাকে
ঐ ব্যষ্টি-জীবন নিয়েই,
ঐ ব্যষ্টি-জীবন যা'তে
স্বতঃ-স্বার্থে প্রতিব্যষ্টিকেই
নিজের স্বার্থ ব'লে বুঝতে পারে,
জানতে পারে,
ধরতে পারে—
পরস্পর পরস্পরকে,—
এমনি ক'রেই সংঘটিত ক'রে তোল,
যা'তে তা'দের অন্তরে উৎক্রমিত হ'য়ে

প্রত্যেকের সন্ততির ভিতরে অমনতর অভ্যাসগুলি
ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ সংস্কার হ'য়ে
স্ফুরিত হ'য়ে উঠতে পারে ;
দেখবে, যতকাল এই সংশ্রয়
অবাধ হ'য়ে চলবে,—
সব্যষ্টি সমাজ-জীবন
পরাক্রমী দীপন-নির্ঘোষে
সুসংহত তৎপরতায়
কেমন বিভা বিকিরণ ক'রে
বিবর্ত্তনের দিকে পদক্ষেপ ক'রে চলেছে। ৪৩৭১।
৪।৫।১৯৫২, সকাল ৯-৫০

তোমার শরীরের অন্তর্নিহিত কোষ-সঙ্গতি
তোমার এই শরীর হ'য়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে,
কিন্তু এই শরীরের অন্তর্নিহিত
সব কোষগুলি একরকমের নয়,
আবার, একই উপাদান-সম্ভূতও নয় ;
বাহ্যিক দৃষ্টিতে তোমার শরীরকে
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী প্রতীয়মান হ'লেও
ঐ কোষের ভিতর কোনগুলি বা কেউ-কেউ
এমন দুর্ব্বল হ'য়ে থাকতে পারে
যা'র ফলে ভবিষ্যকালে
দুর্নিবার ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে
তোমার ঐ শরীরকে শীর্ণ ক'রে তুলতে পারে,
বা নষ্ট ক'রে তুলতে পারে ;
কিন্তু ঐ বিভিন্ন কোষব্যষ্টিকে যদি

বিহিত বিনায়নে
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী ক'রে রাখতে পার—
সঙ্গতিশীল স্বার্থ-সন্দীপনায়
পারস্পরিক সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে
সন্দীপ্ত ও সম্বুদ্ধ ক'রে
বীর্য্যশালী ক'রে,—
তা'র ফলে, তুমি যে নীরোগ হ'য়ে থাকবে
তা' অতিনিশ্চয় ;
তেমনি সমাজদেহে প্রতিটি ব্যষ্টিই হ'চ্ছে
তা'র কোষ-স্বরূপ,
তা'রা বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন হ'য়েও,
গুচ্ছে বিভিন্ন হ'য়েও,
আত্মস্বার্থসংহতির তালিমে
বৈশিষ্ট্যমাফিক নিজে সক্রিয় থেকেও
জীবনস্বার্থে স্বার্থবান হ'য়ে
সুসঙ্গত যতই হ'য়ে ওঠে,
ততই জীবন-স্বার্থ আপুরিতই হ'য়ে চলে,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন,—
আত্মঘাতী বিকৃতিও সেখানে তেমনি,
তাই, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য ও ব্যষ্টিব্যক্তিত্বকে
তা'দের নিজের অনুপাতিক
পোষণ-পরিচর্য্যা-প্রবর্দ্ধনায়
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী ক'রে যদি রাখতে পার—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থদীপনায়
পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি অন্তরাসী ক'রে,
ঐ শ্রেয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত ক'রে,
যা'র যা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,—

তোমার সমাজদেহও
অমনতরই নির্ব্যাধি হ'য়ে থাকবে,
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী হ'য়ে চলবে—
এমন-কি, প্রতিটি ব্যষ্টি-অভিনিঃসৃত জাতকের ভিতর-দিয়েও
ঐগুলি সংস্কারে পরিণত হ'তে হ'তে ;
ফলে, ইষ্ট বা আদর্শে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টি-জীবন নিয়ে সমাজ
যতদিন অমনতর চলবে,
ঐ ব্যষ্টি-জীবন-সম্বুদ্ধ সমাজদেহ
অভিনব জৌলুস বিকিরণ ক'রে
সেই জৌলুসে বিশ্বকে বিভাময় ক'রে তুলবে ততদিন,
স্বর্গ স্বশরীরে বাস্তবমূর্ত্তি নিয়ে
আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে—
স্বস্তির মন্দাররাগে অনুরঞ্জিত ক'রে সবাইকে । ৪৩৭২ ।
৪।৫।১৯৫২, বেলা ১০-২৫

তোমার জীবন
যে যে ঘটনা-বৈচিত্র্য-সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যে-উপাদান সংগ্রহ ক'রে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে,
সংস্কার হ'য়ে সেগুলি
নানাপ্রকার গ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে
তোমার অন্তরের সূক্ষ্মতম প্রদেশে লুক্কায়িত আছে,
ইষ্টার্থপরায়ণ আত্মবীক্ষণায়
সেগুলি যতই তোমার কাছে স্ফুটতর হ'য়ে উঠবে,—
তুমি তা'দের সাক্ষাৎকার লাভ করবে ততই,

আর, তোমার পূর্ব্ব জীবন বা জাতি-জ্ঞানও
তেমনতর স্ফুটতর হ'য়ে উঠবে—
একটা ঐতিহাসিক অনুবন্ধ নিয়ে,
তাই, শাস্ত্র বলেন
'সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম'। ৪৩৭৩।
৪।৫।১৯৫২, বিকাল ৫-৩০

রাষ্ট্রেরই হো'ক বা সমাজেরই হো'ক—
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন
সত্তাবৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ অনুদীপনা নিয়ে
তদনুগ চর্য্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
আত্মস্বার্থকে সমাজ বা রাষ্ট্রস্বার্থে
যতক্ষণ না উদ্ভিন্ন ক'রে তুলছে—
পোষণ-প্রদীপনা নিয়ে,—
ততক্ষণ সে সঙ্কীর্ণই হ'য়ে চলতে থাকবে—
প্রলুব্ধ স্বার্থপরতন্ত্রতায় অভিভূত হ'য়ে ;
আর, এমনি ক'রেই সে
আত্মস্বার্থকে ডাইনী ব্যাদানে নিক্ষিপ্ত ক'রে
দৈন্যে আত্মাহুতি দিতে
বদ্ধপরিকর হ'য়েই চলবে,

সে
পরিবেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের পরগাছা হ'য়ে
জীবনধারণ ক'রতেই থাকবে—
যতক্ষণ ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রদেহে
জীবন-ধারণোপযোগী পোষণ পায় ;
ঐ ব্যষ্টিব্যক্তিত্বকে

সুধী-নিয়ন্ত্রণে উন্নতিপ্রদীপ্ত ক'রে
তা'র প্রকৃত স্বার্থকে
তা'র জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে উন্মোচন ক'রে
বাস্তবভাবে যতক্ষণ না দেখাতে পারছ,
তা'র ঐ সঙ্কীর্ণভাব মুক্তিলাভ করবে না কিছুতেই,
আর, ওর ভিতর-দিয়েই
সমাজ বা রাষ্ট্র-শরীরে
একটু একটু ক'রে বিকার সৃষ্টি ক'রতে থাকবে,
তা'কে যদি স্বতন্ত্রভাবে
ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে অন্বিত হ'য়ে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হওয়ার সম্বেগকে
স্ফুরণ ক'রতে না দিয়ে
শুধুমাত্র বোধিহারা বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণে
পরিচালিত কর,
তা'র জীবনের স্বতঃ-স্ফুরণ হ'য়ে উঠবে না ;
ঐ বাধ্যতার হাত সে যে-মুহূর্ত্তেই এড়াতে পারবে,—
সেই মুহূর্ত্তেই তা'র অন্তর্নিহিত সঙ্কীর্ণতা
ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠবেই,
সে পর-শোষী হ'তে থাকবেই,
তা'র নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে
সে জীবন-স্বার্থ মনে ক'রে চলবে—
যদিও মানুষের জীবন-প্রকৃতিতে তা' নেইকো ;
সে ভালবাসে
তা'র আত্মীয়-পরিবার-পরিজন নিয়ে
তা'দিগকে অনুচর্য্যায় পরিপোষিত ক'রে
পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনায় সুশোভিত দেখতে,
আর, চায়ও তেমনি,

আবার, অমনতর করে ব'লেই
পারিবারিক জীবনও তা'র কাছে প্রিয় হ'য়ে ওঠে—
এই আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে
তা'র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ স্বতঃ-প্রণোদনায়
পারিবারিক জীবনে বিস্তার লাভ ক'রে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে,
এটা তা'র অন্তর্নিহিত সংস্কারেরই
পর্য্যায়ী পরিবেদনা ;
তাই, রাষ্ট্র বা সমাজকে
স্বস্থ, সংহত ও সুদৃঢ় ক'রতেই যদি চাও,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ এক আদর্শে
অনুপ্রাণিত ক'রে
অনুচর্য্যায় ও অনুপ্রেরণায়
বাস্তব-নিয়ন্ত্রণ-প্রবোধনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে ঐ অমনতর ক'রে
সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত ও সুসঙ্গত ক'রে তোল—
পারস্পরিক অন্তরাস-নিবদ্ধতায় ;
বুঝতে দাও প্রত্যেককে—
তা'র স্বার্থ তা'তেই নিহিত নেইকো,
আছে রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবেশের প্রত্যেকের
প্রবর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়,—
আর, নিজেরই জীবনের মতন ক'রে
অন্যের জীবনকে ধরাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
আবার, ধর্ম্ম-পরিপালনই হ'চ্ছে
সত্তা ও প্রকৃত স্বার্থকে পরিপালন করা ;
এই সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে

আদর্শানুগ সার্থক সম্বর্দ্ধনায়
অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হ'লে
যেখানে যেমন প্রয়োজন, তা'ই ক'রতে হবে,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে প্রকৃত লোকচর্য্যা,
এমনতর দীক্ষাশিক্ষায় ব্যষ্টিজীবনকে
যতই উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারবে,
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবেশও তত
সুস্থ, স্বস্থ হ'য়ে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করবে ;
যা'ই কর, তা'ই কর,
এমনি ক'রে তা'দিগকে বাস্তবতার ভিতর-দিয়ে
বিজ্ঞ ক'রে না তুলে
শাসন-সংযমে যতই রাখ না কেন,—
রোগের হাত হ'তে
অব্যাহতি কিছুতেই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ৪৩৭৪ ।

৪।৫।১৯৫২, রাত ৭-৩৫

তুমি তোমার প্রিয়র জন্য
আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ ক'রে
যতক্ষণ না উৎফুল্ল হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করছ,
ততক্ষণ বা ততদিন তুমি
যা'কে প্রিয় ব'লে অভিহিত করছ
তা'কে ভালবাসনি,
প্রীতি বা ভালবাসার মৌলিক তাৎপর্য্যই ওখানে। ৪৩৭৫ ।

৪।৫।১৯৫২, রাত ৮-৫

যেখানে সেখানে দার্শনিকতার আড়ম্বর
বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজাল বিস্তার করলেই যে
সাধারণ মানুষের তা' বোধগম্য হয়,—
তা' কিন্তু নয়কো,
বরং তা'তে তা'দের বুদ্ধিভেদ জন্মানরই সম্ভাবনা বেশী,
তাই, দর্শন বা বিজ্ঞানের তথ্য যা'
সহজ ভাষায় চুম্বকে
এমনতরভাবে তা'দের কাছে পরিবেশন ক'রো,
যা'তে সহজবুদ্ধির আওতায় এনে
তা'রা নিজেই তা' স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে;
এবং ভাবসঞ্চালনী-তাৎপর্য্যে
তা'তে তা'দিগকে এমন উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলো,
যা'র ফলে, ঐ অনুপ্রেরণায়
তা'রা এমনতরই নিবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
যা' থেকে তা'দের টলানই অসম্ভব;
আর, সত্তাসম্পোষণী আগ্রহে সেগুলি গ্রহণ ক'রে
অস্তিত্বের বিপর্য্যয়ী যা',
তা'কে তা'রা যেন স্বভাবতঃই ত্যাগ ক'রতে পারে
বা এড়িয়ে চলতে পারে,
আবার, এই বোধ ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ক্রমশঃ অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
তা'রা যা'তে সহজেই স্বাবলম্বী হ'য়ে
অপারগদিগকে সহজ অনুবেদনায় সাহায্য ক'রতে পারে,
ধ'রে তুলতে পারে,
তেমনতর ক'রেই তা'দিগকে প্রদীপ্ত ক'রে রেখো,
তা'দের যা'-কিছু প্রবৃত্তির পরিক্রমা যেন

ঐ পথেই পরিচালিত হয়,
আর, তা' ক'রতে যেখানে যেমনতর প্রয়োজন,
তা'ই ক'রে চলবে ;
আর, এ যতখানি সার্থক হ'য়ে উঠবে,
কৃতকার্য্যতাও সার্থক অভিনন্দনে
তোমাকে গণ-গৌরবী ক'রে
প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলবে তেমনি । ৪৩৭৬ ।
৫।৫।১৯৫২, বেলা ১০-১০

মনোজ্ঞ হওয়া মানেই মন বুঝে চলা,
আর, মন বুঝতে হ'লেই
মানুষের অবস্থা, বাক্য, ব্যবহার, ভাব, ভঙ্গী
চাল-চলন দেখেই বুঝতে হয়,—
মানুষ কী ভেবে কী করে,
কোন্ অবস্থায় কী চায়,
কেমন ভঙ্গী করে,
তা'র চাউনি-চলন কেমনতর হয়,
সে আচার-ব্যবহারই বা কেমন করে,
বলেই বা কী,
কোন্ ভাব লুকিয়ে কেমন চলাবলা হ'লে
সেই চলাবলার ভিতর-দিয়ে
অন্তরস্থ ভাবের কী অভিব্যক্তি আসে,
কী অবস্থায়, কী চাহিদায় মানুষ কেমনতর কী করে,
তা'ই বুঝে বুঝে, ধীইয়ে ধীইয়ে
মনো-বিচারণায় সেগুলি খাটিয়ে খাটিয়ে
অধিগত ক'রে যে যত চলতে পারে,
মানুষের মনোজ্ঞও হ'তে পারে সে তেমনি ;

তেমনতরই, তুমি যদি কা'রও স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠতে চাও,
তা'র চাহিদাগুলিকে
তোমার চাহিদা ক'রে তুলতে হবে,
তোমার যদি কোন পছন্দ বা চাহিদা থাকেও
এবং সে-চাহিদা তা'র যদি মনঃপুত না হয়,
তৎক্ষণাৎ তা'র চাহিদা-চলন-বলনের ভিতর-দিয়ে
যা' প্রকট হ'য়ে ওঠে,
বিবেচনায় কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
সেই ধারায় তোমাকে তেমনি বলতে হবে, করতে হবে—
তা'কেই আপনার ক'রে নিয়ে,
শ্রেয়দীপনায় আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা, ধী দিয়ে
তা'কে উপচয়ী ক'রে,
তোমার বুদ্ধি, মেধা
ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থিতিকে সক্রিয় ক'রে
তা'র বলবৃদ্ধি ক'রেই চলতে হবে—
আপদ-নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
মাঙ্গলিক অভিদীপনায়,
শুভ-বোধায়নী পরিপ্রেক্ষায় অশুভকে নিরোধ ক'রে ;
কিছুদিন এমনি ক'রতে ক'রতে দেখতে পাবে—
তুমি সেই লোকটার স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠেছ,
তা'র চাহিদা, চলন, ইচ্ছাগুলি
তোমার সাথে একতানে বেজে উঠছে,
তা'র শুভতে তোমার সমস্ত ধী

কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
তেমনি ক'রেই তোমার অন্তরে গেয়ে উঠবে—
'শুভমস্তু'। ৪৩৭৭।
৫।৫।১৯৫২, দুপুর ১২টা

প্রত্যাশাপীড়িত গর্ব্বেপ্সু, যা'রা,
শ্রেয়তে অচ্যুত শ্রদ্ধানিবদ্ধ
ও শ্রেয়ানুচর্য্যায় তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণকে
যা'রা ভ্রান্তি ব'লে মনে করে,
প্রবৃত্তির শাতনী সংঘাত
যে তা'দের জন্য অপেক্ষা করছে—
তা' অতিনিশ্চয়। ৪৩৭৮।
৫।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫০

ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ
কিন্তু তা'দের প্রাপ্য নয়,
যা'রা বিশেষ শ্রেয়ানুচর্য্যায়
আত্মনিয়ন্ত্রণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে
অর্জ্জন ক'রতে পারে না। ৪৩৭৯।
৫।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫৫

ঈশ্বরের পূজা তখনই সার্থক হ'য়ে ওঠে,
যখনই উদ্ভাসিত ভাবদীপনা
কর্ম্মনিরত অনুচর্য্যায়
ঈশ্বর-প্রসাদী আচরণে
পূজারীকে বিভান্বিত ক'রে তোলে। ৪৩৮০।
৫।৫।১৯৫২, রাত ৭টা

ঈশ্বর বাস্তবই হউন
বা অধ্যাত্মই হউন,
তুমি বস্তুবাদীই হও
বা অধ্যাত্মবাদীই হও,
আত্মাকে বস্তুরই বিকাশ বল
বা আত্মিকতার পরিণতি বস্তুই হো'ক্,
হয় তুনিয়ার যা'-কিছু
বস্তুরই বিভিন্ন যোগাবেগসম্ভূত বিকাশ,
না হয় আধ্যাত্মিকতার মিলন-সমাবেশ-সম্ভূত ;
—সে যা'ই হো'ক্,
কিন্তু যখন যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয়—
সে-বিধিকে এড়িয়ে অন্যপ্রকার বিনায়নে
তা' যখন হয় না,
তাহ'লে তা'ই ক'রতে হবে
যা'তে তোমার অস্তিবৃদ্ধি
তা'র বিত্তসম্পাদে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিবর্ত্তনে সাবলীল চলনে চলতে পারে,—
প্রতিটি ব্যষ্টি তা'র বৈশিষ্ট্য
ও সত্তাপোষণী ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে
সম্বর্দ্ধনার দিকে উৎক্রমণশীল হ'য়ে চলতে পারে,—
অস্তিত্ব তা'র অন্বিত বোধির বিকাশ-বর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে
শ্রেয়নন্দনী শ্রমচর্য্যায়
আপনাকে যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে,—
পরস্পর পরস্পরের সম্বর্দ্ধনী স্বার্থে
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি নিজের সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যকে

উৎক্রমণশীল ক'রে
সঙ্কর্ষণী আবেগে নিজেকে
সম্বর্দ্ধনায় বাস্তবে বিনায়িত ক'রে চলতে পারে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ানুচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে,
তদর্থপূরণী আকূতির সহিত
প্রতিটি ব্যষ্টি প্রতিটি ব্যষ্টিতে সংহত হ'য়ে ;
যা'র ফলে, সে সর্ব্বতোভাবে ভেবে নিতে পারে—
প্রতিটি ব্যষ্টি তা'রই সমষ্টিসত্তার
এক একটি বিশেষ উপাদান,
আর, ঐ স্বার্থই সংহত হ'য়ে উঠেছে
তা'র সত্তার পোষণবর্দ্ধনার স্বার্থদীপনায় ;
যে-বাদীই হও,
তা'র বিনায়ন-তাৎপর্য্য
যদি ব্যষ্টি-জীবনকে এমনতর ক'রে
সুসংহতির সহিত
প্রত্যেকের প্রতিপ্রত্যেককে অন্তরাসী ক'রে
উদ্ভিন্ন না ক'রে তুলতে পারে,—
তা'র সার্থকতা কোথায় ? ৪৩৮১ ।
৭।৫।১৯৫২, সকাল ৯টা

তোমাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি
সঙ্গতিহারা, বিপর্য্যয়ী, বিচ্ছিন্ন কেন,
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত
সুষ্ঠু আত্মনিয়ন্ত্রণশীল নয় কেন,
তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদিগেতে
অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ অনুচর্য্যাপরায়ণই বা নয় কেন,

তা'র উত্তর পাবে একটু দেখলে—
তোমাদের বিবাহই বা কেমন,
বিবাহিত জীবনই বা কেমন,

স্বামী-স্ত্রী বা পরিবার-পরিজনের ভিতর
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
সশ্রদ্ধ স্বার্থ-সন্দীপ্ত, অনুচর্য্যাসংক্ষুধ কিনা—
আত্মনিয়ন্ত্রণশীল হ'য়ে,

আর, তা'রা বা তোমরা
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন মহতে
অচ্যুতভাবে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তদনুগ চলনে
কতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণ করেছে বা করেছ,

সে-নিয়ন্ত্রণ তোমার পরিবার-পরিজনের ভিতর
সংক্রামিত হ'য়ে
তোমাকে বা তা'দের কাউকে কেন্দ্র ক'রে
সুসংহত হ'য়ে উঠেছে কিনা ;—

তা' যদি না হ'য়ে থাকে,
কেন হয়নি,
আর, তা'তে যেমন ফল সম্ভব তা' হ'য়েছে ;

নিরাকরণ যদি চাও,
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহতে
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণতপা হও,

বৈধী-বিবাহে শ্রদ্ধাশীল তৎপর থাক,
যত অপকর্ম্ম ক'রেছ,
এমনি ক'রেই অপসৃত ক'রে তোল তা'দিগকে,

যত এগুবে বিহিতভাবে
স্বস্তিও মিলবে ততই। ৪৩৮২।
৭।৫।১৯৫২, রাত ৮-১০

কুৎসিত আচার, কুৎসিত সংসর্গ,
কুৎসিত পান-ভোজনাদি,
কুৎসিত পরিচর্য্যা ও গ্রহণ, কুৎসিত সহবাস
যা'র জীবনে যত প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে,
সে যত বড়ই কৃষ্টিতপা-কুলসম্ভূত হো'ক্ না কেন,
তা' তা'র জীবনের ঐ কৃষ্টিতপা সংস্থিতিকে
ক্রমশঃ খিন্ন ক'রে তো'লে,
আর, যে কুৎসিত প্রবৃত্তিগুলিকে
সে কৌলিক ধারাবাহিকতায়
বিন্যাসপ্রবণ ক'রে রেখেছিল—
সৎ-সন্দীপনায় সম্বিৎ-প্রবণ ক'রে,
সেগুলি ঐ কুৎসিত পরিভূতির প্রভাবে
সৎ-সংহতি হ'তে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
নিজেরাই পুষ্ট হ'য়ে চলে,
ফলে, কুৎসিত ঝোঁকই
ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ'তে থাকে,
কৌলিক কৃষ্টি-সংহতি অমনি ক'রেই
ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অপকর্ষের দিকে এগুতে থাকে,
মানুষ আদর্শহারা, মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতিহারা
আত্মমর্য্যাদা ও সম্ভ্রমহারা হ'য়ে
কুৎসিত জনন-সংশ্রবে
নিজের ঐ কৃষ্টিতপা সংহিত জীবনকে

জাহান্নমে বিলীন ক'রতে বাধ্য হ'য়ে থাকে ;
তাই, শ্রেয়-সংশ্রয়ে
নিজের ব্যক্তিত্ব ও কৌলিক মর্য্যাদাকে
যদি কৃষ্টিতপা ক'রে রাখতে চাও,—
বিহিতভাবে নৈষ্ঠিকতা নিয়ে
ঐগুলিকে পরিহার ক'রে চলতে প্রয়াসশীল থাক,
নয়তো, ভ্রান্তি কঙ্কাল-আলিঙ্গনে
তোমাকে কলঙ্কে কুৎসিত ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তুমি হারাবে সব,
আর, হারালে,—হারাচ্ছ যে
তা' বুঝবার ক্ষমতাও অবসন্ন হ'য়ে
তোমার মনোদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে
শুধু অপদার্থ নয়—
কুপদার্থেও পরিণত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৩৮৩।

৮।৫।১৯৫২, সকাল ৮টা

যা'রা গুরু বা যন্তার পরিচালনা
গ্রহণ ক'রতে চায় না,
অথচ তা'র সুবিধা নিয়ে চলতে চায়,
তা'রা প্রায়ই
'গুরু বা যন্তার কথা বোঝা যায় না,
তদনুপাতিক চলতে পারি না,
এত ক'রে চ'লেও কিছু হচ্ছে না'—
আত্মসমর্থনের জন্য
এমনতরভাবে দোষারোপ ক'রে থাকে ;
ঐ জাতীয় সুর দেখলেই বুঝে নিও—
তা'রা কা'রও সুবিধা নিয়ে আত্মপুষ্টি ক'রতে চায়—

প্রবৃত্তির খোরাকি জুগিয়ে,
কিন্তু নিজে নিয়ন্ত্রিত হ'তে চায় না,
ধর্ম্মের কথা ব'লে অন্যকে ঠকাতে চায়,
কিন্তু নিজেরা ধার্ম্মিক হ'তে চায় না;
মনে থাকে না তা'দের—
বুঝতে পারে না তা'রা—
যে, তা'রা যতই কায়দা করুক না কেন,
বলবান বিধি কিছুতেই ছাড়বে না,
অকল্যাণ
দস্তুরমত তা'দের উপভোগ করবেই কি করবে;
এমনতর যা'রা—
ব্যতিক্রমী জাহান্নম
কোটর-চক্ষুতে তা'দের পেছু নিয়েই চলে। ৪৩৮৪।
৮।৫।১৯৫২, দুপুর ১২টা

যৌন-সংস্কার যখন
পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষের সংস্কারের সহিত
সার্থক সঙ্গতি লাভ করে
তা'ই হ'চ্ছে প্রথম সংস্কার-সংস্থিতি—
যা'র ভিতর-দিয়ে
অন্যান্য প্রাথমিক সংস্কার
এবং তৎসঙ্গতিসম্পন্ন অন্যান্য যা'-কিছু সংস্কার
সার্থক অন্বয়ে সঙ্গতি লাভ ক'রে থাকে,
আবার, এই সঙ্গতির প্রাণই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ সক্রিয় শ্রেয়ার্থ-পরিবেদনা—
অচ্যুত সশ্রদ্ধ আকূতির ভিতর-দিয়ে,—
যা'র ফলে, ঐ সংস্কারগুলি

আত্মনিয়মনে সংহতি লাভ ক'রে থাকে,
এই যা'র হ'য়েছে,
তা'র গোড়াতেই আসে আত্মসম্ভ্রমবোধ,
তা' কিন্তু আত্মাভিমান নয়কো—
বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রসাদী অনুরাগ—
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিতর-দিয়ে বিবর্ত্তনী আবেগ ;
যেখানে এমনতর হয়নি
আত্মসম্ভ্রম-মর্য্যাদাই সেখানে অন্ধ—
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত,
আর, এরই বোধায়নী সক্রিয় তাৎপর্য্যশীল
উদ্গমই হ'চ্ছে পরপ্রীতি—
নিজেরই মতন ক'রে অন্যকে অনুভব করা সক্রিয়ভাবে,
আর, তা'র আপূরণী উদ্গতিই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক, ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যা-নিরত প্রাজ্ঞ চেতনা—
যা' ঈশিত্বে ভূমায়িত হ'য়ে
মানবতার শ্রেয়-বিকাশে
মানুষকে ভাগবত-মানুষ ক'রে তোলে। ৪৩৮৫ ।
৯।৫।১৯৫২, রাত ৮-৩৪

যখনই শ্রদ্ধোষিত পিতৃতর্পণের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
জীবনের অন্তর্নিহিত পৈতৃক সংস্কার
পরিপুষ্ট হ'য়ে চলে,
উন্নতি লাভ করে,
উদ্গতি লাভ করে,
এবং পিতৃ-মাতৃ-সেবার ভিতর-দিয়ে
এই পিতৃপুরুষের তর্পণ সার্থক হ'য়ে চলে,

তখনই মানুষের ব্যক্তিত্ব
পিতৃত্বের উদ্গাতি-বিকাশে
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও আপূরণী তাৎপর্য্যে
গুণান্বিত হ'য়ে চলে ;
আর, ঐ পূর্ব্বতন কৌলিক সংস্কারগুলি
সপর্য্যায়ে সার্থক অন্বয়ে
ঐ ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ ক'রে
পূর্ব্বপুরুষের মহিমাময় ব্যক্তিত্বে
মানুষকে অন্বিত ক'রে তোলে ;
আর, অমনি ক'রেই মানুষ নিজের সত্তায়
সেই সত্ত্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে
পৈতৃক সম্পদের অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
তাই, পিতৃতর্পণ প্রতিটি মানুষের পক্ষে
এতখানি উপাদেয়। ৪৩৮৬।
৯।৫।১৯৫২; রাত ৮-৪০

মানুষ অচ্যুত শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে
তৎস্বার্থী সক্রিয় চলনে
যতই তা'র সংস্কার ও তৎসঞ্জাত প্রবৃত্তিগুলির
শ্রেয়ার্থপরায়ণ সার্থক অন্বয়ে
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠে
পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
বোধায়নী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বিন্যাস ক'রে চলে,—
ততই সে সুখী ও নন্দিত হ'য়ে ওঠে,
তখন তা'র পরিস্থিতির বিচ্ছিন্ন প্রেরণাগুলিও

সঙ্গত তালিমে অন্বিত হ'য়ে
বোধকে বিনায়িত ক'রে
সচ্ছল সাবলীল হ'য়ে চলতে থাকে,
ওগুলি খরস্রোতা জলের বীচিমালার মত,
অন্তরকে আন্দোলিত ক'রে
বোধবিকাশদীপনা নিয়ে চলতে থাকে,
কিন্তু তা'র সত্তা-সংস্থিতিকে
সংক্ষুব্ধ ক'রতে পারে না;
যা'র ও' হয়নি,
জীবনে যা'ই করুক না,
সুখী হ'য়ে চলতে পারবে না সে কিছুতেই,
প্রবৃত্তির ক্লেশপঙ্কিল বিক্ষোভ
তা'কে বিক্ষুব্ধ ক'রেই রাখবে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তা তা'কে
স্বস্তির সামগানে
রাগতাণ্ডবে
ফুল্ল ক'রে তুলতে পারবে না। ৪৩৮৭।
১০।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

নারী যখন তা'র যৌবন-প্রত্যূষে
শ্রেয়-পুরুষে সশ্রদ্ধ আনতি নিয়ে আলম্বিত হ'য়েও
তৎস্বার্থী অনুপ্রাণনে
মনোজ্ঞতপা আত্মনিয়ন্ত্রণ হ'তে ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
শরীর ও মনে অন্য পুরুষকে আশ্রয় ক'রলো,
ইহজীবনে সতীত্ব তা' হ'তে বিদায় নিয়ে
চিরদিনের মত অন্তর্ধান করলো,
সুখ বা নন্দনাও স্রোতহারা হ'য়ে

অস্তমিত হ'য়ে চললো—
ধিক্কারে অন্তঃকরণকে শৌর্য্যহারা ক'রে;
উল্লাস
বারবনিতাবৃত্তির বিক্ষুব্ধ আবেশে
শাতনীলাম্বে জীবনপটে নৃত্য ক'রে
গর্ব্বেপ্সু, মদির বিহ্বলতায়
আত্মম্ভরী পদক্ষেপে চলতে সুরু করলো। ৪৩৮৮।
১১।৫।১৯৫২, সকাল ৭-২৫

যে-সব নারী
জীবনে শ্রেয়নিষ্ঠ একানুধ্যায়ী
মনোজ্ঞতপা আত্মনিয়ন্ত্রণশীলা,
এককথায়, যা'রা সর্ব্বতোভাবে পতিস্বার্থিনী,
যা'দের কখনও কোনপ্রকারে দ্বয়ী-স্পর্শ হয়নি,
সেই শ্রেয়-শ্রদ্ধ একানুধ্যায়ী পতিব্রতা নারী-হৃদয়েই
সতীত্ব স্ফুরিত হ'য়ে থাকে;
যা'রা দ্বিচারিণী—
তা'রা যত বড়ই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হো'ক না,
সতীত্ব তা'দের জীবনে
চিরদিনের মত অবলুপ্তই হ'য়ে ওঠে। ৪৩৮৯।
১১।৫।১৯৫২, সকাল ৮টা

বহুচারিণী নারীও যদি
কোন শ্রেয়-পুরুষে অচ্যুত শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তৎস্বার্থিনী হওতঃ
তদনুচর্য্যাপরায়ণতায়
মনোজ্ঞতপা আত্মনিয়ন্ত্রণশীলা হয়,

তা'কে লোকপূজ্যা সাধ্বী নারী বলা যেতে পারে,
কিন্তু সতী বলা যায় না। ৪৩৯০।
১১।৫।১৯৫২, সকাল ৮-৫

নারীর মস্তিষ্কে যৌনদীপনা নিয়ে
যত পুরুষের ছাপ নিবদ্ধ হ'য়ে রইবে,
ঐ নারী যে-কুলেই পরিণীতা হো'ক না কেন,
সেই কুলের কৌলিক প্রকৃতি
ততই বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে চলবে,
যেমনতর সংশ্রবের ভিতর-দিয়ে
যৌনদীপনা যে-পরিক্রমায়
যে-পুরুষের ছাপ
স্মৃতিপথে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে,
সন্ততি-প্রকৃতি তেমনতরই
উন্মার্গ-প্রকৃতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত বা আবিষ্ট
সংস্কার-সম্বদ্ধ প্রবৃত্তি
যা' ঐ প্রকৃতির আওতায় থাকে,
সেগুলি তেমনি বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
মর্য্যাদাহারা অভিশপ্ত আলোড়নে
মূঢ়ব্যক্তিত্বে তৎপ্রকৃতি-সম্পন্ন হ'য়ে
উদ্গতি লাভ করবে ;
ঐ জাতকের প্রকৃতিতে
অচ্যুত একানুধ্যায়িতার অভাবই
ঘটতে দেখা যায় প্রায়শঃ,
আর, জাতকের বৈশিষ্ট্যও
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে চলে,

তাই, নারী শ্রেয়শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত
ঐ শ্রেয়-স্বার্থ-অনুচর্য্যী মনোজ্ঞতপা আত্মনিয়ন্ত্রণশীলা
যতই হ'য়ে ওঠে,
ততই পরিবার, পরিবেশ, সম্প্রদায়
সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও
শ্রেয়প্রসূতি হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনাকেই প্রদীপ্ত ক'রে তুলে থাকে,
আর, তা'ই সর্ব্বথা শ্রেয়। ৪৩৯১।
১১।৫।১৯৫২, রাত ১০-৫০

তুমি যতই সক্রিয় তৎপরতায়
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অনুরাগে
অধ্যুষিত হ'য়ে
ঐ অধ্যুষিত সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
পিতৃতর্পণে সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে,
তোমার যৌন-সংস্কারকে
স্বতঃ-তাৎপর্য্যে
পিতৃ-সংস্কারের সঙ্গে সুসঙ্গত ক'রে তুলবে,
তোমার আত্মসম্ভ্রমও আবেগময় হ'য়ে উঠবে ততই;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
সমস্ত বোধায়নী পরিচর্য্যা নিয়ে
আত্মসংরক্ষণী সম্বেগও
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে—সক্রিয় সম্বেগ,
ফলে, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
তোমাকে বীর্য্যবান হ'য়ে উঠতেই হবে,
আর, সমস্ত সংস্কারগুলি
অন্ততঃ প্রাথমিক সংস্কারগুলি

অন্বিত হ'য়ে সার্থক সঙ্গতিতে
শ্রদ্ধোষিত উদ্দীপনায়
তোমাকে অসৎ-নিরোধী-বীর্য্যতপা ক'রে তুলবে ততই ;
এ যা'দের ভিতর হ'য়ে ওঠেনি,
বা যা'দের ভিতর এই সংস্কার ঘুমন্ত হ'য়ে থাকে,
তা'দের ব্যক্তিত্বের ভিত্তিও ততখানি নিথর—
তা' সে বা তা'রা
যতই প্রজ্ঞাবাদী হো'ক না কেন। ৪৩৯২।
১১।৫।১৯৫২, রাত ৮টা

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক,
তোমার যদি কোন সুষ্ঠু ভাবদীপনা উপস্থিত হয়,
তা'কে বোধায়নী পরিচর্য্যায়
উপভোগ করার অবসর পাও বা নাই পাও,
তা'কে যদি তদনুপাতিক
কিছুমাত্র ক্রিয়াশীল না ক'রে তোল—
বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,—
তা' তোমার সত্তায় সঙ্গতি লাভ ক'রে
বিধানকে তদনুপাতিক বাস্তবতায়
বিন্যাস করবে না ;
মনে রেখো, তোমার ঐ সম্পদকে তুমি হারালে,
যে-ঐশ্বর্য্য এসেছিল তোমার কাছে,
হেলায় বঞ্চিত হ'লে তা' হ'তে ;
তাই, সুষ্ঠু ভাবদীপনা এলেই
তদনুপাতিক বাস্তব ক্রিয়ায়
তা'কে কিছু-না-কিছু
কোন-না কোন রকমে

পরিচর্য্যা ক'রোই কি ক'রো ;
দেখবে, অদূর ভবিষ্যতে
কি অন্তরে কি বাইরে
তুমি কতখানি সম্পদের অধিকারী হ'য়ে উঠেছ। ৪৩৯৩।

১১।৫।১৯৫২, রাত ৮-১০

তোমার প্রিয়-অনুজ্ঞাকে
আপূরিত ক'রতে বা মূর্ত্ত ক'রতে
তোমার বুদ্ধি, বিদ্যা, ব্যক্তিত্ব, শক্তি
সাধনা, আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী
যেমন ক'রে যেখানে যা' প্রয়োজন
অবিলম্বে তা' প্রয়োগ ক'রো,
বিহিতভাবে তা'কে নিষ্পন্ন ক'রতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
আর, বিলম্বও ক'রো না,
যত সত্বর পার
তা'কে সমাধা ক'রতে চেষ্টা ক'রো ;
কিন্তু ক'রবে না তা'ই—
যা' তোমার ঐ প্রিয়সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তাঁ'কে দলিত ক'রতে পারে,
এমনতর যা'-কিছুই হো'ক না,
যখন যেখানে যেমনতর দেখবে
বিহিতভাবে নিরুদ্ধ ক'রো তা',
আবার দেখো, সেই নিরোধ
তোমার প্রিয়র প্রতি
কোনপ্রকার বিরোধ বা নির্য্যাতন
না সৃষ্টি ক'রতে পারে কোনক্রমে,

শ্রেয়ানুগ জীবন-চলনা তোমার যেন এমনতরই হয়,
আর, এর জন্য যে-ক্লেশই আসুক না কেন,
চেষ্টা ক'রো, যা'তে সেগুলিকে
তোমার জীবনীয় ও সুখের ক'রে নিতে পার,
যত তা' ক'রতে পারবে,
শ্রেয়নির্ম্মাল্যে ততই বিভূষিত হ'য়ে উঠবে ;
আবার, ইষ্টার্থ-অনুদীপনা নিয়ে
তোমার ঐ কর্ম্মতৎপরতা
যতই সার্থক নিষ্পন্নতায়
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তুলবে,
তোমার সংস্কার-সম্ভূত প্রবৃত্তিগুলিও
ঐ তাৎপর্য্যেই বোধায়নী তৎপরতায়
তোমাকে যোগ্য ক'রে তুলবে,
তুমি বহুদর্শী সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বোধায়নী পরিক্রমায়
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে ততই,
ব্যক্তিত্বও বাস্তবে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে
তেমনি ক'রে। ৪৩৯৪ ।
১১।৫।১৯৫২, রাত ৯-১৫

যা'কে তুমি তোমার
শ্রেয় ও প্রেয় ব'লে গ্রহণ ক'রেছ,
তাঁ'র প্রতি তোমার কটূক্তি,
কদর্য্য শ্লেষব্যঞ্জক ভাবভঙ্গী,
ঔদ্ধত্য, হামবড়াই,
প্রত্যাশাপীড়িত আকাঙ্ক্ষা ও অভিমান,
নিন্দা, মিথ্যা অপবাদ,

অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি,
যখন যেখানে যেমনভাবেই আসুক না কেন,
ঠিক বুঝে নিও,
যাঁ'কে তুমি শ্রেয় ও প্রেয় ব'লে গ্রহণ করেছ বলছ,
সে-গ্রহণ তোমার গর্ব্বেপ্সার ইন্ধন ছাড়া
কিছুই নয়কো,
তুমি তাঁ'কে শ্রেয় বা প্রেয় ব'লে কখনো ধরনি,
ও একটা কপট অভিব্যক্তি মাত্র,
তোমার অন্তরে প্রিয়-পর্য্যালোচনা এতটুকুও নাই,
আর, তা ক'রবার ক্ষমতাও নাই,
তোমার বৈশিষ্ট্য পরিস্থিতি হ'তে
ঐ প্রেয়দীপনার অন্তরায় যা'-কিছু
কদর্য্য যা'-কিছু
তা'ই সংগ্রহ ক'রে
তোমার হৃদয়কে অমনতর ক'রে তুলতে পারছে,
কারণ, তুমি তা'ই চাও,
যাঁ'কে শ্রেয় বা প্রেয় বল
তাঁ'কে চাও না,
ওই তোমার সম্বল,
ওই তোমার সাধ্য,
তোমার চ্যুতি অনিবার্য্য,
ডাঙ্গাতেই ডুববে তুমি। ৪৩৯৫।
১১।৫।১৯৫২, রাত ৯-৩০

যে বিনায়িনী-সঙ্কর্ষণ
উপাদানকে বিশেষে বিশিষ্ট ক'রে তোলে—

বৈধী পরিক্রমায়,—
তাই-ই প্রকৃতি। ৪৩৯৬।
১২।৫।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
কৃষ্টিজনক যিনি তোমার,
তোমার প্রিয়পরম যিনি,
যিনি তোমার আচার্য্য,
সদ্‌গুরু যিনি তোমার,
যাঁ'র প্রতি অকাট্য রাগ-সম্বেগী শ্রদ্ধা
তোমার সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলিকে
সার্থক সুসঙ্গত ক'রে
বোধিদীপনায় উচ্ছল ক'রে
তোমাকে বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তাঁ'র চাইতে প্রিয়
তোমার আর কেউ নেই ;
যদি কেউ থাকেন,
তখনও তুমি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠতে পারনি,
কারণ, তাঁ'র তুল্য, বা তাঁ'র চাইতে বেশী প্রিয়
যদি কেউ থাকেন তোমার,
সেই ছিদ্রের ভিতর-দিয়ে
তোমার রাগসম্বেগ
যা' তোমার যা'-কিছুকে আপূরিত ক'রে তোলে,
তা'র ক্ষরণ হ'য়ে
তোমার সংস্কার ও বৃত্তিগুলি
নানারকম গ্রন্থিতে নিবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে,
ফলে, বোধিদীপনা বিক্ষুব্ধই হ'য়ে চলে ;

তাই, তাঁ'র চাইতে শ্রেয়শ্রদ্ধার পাত্র
বা নিয়ন্তা যদি কেউ তোমার থাকেন,
তা' তোমার পক্ষে ভীতিপ্রদই,
কারণ, তাঁ'তে ন্যস্ত রাগসম্বেগ
উচ্ছলতায় ভূমায়িত হ'য়ে
উপযুক্ত আপূরণী তাৎপর্য্যে
সার্থকতায় সুসঙ্গত অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তোমাকে উদ্বর্দ্ধনে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
তাই, তাঁ'র চাইতে বা তত্তুল্য প্রিয়
কেউ যদি তোমার থাকেন,
তোমার ব্যক্তিত্ব নিটোল সুসঙ্গতিতে
সার্থক হ'য়েই উঠতে পারবে না—
বোধায়নী তাৎপর্য্যে—প্রাজ্ঞ চেতনায় ;
তাই, সর্ব্বসময়ে সর্ব্ব-অবস্থায়
তিনিই তোমার শ্রেয়,
তিনিই তোমার প্রেয়,
তিনিই তোমার বাঞ্ছিত,
তিনিই তোমার সিদ্ধি ও স্বার্থ ;
আবার, অমনি ক'রেই
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আচার্য্য বা গুরু-পত্নী
যাঁ'র জীবনস্বার্থ তিনিই,
তঁদনুচর্য্যাপরায়ণা হ'য়ে
উপচয়ী তৎপরতায়
নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাই
যাঁ'র ধর্ম্ম ও জীবন-সার্থকতা,
ঐ শ্রদ্ধোদ্দীপিত তৎস্বার্থান্বিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কেই কেন্দ্র ক'রে

যাঁ'র ভিতরে শ্রেয় বা শুভ
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে সার্থক হ'য়ে উঠেছে যেমন—
স্বতঃ-নিয়মনে,
তিনিও তেমনই পূজনীয়া তোমার কাছে;
আর, তাঁ'র সন্তান-সন্ততির মধ্যে যিনি বা যাঁ'রা
ঐ শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
তাঁ'রই আপূরণী সন্দীপনা নিয়ে
জীবনকে রাগরঙ্গিল ক'রে চ'লেছেন,
তিনি বা তাঁ'রাও তেমনি পূজ্য তোমার কাছে,
এমন-কি, যাঁ'রা তা' করেননি-
এমনতর যাঁ'রা—
তাঁ'রাও তোমার কাছে মাননীয়,
কারণ, তাঁ'র ঐ উৎক্রমণী ধারাই
বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
তাঁ'দের মধ্যে প্রকট হ'য়ে আছে—
অল্পবিস্তর সেই তাৎপর্য্যবাহী হ'য়ে;
এঁ'রা সবাই বরণীয়
এবং যিনি তাঁ'কে যতটা অনুসরণ করেন—
সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়,
তাঁ'র উপদেশ ততটা গ্রাহ্য,
অবশ্য যে-উপদেশ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশের সাথে
সঙ্গতিশীল ও আপূরণী নয়কো,
তা' কখনও অনুসরণীয় নয়;
ঐ শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে
জ্ঞানের একমাত্র পথ,

এবং ঐ যাঁ'কে আশ্রয় ক'রে
যাঁ'র অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে
তোমার জন্মকে দ্বিজত্বে উপনীত ক'রে তুলেছ—
কৃষ্টির পথে,—
তাঁ'র চাইতে শ্রেয় আত্মীয়
তোমার আর কে আছেন?
ঐ শ্রদ্ধার ব্যতিক্রম যতখানি
বিবর্ত্তনী সম্বেগও সেখানে ততখানি শিথিল;
কিন্তু যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ন'ন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রাচীন যাঁ'রা
তাঁ'দের সাথে সঙ্গতিহারা,
আবার, আপূরণীও ন'ন তেমন,
বরং ভেদ ও ব্যতিক্রম-প্রবণ—
তাঁ'র ভিতর আচার্য্যত্ব বা গুরুত্বের
উদ্গাতিই হয় না,
আর, এমনতর স্থলে ঐ জাতীয় শ্রদ্ধা
মানুষকে বিপর্য্যস্তই ক'রে তোলে। ৪৩৯৭।
১২।৫।১৯৫২, রাত ৭-৫৫

আমার ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা যা',
যা' বাস্তব সত্য ব'লে আমি জানি,
তা'র ভিত্তি ও মূলসূত্রে সুসঙ্গতি রেখে
আপূরণী তাৎপর্য্যে
আরোর পথে সাবলীল চলনে চলতে থাক,
উদ্গাতিশীল হ'য়ে চল;
কিন্তু সব সময়ই নজর রেখো,
ঐ ভিত্তি ও তদনুস্যূত মূলসূত্রে

কোথাও কোনক্রমে যেন
কোনপ্রকার সংঘাত সৃষ্টি না হয়,
ব্যতিক্রমের উদ্ভব না হয়,
ওতে যদি ব্যতিক্রমের সৃষ্টি কর,
তা' তোমাদের ব্যষ্টিজীবনে,
পারিবারিক জীবনে,
সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে
এমনতর আত্মঘাতী আঘাত হানবে,—
যা' পরিপূরণ করা
দুরূহ ও দুর্নিবার হ'য়ে উঠবে,
ফলে, পাতিত্য, অবসাদ ও অপলাপে
ঐ ব্যষ্টি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন
শাতনের ডাইনী আকর্ষণে
নিরয়েই লোপাট হ'য়ে যাবে। ৪৩৯৮।
১৩।৫।১৯৫২, বেলা ১০-৫

তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে
সংস্কৃতি ও কুলসংস্কারের সাথে
সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
কুলানুশ্রয়ী প্রবণতাগুলিকে
সুসঙ্গত বোধি-পরিপ্রেক্ষায় সমাবেশে এনে
তা'র সুবিন্যাস ক'রতে না পারছ—
তোমার যৌনজীবনকে
তোমার কৌলিকজীবনের সাথে সঙ্গতিশীল ক'রে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার আভিজাত্যই হো'ক,

আত্মসম্মানই হো'ক,
আত্মজ্ঞানই হো'ক
কিছুতেই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার জীবন-আকৃতিও
অব্যবস্থ হ'য়েই চলতে থাকবে,
অচ্যুত শ্রদ্ধা-আলম্বিত হ'য়ে
সুসঙ্গতি নিয়ে
সার্থক বিন্যাসে
তা' স্ফুরিতই হ'য়ে উঠতে পারবে না,
আগল-পাগল ছন্নছাড়া ব্যক্তিত্ব নিয়ে
বসবাস করা ছাড়া
তোমার উপায়ই থাকবে না,
আর, ঐ সুবিন্যাসের মূলসূত্রই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
অচ্যুত অনুধ্যায়িতা নিয়ে
শ্রেয়-স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
স্বতঃই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল হ'য়ে চলা। ৪৩৯৯।
১৩।৫।১৯৫২, বেলা ১০-৩৫

মানুষ প্রতিপ্রত্যেকে যতই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তমে
দৃঢ় নৈষ্ঠিকতা নিয়ে
অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে চলে—
তাঁ'রই বাণী, আচরণ ও অনুপ্রেরণার অনুবর্ত্তী হ'য়ে,
অনুচর্য্যানিরত অনুসরণশীল হ'য়ে,
পারস্পরিক সানুকম্পী সাহচর্য্য-নিরত হ'য়ে—
ঐ প্রেরিত পুরুষোত্তমেরই

সার্থক অনুধ্যায়ী আপূরণ-তাৎপর্য্যে,—
তা'দের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনও
ততই দৃঢ়নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সংহতিও অচ্ছেদ্য হ'য়ে ওঠে,
উদ্গতিও উদ্দাম হ'য়ে চলে তেমনতরই ;
আর, পরবর্ত্তী যাঁ'রা, তাঁ'রা যদি
ঐ প্রেরিত পুরুষোত্তমের আপূরণী প্রতিষ্ঠায়
গণ-অন্তরকে দৃঢ়-পরিবেদনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলেন,
তা'র ফলে,
ঐ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন, সংহতি ও ব্যষ্টিগত উদ্গতি
সমষ্টির সম্বর্দ্ধনায়
দীপালি-শয্যায়
আরোত্তর উদ্ভাসিত হ'য়েই চলতে থাকে,
কিন্তু জনগণ যতই
পারস্পরিক পূরণপোষণহীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে
গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
নানা আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে,
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম হ'তে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে,
ভ্রাতৃত্ব ও সংহতিও ততই
দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন হ'য়েই চলতে থাকে,
জাতীয় বন্ধন ও জাতীয় শক্তিও
ততই ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে ;
ফল কথা, যেখানে সামগ্রিক একানুধ্যায়িতা নাই—
দৃঢ়নিষ্ঠ অনন্য আগ্রহে,
সেখানে সংহতিও শ্লথ ;

ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে বিদ্রোহে
বিকেন্দ্রিক ও বিকৃত দলবহুলে,
তাই বলি !
তোমরা সবাই বিশ্বাস কর,
যিনি বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তম,
তাঁ'র ভিতর
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
বিগত প্রেরিত পুরুষোত্তম যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রত্যেকেই জীয়ন্ত আবেগে
সার্থকতায় দেদীপ্যমান হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'র পূজাতে সকলেই পরিপূজিত হ'য়ে ওঠেন ;
আবার, তেমনি যাঁ'রা পরবর্ত্তী
তাঁ'রা যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী হন—
বাস্তব তাৎপর্য্যে,
আর, ঐ পূর্ব্ব-পুরুষোত্তমকেই
সান্বয়ী তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গতি নিয়ে
নিজেরই জীবনসত্তায় গ্রথিত ক'রে
গণ-অন্তরে প্রতিষ্ঠা ক'রে চলেন,
তাহ'লে আদর্শ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে না,
গণ-হৃদয়ও বিচ্ছিন্ন বিভাগে
টুকরো-টুকরো হ'য়ে ওঠে না,
ভ্রাতৃত্ব-নিবন্ধন যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পারকে
সানুকম্পী সহানুভূতিপ্রবণ অনুচর্য্যায়

যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
সব্যষ্টি সমূহকে
সার্থক উদ্গাতিতে
অবাধ অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
স্বর্গ স্বতঃ-সন্দীপনায়
সম্বুদ্ধ পরিবেদনায়
প্রতিটি অন্তরেই প্রকট হ'য়ে ওঠে,
ঈশিত্বের উদ্ভাসিত আবেগ
পারিজাত-ঐশ্বর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেককে ঐশ্বর্য্যবান ক'রে তোলে,
স্বস্তি, শান্তি, তৃপ্তি
হৃদ্য আবেগে
অমর-অনুপ্রেরণী সামগানে
মুখরিত ক'রে তোলে সবাইকে। ৪৪০০।
১৩।৫।১৯৫২, রাত ৯-১৫

তোমার শ্রেয় যিনি,
শ্রদ্ধার্হ যিনি তোমার,
সশ্রদ্ধ সানুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
তদনুচর্য্যাপরায়ণ যদি না হও,
আপ্যায়নায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে না তোল তাঁ'কে,
বিনীত নিয়মনে সুব্যবস্থ সমীক্ষায়
তাঁ'কে যদি নন্দিত ক'রে তুলতে না পার,
তুষ্ট ও প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে না পার
বিহিত ব্যবস্থা ও ব্যবহারে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
আর, সেই সন্দীপনায়

তোমার পরিবেশ যদি অনুপ্রেরিত না হয়—
আগ্রহদীপনা নিয়ে,—
ঠিক বুঝে রেখো,
তুমিও বিহিতভাবে
কা'রও কাছে অমনতরভাবে
নন্দিত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
শ্রেয়ের প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
তুমিও পরিবেশে তুষ্টি লাভ ক'রতে পারবে না,
মান-সম্ভ্রম, স্বত্ব আধিপত্য হ'তেও
বঞ্চিত হবে তুমি,
করবে যেমন, পাবেও তেমনি। ৪৪০১।
১৩৷৫৷১৯৫২, রাত ১০-৪৫

তোমার যে-কোন ভাবাবেগ
যা'তে সঙ্গতি লাভ ক'রে
সার্থক, সন্দীপ্ত বা সংযত হ'য়ে ওঠে
সহজ তৃপ্তিতে,
তোমার প্রীতি প্রকৃত সেখানে,
অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক সেখানে,
এমন যা'র হয়নি বাস্তব সক্রিয়তায়—
সে সুখী হ'তে পারে না কিছুতেই। ৪৪০২।
১৪৷৫৷১৯৫২, প্রাতঃ ৫-৪৫

পিতৃ-সংস্কার ও যৌন-সংস্কার—
যা' বংশানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
তোমার বৈশিষ্ট্যে
সহজভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—

যদি তা' সঙ্গতিলাভ না করে সার্থক অন্বয়ে,
তবে সত্তার জীবন-আগ্রহ-উদ্দীপ্ত প্রাথমিক সংস্কারগুলি
ও তৎসংঘাতসংক্ষুধ ভাবাবেগ-অনুসৃত সংস্কার
ও তৎসঞ্জাত বৃত্তিগুলি
সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে উঠতে পারে না,
ফলে, ব্যক্তিত্বের দাঁড়াও শ্লথ হ'য়ে থাকে ;
আর, যা'দের ঐ সঙ্গতি হয় না,—
তা'দের আনতি-অনুবন্ধ অচ্যুত হ'য়ে ওঠে না,
আর, তা' না-হওয়ার দরুন
তা'রা অব্যবস্থ হয়,
সিদ্ধান্ত, সন্দীপনা ও ব্যবস্থিতি-বিনায়িনী সম্বেগও
তা'দের বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে,
তা'রা কোন কাজেই
চরম নিষ্পন্নতায় পৌঁছাতে পারে না,
তা'দের বৈশিষ্ট্য প্রবৃত্তির হাতছানিতে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে চলে,
এক কথায়, তা'রা পরিপক্ক মানসিকতায়
উপনীত হ'তে পারে না,
চপলমনা প্রকৃতি তা'দের ব্যক্তিত্বকে
পরিচালিত ক'রে থাকে ;
আর ঐ জন্য, শ্রেয়নিষ্ঠ থেকেও
তা'রা তা'দের জীবন ও কর্ম্মগুলিকে
সার্থক সুসঙ্গতিতে সম্মিলিত ক'রে
সুসঙ্গত বোধির স্ফুরণ-তাৎপর্য্যে
বিবর্ত্তনে নিজেকে উৎসারণশীল ক'রে
রাখতে পারে না,
বহুত ক'রতে যায়,

করেও বহুত,
কিন্তু সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা কিছুতেই,
বিভ্রান্ত বিঘূর্ণিতে ঘূর্ণায়মাণ আবেগ নিয়ে
গর্ব্বেপ্সার লুব্ধ প্রতারণায়
ব্যক্তিত্বকে নানারকমে
বিশ্লিষ্ট ক'রে চ'লতে থাকে তা'রা,
সাধারণতঃ তা'দের জীবনের বয়স অপেক্ষা
অন্তঃজীবনের বয়স ঢের কমই হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ সঙ্গতি যা'দের যত কম—
জীবনে তা'রা সুখীও তত কম। ৪৪০৩।

১৪।৫।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁ'র প্রতি অচ্যুত অনুরাগ-সন্দীপনা নিয়ে
অনুবেদনী অনুচর্য্যার সহিত
সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়
তোমার যে-কোন ভাব, সংস্কার ও বৃত্তিগুলি
তাঁ'তে সঙ্গতি লাভ ক'রে
বোধায়নী তাৎপর্য্যে
সার্থক, সন্দীপ্ত বা সংযত হ'য়ে উঠবে যতই—
পরাক্রম-প্রাখর্য্যে,—
তুমি ততই সাম্য-নন্দনায়
ঈশ্বরকে অনুভব করবে ;
ঈশিত্ব
আচরণে যতই তোমার ভিতর
স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে—

ঐ অনুক্রমী তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সেবা-সংক্রমণে,—
প্রাপ্তিও ঘ'টে উঠবে তোমার তেমনি,
কারণ, তিনিই ঈশ্বরের
চিদ্-ঘন মানব-অভিব্যক্তি,
তাঁ'র সঙ্গ, সাহচর্য্য ও আত্মনিয়মনী সেবাই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরের সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবা ;
তিনি যতই তোমার আপন হ'য়ে উঠবেন
সেবার ভিতর-দিয়ে,
পাবেও তাঁ'কে তুমি তেমনি। ৪৪০৪ ।
১৪।৫।১৯৫২, বেলা ১০-৫

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা
বোধায়নী প্রবর্ত্তনা ও প্রেরণার বজ্রকপাট। ৪৪০৫ ।
১৪।৫।১৯৫২, বেলা ১০-৭

তোমার ভাব স্বকেন্দ্রিক রাগরঞ্জনী
বোধি-বিজৃম্ভিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার যুক্তি বাস্তব যোজক হ'য়ে উঠে
উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলুক,
তোমার ভাষা হৃদ্য অগ্নিতপা হ'য়ে
মানুষের অন্তরকে বিনায়নী সন্দীপনায়
সক্রিয় ক'রে তুলুক,
সংস্কারকে সংস্কৃত ক'রে
বোধানুভাবিতাকে সুসঙ্গত নিয়মনে
ভাবাবেগ-শিখী উচ্ছল ক'রে
চিন্ময়ী চেতন মূর্ত্তিতে

তোমার প্রতিপাদ্যকে মূর্ত্ত ক'রে তুলুক,
এমনি ক'রেই তোমার ভাষণ
সার্থক সন্দীপনায় মানুষকে
জীবনে যোগ্যতায় উদ্যুক্ত ক'রে তুলুক। ৪৪০৬।
১৪।৫।১৯৫২, বিকাল ৫-৪০

তুমি আদর্শে অনুপ্রাণিত হও,
সে-আদর্শ যেন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরমাণ
সুসঙ্গত তাৎপর্য্য-বাহী হয়,
তাঁ'তে অচ্যুত শ্রদ্ধোষিত অনুপ্রেরণায়
প্রীণন-তাৎপর্য্যে
অনুচর্য্যাপরায়ণ থাক,
তোমার প্রীতি যেন প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি যেখানে যেমনতর প্রাণবন্ত,
পরাক্রমও সেখানে তেমন জীয়ন্ত,
বিক্রম-ব্যবস্থিতিপূর্ণ,
অসৎ-নিরোধী,
তুমি যতই অমনতর হ'য়ে উঠবে—
অসৎ-নিরোধী বিক্রমও
তেমনি অবাধ হ'য়ে উঠবে,
আর, সেগুলি সুসঙ্গতি নিয়ে
বীর্য্যবত্তায় তোমার অন্তঃকরণকে
বোধায়নী তাৎপর্য্যে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
উদ্দাম ক'রে তুলবে,
এর ফলেই

তুমি উর্জ্জীপ্রীতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে ;
মানুষের ভিতর এই বিক্রম যত
সুসঙ্গতি নিয়ে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনও
তত অদম্য, তর্‌তরে, প্রাণবন্ত হ'য়ে
পরাক্রম ও বিক্রমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ইষ্টানুরাগ-রঞ্জনায় সুসঙ্গতিলাভ ক'রে
তেজ ও বীর্য্যে মানুষকে সন্দীপ্ত ক'রে
যোগ্য কর্ম্মপটুত্বের উদ্বোধনে
তা'কে পরাক্রমী চলনেই বিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে—
শৌর্য্য-সন্দীপী স্বর্গকে আবাহন ক'রে। ৪৪০৭।
১৪।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪০

তুমি সুখী হ'তে পারবে না কিছুতেই—
যতক্ষণ শ্রেয়ার্থপরায়ণ একানুধ্যায়িতা নিয়ে
একমুখীন অনুরাগে
তঁৎ-স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
অন্তরাসী হ'য়ে
তোমার যা-কিছু সংস্কার, বোধানুভাবিতা, প্রবৃত্তি
এবং স্পর্শাসহিষ্ণু ও কোমল-ভাবধারা
বোধানুকম্পী আগ্রহে
অনুচর্য্যী আকূতি নিয়ে
সঙ্গত ও সংহত হ'য়ে না উঠছে
সক্রিয় সম্বেগে
তাঁ'রই প্রীণন-পরিচর্য্যায় ;
এই হ'চ্ছে সুখের স্বাভাবিক উদ্গতি,
আর, এ, হ'লে

পরিস্থিতির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যে-সব অনভিপ্রেত প্রেরণা
তোমাতে সংঘাত সৃষ্টি করবে,
সেগুলি সুখবাহী দুঃখের বীচিমালা ছাড়া
আর কিছু ব'লেই মনে হবে না,
যা' পরিস্থিতিকেও
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
সুখদীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
আর, ঐ মিলনাকুল শ্রেয়ানুক্রমণার
বাধাবিপত্তি থেকে যে দুঃখ আসে,
তা'কে বিরহ বলে,
এ বিরহে জ্বালাময়ী বেদনা—
যে-বেদনাকে পরিহার ক'রতে
প্রাণ কিছুতেই চায় না.
কারণ, ঐ বেদনাই বোধিচেতনাকে
বিস্তারে বিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
ঐ বিরহের আগুন
যদি হৃদয়কে দগ্ধও করে,
তথাপি তা'কে পূর্ণপ্রদীপ্ত ক'রে নিয়ে চলে ;
এ না হ'য়ে যে সুখ,
তা, সুখগর্ব্বিতার প্রহসন মাত্র,
তা' অন্তরকে সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে সংহত ক'রে
চরিত্রে অভিব্যক্ত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে পারে না,
হাজার সুখী হওয়ার রকম দেখা যাক না কেন,
তোমার অন্তর-সংস্থিতিকে

তা' স্পর্শ করবে না কিছুতেই,
অশান্তি, আপসোস ও দুঃখ
তোমাকে নিরন্তর নির্য্যাতন ক'রেই যে চলবে—
শ্রেয়বিক্ষোভী অনুধ্যায়িতায়
বহুপরিচর্য্যাশীল অবশমনাঃ ক'রে,—
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয়। ৪৪০৮।

১৫।৫।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শ-নিষ্ঠ
অসৎ-নিরোধী বিক্রম,
যা' ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যে
বিশেষ তাৎপর্য্যের সহিত নিহিত থেকে
সংহতি-পরাক্রমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সত্তা-সংরক্ষণী তাৎপর্য্যে
সক্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে,—
যে পরিবারে, যে সম্প্রদায়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রে
তা'র যত অভাব,
আত্মবিনায়ক যোগ্যতা,
অন্তরায়-অতিক্রমী সম্বেগ,
আত্মপোষণী সন্বিৎসাপূর্ণ অভিচলন,
সেখানে তেমনি শ্লথ,
ম্রিয়মাণতা ক্লীব সন্দীপনায়
ঔদার্য্যের অবগুণ্ঠনে বসবাস করে,
উদ্বর্দ্ধনা লজ্জিত ও অবমানিত সেখানে,
আত্মঘাতী ক্লীবত্বই সেখানে
ধর্ম্মের মুখোস প'রে বসবাস ক'রে থাকে ;
তাই, ইষ্টার্থ-আপূরণী বৈশিষ্ট্যানুগ

সংহতিপ্রবণ পারস্পরিকতায়
আপূরণ-পোষণী বিক্রমকে
কখনই ত্যাগ ক'রো না,—
তুমি ঠ'কবে,
তোমার পরিবার ঠ'কবে,
সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র
বিবর্ত্তন হ'তে বঞ্চিত হবে,
অসতের আধিপত্য হ'তে
আত্মরক্ষা ক'রতে পারবে না কিছুতেই। ৪৪০৯।

১৫।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৪

ঈশ্বরে আত্মনিবেদন কর—
ইষ্টবেদীমূলে,
ঈশ্বরীয় পরাক্রমে তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
জীবনে,—বাস্তব চরিত্রে,
যে আত্মনিবেদনে তা' হয় না,
তা' আত্মনিবেদনই নয়কো। ৪৪১০।

১৫।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪০

সব যা'-কিছুকে ছাড়,
ঈশ্বরকেই ধর—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টবেদীমূলে
আত্মনিবেদন ক'রে ;
আর, ঐ ধৃতি নিয়ে
সবার ভিতরেই বিস্তার লাভ কর,
সার্থক হবে সবাই—
ভক্তিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, যোগ্যতায়

সব কিছুকেই সংহত ক'রে
পরম সার্থকতায়। ৪৪১১।
১৫।৫।১৯৫২, রাত ৭-৩০

যা'রা অনুলোম-বিবাহ করে,
তা'রা যতক্ষণ সবর্ণবিবাহ না করে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অনুলোম-বিবাহ
পরিশুদ্ধিলাভ করে না,
কারণ, তা' বৈধী সবর্ণ-সংরক্ষণী বিধানকে
অবজ্ঞা ক'রে
বর্ণ-সংঘাত সৃষ্টি ক'রে তোলে,
তাই, অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ
করতে গেলেও
প্রথমে বিহিত সবর্ণ-বিবাহ
অবশ্য করণীয় ;
আবার, সবর্ণা স্ত্রীই হো'ক, অসবর্ণা স্ত্রীই হো'ক,
তা'রা যদি স্বামী-অনুচর্য্যা-পরায়ণ
পতিতপা আত্মনিয়ন্ত্রণশীলতায়
তা'র স্বার্থে সর্ব্বতোভাবে স্বার্থান্বিতা হ'য়ে,
আত্মবিন্যাসী অভ্যাসে
নিজের সংস্থিতির বিবর্দ্ধনে
সুপ্রজনন-প্রগতিকে পরিপুষ্ট না ক'রে,
স্বামী ও সংসার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে,—
তা'রা স্বামী-সত্তায় সত্ত্ববতী হ'য়ে ওঠে না,
ফলে, স্বামী-সম্পদেরও অধিকারী
ন্যায়তঃ বৈধী-বিন্যাসে হ'য়ে ওঠে না ;
আবার, ঐ অসবর্ণ-বিবাহ ক'রে

সবর্ণ-বিবাহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হয়,
সে-সময়ের মধ্যে যে সন্তান-সন্ততি হয়,
তা'রাও পিতৃ-স্বত্বে
বিহিতভাবে স্বত্ব-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে না। ৪৪১২।
১৬।৫।১৯৫২, রাত ৭টা

আধিপত্য যদি চাও,—
দাবী ক'রো না,
যাস্তৃক-তাৎপর্য্যে
প্রত্যেকেরই পোষণ-তৎপর হও। ৪৪১৩।
১৭।৫।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

মানুষ শ্রেয়-সন্দীপনায়
অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে,—
তাঁকেই স্বার্থ ক'রে যত চলতে পারে,—
ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্ভ্রম ও সুসঙ্গত স্বাধীন চলন
ততই তা'র স্বতঃ হ'য়ে ওঠে;
যে তা' পারে না,
তা'কে বৃত্তি-অনুপাতিক
ছন্ন-দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে
চলা লাগবেই কি লাগবে,
সে অমনতর ব্যক্তিত্বের
অধিকারী হ'তে পারবে না কিছুতেই
সার্থক সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে। ৪৪১৪।
১৮।৫।১৯৫২, রাত ৯-৪৫

দাসমনোবৃত্তি যা'দের গর্ব্বেপ্সু ক'রে তুলেছে,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-সঙ্গতি

তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত,
তা'রা ওকেই দাসমনোবৃত্তি ব'লে ভাবে। ৪৪১৫।
১৮।৫।১৯৫২, রাত ৯-৫০

ঈশ্বর, ইষ্ট বা কোন শ্রেয়পুরুষে
যা'রা আত্মনিবেদন ক'রে
ঐ স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
স্বতঃ-দায়িত্বে তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
তাঁ'রই উপচয় ও উদ্বর্দ্ধনায় সৎসক্রিয় থেকে
আত্মনিয়মনে
তঁদর্থী যা', তা'কে বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রে
আত্মপ্রসাদে কৃতকার্য্যতাকে উপভোগ করে,
তা'রা ধন্যই হ'য়ে থাকে;
তা'রা পরমুখাপেক্ষী তো হয়ই না,
বরং পরার্থপ্রণোদনায়
নিজেকে উদ্গতিশীলই ক'রে থাকে,
আর, যা'রা অলসপ্রীতি নিয়ে
ঈশ্বর, ইষ্ট বা উপযুক্ত শ্রেয় যিনি
তাঁ'দের অনুচর্য্যানিরত না হ'য়ে
আত্ম-অনুচর্য্যায় তাঁ'দের ব্যবহারপ্রয়াসী হয়,
তাঁ'দিগকে ভাঙ্গিয়ে
আত্মপোষণী উপকরণ-সংগ্রহে প্রয়াসশীল থাকে,
তা'দের যোগ্যতা দিন-দিনই স্তিমিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে জড়জীবীই ক'রে তোলে,
ঐশী-এষণা উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে কমই তা'দের অন্তরে,
তা'রা প্রীতির বাহানায় পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে
নিজেকে অলস অপদার্থে পরিণত করে,

দারিদ্র্য
দুর্ভিক্ষের ডাইনী ডাকে
তা'দের পিছু নিতে একটুও ত্রুটি করে না। ৪৪১৬।
২০।৫।১৯৫২, সকাল ৮-২০

দেহবিধানের যান্ত্রিক সুসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যে ধৃতি-বৈশিষ্ট্য জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে
তাই-ই ধাতু,
আর, এই সঙ্গতির বিকার যেখানে যেমনতর,
ধাতু বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্তও সেখানে তেমনতর;
তাপ, খাদ্য ও স্পর্শ-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
এই ধাতুকে
বৈশিষ্ট্যপোষণী ক'রে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে,
অপকৃষ্ট সঙ্গ, সঙ্গতি বা আচার-নিরত থেকে
তুমি তোমার ধাতু বা বৈশিষ্ট্যকে
অবিকৃত রাখতে কিছুতেই পারবে না,
কারণ, ঐ সব অনুপ্রেরণাই তোমাকে,
তোমার ধাতু ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে
বিকৃত ক'রে তুলবে। ৪৪১৭।
২০।৫।১৯৫২, রাত ৮-৫

তোমার বৈশিষ্ট্যকে
ইষ্টানুগ কৃষ্টি-অনুচর্য্যায়,
সৎ-আচারে, ব্যবহারে, পানে, ভোজনে
সঙ্গ, সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে
তপশ্চরণে উপযুক্তভাবে রক্ষা যদি না কর,
যত ধীমানই তুমি হও না কেন,

তোমার ধাতুকে
ও অন্তঃকরণের সংস্কার-সংস্থিতিকে
বিপর্য্যয়ে বিকৃত ক'রে
ঐ বিশেষ সংস্থিতিকে
তুমি অবসন্ন ও ব্যাহত ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তোমার গর্ব্বেপ্সু ঔদার্য্য বা সঙ্কীর্ণতা
ঐ বিনয়নী আচরণ ছাড়া
পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহিত সঙ্গতি রেখে
উৎক্রমণী তাৎপর্য্যে
কিছুতেই উদ্গতিশীল হ'য়ে চলতে পারবে না,
ব্যাধি যেমন বিধানকে বিকারগ্রস্ত ক'রে তোলে
ঐ অবিমৃষ্য চলন
তোমাকে তেমনি ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
অজ্ঞানী জ্ঞানগৌরবই বল,
আর মূঢ়, মুহ্যমান চলনই বল,
কিছুই তোমাকে স্বস্তি-সন্দীপ্ত ক'রে রাখতে পারবে না ;
ভাল যদি চাও,
ঐ সব বৈকারিক বিপর্য্যয়কে এড়িয়ে
বিহিত চলনে চল,
তুমিও বাঁচবে,
আর, তোমাকে যা'রা শ্রদ্ধা করে
তা'রাও বাঁচবে। ৪৪১৮।
২০।৫।১৯৫২, রাত ৮-১৫

কাউকে মাধ্যম ধ'রে নিয়ে
বা শ্রদ্ধোষিত আত্মনিয়ন্ত্রণী উৎক্রমণী অনুচর্য্যার
প্রত্যাশা ছাড়া

অন্য কোন প্রত্যাশায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তমে
আত্মনিবেদন ক'রতে যেও না,
কারণ, তাহ'লে যা'র মাধ্যমে
তাঁ'তে অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়েছ,
বা যে-প্রত্যাশায়
তুমি তাঁ'তে অনুচর্য্যাপরায়ণ হয়েছ,
তা'র কোনপ্রকার বিকার বা বিপর্য্যয়ে
তুমিও ঐ বিকার বা বিপর্য্যয়ের দ্বারা
সংক্রামিত হ'য়ে উঠতে পার ;
শুধুমাত্র যা'র অনুচর্য্যী উপযাজন বা উপদেশে
তুমি ইষ্টতপা হবার সৌভাগ্য লাভ করেছ,
তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধোষিত ইষ্টার্থপরায়ণ
আত্মনিয়ন্ত্রণী সম্বেগে
অসৎ-নিরোধী সম্ভ্রম-দীপনা নিয়ে
যখন যেমনতর করা উচিত
তা'ই ক'রো ;

আর, ঐ উপায়েই
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তোমার পক্ষে ইষ্টার্থপূরণী যা'
তাই-ই গ্রহণ ক'রো,
আর, চ'লোও তেমনি,

লক্ষ্য রেখো—
ঐ সঙ্গ বা সংমিশ্রণের ভিতর-দিয়ে
তুমি কোনপ্রকারেই বিকার-বিহ্বল না হ'য়ে ওঠ,
এবং তোমার অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

তা'রাও যেন তা' না হয়—
প্রীতিনিবদ্ধ উৎক্রমণী অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রাণিত হওয়া ছাড়া। ৪৪১৭।
২০।৫।১৯৫২, রাত ১০-৪৫

যে-কোন ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি
বা পূর্ত্তনীতিই, হো'ক না কেন,
যা' মানুষের জীবন, যোগ্যতা, সংহতি
সম্বৃদ্ধি ও সুপ্রজননকে
সুসঙ্গত-তাৎপর্য্যে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে না,
তা'র সুর যতই উদাত্ত হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের পক্ষে
কোনক্রমে স্বস্তিপ্রদ নয়কো,
তা' মানুষের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিগত বর্দ্ধনায়
সংঘাত আনবেই কি আনবে;
তুমি যে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি বা পূর্ত্তনীতির
আওতায়ই আস না কেন—
তা' ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
জীবন, যোগ্যতা, সংহতি,
বর্দ্ধন ও সুজনন-নীতিকে
কতখানি উৎক্রমণশীল ক'রে তুলছে
বা তুলতে পারে—
সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতায়,—
বেশ ক'রে খতিয়ে নিয়ে
তা'কে গ্রহণ ক'রো,
ও অনুচর্য্যায় প্রতিব্যষ্টিতে
তা'র সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হ'য়ো,

আর, ধর্ম্ম বা ধৃতির মোক্‌থা পরিচর্য্যাই ওখানে,
অন্যথায় ঠ'কবে কিন্তু। ৪৪২০।
২১।৫।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

যা'রা অপকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট ক'রে তুলতে জানে না—
জীবনে, জননে, যোগ্যতায়—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
একানুধ্যায়ী ক'রে তুলে—
শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যাতৎপর ক'রে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
যা'রা পরপদলেহী,
হীনম্মন্য, আত্মবিলয়ী ক্লীব ঔদার্য্যপূর্ণ মহতের
উপাসনা-তৎপর,
আত্মসম্ভ্রম, আভিজাত্য, যোগ্যতাপূর্ণ মর্য্যাদার
অনুসেবনা যা'দের নাই,
নিজের অবদানে অন্যকে
কতখানি পুষ্ট ক'রে তোলা যায়,
এবং অন্যের অবদানে
নিজের দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজ
কতখানি পরিপুষ্ট হ'তে পারে
আত্মস্বাতন্ত্র্যে অক্ষুণ্ণ থেকে,—
সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে
অন্যের শৌর্য্যপূর্ণ পরাক্রমে আত্মাহুতি দিয়ে
তৎপ্রসাদে আত্মম্ভরী বিবেক নিয়ে বসবাস ক'রে
আধিপত্যের জাঙ্গাল সৃষ্টি ক'রে চলাকেই
যা'রা পৌরুষ ভেবে নেয়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি যা'দের—

অন্যের পোষণে তা'দিগকে আত্মপোষণী ক'রে
পুষ্টিপ্রবর্দ্ধনা সংগ্রহের বালাইকে
বিদ্রূপাত্মক ওজঃ-ঔদার্য্যে
অস্বীকার ক'রে থাকে,
তা'দের পিতৃপুরুষ ও কৃষ্টিদেবতাকে
যা'রা দয়ার চক্ষে দেখে, ঘৃণা করে,
তা'দের প্রসাদভোজী হ'য়ে জীবনধারণ ক'রেই
নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করে যা'রা,
যে-দেশের নারী-সমাজের অনেকেই
পর-পরাক্রমের কাছে
নিজের অভিজাত বৈশিষ্ট্যকে বলি দিয়ে
আত্মবিক্রয় ক'রে
নিজেকে পরম-ধন্যা বিবেচনা করে,
কুলকৃষ্টি ও যোগ্যতার সুসঙ্গতি না দেখেই
অমর্য্যাদাসূচক যা'
তা'কেই শ্রেয় বিবেচনা ক'রে
তা'তেই আত্মনিবেদন ক'রে থাকে,
'সতীত্ব একটা কুসংস্কার'—
যে-দেশের নারীদের
এমনতর ধারণাপ্রসূত আলোচনা বা আত্মনিবেদন
একটা গর্ব্বেপ্সু বদান্যতা বিশেষ,—
সে-দেশ, সে-রাষ্ট্র, সে-সমাজ
সে-সম্প্রদায় বা সে-পরিবার
যে জাহান্নমের আহুতি হ'য়ে রয়েছে
সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবসরই কম;
যে-কোন পরাক্রম—
যা'দের শক্তি আছে,

সংহতি আছে,
তা'রাই যে তা'দের আহার্য্য ক'রে নিতে পারবে,
—অন্তরে এমনতর ঠিক দিয়ে রাখা
যে বিশেষ অবিবেচকের কাজ
তা' নয় কিন্তু ;
যদি দেশকে ভালবাস,
মানুষকে ভালবাস,
সত্য ও সম্বর্দ্ধনাকে ভালবাস,
আর, যদি কোথাও এমনতর লক্ষণ দেখতে পাও,
তা' তৎক্ষণাৎ নিরোধ কর,
হয়তো, বাঁচতেও পার,
বাঁচাতেও পার,
নয়তো, কাল
তিমির করাল ব্যাদানে
অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে
নিঃশেষ করবে যে সবাইকে
তা'তে কিন্তু এতটুকুও ভুল নেই। ৪৪২১।
২২।৫।১৯৫২, রাত ৯-২০

মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শের ভিত্তিতে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ব্যক্তিযোগ্যতার সুসঙ্গতি নিয়ে
প্রাচীন পরিবেদনার সৎসূত্রে সংগ্রথিত
—বর্ত্তমান-পোষণী হ'য়ে
ভবিষ্যৎকে স্বর্গসন্দীপনায় মূর্ত্ত ক'রে তোলার
প্রাণনদীপনায়
যে বা যা'রাই

আগ্রহশীল ও অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
স্থকেন্দ্রিক ও সুসংহত,—
তা'দিগকেই আপনজন ব'লে ভেবে নিতে পার ;
তা' ছাড়া, যে যেমনই হো'ক না কেন,
সে যতই বর্দ্ধনায় উদাত্ত স্বর
তোমার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে গেয়ে যাক্ না কেন,
তা'র আভ্যন্তরীণ মরকোচ যদি ও' না হয়,
সে কিছু নয় তোমার—
প্রতারণার ডাইনী দূত মাত্র। ৪৪২২।
২২।৫।১৯৫২, রাত ৯-৩৫

বোধানুভাবিতা, সহজাত সংস্কার ও ভাবাবেগের
যেমনতর বিন্যাস,
ও তৎসঞ্জাত ভাবসঙ্গতি যেমনতর,
মানুষের চারিত্রিক অভিব্যক্তিও তেমনই কিন্তু,
ঐ অভিব্যক্তি
মানুষকে তদনুপাতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে থাকে,
আভ্যন্তরীণ নিয়মনে
ধাতু বা প্রকৃতির ভিত্তিতে
বোধানুভাবিতা, সহজাত-সংস্কার
ও ভাবসম্বেগের বিন্যাসকে
যে যেমন স্থকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে—
সার্থক সুসঙ্গতিতে,—
ব্যক্তিত্বের বিকাশও তা'র
তেমনি হ'য়ে থাকে। ৪৪২৩।
২৩।৫।১৯৫২, সকাল ৭টা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, কৃষ্টি, সত্তাসঙ্গত সদাচারকে
অবজ্ঞা করাই
প্রথম অরিষ্টলক্ষণ,—
তোমার পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের
ভাঙ্গনের কর্কশ হুঙ্কার ;
অমনতর চললে,
তোমার যা'-কিছু যে আকম্পিত হ'য়ে
ভাঙ্গনে আত্মবিলয় করবে,—
তা' অতিনিশ্চিত । ৪৪২৪ ।
২৩।৫।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

মানুষ সাধারণতঃ পাশবদ্ধ,
তাই, সে যা' করে,
তা'ছাড়া কিছু করবার আছে,
তা' ভেবে নিয়ে,
বোধিসঙ্গত বিবেচনায়
ব্যবস্থিতির সহিত
কার্য্যতঃ করাই তা'র পক্ষে দুরূহ হ'য়ে ওঠে,
তা'র ফলেই, ঐ অনুপ্রেরণা নেই ব'লে
তা'র যোগ্যতাও জীবনীয় হ'য়ে ওঠে না ;
তুমি যদি তা'কে সুকেন্দ্রিক অনুপ্রেরণাসম্বুদ্ধ ক'রে
বোধিদীপনাকে উস্কে দিয়ে
সুব্যবস্থ কর্ম্মানুচর্য্যায় নিয়োজনে
নিষ্পন্নতার প্রসাদভোজী ক'রে তুলতে পার,
দেখবে, সে ক্রমশঃই
ঐ সমস্ত পাশ-বিমুক্ত হ'য়ে উঠছে,

যোগ্যতার বিভা
অনুপ্রাণন-আবেগে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে
উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলছে তা'কে,
যতই তুমি তা'দিগকে
ঐ আবেগ-উদ্বোধনায়
অনুপ্রেরণায় উত্তেজিত ক'রে
তদনুগ কর্ম্মানুচর্য্যায় সক্রিয় ক'রে তুলতে পারবে,
তোমার সেই দান
তা'র পক্ষে ততখানি জীবনীয় হ'য়ে উঠবে,
সে, আত্মপ্রসাদ কী—তা' উপভোগ ক'রে
ভরসার আলিঙ্গনে
উদ্গতির পথে উপচয় সংগ্রহ ক'রে
স্বর্গস্পর্শে স্বস্তিবান হ'য়ে উঠবে,
ধন্য হবে তুমি,
ধন্য হবে সে ;
মানুষের অন্তরের অন্তরীক্ষে
ঐ পাশবদ্ধ সম্বেগহারা দৈন্যই
তা'র উচ্ছল উপভোগের অন্তরায়। ৪৪২৫।
২৩।৫।১৯৫২, সকাল ৯-৫০

তোমার বোধিদৃষ্টিকে
গভীর ও সুদীর্ঘ ক'রে তোল—
সত্তাপোষণী উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে তুলে,
গভীর করা মানেই হ'চ্ছে—
বিষয় ও ব্যাপারকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে
তা'র সুসঙ্গতি নিয়ে

তদ্বিষয়ে সম্যক্ ধারণা লাভ করা,
আর, সুদীর্ঘ করার মানে হ'চ্ছে
ঐ ব্যাপার বা বিষয়ের কিরকম সমাবেশ বা নিয়ন্ত্রণ
সুদূর পরিণামে কী ফল প্রসব ক'রতে পারে,—
সেইটে নিরূপণ ক'রে
তা'র বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে নিরাকরণ ক'রে
কল্যাণকর যা'-কিছুকে অবাধ ক'রে তোলা ;
প্রত্যেক ব্যাপারকে এমনতর একটু ঝোঁক নিয়ে
তোমার বোধিদৃষ্টিতে দেখে
বিশুদ্ধভাবে যতই চলতে পারবে—
সত্তাপোষণী সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে,
ক্রম-অভ্যাসে তোমার বোধিচক্ষুও
অমনতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে থাকবে—
আরো, আরো বিস্ফারিত পরিবেদনায়। ৪৪২৬।
২৪।৫।১৯৫২, সকাল ৯-৫৫

বিবর্ত্তনী সম্বেগ যা'দের ভিতর যত বেশী,—
অপবর্ত্তনী স্বাধীনতাও তা'দের ভিতর ততখানি,
আর, বিবর্ত্তনে সুসংহত হ'তে হ'লেই
চাই সুকেন্দ্রিকতা,
বিকেন্দ্রিকতা যেখানে
অপবর্ত্তন সেখানে অবশ্যম্ভাবী। ৪৪২৭।
২৪।৫।১৯৫২, রাত ৮-১০

আদর্শশ্রদ্ধতা ও শ্রেয়শ্রদ্ধতার ভিতর-দিয়ে
আসে অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুশীলন,

আর, ঐ শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুচর্য্যাই
মানুষকে উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়,
উন্নত ক'রে তোলে,
আবার, যেখানে ঐ আদর্শের ভিতর-দিয়ে
সহানুভূতি ও ভাবসঞ্চালন আসে যতই,—
ততই অনুসরণ ও অনুকরণপ্রিয়তা
সঞ্চারিত হয় মানুষের মধ্যে,
আবার, ঐ আদর্শ যদি খারাপ হয়,—
তবে তা'র ফলে অবনতিও হয় তেমন। ৪৪২৮।

২৪।৫।১৯৫২, রাত ৮-২০

ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির অনুদীপনী অনুসরণে
সুতপা আভিজাত্যবোধের প্রাখর্য্য,
বৈশিষ্ট্যানুগ পর্য্যায়ী শ্রেণী-নিবদ্ধতা,
ও সত্তাপোষণী সংস্কৃতি
প্রতিব্যক্তির ভিতর সঞ্চারিত হওয়ায়,
শ্রদ্ধোষিত অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুশীলনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্রতিব্যক্তিতে একটা ক্রম-উদ্বর্দ্ধনী সম্বেগ
সচল তাৎপর্য্যে চলৎশীল থাকে—
অপকর্ষী ও প্রতিকূল যা'-কিছু তা'কে পরিবর্জ্জন ক'রে ;
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যে-আদর্শের অনুসরণে
ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টি দানা বেঁধে ওঠে,
তা'র অনুসরণ ও অনুশীলন যদি না থাকে,
তবে ঐ ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বর্দ্ধনী-কৃষ্টিও সেখানে
অপবর্ত্তনেই নেমে চলে। ৪৪২৯।

২৪।৫।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

সত্তার চেতন-দীপনা
জীবন-আগ্রহে
আত্মপোষণী সম্বেগে
যতই আহরণশীল হ'য়ে উঠতে লাগল যেমনতর—
সত্তার ব্যতিক্রমী যা' তা'কে ব্যাহত ক'রে,—
তা'র ঐ জীবন-সংস্থিতির ভিতরে
সংস্কারও গজিয়ে উঠতে লাগল তেমনি,
আর, সে অসৎ-নিরোধীও হ'য়ে উঠতে লাগল
অমনি ক'রেই। ৪৪৩০।
২৪।৫।১৯৫২, রাত ৮-৫০

তুমি মানুষকে
তোমার দোষদর্শী ভঙ্গিমায়
তা'র নিজের দোষের কথা যতই বলবে—
বিশেষতঃ রূঢ় সংঘাতে,
স্পর্দ্ধীপ্রত্যাশাপীড়িত আত্মম্ভরিতা নিয়ে,—
মানুষ তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকবে ততই—
বিরক্ত বা ঘৃণা-রঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তোমাতে,
ফলে, তা'দের থেকে
তুমিও লাভবান হ'তে পারবে না,
তা'রাও হবে না,
পাবে ঘৃণা, বিরক্তি ও শত্রুতা মাত্র,
তোমার বা তা'দের ক্ষতি ছাড়া
লাভ হবে না কিছুই ;
তোমার বাক্য, আচার, ব্যবহার
ও অনুবেদনী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'দিগকে সশ্রদ্ধ ক'রে তোল তোমাতে

ইষ্টানুগ অনুপ্রেরণায়,
যা'তে তা'রা
তোমার প্রীতিপ্রদ শাসন ও তোষণের ভিতর-দিয়ে
যথাসম্ভব তোমাতে শ্রদ্ধানুকম্পী হ'য়ে
তা'দের ঐ দোষ-অনুশীলনী প্রবৃত্তি-প্রীতিকে
স্বতঃই পরিহার ক'রে চলতে পারে,
ফলে, তুমিও অনেকখানি সুখী হ'তে পারবে,
তা'রাও তোমাকে নিয়ে সুখী হবে,
তোমার প্রত্যাশাও
আপূরিত হ'তে পারবে ক্রমশঃ। ৪৪৩১।
২৫।৫।১৯৫২, দুপুর ১২টা

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুধ্যায়িতাপূর্ণ তপশ্চর্য্যা
দৈহিক উপাদানের তপানুপাতিক বিহিত বিন্যাসে
তদনুশীলনী তাৎপর্য্যে
অভ্যাস ও চলনের নিয়ন্ত্রণে
জীবনকে সমুন্নত ও সুসম্বদ্ধ ক'রে তোলে। ৪৪৩২।
৩০।৫।১৯৫২, রাত ৮-২০

যখনই দেখছ
কোন জাতির অধিকাংশ লোক
বাহিরের পরাক্রমে অভিভূত হ'য়ে
নিজ আদর্শ ও কৃষ্টিকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা ক'রে
সেই পরাক্রমের স্তুতিপরায়ণতায়
আত্মগৌরব অনুভব করছে—
নিজের আভিজাত্য ও কৃষ্টিকে
বৈশিষ্ট্যানুগ বিন্যাসবর্দ্ধনায় নিয়ন্ত্রিত না ক'রে,—

বুঝে নিও—
তা'দের নিজের, নিজ পারিবারিক,
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তা
মুমূর্ষু হ'য়ে উঠছে ;
আর এমনতর যত বেশী হ'য়ে উঠবে,
নিজ মর্য্যাদার দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
গুরুগৌরবী উত্থান
তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত হ'য়ে চলতে থাকবে ততই,
অন্তঃসারশূন্য পরপদলেহিতাই
তা'দের জীবন-বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠবে। ৪৪৩৩ ।
২।৬।১৯৫২, সকাল ৯-৫০

আদর্শ ও কৃষ্টির অপঘাতের ভিতর-দিয়ে
যখন মানুষের সম্বর্দ্ধনা আহত হয়,
তখন তা'র ধারক, রক্ষক ও পোষণ-পরিচারক হওয়াই
প্রকৃত ক্ষাত্রবীর্য্য,
অবশ্য, সর্ব্বকালে ঐ আদর্শ ও কৃষ্টির
সম্পূরণ, সম্পোষণ ও সংরক্ষণই
ক্ষাত্রধর্ম্ম। ৪৪৩৪ ।
২।৬।১৯৫২, রাত ৭-৫০

মানুষকে দোষদর্শী ধিক্কার বা শাসনে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা কঠিনই,
বরং সৎকর্ম্ম বা শুভকর্ম্মে
সক্রিয়ভাবে অনুপ্রেরিত ক'রে
উস্কিয়ে দিয়ে
হাতেকলমে সে যা'তে তা'তে সাফল্যলাভ করে

এমনতর নিয়মনে
তা'কে যত বেশীবার
অভ্যাস-অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে,
তা'র তৎ-প্রাণতাও বেড়ে চলবে ক্রমশঃ,—
যদিও তা'কে সুনিবদ্ধ রাখতে হবে
সর্ব্বতোভাবে সৎ-কেন্দ্রিক ক'রে। ৪৪৩৫।
৩।৬।১৯৫২, রাত ৮-১৫

মানুষের কুলকৃষ্টি যেমনতর দক্ষতপা,
তৎকুলসঞ্জাত জাতকের
বৈধানিক ধাতুর ঔপাদানিক সমাবেশও তেমনতর
প্রায়শঃ। ৪৪৩৬।
৩।৬।১৯৫২, রাত ৮-২০

দুষ্টা, ব্যভিচারিণী নারী
কুলে-শীলে, যোগ্যতা ও মর্য্যাদায় শ্রেয়
কোন পুরুষকে অবলম্বন ক'রে
একানুধ্যায়ী আবেগ নিয়ে যদি জীবন কাটায়,
গণ-সমাজে সে-ও বরং গ্রাহ্য হ'তে পারে,
কিন্তু প্রতিলোম-পতি-তপা নারী
যতই জৌলসওয়ালা হো'ক না কেন,
সে অনাচরণীয়া—
সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্যা,
দেবসেবা, গণসেবা ও রাষ্ট্রকার্য্যের পক্ষে
সে বিষাক্ত আবহাওয়া বিশেষ,
সে পরিবার, গণসমাজ ও রাষ্ট্রের
অমর্য্যাদাবাহিনী তো বটেই,

তা' ছাড়া, এমনতর সংক্রমণ-সরবরাহী
অপকৃষ্ট জাতকের প্রসূতি,
যা'রা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অভিঘাতস্বরূপ,
এক-কথায়, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-সংঘাতী
হানাদারের সৃজয়িত্রী তা'রা ;
সাবধান সমাজ !
বাঁচতেই যদি চাও,
সম্বর্দ্ধনাই যদি চাও,
সন্ধিৎসাপূর্ণ কূট-কটাক্ষে
এই বিপর্য্যয়-অভিযানকে নিরোধ কর। ৪৪৩৭।

৫।৬।১৯৫২, রাত ৯-৫৫

যে-আন্দোলনই ক'রতে যাও না কেন,
বিশেষ ক'রে নজর রেখো—
তা' তোমার জাতীয় জীবনে
কোনপ্রকার অপঘাত সৃষ্টি না করে,
সংহতিকে শ্লথ ও বিশ্লিষ্ট ক'রে না তোলে,
তোমার আদর্শ, কৃষ্টি,
সদাচার-সমন্বিত সম্বর্দ্ধনী শুচিতা যা'-কিছু,
তা'র গায়ে একটুও যেন আঁচড় না লাগে ;
তোমার বৈশিষ্ট্য নিয়ে
আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে
সুসঙ্গত সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
সুদৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াও,
ব্যষ্টিস্বার্থ ও বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণী
প্রথাগুলিকে তর্‌তরে ক'রে তোল,

নবীন আলোকপাতে
সেগুলির তাৎপর্য্যকে জ্বল্‌জ্বলে ক'রে
জীবনবর্দ্ধন-স্বার্থের উদ্‌ঘাটনে
গণ-অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা কর ;
সব বিভেদ-ব্যতিক্রমকে
সমঞ্জস অন্বয়ে
পরস্পারের আপূরণী ক'রে
সংহতিকে বজ্র-কঠোর ক'রে তোল,
যোগ্যতাকে পরাক্রমী জৌলসে
দীপকরাগে রঞ্জিত ক'রে তোল,
আদর্শের মহান পতাকার তলে
সমবেত হও সবাই,—
আন্দোলন নবীন নন্দনায়
পারিজাতপ্রভায় প্রতিটি জীবনকে
জীবনে-বর্দ্ধনে সার্থক ক'রে তুলবে ;
তোমার স্বস্তিকে সংহত ক'রে
তা'র আপূরণী যা'-কিছু নিও,
নয়তো, তা'কে দূরে নিক্ষেপ ক'রো,
গুরুগৌরব গরীয়ান মন্ত্রে
তোমাদিগকে বন্দনা করবে,
নয়তো, ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে
সব কিছুকে সাবাড় করাই হবে
তোমার আন্দোলনী অভিনয়। ৪৪৩৮।
৭।৬।১৯৫২, সকাল ৯-১০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-আদর্শ-সার্থকতায়
একানুধ্যায়ী আগ্রহে

সক্রিয় তৎপরতায় আলম্বিত থাক
তাঁ'তে নিজেকে অচ্যুতভাবে নিবদ্ধ রেখে,
ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক—
মানুষের সুখে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
মানুষের দুঃখে সমবেদনী অনুভাবকতা নিয়ে
নিরাকরণতৎপর হও—
যথাসম্ভব নির্ব্বিরোধে
সমঞ্জস তাৎপর্য্যে,
কৃতিত্বে স্ফীত হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোল সবাইকে,
সংহতিতে বজ্রকঠোর হ'য়ে উঠুক তা'রা ;
সবাইকে ভাবতে দাও,
বোধ ক'রতে দাও—
তুমিই তা'দের জীয়ন্ত প্রাণপ্রতীক,
সুখ, দুঃখ, সমৃদ্ধির সানুকম্পী সাথীয়া,
শ্রদ্ধাতর্পিত তৃপ্তি তোমাতেই তা'দের,
ইষ্ট, কৃষ্টি, সদাচার ও সুপ্রথার
প্রত্যয়ী আপূরণী উদ্বোধনা তুমিই ;

এমনতর তুমি
সুসংবদ্ধ তোমরায়
যতই বিস্তার লাভ করবে,
স্বর্গীয়-প্রীতি-মন্দিরে
পারস্পরিক স্বতঃ-স্বার্থী অবস্থিতি
ততই তোমাদিগকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে,
লীলায়িত বিবর্ত্তনে অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে,

প্রদীপ্তপ্রাণ দীপনছন্দে
দিগন্তকে মলয়স্নাত ক'রে তুলবে। ৪৪৩৯।
৭।৬।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-১০

যে-আন্দোলনই হো'ক
তা' যদি জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে
আদর্শ, কৃষ্টি ও সুসম্বদ্ধ সম্বর্দ্ধনী প্রথাগুলিকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে,
তা' কিন্তু জীবন-সংহতির পক্ষে
শাতন-অভিদীপনা-স্বরূপ,
উৎক্রমণী বিবর্ত্তনের পক্ষে সাংঘাতিক,
কারণ, তা' জাতীয় সংস্কৃতি-সম্বুদ্ধ সংস্কারের দলনে
ব্যক্তিত্বকে বিমূঢ় ক'রে
পরপদলেহী গৌরব-আকাঙ্ক্ষী ক'রে
গণজীবনকে অন্তঃসারশূন্য ক'রে তোলে,
সাবধান থেকো,
বিশেষ অবধানে খতিয়ে নিয়ো। ৪৪৪০।
৭।৬।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-২০

অনুশীলনকে ভিত্তি ক'রে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
যে-বিজ্ঞতার আবির্ভাব হয়নি,
তা' কিন্তু মূর্খতাই বাস্তবে,
বিজ্ঞতার আলেয়ামাত্র। ৪৪৪১।
৭।৬।১৯৫২, রাত ৯-২০

বাঁচাবাড়ার প্রয়োজন থেকেই ধর্ম্মের উৎপত্তি,
যেমন ক'রে সুচারুভাবে বাঁচতে পারা যায়,
বাড়তে পারা যায়—
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে,
উৎকর্ষী পদবিক্ষেপে,
সর্ব্বতঃপ্রকারে,—
তাই-ই ধর্ম্ম। ৪৪৪২।
৮।৬।১৯৫১, সকাল ৮-২০

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতার সহিত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ যিনি,
গণযন্তা যিনি,
তাঁ'তে সর্ব্বতোভাবে অনুরাগ-উদ্দীপ্ত নিষ্ঠায়
সুনিবদ্ধ থাক,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে
সর্ব্বতোমুখীন উদ্গাতিশীল ক'রে
তা'র অনুশীলনে
যোগ্যতাকে সর্ব্বতোভাবে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
আত্মকৃষ্টির আপোষণী যা'-কিছুকে গ্রহণ ক'রে
নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ও পুষ্ট ক'রে চল,
পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগ-সম্বদ্ধ হ'য়ে
সমবেত জীবন-চলনাকে
সলীল ও উচ্ছল ক'রে তোল,
সংহতিকে অটুট ক'রে তোল,
অসৎ-নিরোধী সংস্থা অর্থাৎ চমু-ব্যূহকে
সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখীন প্রস্তুতিতে
সুব্যবস্থ ক'রে তোল;

এগুলির মধ্যে
যা' যত পার, ক'রে চল—
ক্রমপদবিক্ষেপে
যোগ্যতার অভিযানে,
কিন্তু ঐ আপূরয়মাণ আদর্শে
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত সক্রিয় নিষ্ঠা হ'তে
কখনও বিচ্যুত হ'য়ো না,
তাহ'লে সবই ক্রমবর্দ্ধনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকবে
তোমাদের জীবনে, চরিত্রে,
সমবেত-সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী অভিযানে,
এই-ই হ'চ্ছে মোক্ষ নিয়ন্ত্রণী তুক। ৪৪৪৩।
১৩।৬।১৯৫২, সকাল ৬-৫৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শ যিনি—
যিনি
পূর্ব্বতন বা বর্ত্তমানের সুসঙ্গতবোধিসম্পন্ন যাঁ'রা
তাঁ'দের পূরণ-পোষণ-বর্দ্ধন-প্রবণতা-সম্পন্ন,—
তাঁ'তে অচ্যুত-শ্রদ্ধায় সুসম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
আত্মনিয়ন্ত্রণী তপস্যায়,
নিজের পরিবার-পরিজনদিগকে
তদনুগ প্রাণন-প্রেরণায়
সক্রিয় সুসঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
পরিবেশ ও সমাজকে
ঐ প্রেরণ-পরিচর্য্যায়
সক্রিয় অভিদীপনায়

পারস্পরিক পরিবেদনী অনুচর্য্যায়
ক্রমযোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে
সুসঙ্গত চলনে সংহিত ক'রে তোল,
আর, এই সংহিতি সার্থক সন্দীপনায়
রাষ্ট্রীয় জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
যা'র ফলে, মানুষের বৈশিষ্ট্যানুগ
ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন,
পারিবেশিক ও সামাজিক জীবন
সক্রিয় সমসূত্রস্বার্থে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
রাষ্ট্রে সরাসরিভাবে অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, যখনই এই ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন
সামাজিক জীবন,
পারিবেশিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন
অন্বয়ী বর্দ্ধনায় চলবে না,—
তখনই বুঝবে, অপলাপের পথে চলেছ,
তাই, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, পারিবেশিক
ও সামাজিক জীবন
তা'র প্রত্যেকটি নিয়মন-তাৎপর্য্য সহ
সগোষ্ঠী বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য-সহ
স্বতঃ-নিয়মন-স্বার্থে
আপূরণী তাৎপর্য্যে
যেন রাষ্ট্রকে সুসংহত, শক্তিশালী
তড়িৎবীর্য্যী ক'রে তোলে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সুসঙ্গতি সার্থকতায় ;—
দেখবে, তোমাদের দেবদীপ্তি
শুধু তোমাদিগকেই শৌর্য্যশালী ক'রে তুলবে না,

সে-আলো
দুনিয়াকেও উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। ৪৪৪৪।
১৬।৬।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

মরণ-অভিযান যতই গৌরবময় হো'ক না কেন,—
তা' পরাজয়,
আর, জীবন-অভিযান যেখানে
শৌর্য্যমণ্ডিত, সুসঙ্গত, সুব্যবস্থ,
কুশলকলা-অভিদীপ্ত হ'য়েও
বহির্দীপ্তিহীন অথচ সক্রিয়—
তা' সাফল্যই। ৪৪৪৫।
৩।৬।১৯৫২, রাত ৮টা

সুনিষ্ঠ, একানুধ্যায়ী, অনুচর্য্যাপরায়ণ শ্রেয়ানুগত্য
শ্রেয়লাভেরই ভিত্তি,
আর, এই আনুগত্যই
মানুষকে বোধিবান, কৃতী ও সুখী ক'রে তোলে। ৪৪৪৬।
১৬।৬।১৯৫২, সকাল ১০-২০

যোগবাহী ঔপাদানিক
সংশ্রয়ী সমাবেশের ভিতর-দিয়ে
ঔপকরণিক সঙ্গতি যখন
বস্তু বা বাস্তব জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঐ রাসায়নী আবর্ত্তনের অন্তরে থাকে
আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ-প্রাণন-কম্পন,
আর, এই কম্পনই
ধ্বনি বা নাদে অভিব্যক্ত হ'য়ে

জ্যোতি-বিচ্ছুরণে
ভাবদেহে সুসঙ্গতিলাভ ক'রে
বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
বোধায়িত চেতন-নন্দনায়,
তখন থেকেই ঐ জীবন
বিবর্ত্তিত হ'য়েই চলতে থাকে
তা'র প্রারম্ভিক জীবন-অভিব্যক্তি নিয়ে;
আর, ঐ জীবন-যন্ত্রে
অধিরূঢ় হ'য়ে চলে
ঈশ্বরের ঐশী আশীর্ব্বাদ। ৪৪৪৭।
১৭।৬।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

বরং তোমার নিজের প্রতি কা'রও
অন্যায়, অবজ্ঞা, অপমান, অত্যাচার সহ্য ক'রে
হৃদ্য ব্যবহারে তা'কে নিরোধ করতে পার,
তা' ভাল,
কিন্তু যখনই তুমি অন্যের প্রতি
অযথা অন্যায়, অবজ্ঞা, অপমান, অত্যাচার দেখেও
বিহিতভাবে নিরোধ করছ না,
অসৎ-আচরণকে প্রশ্রয় দিচ্ছ,
বিশেষতঃ তোমার শ্রদ্ধাস্পদ যাঁ'রা—
তাঁ'দের প্রতি ঐ জাতীয় অবজ্ঞা,
অশ্রদ্ধা, অপমান বা নির্য্যাতনে
সংরক্ষণী সাড়া দিচ্ছ না,
নিরোধ করছ না,
বা নিথর ঔদার্য্য-বাহানায়
ভাল মানুষের মত এড়িয়ে চলছ,

ঠিক বুঝে নিও—
তোমার জীবনবীর্য্য
তমসার ক্রূর গহ্বরে সমাধি লাভ করছে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম অভিভূত হ'য়ে
তোমার সত্তাকে শীর্ণ ক'রে তুলছে,
জীবন তোমার ক্লৈব্য-আহবে
আত্মবিক্রয় ক'রে চলেছে। ৪৪৪৮।
১৮।৬।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

যে-গবেষক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষণে দাঁড়িয়ে
সন্ধিৎসাকে এড়িয়ে
তা'র বাস্তব অনুমাপন-আবেগকে
বা গাণিত অনুমাপনী উৎক্রমণ-প্রবৃত্তির বিহিত কর্ষণে
বিহিত নির্দ্ধারণী সঙ্কেতকে
পরিত্যাগ ক'রে—
গবেষণার পথে চলতে চায়,
তা'দের গবেষণা অশিষ্ট অন্ধতমেই
ক্রমান্বয়ে আত্মবিলয় ক'রতে থাকে,
তাই, তোমার অন্তর্দৃষ্টিকে
তীক্ষ্ণ তালিমে সম্বুদ্ধ রেখে
পরিবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
বাস্তবতার স্তরে ক্রমশঃই উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে থাক—
কোনপ্রকার অন্ধদৃষ্টিতে নিজেকে নিবদ্ধ না রেখে,
বাস্তব মঙ্গলকে
মাঙ্গলিক অভিযানে আবাহন কর,
মঙ্গলের অধিকারী হও,

এবং সবাইকে সেই অধিকারে
অধিষ্ঠিত ক'রে তোল। ৪৪৪৯।
১৮।৬।১৯৫২, সকাল ৬-৫০

শ্রেয় যাঁ'রা,
শ্রদ্ধাস্পদ যাঁ'রা,
তাঁ'দের মনোজ্ঞ অনুচর্য্যা-পরায়ণ যে যেমন,
গুণসঙ্গতিও তা'র তেমন,
আর, তা' হ'তে হ'লেই
বহুদর্শিতার সুসঙ্গতি
এবং তা'র সুপ্রয়োগ প্রয়োজন,
যা'তে তাঁ'দের অন্তঃকরণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
সত্তা সুপুষ্টি লাভ করে। ৪৪৫০।
১৯।৬।১৯৫২, বেলা ১০টা

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থ-আপূরণই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে মুখ্য ক'রে তুলো না,
নিজের শরীর, মন ও প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টার্থী, শুশ্রূষু ও পরিচর্য্যাপরায়ণ ক'রে
তৎপ্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল ক'রে
সব সময় যা'তে প্রস্তুত থাকতে পার,—
তেমনি ক'রেই নিয়ন্ত্রণ ক'রো,
শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রবৃত্তিগুলিকে
এমনতরই সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,—
যা'তে শরীর, মন ও প্রবৃত্তির দরুন

ঐ ইষ্টার্থ-পরিবেষণ এতটুকু ব্যাহত না হয়,
তোমার প্রতিটি চিন্তা, বাক্য, চালচলন,
কর্ম্ম ও কলাকৌশল
এমন লোকহৃদয়গ্রাহী ক'রে তোল,
যা'তে তোমার সংসর্গ
লোকের অন্তরকে আকৃষ্ট ক'রে
ইষ্টার্থে সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে ;
নিজের মান, অভিমান ও স্বার্থ ব'লে
যা'-কিছু বিবেচনা কর,
সেগুলি যেন কোন ব্যাপারে, কোন প্রকারে
ইষ্টানুগ অগ্রগতির বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায়,
কিন্তু লোকের মান-অভিমান, গর্ব্বেপ্সু, মর্য্যাদাগুলিকে
ব্যবহারে, হৃদ্য নিয়মনে
এমনতর সম্বুদ্ধ ক'রে তুলো—
যা'র ফলে, তোমাতে তা'রা তৃপ্ত হ'তে পারে,
আর, সে-তৃপ্তি তা'দিগকে
ইষ্টার্থে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
তোমার ইষ্টার্থপরায়ণতা
যেন এমন দক্ষচক্ষুসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তোমার প্রতিটি চালচলন, আচার-ব্যবহার
সব দিক বিবেচনা ক'রে
ইষ্টার্থকে বিহিতভাবে আপূরণ ক'রে
আপূরিত হ'তে পারে ;
তোমার আয়, ব্যয়, অর্জ্জন ও কর্ম্মনিষ্পাদন
যেন সবসময়ই সুচারু, ইষ্টানুগ
ইষ্টার্থ-উপচয়ী হ'য়ে চলে,
তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়প্রীতি

তখনই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে
যখনই বুঝবে—
তোমার যে-কোন চাহিদা, প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি
তাঁ'র চাহিদামাফিক সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সংযত হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গত হ'য়ে ওঠে,
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'তে তোমার আনন্দ ছাড়া
অবসাদ বা দুঃখ আসে না,
আর, তা'র আপূরণের জন্য
শ্রম বা ক্লেশ
তোমার কাছে সুখপ্রদ ব'লেই মনে হয় ;
তোমার এমনতর সুকেন্দ্রিক
আপূরণী ইষ্টার্থপরায়ণতা
দেখবে ক্রমশঃই তোমাকে
সব দিক দিয়ে আপূরিত ক'রে তুলছে—
বোধিবীক্ষণী দূরদৃষ্টির উদ্গতি-সহকারে। ৪৪৫১।
১৯।৬।১৯৫২, বিকাল ৪-১০

অসুস্থ চাহিদার চাপ
ও অবাধ্যের অবাধ কৈফিয়তের দাবী
মানুষকে যত মনমরা ক'রে তুলতে পারে,
এমনতর অন্য কিছু কমই আছে। ৪৪৫২।
২০।৬।১৯৫২, রাত ৮-৫০

পিতামাতাই বল, স্বামীই বল,
জ্যেষ্ঠ ভাইবোনই বল,

যে-কোন শ্রেয় গুরুজনই বল না কেন,
শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা, অনুচর্য্যা
যা'র প্রতি যা'ই কর না কেন,
তা' যদি আদর্শানুগ বা ইষ্টানুগ না হয়,—
সে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা বা অনুচর্য্যা
এমনতর সাংঘাতিক সংঘাত সৃষ্টি ক'রতে পারে,
যা' তোমাকে বিপর্য্যয়ের অতলতলে নামিয়ে
জাহান্নমের হাতছানিতে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তুলতে
একটুও বিলম্ব করবে না,
কারণ, যেই হো'ক না কেন,
যা'দের চলন সুকেন্দ্রিক নয়কো,
বৃত্তি-অভিভূতি যা'দের বিচ্ছিন্ন, অব্যবস্থ ক'রে তুলেছে,
ঐ অব্যবস্থিতির পরিপুষ্টি
যেদিক দিয়ে
যেমনতরভাবেই হো'ক না কেন,
তা' জীবন ও বর্দ্ধনের পক্ষে
সাংঘাতিক নিশ্চয়ই,
এবং তা' সবারই। ৪৪৫৩।
২১।৬।১৯৫২, রাত ৯-১৫

সতীত্বের মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে
ইষ্টানুগচর্য্যায় স্বামীর সম্বর্দ্ধনা,
সুসঙ্গত অনুসরণ—
মনোজ্ঞ অনুবর্ত্তিতা নিয়ে। ৪৪৫৪।
২১।৬।১৯৫২, রাত ৯-৫৫

জীবনকে উৎকর্ষে পরিচালন ক'রতে হ'লেই
বা উৎকর্ষ-উপচয়ী ক'রতে হ'লেই

প্রথমতঃই চাই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
আদর্শ বা ইষ্টে অচ্যুত নিষ্ঠা,

আর, সঙ্গে সঙ্গে চাই—
সক্রিয়ভাবে তদনুবর্ত্তী হ'য়ে
তাঁ'র অনুসরণ-অনুচর্য্যায়
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিন্যাসী-অনুচলন,

ঐ ইষ্টার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
মুখ্যভাবে সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তদুপচয়ী অনুশীলনে
নিজেকে বাস্তবভাবে ইষ্টতপা ক'রে তোলা,

সমস্ত বাধা, বিপত্তি ও ব্যতিক্রমকে অতিক্রম ক'রে
ঐ ইষ্টার্থ-সুসঙ্গতির তালিমে
জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম্মকে
তৎ-সার্থকতায় উপচয়ী ক'রে তোলা,

আদর্শ বা ইষ্টের প্রতি
সশ্রদ্ধ অনুরাগ-সন্দীপনায়
ইষ্টার্থী অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যে দুঃখ, কষ্ট, বিপর্য্যয়ই আসুক না কেন—

ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদী অভিযানে
সব দিক দিয়ে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
করণীয় যা'
সম্বেগী পদবিক্ষেপে নিষ্পন্ন ক'রে চলা—
অন্তরায় যা'-কিছুকে
হয় এড়িয়ে,
নয় অতিক্রম ক'রে। ৪৪৫৫।

২২।৬।১৯৫২, বেলা ১০-৫

দৈন্যভরা বুক

মানের কাঙ্গাল চিরদিনই। ৪৪৫৬।

২২।৬।১৯৫২, বেলা ১০-২০

যে বা যাঁ'রা

শ্রেয় বা শ্রদ্ধাস্পদদিগকে অবজ্ঞা করে,

অসম্মান করে,

কটুকথা বা ভঙ্গীতে বিদ্রূপ করে,

অমর্য্যাদাকর আচরণে তাঁ'দিগকে পীড়িত ক'রে তোলে,

সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়

মনোজ্ঞ বিনয়ী ব্যবহারে

তাঁ'দের মনোজ্ঞ হ'য়ে চলাকে

হীনতা ব'লেই মনে করে,

উদ্ধত গর্ব্বিপ্সু সংঘাতে

আত্মম্ভরী আত্মশ্লাঘার প্রতিষ্ঠায়

হিংস্র মনোবৃত্তি নিয়ে চলে,

ছোটদিগকে স্নেহলচর্য্যায় পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে

উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না,—

এমনতর হীন দৈন্যপীড়িত অন্তর যা'দের

তা'রা সুখী হওয়া দূরের কথা—

তা'দের নিজের জীবন কন্টকাকীর্ণই ক'রে রাখে,

প্রতিষ্ঠা ভ্রূকুটি-ভং'সনায়

বিদ্রূপ ক'রেই চ'লে থাকে তা'দিগকে,

জীবনে শ্রেয়লাভ ক'রতে

কিছুতেই পারে না তা'রা,

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে

নিরোধী সতর্কতায়
তা'দিগকে ব্যবহার ক'রো। ৪৪৫৭।
২২।৬।১৯৫২, রাত ৯-৫

বাদের ধার না ধেরে
বোধের ধার ধেরে
সত্তাকে সংহত ও সম্বর্দ্ধিত করা —
প্রাচীন-সূত্রসঙ্গত, আপূরয়মাণ আদর্শ, কৃষ্টি
ও বৈশিষ্ট্যের পথে,
এবং তা'রই অনুপূরণী ও অনুপোষণী যা'-কিছুকে গ্রহণ করা
নিজের মত ক'রে,—
এই হ'চ্ছে সব্যষ্টি জাতীয় জীবনের
উৎকর্ষী অভিযান। ৪৪৫৮।
২৪।৬।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

ঐশীরণনদ্যোতক শব্দকেই
ঈশ্বরীয় নাম ব'লে অভিহিত করা হয়,
ঐশী বা ঈশ্বরীয় কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
সেই শক্তি—
যে-শক্তির আধিপত্যে
বস্তুসঙ্গতি বিদ্যমানতায় বজায় থেকে
চলন্ত হ'য়ে চলে ;
এই নাম সাধারণতঃ তিন প্রকারে
ভাগ করা যেতে পারে,
প্রথম হ'চ্ছে, ধ্বনাত্মক বা স্পন্দনাত্মক,
অর্থাৎ যে-স্পান্দনের আধিপত্যে
অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা প্রকট হয়,

বজায় থাকে,
ও প্রাণনপ্রদীপনা নিয়ে চলন্ত হ'য়ে চলে—
নানা আবর্ত্তনী পরিণয়নে,
দ্বিতীয়—ধ্বন্যাত্মক বা নাদাত্মক,
সংঘাত ও সংযোজনার ফলে
যে-স্পন্দনতরঙ্গে যে-ধ্বনির উদ্ভব হয়,
তা'ই হ'চ্ছে ধ্বন্যাত্মক,
তা'রপরেই হ'চ্ছে ভাবাত্মক,
স্পন্দন বা নাদের সংহতি
যে অনুভবযোগ্য অভিব্যক্তিতে
পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
তা'রই রূপ, গুণ ও ক্রিয়া-বোধক যে-শব্দ
তা'কেই ভাবাত্মক নাম বলা যেতে পারে ;
স্পন্দনাত্মক নামই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ নাম,
তা'রপর ধ্বন্যাত্মক,
তা'রপর ভাবাত্মক,
তবে মুখ্যতঃ ঐ তিনেরই সার্থক অন্বয়ী
তাৎপর্য্যবোধক যে স্পন্দনাত্মক নাম
সেই নামই শ্রেয়,
কারণ, তা'তে তত্তুল্য স্পন্দন
সৃষ্টি করা যেতে পারে,
যে-স্পন্দনের ফলে নাদ বা শব্দের অভিব্যক্তি হয়—
রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার
সার্থক, সুসঙ্গত, সংহিত ব্যঞ্জনা
ও অভিদীপ্তি নিয়ে ;
আর, নামের উদ্গাতাই হ'চ্ছেন ঋষি,
প্রেরিত-পুরুষোত্তম বা অবতারপুরুষ,

যাঁ'র অনুভবে এই জাতীয় নাম প্রকট হ'য়ে উঠেছে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
অর্থাৎ যিনি দ্রষ্টা,
এই হ'চ্ছে নামের তাৎপর্য্য বা বিশেষত্ব। ৪৪৫৯।

২৫।৬।১৯৫২, রাত ৬-৪৫

বিধানের অন্তঃস্যূত
আকুঞ্চন-প্রসারণ-সম্ভূত স্পন্দনের ক্রমাগতি হ'তে
যে সংঘাতদীপনায়
নাদ ও জ্যোতির অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে,
তা'ই হ'চ্ছে অনাহত নাদ ;
সক্রিয় ইষ্টানুরাগের সহিত
তদনুচর্য্যী অভিদীপনা নিয়ে
ধ্বনাত্মক বা ধ্বন্যাত্মক নামের জপ
তদর্থভাবনা ও আত্মবীক্ষণী তৎপরতার সহিত
ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণী তপশ্চর্য্যানিরত অনুচিন্তনায়
যত সুকেন্দ্রিক হ'য়ে অন্তর্মুখী থাকা যায়,
ক্রমশঃই অন্তঃস্থ শ্রবণ ও দর্শনে
ঐ নাদ ও জ্যোতির উপলব্ধি হ'তে থাকে
ততই। ৪৪৬০।

২৬।৬।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

স্বতঃ-সন্দীপ্ত, ক্রমান্বয়ী আকুঞ্চন-প্রসারণ-সম্ভূত
সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
যে-স্পন্দনের অভিব্যক্তি হ'য়ে
নানা ছন্দের স্বতঃ-সজ্ঘাতে

যে নাদ ও জ্যোতি-উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে—
ঝলকে-ঝলকে,
ঐ স্পন্দন-অভিদীপ্ত ধ্বন্যাত্মক দীপনবিভা-সমুত্থিত
অজচ্ছল তরঙ্গে
জ্যোতি-অণু নিরন্তর উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলে,
তা'কেই চিদ্-অণু বলা যায়,
এই চিদ্-অণুই মূর্ত্ত ব্রহ্ম,
এই জ্যোত-অভিদীপ্ত চিদ্-অণুরই
সংযোগ-বিয়োগের ভিতর-দিয়ে
নানা ঝলক-ছন্দে
নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তু
বিসৃষ্ট হ'য়ে থাকে,
এই চিদ্-অণুগুলিরই মিলন-যোজনায়
পরমাণুর উদ্ভব হয়,
এই পরমাণুগুলি আবার অণুতে সংগঠিত হয়,
আবার এই অণু হ'তেই কণার উদ্ভব হয়;
এই কণাই সংঘাত-সংশ্রয়ী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
বস্তুজীবনে অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
প্রাথমিক বাস্তব অভিব্যক্তি নিয়ে
প্রতিটি ছন্দে—প্রতিটি রূপে—
নিরন্তর অনুগতি-তাৎপর্য্যে
প্রকট হ'য়ে অনন্তের পথে—
জীবনচর্য্যায় স্মৃতিচেতনার আকূতি নিয়ে
অমৃতকে আহরণ ক'রতে—
অস্তিত্বের লীলায়িত স্বাদন-মাধুর্য্য উপভোগ-প্রত্যাশায়। ৪৪৬১।

২৬।৬।১৯৫২, সকাল ৬-৪৫

চিদ্-অণুর অন্তঃস্যূত
আকুঞ্চন-প্রসারণী স্পন্দন-সম্ভূত যোগাবেগ
ও আকর্ষণী-বিকর্ষণী তাৎপর্য্য নিয়ে
ধ্বনন-দীপনী জ্যোতিমূর্চ্ছনায়
সমবিপরীতের স্বাদন-সম্বেগী
সলীল-সন্দীপনী, লাস্য-নন্দনাময়,
রসান্বিত মিলন-সংশ্রয়ে
যে সংহিত সংস্থিতি উদ্গতি লাভ করলো—
নানা বৈশিষ্ট্যের বিবিধ ছন্দে,
তা'রই প্রত্যেকটি বিভিন্ন গুচ্ছে বিন্যস্ত হ'য়ে
সমবিপরীত সাত্ত্বিক সঙ্গতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্রাণন-আকূতির ক্ষুধার্ত্ত আবেগে
বিনায়িত বোধিপ্রেরণা নিয়ে
সংরক্ষণ, সম্পোষণ ও প্রবর্দ্ধনী আবেগে
যে-প্রচেষ্টায় সার্থক সংস্কৃত হ'য়ে
সত্তায় সন্দীপ্ত হ'য়ে চললো,
সেইগুলি ঐ সত্তারই পরমাণুর
বিভিন্ন সমাবেশের ভিতরে অনুস্যূত থেকে
জনিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নিজেরই ক্রমাবর্ত্তনে
ক্রমবিকাশের বীজে উৎসৃষ্ট হ'য়ে,
আপনার সত্তার অনুক্রমণী ক'রে
সমবিপরীত সত্তায় উপ্তি-আবেগ নিয়ে
নিজেকে অঙ্কুরিত করবার এষণায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
নিজেকে ক্রমবিকাশে, বিবর্ত্তনের দিকে
উধাও উচ্ছল হ'য়ে চালাতে লাগলো
সন্তান-সন্ততিতে নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রতে করতে ;

এই জনিসত্তা প্রাথমিক জীবন থেকে
যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে
আত্মসংরক্ষণী আহরণ-অন্তরাসী হ'য়ে
ক্রম-সংস্কৃত চলনে
বিবর্ত্তনের দিকে চলতে লাগল—
পরম সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলত্বে আত্মবিকাশ ক'রতে ক'রতে,—
সেইগুলি তা'র জীবন-প্রেরণা হ'য়ে
ক্রম-সংহতিতাৎপর্য্যে
তা'র ভিতরেও অনুস্যূত রইলো—
সংস্কারের সুশৃঙ্খল অনুক্রমণা নিয়ে ;
সাপেক্ষকে অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে স্বতঃ ক'রে,—
যে-পরিস্থিতির যেমন আকাশ, যেমন বাতাস
তেজ, জল ও ভূমি
সেই পরিপ্রেক্ষায় নিজেকে তেমনি বিন্যাস ক'রে,—
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা
নাসিকা, ত্বক, উপস্থ, ব্যক্ত, অব্যক্ত
ও তদনুপাতিক রকমারি জীবন-প্রতিবিম্বকে
নিজেরই ভিতরকার ঐ জনিতে
সম্বদ্ধ ও সম্বুদ্ধ রেখে ;
এমনি ক'রেই প্রাক্-নীহারিকারও পূর্ব্ব হ'তে
আজ পর্য্যন্ত যত স্থূল অভিব্যক্তি হ'য়েছে,
সে-সব কিছুই
অমনতরই ক্রমবর্দ্ধনার প্রগতি নিয়ে
বা অপবর্ত্তনার বিচ্ছিন্ন বিলয়ে
এমনতরই ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়ে
নানারকমে নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে চলেছে—
চলন্ত পরিক্রমায় রকমারি সংস্কার

আহরণ ক'রতে ক'রতে ;
স্বকেন্দ্রিক তাপস চলনে
ঐ সংস্কারগুলিকে বোধে বিকশিত ক'রে
যতই সাক্ষাৎ-দীপনায় আনা যায়,
পূর্ব্বজাতিজ্ঞানও তেমনতরই
স্মৃতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
বোধিপ্রবর্ত্তনায়,
কারণ, যে যেমন ক'রে
যে-পথে
যে-ভাবে
আঘাত, ব্যাঘাত, সংঘাত ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিবর্ত্তিত ক'রে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চ'লেছে,
তা'র সত্তানুস্যূত অন্তর্নিহিত জনির বুকেই
সেগুলি সযত্নে স্বতঃ-দীপনায় নিহিত হ'য়ে আছে,
আবার, এই জনি-অনুস্যূত এক একটি স্তর
যা'র ভিতর-দিয়ে সে অর্থাৎ ঐ সত্তা
বিচরণ ক'রে
বিবর্ত্তনী অনুকম্পায়
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলেছে,
সেইগুলি ঐ সত্তার পক্ষেও
এক একটি স্তর বা লোক বা মণ্ডল,
আর, যেমন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য
—সপ্তলোক,
প্রত্যেকটা বিকাশের অন্তঃস্থলেও
অমনতর বিভিন্ন লোক স্তরে-স্তরে সুসজ্জিত আছে—
স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত,

সাংস্কারিক তাৎপর্য্য নিয়ে ;
আবার, প্রত্যেকটি গতি,
প্রত্যেকটি চলনেই আছে
আকুঞ্চন, প্রসারণ, বিরমন ;
যে-আধিপত্যের অঙ্ক-অনুস্যূত
আকুঞ্চন-প্রসারণী স্পন্দনার ভিতর-দিয়ে
এই উদ্‌গতি উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে,
তা'রই অন্তর্নিহিত সেই সম্বেগকে বা শক্তিকে
ঐশী-শক্তি বলা যেতে পারে,

ঈশ্বর করুণাময়। ৪৪৬২।

২২।৬।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

অনুরাগ যেমন সম্বেগশালী,—
প্রিয়তপাও হ'য়ে ওঠে সে তেমনি,
যা'ই করুক না কেন—
প্রিয়ার্থ-উপচয়ী ও প্রিয়প্রীণন-তাৎপর্য্যবাহী হওয়া ছাড়া
সে আত্মপ্রসাদও লাভ করতে পারে কমই ;
প্রিয়র চলন, বলন, ব্যবহার
তা'র ভিতরে সক্রিয় প্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে
তা'র নিজের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
তেমনতর রকমেরই সৃষ্টি করে,
ওই চলন, বলন, ব্যবহার তা'র ভিতরেও
রূপায়িত হ'য়ে ওঠে,
আর, তেমনি ক'রেই সে সুখী হয়,
প্রিয়-উপচয়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তা
তা'কে নন্দিত ক'রে তোলে,
প্রিয়র দায়িত্বে নিজেকে দায়িত্বশীল ক'রে

ধন্য হ'য়ে ওঠে সে,
আর, তা'ই হ'য়ে ওঠে তা'র স্বার্থ ;
শ্রেয়ই তোমার প্রিয় হউন,
তুমিও শ্রেয়লাভ করবে। ৪৪৬৩।

৪।৭।১৯৫২, বিকাল ৩-১০

শ্রদ্ধা মানুষকে প্রীতি-আপ্যায়নায়
সুনিষ্ঠ প্রিয়-স্বার্থান্বিত ক'রে
তদনুসরণ, অনুবেদন ও অনুশীলনী অনুকরণে
প্রীতিরাগদীপনায়
তা'র সম্বেদনা ও স্বভাবকে
বৈশিষ্ট্যমাফিক বোধি-তাৎপর্য্যে স্ফুরিত ক'রে তোলে—
সত্তাকে তদর্থে নিয়োজিত ক'রে
আত্মবীক্ষণী অনুধাবনে—
বাক্যে, ব্যবহারে, জীবনচলনায়
ক্লেশ সুখ-প্রিয় উপচয়ী তপতৎপরতায়,
এই হ'চ্ছে শ্রদ্ধা বা ভক্তির বৈশিষ্ট্য। ৪৪৬৪।

৫।৭।১৯৫২, বিকাল ৩-৩০

তোমার শ্রেয়নিষ্ঠ সদনুশীলনায় আকৃষ্ট হ'য়ে
যে আসে, তা'কে নাও,
আত্মীকৃত কর—বিহিত ব্যবস্থায়,
ফিরিও না। ৪৪৬৫।

৭।৭।১৯৫২, সকাল ৬-২৪

প্রাক্-জৈব সংবিধান হ'তে
স্থূলতর অভিব্যক্তির ভিতর
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বিন্যাস-অনুক্রমণার ভিতর-দিয়ে
যে বিবর্ত্তন বা অপবর্ত্তনের
উচ্ছল ও সঙ্কুচিত চলনে
আবেগ-অনুকম্পনায়
যে-সংস্থিতি বিভিন্নে বিকশিত হ'য়ে
রূপে, রসে, গন্ধে
বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্যে
উচ্ছল অনুবেদনায় চলৎশীল,
যা' অন্বয়ী আধিপত্যের ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণ-তৎপরতায়
সক্রিয় শালীন্যে উচ্ছল হ'য়ে চলেছে—
যা'-কিছুতে উদ্ভিন্ন হ'য়েও তাই-ই থেকে,
সেই চলৎশীল সূত্রই হ'চ্ছে
ঐশী-তাৎপর্য্য,
আর, তিনিই বা তাই-ই অখণ্ড,
আর, তাঁ'রই বিভিন্ন অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
পিণ্ডীভূত বাস্তব বিশেষ। ৪৪৬৬।
৮।৭।১৯৫২, সকাল ৯.৩০

আত্মবীক্ষণা ও বাহ্যিক পরিবীক্ষণা নিয়ে চল,
যেখানে যেমন ক'রে যা' হয়, সেটাকে দেখ,
আর, প্রয়োজনীয় যা'—
তা'তে অভ্যস্ত হও,
এমনি ক'রে সেগুলির উপর আধিপত্যলাভ কর,
আর, তা'ই হ'চ্ছে বিভূতিলাভ। ৪৪৬৭।
৮।৭।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭-৭

যে বুঝ, সুঝ বা জানা
তোমার পক্ষে শুভপ্রসূ তো নয়
বরং ক্ষতিজনক,
সে বুঝ, সুঝ বা জানা
অন্যকে বলতে যেও না,
আর, নিজেও সাবধান থেকো,—
যা'তে বেকায়দায় না পড়তে হয়,
যদি কখনও দেখ—
তা' তোমার পক্ষে ক্ষতিকর না হ'য়ে
অন্যের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ হয়,
সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণে তখন তা' ব'লো ;
আর, নিজের পক্ষে
সে-অবস্থায় তোমার যা'তে উপকার হয়,
অন্যের ক্ষতি না ক'রে
তা' তেমনি ক'রেই ব্যবহার ক'রো । ৪৪৬৮ ।
৯।৭।১৯৫২, সকাল ৬-১৫

অগ্নিহোত্রী হও,
অর্থাৎ বিবর্দ্ধনী গতিকে আবাহন কর,
সাম্যের সমিধ-সরবরাহে
তা'কে দীপ্তিমান ক'রে তোল,
যা'তে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধনায় বিধৃত হ'য়ে চলতে পার,
আর, এই হ'চ্ছে অগ্নিহোত্রীর
সমিধ-আহুতির তাৎপর্য্য,

আর, এরই অনুশীলনী অনুষ্ঠান হ'চ্ছে নিত্যযজ্ঞ—
যা' আর্য্যদের নিত্য করণীয় ;
তাই, প্রথম ঋক্-গাথাই হ'চ্ছে
"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজং
হোতারং রত্নধাতমম্।" ;
উপাসনার জীয়ন্ত বেদীই হ'চ্ছেন আচার্য্য,
আর, তিনিই জীবন্ত অগ্নি,—
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হও। ৪৪৬৯।
৯।৭।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

যা'দের পিতৃপুরুষদিগের প্রতি
প্রীতি-স্তবনা নেইকো,
পিতৃপুরুষের জীবনচর্য্যা-নির্ব্বাহী ভিটামাটি
যা'দের পুণ্যভূমি হ'য়ে ওঠেনি,
যা'দের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি
পিতৃপুরুষদের বৈশিষ্ট্যবাহী হ'য়ে
বর্ত্তমান-আপূরণী হ'য়ে ওঠেনি-কো,
আত্মসম্ভ্রম
প্রাচীন-সঙ্গতি নিয়ে
স্বীয় জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি যা'দের,
অসৎ-নিরোধী বিক্রম সঙ্গতিশীল হ'য়ে
তা'দের জীবনে
স্মিতমূর্ত্তিতে দীপ্ততেজা হ'য়ে ওঠা
সুদূরপরাহত ;
নিজেদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, পিতৃপুরুষ, ভিটামাটি

যা'দের প্রাণন-উপাসনার মণ্ডল হ'য়ে ওঠেনি—
আচারে-বিচারে, কাজে-কর্ম্মে, বাক্যে-ব্যবহারে
সুসঙ্গতি নিয়ে,
দেশপ্রীতি তা'দের পক্ষে
একটা ভূতুড়ে দাম্ভিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
যা'দের নিজের জীবনে
ওগুলি মূর্ত্তিলাভ করেনি—
হৃদয়ের উৎসারণী প্রীতিদীপনা নিয়ে,
অন্যের প্রতি তা'দের প্রণয়কথা
দাম্ভিকতার স্বার্থলোলুপ অন্তর-অনুকল্পনারই
দ্যোতক ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
কূটকৌশলী বোধি
ও স্বার্থ-সংহিত স্বস্তি-পরিচর্য্যার সুষ্ঠু নিষ্পন্নতা
সুদূরপরাহত তা'দের কাছে,
তা'রা নিজেদের দাম্ভিক স্বার্থ নিয়ে
তা'দের বাক্-মুগ্ধ অনেকেরই
ঐ ধর্ম্ম, কৃষ্টি, পিতৃপুরুষ ও বাস্তুভিটাকে
অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে পারে—
হৃদয়-বিদারক ব্যাজদীপনার বাহানায়,
অমনতর নিষ্ঠাবিহীন কপটকৌশলী যন্তা যা'দের—
সর্ব্বহারা হওয়াই
প্রকৃতির স্বতঃ-উপঢৌকন হ'য়ে থাকে তা'দের
প্রায়শঃ। ৪৪৭০।
৯।৭।১৯৫২, রাত ৭-৪৫

৫৭তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

ঈশ্বরে অচল সম্বেগ-সম্বদ্ধ হও তোমরা,
ইষ্টীতপা কল্যাণচলন
তোমাদের অন্তঃকরণকে
নিষ্পন্নতায় অভিনন্দিত ক'রে
প্রতিটি পদক্ষেপকেই জয়যুক্ত ক'রে তুলুক,
তোমরা তোমাদের পরিবার, পরিবেশের প্রত্যেকটি সহ
ইষ্টীপূত উদ্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল উৎসারণা নিয়ে
সুদীর্ঘজীবী হও,
তোমরা সুখী হও ;
তোমাদের গায়ের বাতাস,
মুখের কথা,
প্রত্যেককে সুখ-সম্বর্দ্ধনায় প্রেরণাপ্রদীপ্ত ক'রে তুলুক,
তোমাদের বাণী ঈশ্বরের জয়গান করুক,
তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের জয়গান করুক,
জীবনচলনার প্রতিটি পদক্ষেপ
অন্তরাত্মার আবেগ-আলিঙ্গনে
অমিয় নন্দনায়
নিষ্পন্নতার নির্ম্মাল্য নিয়ে
জয়মুখর চলনে
তাঁ'রই চরণে অঞ্জলি-প্রদান করুক ;
উচ্ছল আবেগ নিয়ে
সত্যের দীপালী সজ্জায়
বৈধীতালে নেচে-নেচে

তাঁ'রই অভিসারে এগুতে থাক,
পেছনের টান যতই মোহমত্ত হো'ক না কেন,
কর্ত্তব্যের বিবেক-ঝঙ্কারে
তোমাকে সজাগ ক'রে তুলুক না কেন,
ডাকুক না কেন যতই,
যে-ডাক অগ্রগতি হ'তে নিবৃত্ত ক'রে তোলে,—
ফিরো না সে দিকে,
শুনো না সে কথা,
উতরোল' আলোড়নে চলতে থাক—
অসৎ-নিরোধী বিক্রমে,—
অবিলম্বে যা'তে কৃতিত্বের কুলস্পর্শ ক'রে
ধন্য হ'তে পার,
ধন্য ক'রতে পার—
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-নিঃসৃত জীবনকে
প্রাচীন ও আধুনিক পরিবেশকে—
সঙ্গতির সামগানে ;—

এই তো জীবনের সার্থকতা,
জীবনের তাৎপর্য্য তো তা'তেই,
থম্‌কে দাঁড়িও না,
স্তম্ভিত হ'য়ো না,
দুর্ব্বল হ'য়ো না,
জীবনের ঐ বীর্য্যী প্রস্রবণ
আপূরণ ক'রে তুলবে সবাইকে—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে সার্থক ক'রে ;
তোমরা প্রতিটি একজন
কোটি-কোটিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টানুবন্ধনে সংহত হ'য়ে ওঠ,

পরস্পর পরস্পরের সম্পদ হ'য়ে ওঠ,
কেউ যেন মলিন থাকে না,
ম্লান থাকে না,
দারিদ্র্যপীড়িত না থাকে—
তা' হৃদয়েই হো'ক,
যোগ্যতার দীপন-অর্জ্জনী সম্পদেই হো'ক ;
এমন চলনায় চল,
যা'তে প্রত্যেকে মুখ্যভাবে বুঝতে পারে—
প্রতিপ্রত্যেকেই প্রতিপ্রত্যেকের জীবন-আধার ;
নির্ব্বাসিত আমি
কতদূরে ব'সে আছি—
এই ক্লিষ্ট দেহ নিয়ে
জ্যোতিষ্মান এই তোমাদিগকে দেখতে,
প্রার্থনা করি—
ঈশ্বর এই সতৃষ্ণ আশা আমার
পরিপূরণ করুন—
যদিও আমি তাঁ'র অযোগ্য সন্তান ;
আবার বলি—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে প্রতিপ্রত্যেকে
সুদীর্ঘজীবী হও,
সুখী হও,
নিষ্পন্নতার কিরীট-ভূষিত হ'য়ে
সপরিবেশ সব দুনিয়াকে
জ্যোতিষ্মান ক'রে তোল,
স্বস্তি তোমাদিগকে অভিনন্দিত করুক,
শান্তি তোমাদিগকে
সাম্যচলনের অধিকারী ক'রে তুলুক,

অজস্র অঞ্জলিবদ্ধ নিষ্পন্নতা
তোমাদের হস্তে
তাঁ'রই চরণে অঞ্জলিপূত হ'য়ে উঠুক,—
এই আমার আকুল প্রার্থনা। ৪৪৭১।

১৩।৭।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

উদ্বেলিত প্রবৃত্তি
নিরুদ্ধ বা দলিত হ'লে
কুফলই ফলে থাকে প্রায়শঃ,
তাই, অপচয়ী অসৎ-প্রবৃত্তি
বা অবৈধ প্রলোভন,
যা'ই তোমার সম্মুখে আসুক না কেন,
তা'র আবেগ-উন্মেষের মুহূর্ত্তেই
তা'কে প্রত্যাহার কর—
পীড়ন না ক'রেই,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কোন সৎচিন্তা ও কর্ম্মে
ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ—
আত্মপ্রসাদী আবেগ-সহকারে,
আর, নিয়তই অচ্যুত আনতি নিয়ে
শ্রেয়কেন্দ্রিক চলনে
তদর্থতপা হ'য়ে চলতে কসুর ক'রো না;
এমনই ক'রে ক্রমাগত অভ্যাস ক'রতে-ক'রতে
তুমি এমনতর অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে
যে, অসৎ-প্রবৃত্তি বা প্রলোভন তোমার উপর
তোমার অনিচ্ছায়
কোন প্রভাবই বিস্তার ক'রতে পারবে না,
ঐ পারগতার পৌরুষ

তোমাকে দ্যুতিমান ক'রে তুলতে থাকবে,
শ্রেয়পন্থা ক্রমশঃ প্রশস্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে
তোমার সম্মুখে। ৪৪৭২।
২০।৭।১৯৫২, বিকাল ৪-৪৫

ঈশ্বর অদ্বিতীয়, অখণ্ড, না-শরিক,
তাই, তাঁ'র নির্ব্বাচিত প্রেরিতপুরুষ যখনই আসেন—
তিনিও অদ্বিতীয়, অখণ্ড, না-শরিক,
আর মনে রেখো, দুনিয়ার যা'-কিছু
সবই অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য,
তুমিও তা'ই,
তোমারও কেউ শরিক নাই;
ঈশ্বর বা প্রেরিতপুরুষে যে যেমন সঙ্গত হ'য়ে ওঠে,—
তদর্থে অন্বিত হ'য়ে ওঠে যে যেমন,
ঐ স্বভাব বা ধর্ম্মে
তেমনতরই সে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে;
তুমিও তা'ই,
তুমি যা'তে যেমনতর সঙ্গতি লাভ করবে,—
তদর্থে যেমনতর অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে,
স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে,
তোমার স্বাভাবিক ধর্ম্মও
অর্থাৎ, চালচলন, চরিত্র ইত্যাদি যা'-কিছু
তেমনতরই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি যদি শ্রেয়ে অমনতর হও,
শ্রেয়ভাবাপন্ন হবে,
আর, নিকৃষ্টে অমনতর হ'লে
নিকৃষ্টই হ'য়ে উঠবে;

আবার, তেমনি তোমাতে
যে যেমন সঙ্গতি লাভ করবে,
অচ্যুতভাবে নিবদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
সে তোমার তেমনি হ'য়ে উঠবে,
তা'র আচার-ব্যবহার, চালচলন, চরিত্রও
তোমার দ্যোতনাতেই দ্যুতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
তোমাতে যে যেমনতর অচ্যুতভাবে নিবদ্ধ—
সুসঙ্গতিসম্পন্ন,
সে তোমার তেমনি বান্ধব,
কিন্তু মনে রেখো,
বান্ধব যেমনই হো'ক
সে যদি ইষ্টানুগ প্রীতিনিবদ্ধ না হয়,
শাতন-অনুচর ছাড়া সে আর কিছুই নয় ;
আবার, তেমনি যে স্ত্রী শ্রেয়তপা তোমাতে
সর্ব্বতোভাবে অচ্যুত আনতি নিয়ে অর্থান্বিতা হ'য়ে
স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
সঙ্গতি লাভ করবে—
স্বীয় বৈশিষ্ট্যমাফিক
তোমার বৈশিষ্ট্যের শ্রেয়ানুগ অনুচর্য্যায়,
সর্ত্তশূন্য স্বতঃ-দায়িত্বে,
পূরণ-পোষণ-সংরক্ষণী তাৎপর্য্যে,—
তোমার স্বভাবে, ধর্ম্মে ধর্ম্মান্বিতা হ'য়ে
স্বতঃ-দীপনায় সে তোমার সহধর্ম্মিতা
বা সহধর্ম্মিণীত্ব লাভ করবে তেমনি,
শরিক না হ'য়ে

সত্তাস্বার্থে সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
অংশীদার না হ'য়ে বরং অংশ হ'য়ে উঠবে—
তোমারই প্রকৃতিতে নিজেকে প্রকৃত ক'রে তুলে ;
আর, অমনতর সহধর্ম্মিতায় বা সধর্ম্মিণীত্বেই আছে
জীবনের স্বতঃ-দায়িত্বশীল
স্বতঃস্ফুরণী সম্প্রসারণ—
প্রাণনতপা অমর-নিক্বণা—
সততা বা সতীত্বের পারিজাত-জলুস ;
নয়তো, সর্ত্তাধীন নিবন্ধ
নিষ্ঠুর বন্ধনেরই শাতনী ধিক্কার। ৪৪৭৩।
২০।৭।১৯৫২, রাত ৭-৪০

ভোগপ্রলুব্ধ বা লোভপ্রত্যাশী যা'রা
তা'রা স্বভাবতঃ বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ ভোগ বা লোভপরবশতায় অভিভূত হ'য়ে
তা'রা অলসকর্ম্মী ও অবৈধ-অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে—
বিশ্বস্ততা, দায়িত্ব ও আত্মসম্ভ্রমকে বিদায় দিয়ে,
তাই, বৈধী-অর্জ্জন ও শুভপ্রাপ্তি
তা'দের জীবনে ঘ'টে থাকে কমই,
তা'রা বিপর্য্যয়ী, ছন্নছাড়া, ঠগী, ভদ্রবেশধারী হ'য়ে
অন্যকে বিভ্রান্তিতে আকর্ষণ ক'রে-
নিজের স্বার্থ বা উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে
লোলুপজিহ্ব হ'য়ে ওঠে,
বিপাক-বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হওয়াই
বিধি-বিড়ম্বিত অবদান তা'দের। ৪৪৭৪।
২১।৭।১৯৫২, বেলা ১০-৩৫

বিকৃতবোধি, অযোগ্য, অপকেন্দ্রিক
অব্যবস্থের প্রাদুর্ভাব সংযত ক'রে চল,
অযোগ্য যা'রা, অশক্ত যা'রা
বিহিত পরিপোষণে তা'দের যোগ্য ও সক্ষম ক'রে তোল,
নয়তো, ঐ অযোগ্য, অশক্তদের বিস্তার
দিন-দিন যতই উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
ঐ সক্ষম, যোগ্যতাসম্পন্ন যা'রা
তা'দের অপলাপ ততই উল্লম্ফন-সম্বেগে
সংঘটিত হ'তে থাকবে,
ফলে, ঐ অক্ষম, অশক্ত, অযোগ্য যা'রা
তা'দের ধরবার, পোষবার, বাঁচাবার
কেউই থাকবে না ;
আর, ঐ না-থাকার ফলে
বিপর্য্যয়ী দানব-সংঘর্ষের সৃষ্টি হ'য়ে
নিপাতের হুতাশনে আত্মবিলয় করা ছাড়া
পথই থাকবে না ;
তাই, যা'ই কর
আর তা'ই কর,
যোগ্য জনন-সংস্কারকে শিরস্ত্রাণ ক'রে
সুকেন্দ্রিক সংস্কার-সংস্থিতিতে
অনুশীলন-দ্যোতনা নিয়ে
তোমার দেশ, জাতি ও পরিবেশকে
সুবিন্যাসে সুসংহত ক'রে তোল,
ত্রাণ তৃপ্তিভরা ব্যক্তিত্বে প্রকট হ'য়ে
তৃপ্ত ক'রে তুলবে সবাইকে। ৪৪৭৫।
২২।৭।১৯৫২, রাত ৯-৫

সমীচীন বাক্য ও ভঙ্গীর সমাবেশে
নিজ উদ্দেশ্যকে বিহিতভাবে অভিব্যক্তি না দিয়ে
উপযুক্ত উত্তর বা ব্যবস্থা পাবার
প্রয়াস করতে যেও না,
তা' বৃথাই হবে,
তোমার চাপা প্রত্যাশা
তোমার অন্তরে বিক্ষোভেরই সৃষ্টি করবে,
সহানুভূতিসূচক, সক্রিয় চেষ্টা বা যত্ন
যা' তোমাকে সার্থকতার পথে
এগিয়ে দিতে পারে—
তা' হ'তে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ;
তাই, যেমন চাও,
যা'তে তা' পেতে পার—
এমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে
অগ্রসর হও সেদিকে। ৪৪৭৬।
২৩।৭।১৯৫২, সকাল ৮-৫

যা'রা প্রাচীনে সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগ-পুরুষোত্তমকে
অবজ্ঞা ক'রে
বিগতের প্রতি মনঃ-কল্পিত অজ্ঞ উপাসনা-নিরত,—
তা'রা অজ্ঞতারই উপাসক,
বিভ্রান্তির অগ্রদূত,
ব্যর্থ-বিবর্ত্তন বর্ব্বর ধর্ম্মধ্বজী তা'রা,
নিগূঢ় তমিস্রা-সৌধই
তা'দের উত্তর-জীবনের আবাস-স্থান। ৪৪৭৭।
২৩।৭।১৯৫২, রাত ৯-২০

মনোজ্ঞ বাক্ ও ব্যবহারে
স্বামীকে ইষ্টানুগ ব্যক্তিত্বে সমাহৃত ক'রে
ইষ্টার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠাই
নারীদের গার্হস্থ্যতপের সার্থকতা,
আর, ঐ হ'চ্ছে সাধ্বীর ধর্ম্ম—
যে সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
নারী ও পুরুষ উভয়েই
ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে
দীপ্ত ও তৃপ্ত হ'য়ে উঠে থাকে। ৪৪৭৮।
২৫।৭।১৯৫২, সকাল ৮টা

বিহিত অনুশীলন করলে না,
অথচ পেলে,
সে-পাওয়া তোমার আয়ত্তেই এলো না কিন্তু,
পেয়েও পাওয়া হ'ল না;
তাই, কর,
তোমার বোধও বিকশিত হো'ক,
আয়ত্তে আন,
পাওয়া তোমার সাবলীল হ'য়ে চলবে। ৪৪৭৯।
২৫।৭।১৯৫২, বিকাল ৩-৫০

নিজের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত স্বার্থপ্রত্যাশাকে
অবজ্ঞা ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
অচ্যুত আনতি নিয়ে
নিরতি-সহকারে
ধর্ম্মকে যদি অনুশীলনে

প্রতিপালন না কর,
ঠিক মনে রেখো—
যে-ধর্ম্মকে অবজ্ঞা ক'রে এসেছ,
অনুশীলনে আয়ত্তে আন নাই যা'কে—
স্বকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে,
তোমার আপৎকালেও
তা'র অনুগ্রহ যতই চাও না কেন,
সে তোমার অন্তরে
আত্মিক তৎপরতা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে কিছুতেই উঠবে না,
কারণ, তা'কে তুমি চাওনি,
অনুচর্য্যাও করনি তা'র,
পারে কি ক'রে তা'কে ?
ধর্ম্ম-দেউল তোমার হৃদয়ে
তখনও তমসাচ্ছন্ন। ৪৪৮০।
২৫।৭।১৯৫২, রাত ৭-১০

অচ্যুত-অনুরতা
অনুচর্য্যাপরায়ণা
শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুতা
সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামী-স্বার্থিনী স্ত্রী যে নয়,
তৎ-সহবাস বা উপগতি
অপলাপ বা অপগতিরই বিষাক্ত স্পর্শ। ৪৪৮১।
২৬।৭।১৯৫২, সকাল ৯-৫৫

এমনতর বিবাহ করতে যেও না,
যেখানে তা' সত্তাস্বার্থী, সত্তাসংরক্ষণী

ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে
কামশুল্কই তোমার পক্ষে প্রাণান্তকর হ'য়ে ওঠে। ৪৪৮২।
২৬।৭।১৯৫২, বেলা ১০-১০

সুসঙ্গত পর্য্যালোচনায় বিন্যাস ও নির্দ্ধারণ ক'রে
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপালী বর্দ্ধনী অভিযানকে
অব্যাহত রেখে চল্‌তে থাক,
তা'র ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়কে
বিহিতভাবে এড়িয়ে বা নিরোধ ক'রে
যা' করবার তা' কর,
নয়তো, ভবিষ্যতে আপসোস ক'রেও
আর কূলকিনারা পাওয়া কঠিন। ৪৪৮৩।
২৬।৭।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫,

যা'রা অসৎকে প্রশ্রয় দেয়—
নিরোধ ক'রে না,
ভগবানের বিরুদ্ধে
শয়তানেরই হস্ত আড়কাঠি তা'রা। ৪৪৮৪।
২৬।৭।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭টা

বাস্তবে ভাবতে শেখা,
বাস্তবে করতে শেখা,
বাস্তবে দেখতে শেখা,
বাস্তবে বলতে শেখা,
বাস্তবে শুনতে শেখা—
সুসঙ্গত সমীক্ষায়,—
এর থেকেই আসে বাস্তব ধারণা,

আর, এইগুলি সুকেন্দ্রিক হ'লেই
আসে সুসঙ্গত বোধি। ৪৪৮৫।
২৬।৭।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

আদর্শে বা ধর্ম্মে যেখানে বৈষম্য,
পূর্ত্ত, সংহতি, পরাক্রম ও নৈতিক-জীবনও সেখানে
বিচ্ছিন্ন ও বিষণ্ণ। ৪৪৮৬।
২৭।৭।১৯৫২, সকাল ৬টা

প্রকৃতির বৈধী বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—
সবাই অর্থাৎ প্রতিপ্রত্যেকেই
সব যা'-কিছু হ'তে পারে না,
কিন্তু প্রতিপ্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যমাফিক উদ্গতি
তা'র মতন ক'রে
সুসঙ্গত সমাহারী তাৎপর্য্য নিয়ে
অশেষভাবে হ'তে পারে—
তা'র বৈশিষ্ট্যে যেমনতর সংস্কার নিহিত আছে
তদনুপাতিক তপশ্চরণে,
তাই, সবাই সব যা'-কিছু হ'তে পারে—
এমনতর অবাস্তব ধারণা
বর্ব্বরোচিত ব'লেই মনে হয়;
ঋষিদের সংস্কার-বিন্যাসিত বর্ণ-বিভাগ—
বৈশিষ্ট্যানুগ কৌলিক উৎকর্ষণ
ও উদ্বর্দ্ধনী সুপ্রজননের পক্ষে
সুধা-সন্দীপনী অবদান,
আবার, ঐ বর্ণাশ্রম
আদর্শ-অধ্যুষিত সংশ্রবের ভিতর-দিয়ে

ছোট-বড় এবং বড়-ছোটর ভিতর
পারস্পরিক সত্তাসংরক্ষণী আদান-প্রদানের ভিত্তিতে
সুসঙ্গত সম্বন্ধের সৃষ্টি ক'রে থাকে,—
যা' সমাহারী সঙ্গতিসম্পন্ন
পারস্পারিক বৈশিষ্ট্যানুগ উন্নতির ভিতর-দিয়ে
ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল যা'-কিছুকে
সম্বুদ্ধ সম্বন্ধান্বিত ক'রে তোলে ;
এবং তা'রই ফলে, ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষ
কিছু থাকে না,
ঐ ধনিকের কর্ম্মকুশল বোধদীপনী অনুচর্য্যা
শ্রমিকের জীবন-ধারণী আশ্রয় হ'য়ে ওঠে,
আবার, শ্রমিকরা স্বতঃ-দীপনায়
শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যা নিয়ে
ধনিকের সম্পদ হ'য়ে দাঁড়ায়,
ফলে, পরস্পর পরস্পরের
অচ্ছেদ্য সম্পাদ হ'য়েই চলতে থাকে—
সমাজের যে-কোন বর্ণের যে-কেউই
তা'র বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
যে যত বড় বা ছোটই হো'ক না কেন। ৪৪৮৭।

২৭।৭।১৯৫২, রাত ৮টা

যতক্ষণ তোমার অন্তঃকরণ
কোন জীবনের প্রতি সদনুকম্পী হ'য়ে ওঠেনি—
অসৎ-নিরোধী অনুদীপনা নিয়ে,
ঠিক মনে রেখো—
তখনও তুমি শাস্তা হওয়ার উপযুক্ত হওনি,

আর, উপযুক্ত না হ'য়েও
যদি তুমি কা'রও প্রতি
কোনপ্রকার শাসনের অনুপ্রেরণা জোগাও
বা নিজে কর,
খতিয়ে রেখ অন্তঃকরণে—
তুমি যেখানে যে-পরিবেশ বা পরিস্থিতিতেই
থাক না কেন,
ঐ পাপ কোন্‌রূপে কখন তোমার সম্মুখে এসে
কেমন ক'রে, কোন্ অসময়ে, কোন্ ফাঁকে
তোমাকে বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে—
তা'র ঠিক নেই,
আর, তা' শাতন-প্রবৃত্তিরই অনুপ্রেরণায়। ৪৪৮৮।
২৮।৭।১৯৫২, রাত ১০টা

যদি প্রণত হ'তে না জান—
অন্তরের সহিত,
তবে মানুষের প্রণম্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা
তোমাকে একদিন ধিক্কার-ধুক্ষিত ক'রে তুলবে। ৪৪৮৯।
২৯।৭।১৯৫২, রাত ১০-৫০

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় স্বতঃ-অনুচর্য্যী অচ্যুত আনতি,
আর প্রীতি-অধ্যুষিত
উপচয়ী সুসম্বেগী আত্মনিয়োজন—
যা' প্রীতিকেন্দ্রে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
তা' যতক্ষণ মুখ্য হ'য়ে না উঠছে তোমার জীবনে,
তোমার অগ্রগতি ব্যবস্থ হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই—
বিবর্ত্তনী উৎকর্ষ-অভিযানে। ৪৪৯০।
২৯।৭।১৯৫২, রাত ১১-২৫

শব্দ যখন সুরে বিন্যাস লাভ ক'রে
আভ্যন্তরীণ স্পন্দনকে
অনুকম্পনায় সুসঙ্গত ক'রে
অনুবেদনা ও ভাবাবেগকে উচ্ছল ক'রে তোলে,
তখন তা' ভাল লাগে, প্রীতিপ্রদ মনে হয় ;
আর, যে-শব্দ তা' ক'রে না,
জীবনের সাথে তা' বেসুরো হ'য়ে ওঠে,
ভাল লাগে না,
তাই বিরক্তিকর মনে হয়,
আবার, বিকৃতিও নিয়ে আসতে পারে । ৪৪৯১ ।

৩০।৭।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩০

সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুদীপনার সহিত
শুদ্ধ ও বিশ্বস্ত অনুরাগ নিয়ে
আত্মসম্ভ্রমের সহিত
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তির
উপচয়ী সার্থক সুসঙ্গতি
না হ'য়ে উঠছে—
সক্রিয় বিশ্বস্ত সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
তোমার চরিত্র
সাম্যেই স্থিতিলাভ করতে পারবে না,
তুমি গণ-সমাজে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পার,
কিন্তু সাম্য-প্রস্বস্তি তোমার
জীবন-সম্পদ হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী হ'য়ে
আত্মসম্ভ্রমী বিবেক-বিচ্ছুরণায়

ইষ্টানুরঞ্জিত হ'য়ে উঠবে যতই,—
স্বভাবও শ্রেয়নির্ঘোষী তাৎপর্য্যে
সক্রিয় দীপনরাগে
প্রস্বস্তিতে সংস্থিতি লাভ ক'রে
চলতে থাকবে তেমনি। ৪৪৯২।
৩০।৭।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭টা

যদি ক'রে জানতে চাও—
এখানে এস,—কর,
আর, যদি বুঝবিলাসী হ'তে চাও,
দার্শনিকতার আশ্রয় নাও। ৪৪৯৩।
৩০।৭।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭-৩০

ইষ্টতপা হও সর্ব্বতোভাবে—
সব সহ্য ক'রেও
সঙ্গতি-অনুক্রমণায়—
সক্রিয় বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
আর, তা' যতক্ষণ না পারছ,
তোমার জীবনের বিবর্দ্ধনী গঠন বা দাঁড়াই
সুরু হয়নি। ৪৪৯৪।
৩০।৭।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭-৩০

আত্মমতানুদ্যোতনার অভাব
ও অলস ইষ্টানতি যেখানে,
সেখানে সার্থক সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বের বিকাশ
স্বপ্নকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়,
যেখানে ধর্ম্মেই হো'ক

বা কোন বাদেই হো'ক,
এই জাতীয় অসঙ্গতির আমদানী যত বেশী,
সেখানে ভ্রান্তির প্রতারণা ছাড়া
আর বিশেষ কিছু পাওয়াই কঠিন। ৪৪৯৫।
৩০।৭।১৯৫২, রাত ৭-৫০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্যে
সক্রিয়, বিশ্বস্ত, দায়িত্বশীল, অনুরাগনিবদ্ধ হও,
অন্তঃকরণকে একক ক'রে তঁদনুচর্য্যী ক'রে তোল,
পরিবেশ ও পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
সঙ্গতিশীল নিয়ন্ত্রণে
তঁদর্থে নিয়মন ক'রে
নিষ্পন্নতায় কৃতী হ'য়ে ওঠ—
বোধদীপনী কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে,
আর, ঐ কৃতকার্য্যতা নিয়ে
তাঁ'কে উপচয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তোল,
সার্থকতার পরম প্রতিষ্ঠায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ৪৪৯৬।
৩০।৭।১৯৫২, রাত ৮-৩০

শ্রেয়চর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রত্যাশাধুক্ষিত যে যেমন,
দৈন্যদীর্ণও হ'য়ে থাকে সে তেমনি। ৪৪৯৭।
৩০।৭।৫২, রাত ৯-২

পরিস্থিতি বা পরিবেশের সংস্থায়নী আকুতি
ঋষির বোধিকে সংহত দীপনায়

যেমন উদ্দীপিত ক'রে তোলে,
উজ্জৃম্ভিত বৈধীবাণী
তাঁ'র বাস্তব বোধিবীক্ষণা-অনুস্যূত হ'য়ে
তেমনতরই অভিব্যক্তি লাভ করে—
সার্থক সমাধানী সঙ্গতি নিয়ে
পর্য্যায়ী অনুক্রমণায়,
যা'র সক্রিয় অনুসরণ ও অনুচরণায়
জীবন স্বস্তির সংস্থিতিতে উপ্তিলাভ ক'রে
অন্তরায় অতিক্রম ক'রে
বিবর্দ্ধনের দিকে এগুতে থাকে,
আর, তাই-ই ঈশী-নিদেশ। ৪৪৯৮।
৩১।৭।১৯৫২, সকাল ৬-৪৫

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
সত্তাসংরক্ষণী বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
মঙ্গলপ্রতীক যিনি,
তোমাদের শুভকামনায় তিনি যদি
এমনতর নিদেশ প্রদান করেন,
যাঁ'র ফলে, তিনি নিজে তাঁ'র স্বজন-সহ
বিমর্দ্দিত হ'য়ে উঠতে পারেন,
এমনতর কোন নিদেশকে
প্রতিপালন ক'রতে যেও না;
কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে তিনি নিদেশ দিয়েছেন,—
সে-উদ্দেশ্য সফলকাম যা'তে হয়
তা'রই প্রতি বিশেষ নজর রেখো,
এমনতর ক'রে অনুচর্য্যা নিয়ে চ'লো—
যা'তে কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠ,

এবং তা' তাঁ'র জীবনের পক্ষে
বা অস্তিত্বের পক্ষে
তোমাদেরই কৃতকার্য্যতা-নিষ্যন্দী
পরম-অর্ঘ্য হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তা' যদি না পার,
বরং নিজেরা বিমর্দ্দিত হ'য়ো,
তাঁ'র দুর্দ্দশানিরোধী বজ্রকপাট হ'য়ে
জীবনবর্দ্ধন-সংরক্ষণী পোষণ-পূরণ-প্রদীপনার
অর্ঘ্য হ'য়ে উঠো'—
কুশলকৌশলী দক্ষ-দীপনী তাৎপর্য্যে,
সার্থকতা অংশুমালীর মত
একদিন সবাইকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে। ৪৪৯৯।
৩১।৭।১৯৫২, সকাল ৭-৪০

যদি সোহাগ ক'রতে না জান—
শাসন ক'রতে যেও না,
কারণ, শাসনের সাথে সোহাগ যদি না থাকে,
তবে সেই অবিমিশ্র শাসন
মানুষকে বিরক্ত ও বিষাক্তই ক'রে তোলে,
তা'তে সংশোধন হয় না,
তাই কবির কথা—
'শাসন করা তারই সাজে
সোহাগ করে যে গো। ৪৫০০।
৩১।৭।১৯৫২, বিকাল ৪-৪৫

প্রাচীনের সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণে
সঙ্গতি-অসঙ্গতি বা ভালমন্দকে নির্দ্ধারিত ক'রে

জীবনবৰ্দ্ধনী বিধায়নাকে আবিষ্কার ক'রে
বর্ত্তমানকে দেশকালপাত্র-হিসাবে
সেই বিধায়নায় সুসজ্জিত ক'রে
ভবিষ্যৎকে সম্বোধি-প্রদীপনায়
যাঁ'রা বিধায়িত ও নির্দ্ধারিত করতে পারেন—
সূক্ষ্ম, সুদীপ্ত ও সুকেন্দ্রিক সন্ধিৎসা নিয়ে,
সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্যে,
সুবিন্যাসে,—
সেই দ্রষ্টাপুরুষদিগকেই
ঋষি ব'লে অভিহিত করা হয়,
তাঁ'রাই মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ সূত্রদ্রষ্টা,
তাই, তাঁ'দিগকে ত্রিকালজ্ঞ বলা হয়। ৪৫০১।
৩১।৭।১৯৫২, বিকাল ৪-৫০

প্রেষ্ঠস্বার্থী না হ'য়ে
যা'রা প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে চলতে থাকে—
আত্মম্ভরী আত্মপ্রতিষ্ঠাপর লোলুপতা নিয়ে,
তা'দের অন্তঃকরণ
দৈন্যদীর্ণ হ'য়েই থাকে স্বভাবতঃ,
অসহায়, অব্যবস্থ হৃদয় নিয়ে
বসবাস করে তা'রা। ৪৫০২।
১।৮।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

যাঁ'তে সার্থক সুকেন্দ্রিকতায় সমাহিত হ'য়ে
ঐশী-বিজ্ঞান উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সুষ্ঠু তাৎপর্য্য নিয়ে,
প্রতিটি অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য-বিন্যাসী বিধায়নায়,

যিনি সব মানুষের সমস্ত যা'-কিছুরই
সার্থক সূত্রদর্শী হ'য়ে
নিজেকেই তৎস্বার্থী বিবেচনা ক'রে
লীলালাস্যে দুনিয়াকে উপভোগ করেন—
ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ প্রাজ্ঞ বহুদর্শিতায়,—
তিনিই মানুষের মূর্ত্ত ভগবান,
আর, তিনিই এক, অদ্বিতীয়,
অনাদির আদিই তিনি,—মূর্ত্তপ্রতীক,—জীবন্ত উদ্ভেদ,
প্রাচীনের নবীন পরিণতি,
তিনিই প্রেরিত, অবতার বা যুগপুরুষ,
একমাত্র তিনিই উপাসনার মূর্ত্ত বিগ্রহ,
জীবন-বর্দ্ধনী বিবর্ত্তনের প্রবুদ্ধ প্রেরণা। ৪৫০৩।
১।৮।১৯৫২, সকাল ৯-৫

সুকেন্দ্রিক বোধিবীক্ষণী সঙ্গতি নিয়ে
মানুষ যখন সার্থক কেন্দ্রায়িত সলীল সঙ্গতিতে
আলম্বিত হ'য়ে চলে,—
তখন সে ঐ কেন্দ্রেরই বিবিধ উদ্দীপনা নিয়ে
তৎস্বার্থে অভিনিবেশনিবদ্ধ হ'য়ে
ভরদুনিয়ার প্রতিটির ভিতর
ব্যক্ত-বৈশিষ্ট্যের উদ্গমে
প্রত্যক্ষভাবে তাঁ'কেই বোধ ক'রতে থাকে,
আর, ঐটেই হ'চ্ছে
বিশ্বরূপ দেখার ভিত্তি;
বোধিদৃষ্টিতে এটা দুই রকমেই দেখা যায়,
একটা হ'চ্ছে প্রসারণী প্রদীপনায়,

আর একটা আকুঞ্চনী আকর্ষণে,
আকুঞ্চনী আকর্ষণ যখন,
তখনই 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ',
আর, প্রসারণী প্রদীপনায় সৃষ্টির স্বাদন-লীলা। ৪৫০৪।
১।৮।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

সত্যরক্ষা মানেই
সর্ব্বসঙ্গতিশীল বাস্তব যা', শুভ যা', শ্রেয় যা'
তা'কে গ্রহণ ক'রে
স্বীকার ক'রে
হিতী প্রবোধনায় আত্মনিয়মন করা;
যা' নয়, তা'কে বাস্তব ধ'রে
আত্মশ্লাঘা-বশতঃ
অসৎক্রিয় যা', অশুভ যা', অশ্রেয় যা'
তা'কে আশ্রয় ক'রে চলাই
সত্যরক্ষার বনামে
মিথ্যা ও অসৎ-এর উপাসনা করা,
জাহান্নম সেখানে মসীবিভায়
খর-মদী মর্য্যাদায়
বিবর্দ্ধনী সম্বেগকে বিহ্বল ক'রে
শাতনের অন্ধতোরণে
উপস্থিত ক'রে থাকে। ৪৫০৫।
১।৮।১৯৫২, রাত ৮টা

ভগবানকে আকাশে খুঁজলেও পাওয়া যায় না,
বাতাসে খুঁজলেও পাওয়া যায় না,

তাত্ত্বিকতায়ও তাঁ'কে মেলে না,
সার্থক-সঙ্গতিশীল, তত্ত্ব-সমাহৃত, বিন্যাস-বিদীপ্ত
মূর্ত্ত বিগ্রহ যিনি,
তিনিই ভগবান—
মানুষের সংরক্ষণ, সম্পোষণ ও সম্পূরণী বিধায়নার
ধৃতি-মূর্ত্তি,
সোহাগ-শাসন-নিয়মনের জীবন্ত যন্তা,
রাগবিরাগের অন্বয়ী প্রতীক। ৪৫০৬।
১।৮।১৯৫২, রাত ৮-৩৩

হৃদ্য আপ্যায়নী ব্যবহার
সবার সাথেই ক'রো,
কিন্তু যাঁ'দের কাছে তুমি কৃতজ্ঞ,
দায়ী যাঁ'দের কাছে তুমি,
কৃপামুগ্ধ ভঙ্গীতে
আপ্যায়না-অন্বিত, বিনীত, সেবা ও সৌষ্ঠব-মণ্ডিত
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণে
তাঁ'দের তৃপ্তিবিধানে ত্রুটি ক'রো না,
যদি সম্ভব হয়, যেমন সামর্থ্য
অর্ঘ্য নিবেদন করতেও শ্লথচেষ্ট হ'য়ো না,
স্বস্তির শুভপ্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হবে কমই। ৪৫০৭।
২।৮।১৯৫২, সকাল ৭-৪০

আগে ভেবে দেখ,
কা'র সাথে তোমার
অন্যায্য, অবাঞ্ছিত, অ-সরসভাব আছে,
সর্ব্বপ্রযত্নে আগে দেখে নাও—
তা'র সাথে

হৃদ্য ও সরস সম্বন্ধ-নিবদ্ধ হ'তে পার কিনা,
যা'তে পার, তাই-ই ভাল,
তা'রপর বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ো তুমি—
সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক তপোবিন্যাস-জীবনে। ৪৫০৮।
২।৮।১৯৫২, বেলা ১০-২৫

তোমার শ্রেয় যিনি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম যিনি,
কৃপার্থী, করুণালিপ্সু আগ্রহ নিয়ে
তোমার অন্তরের যা'-কিছু পাশ আছে,
সেগুলিকে তাঁ'র কাছে মুক্ত ক'রে ফেল—
সশ্রদ্ধ বিনীত অনুবেদনা নিয়ে,
অন্তঃকরণকে তাঁ'তে অর্থান্বিত ক'রে তোল,
তাঁ'র স্বার্থকে জীবনের স্বার্থ ক'রে তোল,
তঁদনুগ নিয়মনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
যা'-কিছু আবরণকে উন্মুক্ত ক'রে ফেলে
স্বভাবকে রঙ্গিল ক'রে তোল তাঁ'তে—
তাঁ'রই চাহিদায়,
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, চালচলনে,
বিবেক-বিবেচনার কুশলকৌশলী দক্ষদীপনায়
তোমার বৈশিষ্ট্যকে অনুশীলন ক'রে
তাঁ'রই উপচয়ী উৎক্রমণে চলতে থাক,
প্রীতিকূজন তোমার অন্তরকে
অতৃপ্তির মধ্যেও তৃপ্তিতে
দীপ্ত ও মুখর ক'রে তুলবে,
বেদনায়ও সুখভোগ করবে। ৪৫০৯।
২।৮।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

আকস্মিক লাভ,—
তা'র যখন বিলয় হয়,
তা'ও অকস্মাৎই হ'তে দেখা যায়। ৪৫১০।
২।৮।১৯৫২, বেলা ১১-১০

আলোচনার সময়
এমন কোন বিষয়ের অবতারণা ক'রতে যেও না,—
যা' তোমার শুভ প্রতিপাদ্যকে
অপ্রতিভ ক'রে তোলে। ৪৫১১।
৩।৮।১৯৫২, সকাল ৯টা

১। ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
অর্থাৎ, শ্রেয়স্বার্থী হ'য়ে ওঠ সর্ব্বতোভাবে
জীবনের যা'-কিছুকে তদর্থপরায়ণ ক'রে—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে অব্যাহত রেখে ;
২। সবারই সহিত হৃদ্য ব্যবহার ক'রো—
কথায়, ভাবে, ভঙ্গীতে, চাউনি ও চলনে
ইষ্টানুগ পন্থায়,
এমন-কি, অন্যের অপরাধে, অন্যায়ে,
শাসনে, সোহাগে ও তোষণে,
আবার, যা'র কাছে পেয়েছ ও পাও,
তা'র সাথে সব সময় বিনীত ব্যবহার ক'রো,
বড় হ'লে
শ্রদ্ধোষিত বিনয়-সমন্বিত হ'য়ে চলবে,
আর, ছোট হ'লে স্নেহল বিনয়ী হ'য়ে চলবে—
কৃতজ্ঞতাকে মুখর ক'রে রেখে—
হৃদ্য আপ্যায়নে,

সহজ সন্দীপনায়,
অবাহুল্যে, অনাধিক্যে, অনাড়ম্বরে ;
যদি কিছু নাও কর,
শুধুমাত্র এই দুটি বিষয়কে যদি
অভ্যাসে এস্তামাল ক'রে চলতে পার,
জীবনের অনেক হাঙ্গামা এড়িয়ে
নিজের ও অন্যের স্বস্তিপ্রদ হ'য়ে চলতে পারবে। ৪৫১২।
৪।৮।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

তুমি যে-ব্যবহারই কর না কেন,
তা' তোমার মস্তিষ্কলেখায় নিবদ্ধ থেকে
তদনুপাতিক অনুপ্রেরণা সরবরাহ ক'রে
পরিবেশের ভিতর সঞ্চারিত হ'য়ে নিবদ্ধ থাকে—
যা'র যেমনতর বোধায়নী তাৎপর্য্য
তেমনি ক'রেই,
ধারণায় বিধৃত হ'য়ে,
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যে যেমন
তেমনতর নিয়মনে
বাস্তব-অবাস্তব মিলিয়ে ;
এগুলি ক্রমশঃ বিহিতভাবে সঙ্কলিত হ'য়ে
যখন প্রতিক্রিয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ওঠে,
তখনই তীব্রভাবে তদনুপাতিক প্রতিক্রিয়াই
সৃষ্টি ক'রে থাকে—
যা' সু, তা' সু-এ সম্বুদ্ধ হ'য়ে,
কু যা' তা' কু-এ বিবৃদ্ধ হ'য়ে,
তখন তোমার প্রতি,
তোমার স্মৃতির প্রতি,

তোমার কথার প্রতি,
পারিবেশিক প্রবোধনা তেমনি ক'রেই
সক্রিয়তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
অমনি ক'রেই তুমি লোকের কাছে
ভাল হও বা মন্দ হও,
আদরণীয় বা ঘৃণ্য হ'য়ে ওঠ,
অমনি ক'রেই তা'দের কাছে সুখপ্রদ হ'য়ে ওঠ,
আবার, অমনি ক'রেই ঐ পরিবেশ
তোমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ ও উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে
তোমার প্রতি যন্ত্রণার জ্বালাময় জ্বলন
সৃষ্টি ক'রে থাকে,
ঐ বেদনাতেই মানুষ ব'লে থাকে—
'তোমার দুঃখে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে না' ;
তাই, তোমার ব্যক্তিত্বকে
এমন স্বভাব-সঙ্গত ক'রে তোল
যা' সবারই কাছে হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
সত্তাপোষণী সম্ভ্রমদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অত্যাচারী না হ'য়েও অসৎ-নিরোধী হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, তোমার পরিবেশ
সেবানুকম্পী সহযোগিতা নিয়ে
তোমার রক্ষণায়, পোষণায়
আপূরণী তৎপরতা-দীপ্ত হয়ে ওঠে ;
আবার, অন্যের প্রতি হৃদ্য সত্তাপোষণী হ'য়ে
তোমার অপলাপও যদি হয়,
তাহ'লে, ঐ অপলাপও
তোমার প্রতিষ্ঠার সিংহাসনকে

অটুট ক'রে রাখবে ;
আর, যতক্ষণ ও হ'তে তুমি বিরত থাকবে,
বা বিকৃত হ'য়ে চলবে,
ঐ বিরতি বা বিকৃতি
তজ্জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে যে বিদগ্ধ ক'রেই চলবে—
তা' কিন্তু ঠিকই। ৪৫১৩।
৫।৮।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

যা' সত্তাপোষণী,
তা' ধীরজ প্রগতিশীল হ'লেও অমোঘ—
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন—
বিবর্ত্তন-অনুক্রমী,
আর, যা' প্রবৃত্তিপোষণী
তা' মনোমোহী তীব্রগতিসম্পন্ন হ'লেও
উদ্ধত, সত্তাদ্রোহী, অপবর্ত্তনী, অপলাপী। ৪৫১৪।
৬।৮।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫০

তুমি যা'কে ভালবাস,
তা'র অন্তঃকরণ যদি অন্যে ব্যাপৃত থাকে—
আবেগ-উচ্ছল অন্তরাসী হ'য়ে,
সে তোমার সাথে
হৃদয়খোলা রাগদীপনা নিয়ে
প্রীতি-পরিচর্য্যা ক'রতে পারবে না,
আর, তা'র কাছে যতই অমনতর প্রত্যাশা করবে,—
সে বিরক্তই হ'য়ে উঠব ততই,
আরো, নির্ম্মম দস্তুর বাক্যে বা ব্যবহারে

তোমার হৃদয়কে বিক্ষতই ক'রে তুলতে থাকবে,
তাই, অমনতর দেখলে
অন্যকে বিদগ্ধ না ক'রে
নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা ক'রো,
আর, সেই-ই ভাল। ৪৫১৫।
৭।৮।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

অকৃতজ্ঞতাকে সমর্থন করবার
দার্শনিকতার বহর যেখানে যেমনতর,
বা নানা ভাঁওতাবাজীর উচ্ছল আধিক্য যেখানে যেমন,
সেই অন্তঃকরণের নিয়ামক-প্রবৃত্তি কেমনতর—
তা'ই দেখেই এঁচে নিও,
আর, সেই দিকে নজর রেখে
নিজের চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
ঠকবেও কম,
সাথে-সাথে
ব্যাপারও আত্মপ্রকাশ করবে অনেকখানি। ৪৫১৬।
৭।৮।১৯৫২, সকাল ৯-২৭

শ্রেয়-প্রীতি তোমার কতখানি
তা'র প্রমাণই হ'চ্ছে—
সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা, বাক্য, ব্যবহার ও প্রীতি-অনুচর্য্যার
সার্থক সুসঙ্গতি,
যা' তাঁকে
সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী উপচয়ে
সম্বর্দ্ধিত ক'রতে সততই সক্রিয়;

আর, এ যেখানে নাই—
লাখ ভাবুকতা থাকুক না কেন,
তুমি স্বার্থ-সন্ধিৎসু,
অন্তঃকরণে প্রিয় তোমার
ত্যক্ত হ'য়ে আছেন বহুকালই,
প্রীতি-কথা ভাঁওতাবাজী ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
বঞ্চনা ও হতাশাই
তোমার জীবনের যোগফল। ৪৫১৭।
৭।৮।১৯৫২, সকাল ৯-৪০

তোমার জীবন-পরিচর্য্যাকে
সংক্ষিপ্ত, সুচারু ও স্বস্তিপ্রদ ক'রতে
যেমনতর ব্যয়ের প্রয়োজন,—
তা' করবেই,
আর, অর্জ্জন যেন এমনতর উদ্বর্ত্তনশীল হয়,—
যা'তে ঐ ব্যয় তোমার পক্ষে
সহজ ও সুগম হ'য়ে ওঠে,
তা' বাদে
যা' উদ্বৃত্ত থাকবে তোমার কাছে—
সেগুলিকে ক্রমনিয়মনে
এমনতরভাবে সঞ্চয় ক'রে রেখে দিও,
যে, সংরক্ষিত তহবিলের উপস্বত্ব দিয়ে
সাধ্যমত উপযুক্তভাবে
তোমার পরিবেশকে সাহায্য ক'রতে পার;
আরো মনে রেখো—
তোমার ঐ সুচারুভাবে জীবন-যাপনের জন্য

ব্যয়ের যে বরাদ্দ ক'রে রেখেছ,
যখনই তা'র ঘাটতি বা খাঁকতি হ'য়ে ওঠে,
বা উঠতে পারে বিবেচনা করছ,
সেই মুহূর্ত্তের থেকেই
অন্যকে পীড়িত না ক'রে
সেগুলি যা'তে সংগ্রহ ক'রে চলতে পার,
নিজেকে তেমনতরভাবেই সক্রিয় বিন্যাসে
সুসঙ্গত ও সুব্যবস্থ ক'রে প্রস্তুত রেখো ;
অভাব দুর্ভাব আনবে কমই,
জীবনকে পরিবার-প্রতিবেশী-সহ
যথাসম্ভব সলীল সঞ্চলনশীল ক'রে রাখতে পারবে । ৪৫১৮ ।
৭।৮।১৯৫২, বেলা ১০-২৫

প্রথমে ভালবাস—
মুখ্য তৎপর সম্বেগ নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ ও কৃষ্টিকে,
যা' প্রাচীনে সুসঙ্গত সূত্রনিবদ্ধ হ'য়ে
বর্ত্তমানে সার্থক হ'য়ে উঠে
ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল আলোকে
তোমার বোধিচক্ষুর সম্মুখে
বিভান্বিত ক'রে তুলে থাকে,
আবার, এর সাথে
প্রীতি-প্রদীপনায় সঙ্গত ক'রে তোল
তোমার ভিটেমাটিকে,
যে ভিটেমাটিতে তোমার পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষের চরণধূলি
তোমার কাছে লীলাক্ষেত্র হ'য়ে

পিতৃমন্দির হ'য়ে
ভাবদীপনায় জীবন্ত হ'য়ে রয়েছে ;
এই ভালবাসাকে বিস্তৃত ক'রে তোল,
তোমার বাস্তুভিটার পরিবেশে
যেমন ক'রে যা' রয়েছে,—
প্রীতি-পরিচর্য্যায় তা'দিগকে
জীবনবর্দ্ধনে সংহত ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো',
ওকে আরো বিস্তার ক'রে
তুমি রাষ্ট্রজীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
যা'তে রাষ্ট্রের প্রতিপ্রত্যেকেই
তোমার ঐ জীবনীয় বোধবর্দ্ধনী আলিঙ্গনে
অচ্ছেদ্যভাবে বান্ধবতায় সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
এই ভালবাসাই
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক তোমার দেশপ্রেমে,
ঐ সর্ব্বসংহিত সামগ্রিক জীবন—
যা'র প্রাণস্পন্দন হ'ল
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ,
তাই-ই হ'য়ে উঠুক তোমার
দেশমাতৃকার জীয়ন্ত মূর্ত্তি,
আর, তাঁ'র পূজাই হো'ক দেশবর্দ্ধনা,
জীবনে ফুল্লপ্রদীপ্ত হ'য়ে
অমর সন্দীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে সংহত ও সন্দীপ্ত ক'রে তোল—
ঐ আদর্শ-নিবদ্ধ সুসঙ্গত পূজা-উৎসবে,
তেমনি দরদী হ'য়ে ওঠ প্রতিপ্রত্যেকের প্রতি—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে অটুট রেখে
দরদভরা দক্ষ সেবায়

স্বস্তির সামগানে
মুখর ক'রে তোল প্রত্যেককে নিয়ে সব জীবনকে,
আদর্শ-অগ্নিশিখায়
পিতৃস্থণ্ডিলে
তোমার মাতৃপূজা
নীলোৎপল-অর্ঘ্যে বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠুক,
দৃপ্ত হ'য়ে উঠুক,
গৌরব দরবিগলিত জ্যোতিষ্মতী নিঃসরণে
সবাইকে দীপ্ত ক'রে তুলুক—
প্রেমে, পুণ্যে, জীবন-প্রদীপনায়। ৪৫১৯।
৭।৮।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭টা

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
তোমার চালচলন যদি কখনও
চলতি প্রথা বা অনুশাসনকে অতিক্রমও করে,
কঠোরভাবে নজর রেখো—
তা' যেন জীবনবর্দ্ধনী-বিধিবিগর্হিত কিছুতেই না হয়
বিশেষতঃ যৌন-ব্যাপারে,
মনে রেখো,
ঋষির নির্দ্দেশিত পথই বৈধী পথ। ৪৫২০।
৭।৮।১৯৫২, রাত ৯-৪০

সমীচীন যা' তা' কর,
কিন্তু যে-দায়িত্ব নিয়েছ—
তা' অবজ্ঞা ক'রো না কিছুতেই,
তা'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবেই নিষ্পন্ন ক'রো,
ঐ নিষ্পন্নতাই তোমাকে

পূর্ণতায় নিবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
নয়তো, তোমার অবজ্ঞা
পরিবার-পরিবেশে সঞ্চারিত হ'য়ে
তোমাকেও অবজ্ঞাত ক'রে তুলবে। ৪৫২১।
৭।৮।১৯৫২, রাত ৯-৫০

কৌটিল্যে দক্ষ হ'য়ে ওঠ—
যা'তে মানুষের কল্যাণ হয় এমনতর ক'রে;
কৌটিল্য মানে কূটনীতি,
কূটনীতি হ'লো ব্যবহারিক যুযুৎসু। ৪৫২২।
৮।৮।১৯৫২, সকাল ১০-৫

যা'রা তোমার অবনত অবস্থায়, আপদে-বিপদে
তোমার সাহায্য করেনি,
উপচয়ী অনুচর্য্যার ধারই ধারেনি,
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্যে তৃপ্ত হ'য়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার স্বস্তি-আমন্ত্রণে
অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে
তোমার উন্নতির হোতা হ'য়ে ওঠেনি,
বা তোমাকে ত্যাগ ক'রেই চলে গিয়েছে—
বিরক্তিতে বা আত্মসুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রলোভনে,
তোমার প্রতি তা'দের যে-কোন কর্ত্তব্য আছে,—
শুভ-সন্দীপী প্রাণন-দীপনা নিয়ে
সক্রিয়ভাবে তা'র কোন অভিব্যক্তিই দেখায়নি,
তোমার কোন ধারই ধারেনি,

নিজের স্বার্থ-অনুচর্য্যার বাহানায়
তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লে গেছে,—
এমনতর আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব যেই থাকৃ না কেন
তা'দের প্রতি নির্ভর ক'রো না,
কারণ, 'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়'—দলেরই তা'রা,
আপ্যায়নী সৌজন্যে তা'দের প্রতি যেমন পার,
তা' ক'রেই যেও,
তা'রা কিন্তু পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে
নিজের স্বার্থানুসন্ধানে ব্যাপৃত হ'য়ে চলে,
গণোন্নতির বাহানা নিয়ে
বা স্বার্থসন্ধিৎক্ষু মতলব নিয়ে
তা'রা যা' করবার তা' ক'রে যায়,
তা'দের উপর যদি নির্ভর কর,
তোমাকেও বেকায়দায় ফেলে
তা'র ইন্ধন ক'রে নিয়ে চলতে থাকবে,
আশা পরিশ্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
তাই, তা'দের প্রতি
তোমার সাধ্যমত সৌজন্য ও আপ্যায়না নিয়ে
যা' সম্ভব,
যদি পার, তা' ক'রো,
কিন্তু ফাঁদে পা দিতে যেও না,
অনেক হয়রানি থেকে রেহাই পাবে ;
অবশ্য তোমার কাজে কোনপ্রকারে ক্ষতিকর না হয়,
যথাসম্ভব এমনতরভাবে
তা'দিগকে ব্যবহার করতে পার। ৪৫২৩।

৮।৮।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

যা'রা কৃতজ্ঞ নয়,
সানুকম্পী সক্রিয় অনুচর্য্যী নয়—
স্বতঃ-উৎসারিত দাক্ষিণ্যে—
সমীচীন সদনুশ্রয়িতা নিয়ে,—
তা'দের ব্যক্তিত্ব সন্দেহেরই কিন্তু। ৪৫২৪।
৯।৮।১৯৫২, বেলা ১১-৫৫

চর, চমূ-অধ্যক্ষ, শান্তিরক্ষক
ও প্রজাপালনে দায়িত্বশীল যা'রা
সহজাত-বুদ্ধি ও বংশ-তাৎপর্য্য দেখে
তা'দিগকে বহাল কর ;
আর, মানুষ যে-যে প্রলোভনে
স্বভাবতঃই প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অকৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে,
বিশ্বস্ততাকে জলাঞ্জলি দেয়,—
তা'দের অনবধানতায় তেমনতর ব্যাপারে ফেলে
তা'দের চরিত্র-নির্দ্ধারণের পর
যে যেমন উপযুক্ত
তা'কে তেমন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ কর ;
অন্ততঃ পাঁচ হ'তে পনের বৎসরের ভিতর
বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রকমে
এমনতর যাচাই ক'রে
বিশ্বস্ততায় যতখানি সন্তুষ্ট হ'তে পার,
তেমনতরভাবে উত্তীর্ণ যা'রা
তা'দিগকে তেমন উত্তম পদবীতে
স্থায়ী ক'রে তোল ;
আর, এ যাচাই যেন অল্পবিস্তর

মাঝে-মাঝে প্রয়োগ ক'রতে ভুলে যেও না,
ব্যক্তিত্ব-পরিমাপনী এমনতর যাচাই-ক্রিয়া হ'তে
যা'কে যেমনতর দেখতে পাও—
বাস্তব ব্যাপারে,
ধ'রে নিও—
বিশ্বস্তিতে সে তেমনতর,
এতে ঠ'কবে কমই। ৪৫২৫।
৯।৮।১৯৫২, দুপুর ১২টা

যাঁ'তে যা'-কিছু সার্থক সমন্বয়ে
সঙ্গতি লাভ করেছে,
মানুষের বাঁচা-বাড়াকে
সংরক্ষিত, সংপোষিত ও সংপূরিত ক'রে তুলে
যিনি সুকেন্দ্রিক সার্থক তপস্যায়
নিজেকে অন্বিত ক'রে, বিন্যস্ত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে উঠেছেন,
প্রতিটি ব্যষ্টিকে সমষ্টি-সহ নিজেরই মনে ক'রে
তা'দিগেতে অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছেন যিনি—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে—
যা'-কিছু ভেদকে
অর্থান্বিত সামঞ্জস্যে বিন্যস্ত ক'রে,
বৈধী যা', বিবর্দ্ধনী যা'
তা'কে সম্পোষিত ক'রে,
অবৈধ বা অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে,
প্রাচীনের সার্থক সঙ্গতি-সূত্রে
বর্ত্তমানকে উন্নীত ও উদ্বর্দ্ধিত ক'রে

ভবিষ্যৎকে সন্দীপ্তিত ক'রে
পরম সার্থকতায়,—
তিনিই সত্যদ্রষ্টা,
তিনিই মানুষের আদর্শ। ৪৫২৬।
৭।৮।১৯৫২, বিকাল ৪টা

যৌগিক সংশ্রবের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু বিশেষ পরিণয়নে পরিমাপিত হ'য়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
তাই-ই মায়িক,
মায়িক জগৎ মানে মাতৃক-জগৎ। ৪৫২৭।
৭।৮।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার রন্ধনশালা, পাক-প্রণালী,
তৎ-প্রসাধন ও পরিবেষণকে
বিশেষ সমীক্ষা নিয়ে
সদাচার-সুষ্ঠু রাখতে এতটুকু কসুর ক'রো না,
আবার, ভোজনগৃহও যেন তেমনতরই
সুষ্ঠু সদাচার-সমন্বিত ও তৃপ্তি-উদ্দীপী
হ'য়ে থাকে,
শয়ন-গৃহ ও শয্যা-সরঞ্জাম
সব সময়েই তেমনতর
পরিস্রুত হ'য়ে থাকে যেন,
যা'র ফলে
তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের অন্তঃকরণ
পূত তৃপ্তিসম্ভার নিয়ে বিনায়িত হয়,
কোনপ্রকার সংক্রামকতা
এর ভিতর-দিয়ে পথ খুঁজে না পায়,

তা' ছাড়া, চালচলন, আচরণ
বাক্য-ব্যবহারগুলিও যেন
সহৃদয়ী সদাচারমণ্ডিত হ'য়ে চলে ;
যেখানেই থাক না কেন—
প্রত্যেকের ব্যবহার্য্য যা'-কিছু
বিশেষভাবে পরিস্রুত হ'য়ে
তা'তেই সীমাবদ্ধ থাকা ভাল,
কারণ, ওর ফলে
একের ভিতরের সংক্রামকতা
অপরে' বিস্তার লাভ ক'রতে কমই পারবে ;
এই জাতীয় শিক্ষায় অভ্যস্ত হ'য়ে চলা
পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সমীচীন,
যা'র অবদানই হ'চ্ছে
জীবনীয় স্বস্থি ও আত্মপ্রসাদ,
ধর্ম্মের মৌলিক ধৃতিই হ'চ্ছে ঐ সদাচার। ৪৫২৮।
৯।৮।১৯৫২, রাত ৭-৩৫

আত্মবীক্ষণা যা'দের ভিতর
সজাগ ও সম্বেগশালী হ'য়ে ওঠেনি—
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী-তাৎপর্য্যে,—
ভগবৎ-সন্ধিৎসা তা'দের জীবনে
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে কমই ;
পরিবেশের যথোপযুক্ত অবাঞ্ছিত চাপই
তা'দিগকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন
বা আত্মসন্ধিৎসা-সম্বেগী ক'রে তুলতে
দক্ষহস্ত বেশীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৪৫২৯।
১।৮।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

ধন্য সেই—
প্রিয়পরমের কোন-কিছুই
যা'কে প্রত্যাহত বা প্রতিনিবৃত্ত ক'রতে পারে না। ৪৫৩০।
১০।৮।১৯৫২, সকাল ৮-১০

সহজ সম্বেগের সহিত
সম্বিৎসু সৎ-বোধন-সন্দীপনা নিয়ে চলতে থাক—
সক্রিয় একান্ত ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়,
তেমনি আবার অসৎ-বিনায়নী সমীক্ষাকেও
কখনও অবহেলা ক'রো না,
শ্রেয়ের পথ সুগমই হ'য়ে উঠবে তা'তে। ৪৫৩১।
১০।৮।১৯৫২, সকাল ৯-১০

তোমার অবসাদ-অবশ চিন্তাপ্রসূত
মনঃকথাকে
আমল দিতে যেও না,
বরং তা'কে সমীক্ষায়
নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাসে সত্তাপোষণী ক'রে
বা উপেক্ষা ক'রে
নন্দনাদীপ্ত শুভ যা' তা'কে কার্য্যকরী ক'রে তোল—
হৃদ্য অনুক্রমণী উদ্‌গমনায়;
আশা ও বদান্য সেবা-সমীক্ষায়,—
যা'তে পরিবেশ তোমার পরশে
উদ্দীপ্ত ও নন্দিত হ'য়ে
অবসাদকে এড়িয়ে
জীবনপথে দীপ্ত চলনে চলতে পারে,
আর, ঐ হ'চ্ছে পারস্পরিক বোধায়নী সেবা। ৪৫৩২।
১০।৮।১৯৫২, রাত ৭-১৫

তোমার গৃহস্থালী কর্ম্ম যেন
সুব্যবস্থ ও সুপ্রসাধনী হয়,
কেউ দেখলেই যা'তে
তা'দের চিত্ত প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে,
আবার, আচার-ব্যবহারও যেন
তেমনি হৃদ্য হয়,
সদাচার-প্রবর্ত্তক,
সুকেন্দ্রিক ও সৎ-সম্বেগী হ'য়ে চলে ;
সুব্যবস্থ প্রসাধনী কর্ম্ম, বাক্য ও ব্যবহার
মানুষের অন্তঃকরণকেও
অমনতর ক'রে তুলতে সাহায্য করে। ৪৫৩৩।
১০।৮।১৯৫২, রাত ৮-২০

তোমার আদর্শানুরাগ-সম্বদ্ধ চিন্তা,
অভ্যাস, আত্মনিয়মন, চালচলন,
অনুভূত বোধদর্শন, জ্ঞান ও যোগ্যতা
যেমনতর সার্থক-সঙ্গতি লাভ ক'রে
যে-স্বভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে,
তুমি সেই স্তরেরই মানুষ,
এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন—
স্তরভেদও তেমনি। ৪৫৩৪।
১১।৮।১৯৫২, সকাল ৫-৪৫

দোলায়মান আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ
আকর্ষণ-বিকর্ষণ-সঙ্গর্ভী যোগাবেগ-সম্ভূত
ঝঙ্কার-প্রাবৃট্-পরিক্রমায় তরঙ্গায়িত হ'য়ে
সংহিত সংঘাতে

তদনুপাতিক বিন্যাস লাভ ক'রে
ছন্দ-অনুক্রমণায় ধ্বনায়িত হ'য়ে
মঞ্জুল তালে
বোধবেদনায় যেখানে উদ্দীপ্ত হ'তে লাগল—
চেতন-দীপনী শব্দ ও জ্যোতিঃনিকণে,
বিচ্ছুরিত শ্বেত-বিভায়,
অপ্রমেয় উদাত্ত চেতনায়,
অস্ফুট স্ফুরণে,
মণ্ডল সৃষ্টি ক'রে,—
সেই হ'চ্ছে নির্ম্মল চৈতন্য-ভাণ্ডার—
দয়ী-দেশ,
আর, চিদ্‌-অণুর প্রাক্‌-প্রকাশ ওখান থেকেই ;
ঐ কম্পন-সম্বেগ-সংঘাত হ'তেই আসে
শব্দ ও জ্যোতি,
আর, ঐ আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগের প্রতিক্রিয়ায় হয়
আকর্ষণ, বিকর্ষণ,
ঐ প্রসারণা যখন চরম-সীমায় উপস্থিত হয়,
তখন থেকেই আকুঞ্চনী-আবেগ
আরম্ভ হ'তে থাকে,
আবার, ঐ আকুঞ্চন বা সঙ্কোচন
যখন চরম সীমায় উপস্থিত হয়,
আর যখন আকুঞ্চিত হ'তে পারে না,
এমনতরভাবেই জমাট বেঁধে ওঠে—
তখন থেকেই তা'র অন্তঃশায়ী
প্রসারণী-সম্বেগ সুরু হ'তে থাকে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
অমনি ক'রেই প্রত্যেকটি স্তরেরই

দুটি মেরু সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে,
তা'র নাম দেওয়া যাক
একটি ঋজী অর্থাৎ স্থাস্নু মেরু,
আর একটি রিচী অর্থাৎ চরিষ্ণু মেরু,
ঐ ঋজী ও রিচীর লীলায়িত, রসলোলুপ
সংশ্রয়ণী সম্বেগকেই
শক্তি বলা যেতে পারে,
এই রিচী-মেরু হ'চ্ছে
একটা পরম-সঙ্কোচনী জমাট অনুবন্ধ—
যা' হ'তে প্রসারণ-সম্বেগ
সৎ-সন্দীপনায় উদ্দীপিত হ'য়ে চলে,
আর, এই আকুঞ্চন-প্রসারণের মাঝখানেই আছে
বিরমণ,
এই বিরমণ-অবস্থার থেকেই
মেরু হ'তে আরো প্রসারণী বা সঙ্কোচনী-সম্বেগ
সংগৃহীত হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলতে থাকে,
এই সৎলোক বা সত্যলোক নির্ম্মল চৈতন্যের জমাট আধারেরই
একটা সঙ্কোচনী পরিণাম,
যেখান থেকে আবার সুরু হ'ল প্রসারণী-সম্বেগ,
ঐ প্রসারণী আবেগ
প্রসারণায় সম্যক্-সম্বেগী হ'তে না পেরে
খানিকটা আকৃষ্ট হ'তে লাগল
সেই আদি মেরু বা নির্ম্মল চৈতন্য-ভাণ্ডারের দিকে—
সৎলোকের দিকে,
এ যেন একটা ডিমের দুটো মেরু;
ওর ফলেই ঐ প্রগতি

জমাট আকুঞ্চনী-কেন্দ্র হ'তে
প্রসারণী-সম্বেগের ধাক্কা পেয়ে
আর এক ধাপ নীচেয় নেমে আসলো,
এখানেই অস্তি অহং-বোধিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো—
ঐ চৈতন্য-ভাণ্ডারের ঝঙ্কার-অনুবন্ধনায়,
যে শক্তি পেয়ে
সে সত্যলোকের নীচে
আর এক ধাপ নীচে নেমে আসলো
শ্বেত হ'তে শ্যামলী বর্ণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
ঐ সত্যলোকের প্রতি আকর্ষণ থেকে
সে যখন আর নীচেয় নামতে পারল না,
লীলায়িত জীবন-জৌলস নিয়ে
সৎপুরুষেই আকৃষ্ট হ'তে লাগল,
তখন ঐ শ্যামলী ধারার সঙ্গে
পুনরায় নেমে এলো
একটা পীতাভ প্রদীপনা ;
সংনিবদ্ধ সমাবর্ত্তনী অনুক্রমণায়
চলন্ত হ'য়ে উঠলো ব'লেই
তা'কে ধারা বলা হয়,
এই শ্যামধারা ও পীতধারার
সহজ আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ-সংঘাত নিয়ে
মিলন-বিরহের উচ্ছ্বাস-সঙ্গমে,
সে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনী অভিসম্বেগ নিয়ে
চলতে লাগল—
স্তর পারম্পর্য্যে ;
এর কেন্দ্রপুরুষই হ'ল

'সোঽহং পুরুষ'—
—সাধকরা ব'লে থাকেন,
সংখ্যান-সম্বেগী ব্'লে
একে অনেকে কালপুরুষ বলেন,
আর, প্রত্যেকটি স্তরের কেন্দ্র বা মেরুই হ'চ্ছে
তা'র নিয়মন-পুরুষ,
আবার, যমন বা সঙ্কোচনের সম্বেগ
যেখানে যত গাঢ়,
অনুভূতিও সেখানে তত খিন্ন—
অন্তরাবেগী,
তীব্র তমসাও সেখানে তত বেশী,
যা' প্রত্যেকটি মণ্ডলের শেষ-সীমায় দেখা দেয়,
আবার, নূতন স্তর বা মণ্ডল বিকাশোন্মুখ যত—
অনুভূতিও সেখানে স্ফোটন-সম্বেগী তত,
শব্দ ও দ্যোতন-দীপনাও
ক্রমশঃ স্ফুটতর হ'তে থাকে তেমনি;
এখানে ঐ ব্যোম-বিজৃম্ভী চিদ্-অণুগুলি
সঙ্কলিত হ'য়ে
নানা গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
সমবিপরীত তাৎপর্য্য নিয়ে
সম্মিলনী পর্য্যায়ে
ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র বিন্যাসে সন্নিবেশিত হ'য়ে
নানা স্তর সৃষ্টি ক'রতে লাগল;
যে কেন্দ্র বা রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে
এই সম্বেগ-উৎসৃজন-অনুস্রোতা হ'য়ে
এই স্তরের বিকাশ আরম্ভ হ'ল—

ঐ সোঽহং পুরুষের নিম্নকেন্দ্র থেকে,—
হয়তো তা'কেই সাধকরা
'ভ্রমরগুহা' বা 'গুফা' ব'লে থাকেন ;
এমনি ক'রে নানা স্তরে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ঐ অণু-সঙ্কলন
ক্রমে ঘনায়িত হ'তে-হ'তে
কণায় পর্য্যবসিত হ'তে লাগল,
এই কণা হ'তেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল পিণ্ডিকা
অর্থাৎ সুসংহত কণারাশি,
যা'র যথাবিহিত নিবদ্ধ পরিক্রমায়
ফুটে উঠল—
এই জগৎ বা পিণ্ডদেশ,—
যা' অবস্থামাফিক চেতনদীপনার ভিতর-দিয়ে
জৈবী-নিয়মনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'র পরিবেশকে তেমনতরই
অনুভব ক'রতে লাগল ;
ফল কথা, ঐ চিদ্-অণু,
চিদ্-অণু-সঙ্কলিত পরমাণু,
পরমাণু-সঙ্কলিত অণু,
অণু-সঙ্কলিত কণা,
ও কণা-সঙ্কলিত পিণ্ডিকার
ওতপ্রোত সংশ্রব-সন্দীপনা থেকে
বিভিন্ন পরিক্রমায়
সংশ্রব-সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
মাতৃক-জগৎ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো,
যা' সমবিপরীত সঙ্গমের ভিতর-দিয়ে
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-পরিক্রমায়

নানা বৈশিষ্ট্যে প্রকটিত হ'য়ে
প্রকট হ'তে লাগল,
আর, এ হ'তেই ঐ ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের মোহনাতেই
ত্রি-ধারার উৎপত্তি হ'য়ে উঠলো,
ইড়া অর্থাৎ গতিসম্বেগ,
পিঙ্গলা অর্থাৎ জ্যোতিঃসম্বেগ,
আর, সুষুম্না অর্থাৎ অব্যক্ত শব্দে
অতিশায়নী সম্বেগ বা প্রবর্ত্তনা
স্তরে-স্তরে নানাপ্রকার
স্থূলদেহ অবলম্বন ক'রতে-ক'রতে
স্থূল হ'তে স্থূলতরে অভিব্যক্ত হ'তে লাগল,
এই ত্রিকুটিতে
বিরাট শূন্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ কণাগুলির নানা পরিক্রমা
সঙ্কোচনার বিরাট অন্ধকার ভেদ ক'রে
সহস্রারে
স্ফুটন-দীপনায়
আত্মপ্রকাশ ক'রতে লাগল,
এই সহস্রারই হ'চ্ছে
স্থূল জগতের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি,
একেই বোধ হয় সাধকরা
'জ্যোতিনিরঞ্জন' ব'লে থাকেন ;
তারপর যথাক্রমে
অন্যান্য লোক, স্তর, কমল বা মণ্ডল সৃষ্টি হ'য়ে
স্থূলতরে আত্মবিকাশ লাভ করলো—
জীবন-দীপনা নিয়ে,—
বীপ্সানুগ আবর্ত্তনে,

এর প্রত্যেকটি স্তরে শব্দ, রাগ বা রং ও জ্যোতি
বিভিন্ন প্রকারের ;
এই জীবনপ্রভা বিস্ফুরণের সাথে-সাথেই
আত্মসংরক্ষণ, আত্ম-সম্পোষণ
ও আত্মবিস্তারণ-প্রবোধনা
ক্রমশঃই জেগে উঠতে লাগল—
নানা ছন্দের লীলায়িত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
নানা বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'তে-হ'তে
বোধ-সঙ্কলনী তাৎপর্য্যে
একটা দৃপ্ত জীবনীয় তালে,
এই ছন্দ এক-এক পরিস্থিতিতে
সেই পরিস্থিতিতে যেমন সম্ভব
তেমন ক'রেই আত্মপ্রকাশ ক'রতে লাগল ;
আর, এরই অন্তর্নিহিত অণুগুলি
ঐ আত্মরক্ষণ, আত্মপোষণ
ও আত্মবিস্তারণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
বিন্যাস লাভ ক'রতে লাগল,—
সেইগুলিই হ'লো জনি ;
প্রাথমিক জীবনে অনেক স্থলে
একই দেহে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গতি সম্ভব হ'য়ে উঠলো,
ওকেই বোধ হয় সাধকরা
'অর্দ্ধনারীশ্বর' বলেছেন,
পরে পরিবেশ ও প্রাণন-পরিচর্য্যার
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
স্ত্রী-পুরুষের দেহ আলাহিদাভাবে
উৎক্রামিত হ'য়ে উঠলো,

আর, ঐ পুরুষেই নিহিত থাকলো
স্ত্রী-বীজ ও পুং-বীজ উভয়ই,
বিভিন্ন সংশ্রয়ে,
বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
ঐ বীজই স্ত্রী-গর্ভে
পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন সংগঠনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
স্ত্রী ও পুরুষে ভেদ সৃষ্টি ক'রে চললো ;
স্ত্রী-ডিম্বকোষে রইলো
জনি-অনুপাতিক রজোবিন্যাস,—
যা' পুরুষের বীজ-অনুস্যূত সম্ভাব্যতাকে
দেহে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে ;
আর, পুরুষের বীজদেহে রইলো জনি—
জীবন-গুণ-পনা ;
আবার, যেমন-যেমন বিশেষত্ব
যেমন-যেমন ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো,
তদনুপাতিক পুরুষ ও স্ত্রীর ভিতরে
ঔপাদানিক সমাবেশ তেমনতরই হ'য়ে রইলো,
যা'তে তজ্জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারে,
এমনি ক'রেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
সংক্রমণশীল হ'য়ে
নানা তাৎপর্য্য-তৎপরতায় চলতে লাগলো—
একটা বিবর্ত্তনী আবর্ত্তন-সংক্ষুধ সম্বেগে—
ছন্দানুবর্ত্তিতায়,
প্রত্যেকটি ছন্দ আবার
উপযুক্ত অভিব্যক্তি লাভ ক'রে

তা'র পারিবেশিক প্রত্যেকটি ছান্দিক অভিব্যক্তির ভিতর
আত্মিক সংশ্রয় লাভ ক'রে চলতে থাকলো,
তাই, প্রত্যেকটি অভিব্যক্তির
পরম আকুতিই হ'চ্ছে
নিজে থেকে বা বেঁচে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলা,
সম্বর্দ্ধনায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চলা—
নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যমাফিক—
সর্ব্বতোভাবে—
যে যেমন, সেই তাৎপর্য্যে,
এমনি ক'রেই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে
ভর-দুনিয়া সচ্চিদানন্দে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো ;
ঈশ্বর মহান,
তিনি, "অণোরণীয়ান্
মহতো মহীয়ান্" ;
আবার, সুকেন্দ্রিক তদর্থপরায়ণ তপানুচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে
জনিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে
কুশল-ধী হ'য়ে
সার্থক সমঞ্জসা এই তত্ত্ব
যাঁ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-পুরুষ,
লোকপালী নরবিগ্রহ তিনি,
প্রেরিত বা তথাগত তিনিই,
তিনিই মৈত্রেয়—
মানুষের স্বতঃ-সম্পাদ,

সংহতির জীয়ন্ত কেন্দ্রকীলক,
বিবর্ত্তনের পরম হোতা;
এই হ'লো মোকৃথা কথায়—
পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড ও চৈতন্য-দেশের মোকৃথা বিবরণ,
যা' প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে আমার কাছে। ৪৫৩৫।
১১৮।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

সহজ হও,
প্রিয়পরমে অচ্যুত-অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে
তঁৎস্বার্থী হ'য়ে ওঠ,
নিজেকে তঁদনুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত কর,
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
প্রিয়তপা হ'য়ে,
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার, আচার ও সদনুচর্য্যায়
নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে তোল,
পরিবেশকে প্রীতি-অনুচর্য্যায়
আদানে-প্রদানে
অনুকম্পী অনুবেদনায় সংহত ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে,
এমনি ক'রেই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বতোভাবে,
আশীর্ব্বাদ অশেষ উচ্ছ্বাসে
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলুক
সহজ সম্বেগ নিয়ে। ৪৫৩৬।
১১৮।১৯৫২, রাত ৯-৩০

অন্যায়কে আবৃত কর—
পরিশোধন-তৎপর হ'য়ে,
উপযুক্ত স্থলে নিরোধ কর—
যেন তা' সংক্রামিত না হয়,
আর, ন্যায়কে অবাধ ক'রে তোল,
মুক্ত ক'রে তোল—
সঙ্গতি-সম্পন্ন অন্বয়ী তৎপরতায়,
এমনি ক'রেই ন্যায়বান হ'য়ে ওঠ। ৪৫৩৭।

১৪।৮।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

যে-কোন অনুশাসন বা আইন,
সৎ-সন্দীপী বিধি-বিনায়িত যিনি
তাঁকে যদি সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে অনুচর্য্যা না করে,
শাতনী সর্ব্বনাশ ঐ পথেই অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
দেশ ও সমাজকে বিষাক্ত ক'রে
নিরয়ী জাহান্নমে আহুতি দিয়ে থাকে,
কারণ, ঐ ব্যক্তিত্বই অনুশাসনের প্রতীক
ও প্রতিষ্ঠাতা। ৪৫৩৮।

১৯।৮।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

মানুষের অন্তঃকরণে
যে-প্রবৃত্তি যেমন আধিপত্য করে,
তা'র আদর্শ, সন্ধিৎসা ও চাহিদা
তেমনিই হ'য়ে থাকে,
আবার, ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠেও তেমনি। ৪৫৩৯।

২০।৮।১৯৫২, রাত ১-১০

যখনই দেখছ, পাঁচ মাথা
একবুদ্ধিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
এই পাঁচে কোন বোধি
সর্ব্বসঙ্গতি লাভ করেনি—
উপায়ে, উদ্দেশ্যে ও আদর্শে;
তা'র মানেই
সফলতায় বিপত্তিকে অনুমান ক'রতে পার। ৪৫৪০।
২০।৮।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

যে-বিধান বা অনুশাসন অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
মানুষের জীবন-বর্দ্ধন
ও সত্তাপোষণী সম্প্রীতি ও স্বচ্ছন্দতাকে
অনুচর্য্যা করে না,—
তা'কে নিরোধ না করাই পাপ। ৪৫৪১।
২২।৮।১৯৫২, সকাল ৭-১০

যা'রা অনুশাসনকে
লোকপীড়ক অস্ত্র ক'রে ব্যবহার করে—
ঈর্ষ্যালিপ্সু, অসৎ অভিযান নিয়ে,
কু-অভিসন্ধির আপূরণী ক'রে,
মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে,—
তা'রা অসাধু, অসচ্চরিত্র,
আদর্শবিহীন অব্যবস্থ
প্রবৃত্তির ক্রীড়নক তা'রা;

তা'রা মহাপাপী,
শাতনের নিকট-আত্মীয়,
নরকেরও কলঙ্ক,
ঈশ্বরের আশিস্-নিঃশ্বাস
বিষাক্ত, বিক্ষুব্ধ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
নিরয়ী অভিসম্পাতে
তা'দিগকে ভীষণ ভঙ্গুর ভয়সঙ্কুল সংঘাতে
নিপীড়িত ক'রে তোলে। ৪৫৪২।

২২।৮।১৯৫২, সকাল ৮-২২

বিধি যেখানে দুষ্প্রয়োগদুঃস্থ,
সৎ বা মহৎও সেখানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ৪৫৪৩।

২৬।৮।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

বিচার যেখানে কোতোয়ালীর ক্রীড়নক,
তা' যে লোকপীড়ক,—
সেটা নিঃসন্দেহেরই প্রায়শঃ। ৪৫৪৪।

২৬।৮।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

রাষ্ট্রিক অপচয়ী অভিঘাত ছাড়া
যে-কোন ব্যক্তিই
যে-কোন অপরাধে অপরাধী হো'ক বা না হো'ক,
সে যদি কোন ব্যক্তি বা কা'রও দ্বারা
অনুধাবিত হয়—
জীবন-সংশয়ী অভিঘাত আশঙ্কা করা যেতে পারে—
এমনতরভাবে,
আর, তা'কে যদি কোন ব্যক্তি

তা'র সাধ্যমতন আত্মরক্ষায় সাহায্য না করে,
বা কোন বৈধী অধিকারে অর্পণ ক'রে,
তা'র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করে,
যা'দের দ্বারা সে অনুধাবিত হচ্ছিল,
তা'রা যেমনতর অপরাধে অপরাধী
সেও তা' হ'তে
কম অপরাধী তো নয়ই,
বরং উৎকট ঔদাসীন্য-দৈন্যগ্রস্ত অপরাধের
স্বাভাবিক আশ্রয় সে,
সে পাপী তো বটেই,
পাপকর্ম্মার প্রশ্রয়ীও সে। ৪৫৪৫।

২৭৮।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

কোন রাজকর্ম্মচারী বা শান্তিরক্ষক সংস্থা
কোন দুষ্ট ঘটনার বিষয়ে
উভয় পক্ষের উপযুক্ত তদন্ত না ক'রে
এবং ঘটনার সম্ভাব্য সঙ্গতির
বিশেষ পর্য্যালোচনায় নির্দ্ধারিত
বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত না হ'য়ে
নিজ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা লোভ-বশতঃ
কিংবা কোন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে
কাউকে যদি অযথা অত্যাচার করে—
প্রতিষ্ঠার অপলাপ ক'রে
তা'র স্বাভাবিক কর্ম্মের বিরতি ঘটায়,
সে সর্ব্বতোভাবে দণ্ডার্হ,

সে লোকপীড়ক,
অসৎক্রিয়,
ও রাষ্ট্রের মর্য্যাদার বিক্ষোভ-সৃষ্টিকারক,
এমনতর কর্ম্মচারী অপসারিত করা তো বিহিতই,
বিশেষ দয়াপরবশ হ'লেও
তা'র অপনয়ন নিতান্তই সমীচীন,
এমনতর কর্ম্মচারী যদি শাস্তির অধিকারী না হয়,—
তা' গণক্ষোভের কারণ হ'য়ে
রাষ্ট্রকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ৪৫৪৬।
২৭।৮।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

কোন অবাঞ্ছনীয় ঘটনার তদন্ত
যেই করুক না কেন,
তা' গণ-প্রধানই হো'ক,
বা শান্তি-সংস্থার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীই হো'ক
সে বা তা'রা যদি
উভয় পক্ষের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তদন্ত ক'রে—
তা'র বাস্তবতাকে বিহিতভাবে উপলব্ধি না ক'রে—
বা সুষ্ঠু সন্ধিৎসুতা নিয়ে
উভয় পক্ষের সম্বাক্ষর উক্তিগ্রহণে
বাস্তব অবস্থা ও ঘটনাকে
বিহিতভাবে উদ্ঘাটন না ক'রে—
কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত-করতঃ
তা'কে কোনপ্রকারে পীড়িত ক'রে তোলে,
আর, সেই পীড়ন যদি
তার মান, সম্ভ্রম, ব্যক্তিত্ব বা সত্তাতে সংঘাত সৃষ্টি করে,
বিক্ষোভ সৃষ্টি করে,

সেই তদন্তকারী ন্যায়চক্ষুতে
সমীচীনভাবে দণ্ডার্হ তো বটেই,
তা' ছাড়া, অপকর্ম্মের অনুপ্রেরক হিসাবে
শাসন-সংস্থায় ঘৃণ্য মর্য্যাদারই উপযুক্ত। ৪৫৪৭।
২৭।৮।১৯৫২, সকাল ১০টা

রাষ্ট্রের উপচয়ী
গণ ও সমাজের উপচয়ী
যেমনতর সমালোচনাই হো'ক,
চিরদিনই আদরণীয়,
তেমনি রাষ্ট্র, গণ ও সমাজের
অসৎ-নিরোধী অনুপ্রেরণাও
আদরণীয় ও বরণীয়,
কিন্তু অসৎ-প্রবর্দ্ধনী অনুদীপনা
যা' রাষ্ট্রের অপচয়ী,
যা' আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, গণ, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য
ও সমাজকে খিন্ন ক'রে তোলে,
তা' সর্ব্বথাই পরিত্যাজ্য
এবং নিরোধনীয়। ৪৫৪৮।
২৭।৮।১৯৫২, সকাল ১০-৩৫

শান্তি-সংস্থার যে-কোন কর্ম্মচারীই হো'ক,
বা রাষ্ট্রনিয়মনী যে-কোন কর্ম্মচারীই হো'ক,
সে যদি মিথ্যা অনুদীপনা নিয়ে
আক্রোশ বা লোভ-বশতঃ
কাউকে পীড়িত করবার অভিপ্রায়ে
অসৎ-প্রশ্রয়ী হ'য়ে

জনগণকে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত-হিসাবে
উদ্ধত অত্যাচার ও অবাঞ্ছিত অন্যায়কর্ম্মে
উত্তেজিত ক'রে তোলে,
সে সর্ব্বথাই দণ্ডনীয়,
কারণ, তা'র ঐ অনুদীপনা
অসৎকে উদ্ধত ক'রে
রাষ্ট্রের বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
সংহতিকে সংঘাত ক'রে থাকে,
সম্পদকে অবদলিত ক'রে থাকে,
সে পাপ-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন ও পাপকর্ম্মা। ৪৫৪৯।
২৭|৮|১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

শান্তি-সংস্থার যে-কোন কর্ম্মচারীই
হো'ক না কেন,
যা'দের ভিতর কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা
সংঘটিত হয়,
তা'দের উভয়ের অন্তঃকরণকে
প্রীতি-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় সংশ্রয়ী অভিনন্দনে
পরস্পরকে মিলনাবদ্ধ ক'রে
পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে অন্তরাসী ক'রে তুলে
ব্যাপারকে যাঁ'রা যত
আপোষে মিটিয়ে দিতে পারেন—
উপযুক্ত সৎ-অনুদীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তা'দিগকে,—
সাধুবাদ কিন্তু তাঁ'দেরই প্রতি ;
ধন্য তাঁ'রাই

যাঁ'রা শান্তি সংঘটন ক'রে তুলতে পারেন,
এ বিষয়ে যাঁ'রা যত বহুদর্শিতা লাভ করেছেন—
সুসঙ্গত, সার্থক, নৈপুণ্যমণ্ডিত, তীব্রকর্ম্মা
বোধায়নী কুশল দক্ষতায়,—
পদোন্নতি তাঁ'দের জন্য
'স্বাগতম্'—অভিদীপনায় অপেক্ষা ক'রে থাকে,
প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি যেখানে সৎ,
তা'দের স্বাভাবিক স্বধর্ম্মই এমনতর,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর,
অবশ্য, অবাঞ্ছিত হিংস্রকর্ম্মের ক্ষেত্রে ছাড়া,
তা'রা নারকীয়-প্রবৃত্তিসম্পন্ন তেমনতর,
তা'দের ঐ প্রবৃত্তিকে
কূটচাতুর্য্যের সত্তাপোষণী পরিবেদনায়
শ্রেয়ানুগ পন্থায়
কাজে লাগান সমীচীন,
তা'রা কিন্তু ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সমাজ ও রাষ্ট্রের নারকীয় অভিঘাতের স্রষ্টা,
মর্য্যাদা এদের অভিনন্দিত যতই ক'রে থাকে,—
রাষ্ট্রও তত গণক্ষোভী হ'য়ে চলে;
রাষ্ট্রনায়কগণ! কূট সন্ধিৎসু চক্ষে
এগুলিকে অবলোকন ও নিয়মন ক'রতে ভুলো না,
বিভ্রান্ত হ'য়ো না। ৪৫৫০।
২৭।৮।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৫

নারীর পুরুষ-সহবাস
ও গর্ভধারণের ভিতর-দিয়ে
তা'র রক্তে এমনতর স্থায়ী পরিবর্ত্তনের

উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
যে, সে যদি পরে সেই পুরুষ ছাড়া
অন্য পুরুষের সহবাসে গর্ভধারণ করে,
তবে তা' সেই জাতকের বৈধানিক সংস্থিতিকে
এমনতরই খিন্ন, অব্যবস্থ, অপলাপী ক'রে তোলে,
এমন-কি, জীবন-সংশয়ী ক'রে তোলে,
যা'তে ঐ জাতকের
এই দুনিয়ায় উদ্গম বা আবির্ভাবই
দুরত্যয়ী দুর্বিপাকে দুর্বিসহ হ'য়ে ওঠে,
অথবা তা'র মরণ-সংশ্রয়ে আত্মবিলয় করা ছাড়া
পথই থাকে না,
তা' ছাড়া, ঐ নারীর স্নায়ুবিধানও
সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হওয়ায়
সে অব্যবস্থ জীবন-যাপন ক'রতে বাধ্য হয় ;
তাই, নষ্টা বা বর্জ্জিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও যা'—
দাহ-দগ্ধ জীবন-বহনও তা'ই,
তা' ছাড়া, অমনতর বিষ সংক্রামিত হ'য়ে
দুনিয়াকেও দুষ্ট করতে থাকে,
যদিও ঐ জাতীয় মেয়েদেরও
শ্রেয়-সঙ্গতি মন্দের ভাল। ৪৫৫১।
২৮।৮।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

তোমরা প্রিয়পরমে যা'তে
সবসময় অনুরাগরঞ্জিত থাক,—
চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে তা'ই কর,
তাঁদর্থ যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তোমার জীবনে তাঁ'কেই মুখ্য ক'রে ধর ও কর,

সামগ্রিকভাবে তাঁ'র উদ্দেশ্য ও অভিযানকে
ধারণায় জাগ্রত ক'রে রাখ,
আর, ওর উপরেই নির্ভর ক'রে
পারস্পরিকতায় প্রত্যেকের সহিত সুসঙ্গত হও—
বোধিকুশল ধী ও তৎপরতা নিয়ে,
তোমার বা তোমাদের কোন গুচ্ছের প্রতি
যা' করণীয় ব'লে নির্দ্ধারিত ক'রে নিতে পার,
সেই করণীয়গুলি যা'তে সুদক্ষভাবে নিষ্পন্ন হয়,—
তা'র প্রতি দৃষ্টি রেখে
তোমার চলার পথে
ঐ সমগ্রতার যা'-কিছু
তোমার বা তোমাদের বোধিতে জাগ্রত হয়,
যেখানে যেমন
সেখানে তেমনি ক'রে তা'কেও আয়ত্ত ক'রতে ভুলো না,
আবার, তা' আয়ত্ত ক'রতে গিয়ে
মুখ্য কর্ম্মকেও গৌণ ক'রে ফেলো না,
এমনি ক'রেই সঙ্গতি, সংহতি
ও সার্থক নিষ্পন্নতাকে
সক্রিয় তপস্যায় আয়ত্ত ক'রে ফেল,
আর, এই চলনায় সব সময়ই যেন মনে থাকে—
তোমার বাক্য, ব্যবহার, আচার, চলন-চরিত্র
যা'-কিছু
এমন-কি, ভৎ'সনাও যেন
সকলের হৃদ্য হয়,
উদ্দীপনাময়ী হয়,
এবং যোগ্যজীবনে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে

তোমাকে ও সকলকে ;
মনে রেখো, তোমার চলনা যেন সব সময়ই
উৎক্রমণী ও উপচয়ী হ'য়ে চলতে থাকে,
অপচয়ী কিছুতেই না হয়,
কারণ, তোমার ঐ অপচয়
তাঁ'কেও অপচয়ী ক'রে তুলবে ;
মোকৃথা এইটুকুর উপর দাঁ'ড়িয়ে
তোমার সুনিষ্ঠ উৎক্রমণী চলনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
মহান ব্যক্তিত্বে উৎক্রমণশীল ক'রে তুলতে থাকবে,
যা' জীবনে, জ্যোতিতে, যোগ্যতায়
সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনায়
তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে
সার্থকতার মহান্ ঔজ্জ্বল্যে
দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে। ৪৫৫২।
২৮।৮।১৯৫২, সকাল ৯টা,

যে-কাজেই হো'ক
মানুষকে শুধুমাত্র অনুরোধ
বা আবেদন ক'রলেই যে
সব সময় সুরাহা হ'য়ে উঠবে
তা'র কোন মানে নেই,
তা'কে তোমার উদ্দেশ্যে
উদ্দীপিত ক'রে তুলতে হবে,
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে হবে,
অনুবেদনী ক'রে তুলতে হবে এমনতর ক'রে—
যা'তে সে তোমার সার্থকতার সমাধানে

সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত না হ'য়েই পারে না,
আর, এ করতে হ'লে
যেমনতর সঙ্গতি, বোধি, প্রীতি ও প্রবোধনা প্রয়োজন,
তা' যেন তোমার চরিত্রে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
স্ফোটন-বিকীর্ণতায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে,
এই চলনায় অনেক-ক্ষেত্রেই তুমি
হয়তো সার্থকতা লাভ ক'রতে পার। ৪৫৫৩।
২৮৮।১৯৫২, সকাল ৯-৩৫

জঘন্য পাপী, কুৎসিত-কর্ম্মা যে
তা'র প্রতিও তোমার বাক্
এমন-কি, শাসন ও ভৎ´সনাও যেন
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
অনুচর্য্যায় সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে—
দৃঢ় অনুশাসন-তৎপর থেকেও ;
তুমি তা'র কাছে ভয়াল হ'য়ে উঠো না,
তা'র ঐ পাপাসক্তি যেন তা'র কাছে ভয়াল হ'য়ে ওঠে,
তোমার ঐ হৃদ্য ব্যবহার
তা'র ঐ স্নায়ুগুলিকে যেন নিথর ক'রে তোলে,
এমনতর যতই ক'রতে পারবে,
সংশোধনের পন্থাও ততই সুগম হ'য়ে উঠবে,
তাই কবি বলেছেন—
'দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার'। ৪৫৫৪ ।
২৮৮।১৯৫২, সকাল ১০-২০

নিরন্তর খরস্রোতা আগ্রহ-অনুদীপনা নিয়ে
স্বকেন্দ্রিক ইষ্টতপা যা'রা,
তা'দের কৌষিক উপাদান-বিন্যাস
এমনতরই সংস্থিতি লাভ করে,
যা'তে তাদের বৈধানিক বিবর্ত্তন
বিশুদ্ধ পরিক্রমায়
ব্রাহ্মীদেহে উৎক্রামিত হ'য়ে ওঠে ;
ফলে, তা'দের অনুভূতিগুলিও
সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য নিয়ে
সুসঙ্গত, সর্ব্বাঙ্গীণ বৈধানিক সার্থকতায়
ধৃতিলাভ ক'রে চলতে থাকে ;
আর, অমনতর হওয়াটাকেই
ব্রাহ্মীতনুলাভ বলা যেতে পারে। ৪৫৫৫ ।

৩০।৮।১৯৫২, সকাল ৭টা

কোন বিষয় বা ব্যাপারের
সমাধান করতে হ'লেই,
সমগ্র বিষয় বা ব্যাপারকে
সম্যক ও সমীচীন-ভাবে অনুধাবন কর—
তা'র প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গতি রেখে,
তা'র ভিতর বাস্তব কতখানি
অবাস্তব কতখানি নিরূপিত ক'রে,
তাহ'লেই, কোথায় কিজন্য কেমন ক'রে
কী ক'রতে হবে,
ক্রমশঃ তা' তোমার বোধিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
যেখানে যা' করণীয়
তা'র কোন-কিছুকে বাদ দিও না,

বাদ দেওয়া মানেই—
তোমার বা তোমাদের অনুকূলে
স্থরাহা হওয়ার খাঁকতি
অতটুকুই র'য়ে যাবে ;
নিজেই কর, আর তোমরা পাঁচজনে মিলেই কর,
যে যা' করবে—
তা' সমগ্র হৃদয়, আগ্রহ ও সম্বেগ নিয়ে,
আর, এই করার ভিতর
ঐ সামগ্রিকতার অনুকূল
যে যতখানি পার
তা' করতে ভুলে যেও না,
তোমরা যদি বহু হও,
প্রত্যেকের সাথে এমনতর সঙ্গতি রেখে চলবে
যা'তে তোমাদের ভিতর
কোনপ্রকার দ্বৈধীভাব না আসে,
তোমাদের চলনা কোথাও ঢিলে
কোথাও বা উদ্যমশালী হ'য়ে না ওঠে,
এ উদ্যম যেন প্রত্যেকেরই ভিতর
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক যতখানি সম্ভব
স্ফীত হ'য়ে ওঠে,
এবং ঐ স্ফীত রাগ নিয়েই যেন চলতে থাকে—
হৃদ্য, সুনিষ্ঠ, সুসম্পাদনী আবেগ নিয়ে,
এমনি ক'রে সমস্ত বিষয়টাকে
তোমার উদ্দেশ্যমাফিক মীমাংসায়
সঙ্গতিশালী ক'রে
নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
অবাস্তব বা অবান্তর যা'-কিছু তা'র ভিতর আছে

সেগুলিকে এমনতরভাবে ঝেড়ে ফেল,
যা'তে সেগুলি ঐ তোমার নিষ্পন্নতায়
কোনপ্রকারেই বাধা সৃষ্টি করতে না পারে,
দক্ষ, কুশলকৌশলী বোধায়নী তৎপরতায়
সন্ধিৎসাপূর্ণ সন্ধিক্ষু চলনে
এমনতরভাবেই চলতে থাকবে,
যা'তে কা'রও সাথে দ্রোহের সৃষ্টি না হয়
এবং নিষ্পন্নতা নিশ্চিত হ'য়ে ওঠে তোমাদের কাছে,
এমনতর হৃদ্য চলনে চলবে—
পরিবেশ ও তোমাদের প্রত্যেকের ভেতর সঙ্গতি নিয়ে,—
কোথাও যেন একটু ফাঁক না থাকে,
তৎপরতায় ত্রুটি না থাকে,
সময় ও সুযোগের অপব্যবহার না হয়,
যেখানে যেমন করণীয়,
যা' করলে নিষ্পন্নতা
সুরাহায় সম্বেগশালী হ'য়ে চলতে পারে,
তা'ই ক'রে চ'লো—
সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার অন্তরায় ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে
বজ্রকপাট সৃষ্টি ক'রে,
যেখানে যেমন খবর রাখা উচিত তা' রেখে,
ও যেখানে যেমন নিয়ন্ত্রণ সমীচীন তা' ক'রে,
অশিষ্ট বা অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে ;
তোমাদের বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
এমনতর দক্ষ, কুশলকৌশলী,
সুসঙ্গতিসম্পন্ন, সম্বেগী হওয়া চাই,—
যা'তে পরস্পরের ভিতর কোনপ্রকার
অসঙ্গতি না থাকে,

এমনি ক'রে
ব্যাপার বা বিষয়কে
পরমসার্থকতায় নিষ্পন্ন ক'রে
তোমরা আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতা তোমাদিগকে অভিবাদন করুক,
কৃতার্থতার সুষমা তোমাদিগকে আমোদিত ক'রে তুলুক;
কৃতী যা'রা,
ঈশ্বর তা'দিগকে পুরস্কৃত করেন। ৪৫৫৬।
৩১৷৮৷১৯৫২, সকাল ৭-৫

সঙ্গতিহীন স্বীকার আনে দুর্দ্দশারই জয়,
তাই, যে-স্বীকার বা স্বীয়করণে সঙ্গতি নাই,
এমনতর স্বীকারে প্রলুব্ধ হওয়া মানেই
বঞ্চনারই বিদ্রূপাত্মক ভ্রূকুটিকেই আহ্বান করা;
তাই, কোন কিছুকে মেনে নিতে,
স্বীকার করতে
বা বলতে হ'লেই
সর্ব্বতঃসঙ্গত যা' তা'কে বিচার ক'রে,
বিবেচনা ক'রে
তা' ক'রো—
তন্নিহিত অনুকূল প্রতিভাকে উপলব্ধি ক'রে। ৪৫৫৭।
১৷৯৷১৯৫২, সকাল ৬-১৫

কা'রো সাথে আলাপ-আলোচনার ভিতরে
কোন কথা, ভাবভঙ্গীতে
যেখানেই দেখবে সম্বেগী সমর্থন—
সেইটেকে তোমার উদ্দেশ্যের অনুকূলে

বিহিত নিয়ন্ত্রণে
উদ্দীপ্ত সম্বেগে
হৃদ্য সক্রিয় সংবেদনী সহানুভূতিতে
কথা ও আচার-ব্যবহারের অনুচর্য্যায়
স্ফীত ক'রে তুলে
নিজের সাথে সুসঙ্গত ক'রে
তেমনতরভাবে যদি তা'কে নিয়ন্ত্রণ করতে পার,
তৎপর ক'রে তুলতে পার,
আগ্রহপ্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পার
তোমার ভাবের অঙ্গাঙ্গী ক'রে,—
তা'কে অনেকখানি তুমি পাবে—
সক্রিয় তৎপরতায় ;
আর, যতক্ষণ দেখবে,
তা'র অলস সমর্থন আছে,
ততক্ষণ তোমার বহু অনুরোধও
তা'কে কোনক্রমেই সক্রিয় ক'রে তুলতে পারবে না
তোমার বিষয়ে ;
তাই, ভেবে-চিন্তে
নিজের বাক্-চালনাকে
স্থান-কাল-পাত্রানুপাতিক উপযুক্ত নিয়মনে
অভ্যস্ত ক'রে তোল ;
অনেক ক্ষেত্রেই
সক্রিয় সমর্থন ও সুরাহা
প্রশস্ত হ'য়ে উঠবে। ৪৫৫৮।
১।৯।১৯৫২, সকাল ৭-১০

যদি কেউ নিরাকৃতির গৌরববাহী না হ'য়ে,
বরং তোমার কাছে এসে বলে,—

'অমুকে তোমার নিন্দা করছে,
অমুকে কুৎসিত কথা বলছে,
ঘৃণা করছে,
চারদিক দিয়ে লোকে টিটকারী দিচ্ছে,
দুর্বিপাকে ফেলতে চেষ্টা করছে'—ইত্যাদি,
অথচ সে সেগুলিকে নিরাকৃত না ক'রে,
তা'দের হৃদয় জয় ক'রে
তোমার নন্দনা উপভোগ করবার
প্রলোভনে বিরত হ'য়ে
মৌখিক সহানুভূতি নিয়ে
ঐ জাতীয় বার্ত্তার আমদানী ক'রে চলে,
সে তোমাকে যতই ভালবাসার ভঙ্গী
দেখাক না কেন,—
তা'র বিশ্বস্ততা সম্বেগহারা, দুর্ব্বল,
তোমার দুর্দ্দৈব-নিরাকৃতির গৌরববাহী নয়কো,
সাম্য-সমীক্ষা নিয়ে
তা'র প্রতি যা' করণীয়
তেমনি ক'রেই চ'লো,
নির্ভর ক'রে দুর্ভোগের ভাগী হ'য়ো না। ৪৫৫৯।

১।৯।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

যখনই দেখছ—
তোমার আপদে, বিপদে, দুঃখে, দুর্দ্দশায়
অপমানে, পীড়নে
কেউ সহানুভূতিপ্রবণ হ'য়ে
সসঙ্গতি তোমার ঐ দুর্ভোগ-নিরাকরণ তৎপর হ'য়ে

সক্রিয় সহানুভূতির আবেগোচ্ছল সন্দীপনা নিয়ে
পারস্পরিক স্বতঃ-সন্দীপনায় সম্বদ্ধ হ'য়ে
তোমাকে আগলে ধরছে না,
বা তুমিও কাউকে অমনতর করছ না,
তখনই বুঝো—তোমরা আদর্শবিহীন, অসংহত,
দৃপ্ত হৃদয়-সম্বেগ নিয়ে·ইষ্টনিবদ্ধ নওকো,
সঙ্ঘ, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রের প্রতি
প্রাণস্পার্শী আবেগদীপ্ত প্রীতির
কথঞ্চিৎও নেইকো তোমাদের,
তাই, লোকপ্রাণতাও নেই,
দুর্বিপাকের ইন্ধন ছাড়া তোমরা আর কিছুই নওকো,
অন্যের খাদ্য ও পদলেহী হওয়ার গর্ব্বেপ্সা ছাড়া
প্রাণবন্ত সম্বল কিছু নাই—
যা' সংহতিতে সন্দীপ্ত হ'য়ে
শক্তিতে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
স্বাধীন তোমরা কিছুতেই নও,
স্বাচ্ছন্দ্য-চলন তোমাদের কাছে রূপকথা মাত্র,
সক্রিয় সহানুভূতি-সম্পন্ন সম্বন্ধে
সুবদ্ধ কেউই নও তোমরা,
ক্ষোভ ও আপসোস নিয়ে
অযথা অন্যায্যভাবে অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হ'য়ে
জীবন-ধারণ করাই
তোমাদের অর্জ্জিত কর্ম্মের ভাগ্যলেখা ;
যতক্ষণ সামলে না দাঁড়াবে,—
এ বিদ্রূপ তোমাদিগকে রেহাই দেবে না কিছুতেই,
এখনও সাবধান হও। ৪৫৬০।

১।৯।১৯৫২, বেলা ১১-১০

যে-সঙ্গতি স্বভাবসঙ্গত নয়

তা'র গোড়ায়ই গলদ। ৪৫৬১।

৩।৯।১৯৫২, রাত ৭-৫০

জীবনে তুমি যা'কে চেয়েছ,

তা'কে উপলব্ধি করতে বা অর্জ্জন করতে

যেমন ক'রে তা' করতে হয়,

তেমনি ক'রেই তা' ক'রতে হয়েছে,

ঈশ্বরকেও যদি চাও,—

তাহ'লেও তেমনিই ক'রে চলতে হবে,

নয়তো, ঈশ্বর আধিপত্যের আয়তনে

তোমার বোধিদর্শনে

প্রকট হ'য়ে উঠতে পারবেন না। ৪৫৬২।

৩।৯।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

ঈশ্বরকে স্বীকার কর,

তা'তে তাঁ'র আপত্তি নাই,

অস্বীকারেও তা'ই,

কিন্তু তাঁ'কে তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

যতখানি আপন ক'রে তুলতে পারবে—

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,—

তিনি তেমনিই তোমার বোধিদৃষ্টিতে

উদ্ঘাটিত হ'য়ে উঠবেন। ৪৫৬৩।

৩।৯।১৯৫২, রাত ৮-৫০

যে-আধিপত্য

তোমার প্রাণনপ্রদীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে,

তোমার বিধানকে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক পরিমাপনায়
বিধায়িত ক'রে রেখেছে,—
তিনিই তোমার অন্তরের ঐশী শক্তি,
তুমি তাঁ'রই শরণ লও,
অর্থাৎ, তাঁ'কেই রক্ষা ক'রে চল—
ইষ্টানুগ নিয়মন-তৎপরতায়,
ওতেই তোমার স্বস্তি ও শান্তি। ৪৫৬৪।
৩।৯।১৯৫২, রাত ৯-২২

ঈশ্বর যা' করেন না—
কোন মহৎ বা বেত্তাপুরুষও তা' পারেন না,
যে বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বর যেমনভাবে যা' করেন, হন বা পান,
মহৎ বা বেত্তাপুরুষেরও তাই-ই পন্থা ;
তা' ছাড়া, বৈধী-নিয়মনকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
যা' পেতে হয়, ক'রতে হয় বা হ'তে হয়
তা' এই ঐশী মুলুকে হওয়া সম্ভব কিনা—
জানি না ;
সেজন্য যখন যেমন ক'রে যা' করলে
তা' সম্ভব হয়,
তখন তেমনি ক'রে—তা' করাই হ'চ্ছে
পাওয়ার পথ,
অচিন্ত্যভাবে যা' হয়,
তা'ও কিন্তু ঐ বৈধী-সমাহার। ৪৫৬৫।
৩।৯।১৯৫২, রাত ১০-১৫

কা'রও দায়িত্ব, অভিভাবকত্ব
বা অনুচর্য্যিতার আওতায়
যে বা যা'রাই থাকুক না কেন,
তোষণে, পোষণে, শাসনে, ভৎ'সনায়, দণ্ডে
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'দের জীবন ও বর্দ্ধনকে
সংযমনী তাৎপর্য্যে
প্রবর্দ্ধন-প্রদীপ্ত ক'রে তোলার অধিকার
তা'র সর্ব্বতোভাবেই আছে,
এটা প্রকৃতিরই অবদান;
এই প্রাকৃতিক অবদানের উপর
হস্তক্ষেপ যদি কেউ করে,
তা' অবৈধ অনুশাসন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
যা'র ফলে, সংহতি উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল হ'য়ে
সমাজের পক্ষে বিষ-জৃম্ভী হ'য়ে ওঠে। ৪৫৬৬।
৪।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'রা শুভসন্দীপী মীমাংসাকে অবজ্ঞা করে,
ঐক্য-বিধায়ক নয় যা'রা,
অসৎ-নিরোধী শান্তিপ্রচেষ্ট নয়কো,
তা'রা গণদ্রোহী,
আবার, যা'রা মীমাংসক,
ঐক্য-বিধায়ক ও শান্তিপ্রচেষ্টদের প্রতি
অযথা সংঘাত সৃষ্টি করে,
তা'রা শাতনেরই অনুচর,
বিচ্ছেদ, বিক্ষোভ, পতন ও অপলাপেরই অগ্রদূত,

এমনতর অসৎ-প্রবুদ্ধদের
শাসন-সংযত ক'রতে পারে না যে-সমাজ,
তা'রা জাহান্নমেরই পথযাত্রী। ৪৫৬৭।
৪।৯।১৯৫২, রাত ৭-৩০

ত্রিকাল-তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
গণ বা সমাজ-সংস্কারক যিনি,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠাতা যিনি,
যিনি লোক-আদর্শ,
এমনতর সংস্কারকের আসন
সবারই উচ্চে,
সবারই পূজনীয় তিনি,
বিধানের অর্ঘ্য-সার্থকতা লাভ করে সেখানেই;
ব্যষ্টিই হো'ক, সমষ্টিই হো'ক,
বর্ণানুগ সম্প্রদায়ই হো'ক,
আর সমগ্র সমাজই হো'ক,
নায়কই হো'ক,
আর খণ্ড-সংস্কারকই হো'ক,
বিধানই হো'ক আর আধানই হো'ক,
যে বা যা'ই হো'ক না কেন,
তাঁ'র প্রতি কোনপ্রকার অবজ্ঞা, অসূয়া, অসৌজন্য
যা'রা সহ্য করে,
তা'তে যা'রা নীরব থাকে,
নিথর থাকে,
তা'রা জীবন ও বর্দ্ধনের পরম শত্রু,
অসৎ-সন্দীপী তারা,

ধিক্কার, দণ্ড ও সংরুদ্ধ স্বতন্ত্রীকরণই
তা'দের পক্ষে শ্রেয়-অবদান,
যা'র ফলে সমাজ
দুষ্ট-সংক্রমণ ও বিষ-বিধ্বস্তিকে
এড়িয়ে চলতে পারে। ৪৫৬৮।
৪।৯।১৯৫২, রাত ৯টা

বিধি-উৎস যিনি,
তিনিই বিধাতা,
তাই, বিধি স্বতঃই সার্থকতা লাভ করে
বিধাতায়। ৪৫৬৯।
৪।৯।১৯৫২, রাত ৯-২০

যেই-যা' বলুক,
আর যেই যা' করুক না কেন—
তুমি ইষ্ট বা আদর্শে
অচ্যুতভাবে নিবদ্ধ থেকে
তাঁ'র আপূরণ-পোষণ-সার্থকতায়
যা'র যতটুকু পাবে
তা'ই গ্রহণ ক'রো,
আর, ক'রোও তেমনি,
বুঝে রেখো—
তা'ও যেন তোমার
বোধিবীক্ষণী নিয়ন্ত্রণের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে—
নিজের দাঁড়াকে শক্ত করতে—
অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে;
আরও নজর রেখে

তা'দের প্রতি তুমি এমনতর
হৃদ্য অনুবেদনী আপ্যায়না নিয়ে চ'লো,
যা'তে তোমাকে তা'রা অনায়াসে
আপন দরদী ব'লে গ্রহণ করতে পারে ;
বিশ্লিষ্ট হবে না,
অব্যবস্থ হবে না,
ক্রমশঃই সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৪৫৭০।
৪।৯।১৯৫২, রাত ১১-৩০

যা'রা নিজেদের উপজীবিকার খাতিরেও
সৎ ও শুভের অনুচর্য্যা ক'রে থাকে,
অর্থাৎ সত্য ও শুভের পরিচর্য্যাপরায়ণ
তা'দের অন্তর্নিহিত সাংস্কারিক গঠনই হ'য়ে ওঠে
ঐ সৎ ও শুভের অর্চ্চনা,
ঐ অনুচারী সন্দীপনাই
ইচ্ছায়ই হো'ক
আর অনিচ্ছায়ই হো'ক
তা'দের অন্তঃকরণে বসবাস ক'রে থাকে,
তা'দের জীবনই হ'চ্ছে
সম্ভ্রমাত্মক অর্ঘনীয়। ৪৫৭১।
৫।৯।১৯৫২, সকাল ৬-১৫

যা'রা লোকের কথায় চলে,
বাস্তবতার পরিচিতি নেই যা'দের,
তা'রা মিথ্যাকে বিদীর্ণ ক'রে
সত্য ও শুভকে
স্বতঃ-স্রোতা ক'রে তুলতে পারে না। ৪৫৭২।
৫।৯।১৯৫২, সকাল ৬-২০

যে-আধ্যাত্মিকতা
সুসঙ্গত বোধিতাৎপর্য্যের সান্দ্র নিয়মনে
মাতৃকজগৎকে উন্নতি-পরিক্রমায়
সঙ্গতিশীল, সম্বর্দ্ধনী ও সম্বৃদ্ধ ক'রতে পারে না—
সমাহারী সংক্রমণায়,—
তা' কিন্তু বন্ধ্যা। ৪৫৭৩।
৫।৯।১৯৫২, সকাল ৮-২০

শ্রেয়কে অবজ্ঞা বা অপমান করা
মানেই হ'চ্ছে—
মরণ-প্রসাদে নিজেকে ও মানুষকে
অভিষিক্ত ক'রে তোলা। ৪৫৭৪।
৫।৯।১৯৫২, সকাল ১০-৫

যেখানেই যাও,
আর যেখানেই থাক না কেন,
তোমার প্রতিষ্ঠান বা তোমাকে দেখার উদ্দেশ্য
বা আলাপ-আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে
যদি কেউ তোমার কাছে আসে,
ব্যস্ত-ত্বরিত সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'কে তোমার কাছে বসাও,
তা'র সঙ্গ কর,
তোমার আলাপ-আলোচনাগুলি সবই যেন
ইষ্টানুগ সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে;
হৃদ্য ব্যবহার ক'রো—
তা' বাক্যে ও চালচলনে,

আবেদন কর বা না কর,
তোমার বিনীত আবেদনী ভঙ্গী
যেন তাঁকে তোমার প্রতি দরদী ক'রে তোলে,
যেই আসুক না তোমার কাছে
আর সে যেমনই হো'ক,
অন্ততঃ এতটুকু হৃদ্য অভিব্যক্তি দিতে
কিছুতেই কসুর ক'রো না ;
প্রণম্য গুরুজনদের
বিনম্র প্রণতি-আপ্যায়নায়
তোমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট ক'রে তুলো',
ফুরসুত ক'রে প্রায়শঃই
আলাপ-আলোচনায় নন্দিত ক'রে তুলো তা'দিগকে,
সম্ভ্রান্ত বরেণ্য যা'রা,
স্মিত নম্র অনুচর্য্যায়
তৃপ্ত ক'রে তুলো' তা'দিগকে,
স্বতঃ-উৎসারণী আকুতি নিয়ে
তাঁ'রা যেন তোমাতে
সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট থাকেন,
ছোট স্নেহাস্পদ যা'রা
উৎসারণী উৎসাহে
তা'দিগকে এমনতর অনুদীপ্ত ক'রে রেখো,
যা'র ফলে, সব সময়ই তা'রা
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে নিয়ন্ত্রিত হ'তে ভালবাসে ;
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণায়
কে কোথায় কেমন ক'রে এগুচ্ছে,
সেদিকে নজর রেখো—
আদানে-প্রদানে আপ্যায়নায়

সত্তাপোষণী রক্ষণায় লক্ষ্য রেখে,
তোমার অমনোযোগিতার অবশ আচরণ
যেন কাউকে না হারায়,
আরো মনে রেখো,
তোমার সহচর, অনুচরবৃন্দ বা বন্ধুবান্ধব
তোমার দায়িত্বে যা'রা বসবাস করে,
তা'রা যেন
কা'রও প্রতি এতটুকু আপ্যায়নী অভিব্যক্তি দিতে
ত্রুটি না করে,—
যে ত্রুটি কোন-না-কোন সময়ে
তোমাকে শঙ্কিত ক'রে তুলতে পারে,
তুমি যদি অন্যথা ব্যস্ত থাক,
এমন সময় আগন্তুক কেউ যদি আসে,—
তা'কে বিহিত ব্যবহার ও অনুচর্য্যায় আপ্যায়িত ক'রে
কৌশলে তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে
যথাকরণীয় করতে
ঐ তা'দিগকে অভ্যস্ত ক'রে তুলো',
মনে রেখো, তোমার বা তা'দের
অননুচর্য্যী দায়িত্বহীনতা
দুঃস্থিকেই আমন্ত্রণ ক'রতে পারে। ৪৫৭৫।
৫।৯।১৯৫২, রাত ৯টা

যাঁ'রা সুকেন্দ্রিক সন্তর্পিত তপস্যায়
অস্তি ও বৃদ্ধির সেবা ক'রে চলেছেন,
সত্য ও শুভের সেবা ক'রে চলেছেন—
বাস্তব কর্ম্মঠ বোধি-তৎপরতায়,—
তাঁ'রাই মহৎ,

মহাজন তাঁ'রাই ;
ঐ মহাজন বা মহতের পথ অনুসরণ কর,
তাঁ'দের পথ সবারই পথ,
তাঁ'দের বাণীই সত্য ও শুভের বাক্-প্রতীক,
তাই, শাস্ত্রের নিদেশ—
'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ',
গণ-স্বস্তিই তোমার কামনা হো'ক,
বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিক, প্রবৃত্তি-অভিভূত
অব্যবস্থ, সহজ প্রলোভন-প্রবণ গণ-চাহিদাগুলি
যেখানে তা'দের জীবন-বৃদ্ধির অন্তরায়ী হয়,
সেখানে সেগুলিকে অবলম্বন না ক'রে
ঐ গণমতের অনুনিয়ন্ত্রণে
তা'কে মহৎ-পন্থায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'দের অস্তি, বৃদ্ধি বা জীবন-সম্বর্দ্ধনাকে
যোগ্যতার সম্বিকাশে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
গণসেবা তা'কেই বলে। ৪৫৭৬।
৬।৯।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

আলো যেমন বলতে পারে না—
'আমি আলো',
বাতাস যেমন বলতে পারে না—
'আমি বাতাস',
ক্ষিতি যেমন বলতে পারে না—
'আমি ক্ষিতি',
তেমনি যাঁ'র অন্তরে
ভগবত্তা উদ্ভিন্ন হ'য়েছে
তিনিও বলতে পারেন না—

'আমি ভগবান',
যেমন, তুমি তোমাকে দেখতে পার না,
তুমি কেমন, তা' তুমি বলতে পার না,
অন্যে তোমার প্রতি যেমন
তেমনি তোমাকে বোধ করে ও বলে;
তাই, তাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ যা'রা,—
তা'দের কাছ থেকেই তাঁ'র পরিচয় নিতে হয়—
সঙ্গতিশীল সুসমীক্ষ বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে,
কারণ, যে যা'তে যেমন সশ্রদ্ধ
তা'র সম্বন্ধে জ্ঞানও তা'র তেমনি। ৪৫৭৭।

৬।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

লোক-যাজি!
গণ-মঙ্গল-অনুচর্য্যাই তোমাদের জীবিকা হো'ক,
ইষ্টীতপা অনুবেদনাই
তোমাদের জীবনের দাঁড়া হ'য়ে উঠুক,
সন্ধিৎসু অনুবীক্ষণায়
যা' ইষ্টার্থ-উপচয়ী মনে করবে,—
অনতিবিলম্বেই তা' নিষ্পন্ন ক'রতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
নিজের শরীরকে তাঁ'রই মন্দির-বিবেচনায়
সদাচার-সমন্বিত হ'য়ে
নিদ্রা, জাগরণ, খাওয়া-পরাগুলির
সমঞ্জস জীবনীয় নিয়ন্ত্রণে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই
ইষ্টার্থ-উপচয়ী সেবায়

সর্ব্বতোভাবে নিয়োজন ক'রো,
প্রবৃত্তি-লালসা যেন অবৈধ অপচয়ী
ও লোকপীড়ক না ক'রে তোলে তোমাকে,
তোমার বাক্য, আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী
যেন সুযুক্তিপূর্ণ হৃদ্য উৎসাহ-সন্দীপী হয়—
ইষ্টার্থকে উপচয়ে অনুরঞ্জিত ক'রে,
সহজ সন্ধিৎসু সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যাকে
স্বভাবসিদ্ধ ক'রে তোল,
শাসক বা শাসক-সংস্থার
প্রসাদ-ভোজী হ'তে যেও না,
সুকেন্দ্রিক ধর্ম্ম্য গণ-অনুদীপনাকে
খিন্ন ক'রে তুলো না,
ক্লেশসুখ বা শ্রমসুখ-প্রিয়তাকে
জীবনে তৃপ্তিপ্রদ ও সহজ ক'রে তোল—
শরীর, মন ও আগ্রহকে
তেমনতর সুসঙ্গত তালিমে বিন্যাস ক'রে,
অপরিহার্য্যভাবে এইগুলিকে আয়ত্তে নিয়ে আস—
ইষ্টার্থী কর্ম্মানুদীপনার ভিতর-দিয়ে,
জীবনকে এমনতরভাবেই নিয়ন্ত্রিত কর,
যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,—
তোমার জীবনও স্মিত হাস্যে
গণ-হৃদয়কে আলোকিত ক'রে তুলতে থাকবে ততই। ৪৫৭৮।

৭।৯।১৯৫২, সকাল ৭টা

চিত্ত-বিশ্লেষণী সংক্ষুধা
সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে যা'দের,
যা'রা অনুতাপ-সন্তপ্ত,

তা'দের দণ্ডই হ'চ্ছে
সোহাগ-সন্দীপনী অনুশাসন,—
যা'র ফলে, তা'দের
অপরাধ-রিক্ত হবার প্রবৃত্তি
উদগ্র তাৎপর্য্যে জাগরিত হ'য়ে ওঠে। ৪৫৭৯।
৭।৯।১৯৫২, সকাল ৭-৪০

আরাধনা-তৎপর যাঁরা,
লোকপালী পরিবেদনায় সক্রিয় যাঁ'রা,
ধর্ম্মানুপ্রেরক যাঁ'রা,
তাঁ'দের ভ্রমাত্মক-অপরাধে দণ্ডকে সংযত ক'রে তোল,
নৈতিক অনুশাসনকে সন্দীপিত ক'রে,—
যা'তে তোমার ঐ অনুশাসন-অনুচর্য্যা
তাঁ'দের উৎক্রমণী জীবন-চলনাকে সাহায্য করে,
যার ফলে, লোক-সহায়ক হ'য়ে ওঠেন তাঁ'রা;
মনে রেখো, দণ্ড দুর্দ্দমনীয়দেরই জন্য। ৪৫৮০।
৭।৯।১৯৫২, সকাল ৭-৫৫

তোমার বিধি যেন
সৎ-এর পূজারী হ'য়েই চলে,
বিধির ধাতাই হ'চ্ছেন
সৎ ও মহান যাঁ'রা,
তোমার দণ্ড যদি তাঁ'দের অযথা পীড়িত করে,
সে-পীড়ন সাংঘাতিক হ'য়ে
'অন্তবর্ষ-শতান্তে বা'
লোকজীবনকে বা গণজীবনকে
দুর্দ্দান্ত পীড়নে পীড়িত ক'রে তুলবে,

কারণ, সৎ-এর পীড়ন অসৎকেই পরাক্রান্ত ক'রে তুলবে
এবং তাঁ'দের লোককল্যাণী পুণ্যপ্রসাদ হ'তেও
বঞ্চিত করবে লোককে। ৪৫৮১।
৭।৯।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

তোমার কোন মতবাদ বা ধারণায় অভিভূত হ'য়ে
জিদ-বশতঃ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠো না—
যদি তা' সর্ব্বতঃ-শুভসঙ্গত না হ'য়ে থাকে,
প্রবৃত্তি-উপজাত ধারণার সংঘাতে
তোমার ভিতরে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে,—
তা' কিন্তু হীনম্মন্য অহংয়েরই অভিব্যক্তি,
আর, সর্ব্বতঃ-শুভসঙ্গতি নিয়ে
যে অনুপ্রেরণা
আগ্রহ-উৎকণ্ঠ হ'য়ে জাগ্রত হ'য়ে চলে,
তা' সত্তারই অনুবেদনা;
তুমি ঈশ্বরেই সার্থক হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টীতপা জীবন-অনুচলন নিয়ে,
তিনিই ধন্য। ৪৫৮২।
৭।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
শাসন-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী
কোন ঘটনা বা ব্যাপারকে তদন্ত ক'রতে গিয়ে
বাদী ও প্রতিবাদী
উভয় পক্ষকে বিহিতভাবে তদন্ত না ক'রে
উপযুক্ত সুসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা সম্বুদ্ধ না হ'য়ে
যদি কাউকে অযথা গ্রেপ্তার করে

বা আটক করে,—
সে গণব্যষ্টিকে বিক্ষুব্ধই ক'রে তোলে,
তা'দের স্বস্তিকেই ব্যাহত ক'রে তোলে,
অতএব ঐ গ্রেপ্তার
কোনমতেই বিধিসঙ্গত নয় ;
ঐ অসম্বুদ্ধ উদ্ধত ব্যবহারের জন্য
সেই গ্রেপ্তারকারী বা গ্রেপ্তারকারীরা যে দণ্ডনীয়
—তা' অতিনিশ্চয় ;
যদি কেউ কা'রও প্রতি
কোন অপরাধও ক'রে থাকে,
তা'কে বিচারে অভিযুক্ত করার চাইতে
শাসনে পীড়িত করার চাইতে
নিরাকৃতির দ্বারা পরস্পারকে
সম্মিলিত ও অনুকম্পা-আবদ্ধ ক'রে তোলা
ঢের শ্রেয় ;
তাই, শাসন-সংস্থার সব সময়ই
তীক্ষ্ণ ও কঠোর নজর রাখা উচিত—
যা'তে শান্তি, স্বস্তি ও সংহতিই সংস্থাপিত হয়,
তা'র বদলে বিরাগ, বিদ্বেষ বা বিচ্ছিন্নতাই
বেড়ে না ওঠে। ৪৫৮৩।
৮।৯।১৯৫২, রাত ৭-৩০

গ্রেপ্তার বা আটক
শুধুমাত্র সেখানেই বৈধী ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে,—
যেখানে ব্যাপারের বা ঘটনার সুসঙ্গতি হ'তে
নিশ্চিতভাবে বোঝা যেতে পারে

যে, প্রতিবাদীকে আটক না রাখলে
কা'রও জীবন সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে উঠতে পারে। ৪৫৮৪।
৮।৯।১৯৫২, রাত ৭-৪০

মানুষ কোন্ অবস্থায়
কী পরিস্থিতিতে
কিসে, কেন
কী প্রবৃত্তির উদ্দীপনায়
কী ক'রে থাকে,
আর, কা'র পক্ষে কতখানি কী সম্ভব
সে-বিষয়ে একটা সহজ পরিচিতি যদি না থাকে—
সহজ অনুকম্পী অনুবেদনার সহিত,
সন্দীপ্ত সহানুভূতি নিয়ে;
আবার, তা'র মধ্যে ন্যায়ই বা কী,
অন্যায়ই বা কী,
কীই বা শুভ,
অশুভই বা কী,
উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সংযত হবার
স্বাভাবিক সম্ভাবনা কা'র কতটুকু,—
স্বাভাবিক সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুবীক্ষণার সহিত
এইগুলিতে যে অভ্যস্ত নয়
বা হ'তে জানে না,
মীমাংসক বা বিচারক হওয়া
তা'র বিড়ম্বনাই মাত্র,
কারণ, ঐ পরিচিতি না থাকায়
সে বুঝতে পারে না—
মানুষের অপরাধ, দুষ্কর্ম্ম বা পাপ

কোথায় কতখানি,
আর, তা'তে কী জাতীয় শাসন বা শাস্তির প্রয়োজন,
বা মোটেই তা'র প্রয়োজন আছে কিনা ;
এই যে জানে বা বোঝে,
তা'র শাসনই হো'ক বা তোষণই হো'ক
গণজীবনে শুভোদয়ী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
তাই, সুকেন্দ্রিক সুতপা হ'য়ে
ঐগুলিকে বোঝ, জান,
নিজের অন্তরে উপলব্ধি কর—
নিজ বিচারে,
নিজেরই মতন সহৃদয়ী অনুকম্পা নিয়ে,
অবস্থা ও অভিব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণে,
যা' ধর্ত্তব্য তা' ধর,
আর, যা' সমীচীন নয়
তা'কে উপেক্ষা কর,
সুসঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তব ব্যাপারকে নির্ণয় ক'রে
গণজীবনে যে-ব্যবস্থা শুভদ,
তা'ই কর,
এমনি ক'রেই সার্থক বিচারক হ'য়ে ওঠ। ৪৫৮৫।

৭।৭।১৯৫২, সকাল ৬-৩৫

তোমার দ্বারস্থ বা তোমার কাছে আগত
যে বা যা'রা,
বিশেষতঃ তা'রা যদি তোমার
সনির্ব্বন্ধ আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেউ না হয়,
তুমিই হও,

আর, তোমার সহচরবর্গের মধ্যে
যে-কেউ হো'ক না কেন,
ফল কথা, যা'রা তোমার বা তোমার সংসারের
দায়িত্ব নিয়ে চলছে,
তুমি বা তা'দের মধ্যে যে-কেউ হও না কেন,
ঐ তা'দের প্রতি
বিহিত সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না ও অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে যদি তোমার সাধ্যমত
নন্দিত ক'রে না তোল,
কিংবা তা'দের মধ্যে কেউ যদি
তোমার বা তোমাদের আচার-ব্যবহারে দুঃখিত হয়—
তা'দের অভিমান হ'য়ে থাকে,
তা'র ফলে, তুমি তা'দের সক্রিয় অনুকম্পা হ'তে
বঞ্চিত হ'য়ে উঠতে পার,
এমন-কি, সুবিধা পেলে
তা'রা কোন কারণে তোমার বিরুদ্ধে সুসঙ্গত হ'য়ে
তোমার হৃদয়-বেদনা উদ্দীপিত হয়—
এমনতর ব্যাপার সৃষ্টি ক'রে
হয়তো তোমাকে অপদস্থ ক'রতে পারে,
অবশ্য হীনম্মন্য অভিমান যা'দের প্রবল,
বিশেষতঃ উদ্ধত আক্রোশতুষ্ট যা'রা,
তা'রাই এমন ক'রে থাকে;
যা' হো'ক, এমনতর যদি ঘ'টেও থাকে,
তবে সম্ভব হ'লে তুমি নিজে
অথবা তোমার স্থলীয় কাউকে
তা'র কাছে পাঠিয়ে
কিংবা পত্রালাপে মার্জ্জনাভিক্ষায়

সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নায়
তা'কে নন্দিত ক'রে তুলো' ;
আর, তুমি তো নজর রাখবেই—
তা' ছাড়া, তোমার সহচরবর্গ
বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের ভিতর
এই জাতীয় আপ্যায়নাকে
এমনতরভাবে সঞ্চারিত ক'রে তুলো'—
যা'র ফলে, যে-কেউই
তোমার কাছে আসুক না কেন,
তা'রা যেন ঐ আপ্যায়নায়
এমন তৃপ্ত ও নন্দনাদীপ্ত হ'য়ে যায়,
যা'র ফলে, তোমার ঐ আপ্যায়নী স্মৃতির অনুপ্রেরণায়
যখনই প্রয়োজন হয়—
তা'রা তোমার প্রতি সক্রিয় মঙ্গলহস্ত প্রসারিত ক'রে
সম্ভ্রান্ত সৌজন্যে
তোমাকে তৃপ্ত, দীপ্ত ও আপদ-মুক্ত ক'রে তুলতে
উদ্‌গ্রীব অনুবেদনা নিয়ে
স্বতঃ-প্রস্তুত হ'য়ে থাকে,
অবশ্য সন্দেহদুষ্ট স্থলে
আত্মসংরক্ষণাকে অটুট রেখে
সৌজন্যের সহিত তা'কে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়,
সুখী হবে তুমিও,
তৃপ্তি পাবে তা'রাও। ৪৫৮৬।
৯।৯।১৯৫২, সকাল ১০-৭

শাসন-সংস্থা সব্যষ্টি গণজীবনকে
উন্নত ক'রে তুলতে পারে না,

যোগ্যতর ক'রে তুলতে পারে না,
ধৃতি বা ধর্ম্ম-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
আদর্শ-সংহত ক'রে তুলতে পারে না,
জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা
তা'দের পক্ষে দুরূহ ;

সেইজন্য মহৎ-সংস্থা,
মহৎ জীবন
ও মহৎ সক্রিয়-সন্দীপনা
তা'দের জীবনের পক্ষে
অচ্ছেদ্য ও অকাট্যভাবে প্রয়োজনীয়,
আর, এই জীবনগুলি যেখানে অবজ্ঞাত হয়,—
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সেখানে মুহ্যমান হ'য়ে
অসঙ্গত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অপলাপেরই অভিযাত্রী হ'য়ে ওঠে,
শাসন-সংস্থা মানুষকে
স্বচ্ছন্দ চলনে চলতে সাহায্য করতে পারে,
জীবনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারে,
সংরক্ষণা ও নিরাপত্তার বিনায়ন করতে পারে,
তা' ছাড়া, তা'দের পক্ষে ব্যষ্টিগত গণজীবনকে
উন্নত ক'রে তোলা
সংহত ক'রে তোলা
যোগ্যতর ক'রে তোলা সুদূরপরাহত ;
তাই, শাসন-সংস্থা যেখানে
মহানদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে না,—
তাঁ'দের সংরক্ষণায় সম্বুদ্ধ ও বদ্ধপরিকর
হ'য়ে ওঠে না,

সেখানে বিবর্ত্তন ব্যাহত হ'য়ে
জাতীয় অপবর্ত্তন অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। ৪৫৮৭।
১০।৯।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

মহতের অনুসন্ধান ক'রতে গেলেই
প্রথমেই চাই
শ্রদ্ধোষিত সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণী তৎপরতা—
'ইতি' বা 'ইদং'-সম্বেগ নিয়ে,
সঙ্গতিশীল সম্বীক্ষণী তৎপর অনুচর্য্যার সহিত,
অর্থাৎ তাঁ'কে জানতে হয়—
শ্রদ্ধোষিত প্রণিপাত-সম্বুদ্ধ পরিপ্রশ্ন
ও সক্রিয় সেবা-সমীক্ষায়
সঙ্গতিশীল বোধায়নী তাৎপর্য্যে;
নইলে, ধারণা যদি অভিভূত হ'য়ে থাকে,
গ্রহণক্ষমতা যদি অবশ হ'য়ে থাকে,
বোধি যদি সঙ্গতিহারা হয়,
মহৎ-নির্দ্ধারণ দুরূহই হ'য়ে ওঠে মানুষের কাছে;
আর, অসৎ বা অসাধুর অনুসরণ ক'রতে হয়—
অনুসন্ধিৎসু নেতিদৃষ্টিতে,
তন্ন-তন্ন ক'রে অর্থাৎ 'তৎ-ন, তৎ-ন' ক'রে;
যখনই দেখছ সব দিক দিয়ে—
বাস্তব সঙ্গতিশীল অনুক্রমণী তৎপরতায়,
যে, এই নেতিকে আর সমর্থন ক'রতে পারছ না,
তখনই সেই জায়গায়
অসৎ ব'লে সন্দেহ ক'রতে পার,
সন্দেহ হ'লেও আরো দেখ,
আরো দেখেও যদি

এই নেতিকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে না পার—
সর্ব্ববিধ প্রমাণের সুসঙ্গতির
স্পষ্টতর সমাবেশের সহিত,
তখন নির্দ্ধারিত ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
কী জাতীয় অসৎ এটা,
যেমন ক'রে নির্দ্ধারণ করতে হয়,
তা' ক'রে
তবে তা'র ব্যবস্থা ক'রো,
উপযুক্ত বৈধী নিয়ন্ত্রণে তা' প্রয়োগ ক'রো ;
অসৎ-আক্রান্ত জীবনকে
অসৎ হ'তে মুক্ত ক'রে
যদি সৎ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পার,—
ধন্য তুমি সেইখানে। ৪৫৮৮।
১০।৯।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

একাদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ' মহাগ্রন্থের একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। পরম-প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র-প্রদত্ত বিপুল বাণী-অর্ণবের যথাযথ তারিখ ও সময় উল্লেখ হ'ল এই গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জানা যাবে, একই দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কত বিচিত্র ভাবের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তা'রই পরিপ্রেক্ষিতে কত রকমারি বাণী নির্গত হ'য়েছে তাঁর শ্রীমুখকমল হ'তে। ইং ১৯৫২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৪৫ মিনিট থেকে ১৯৫৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত প্রদত্ত মোট ২৪৯টি বাণী নিয়ে এই খণ্ডের অবতারণা।

খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত এই বিপুল গ্রন্থের বাণীরাজির বিন্যাস, সূচীপ্রণয়ন, ইত্যাদি কর্ম্মে প্রথম থেকেই ব্যাপৃত আছে শ্রীমান দেবী-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের এই খণ্ডেও মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক' সম্বন্ধে অজস্র সমাধান-সূত্র আছে। আমরা বিশ্বাস রাখি, পূর্ব্বখণ্ডগুলির মত এই খণ্ডও দিগ্‌দর্শনী মহামন্ত্র হ'য়ে বিশ্বের অজ্ঞানতিমির অপসারিত করবে, স্বস্তিস্নাত ক'রে তুলবে লোকজীবন। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৩০শে ভাদ্র, ১৩৯১
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
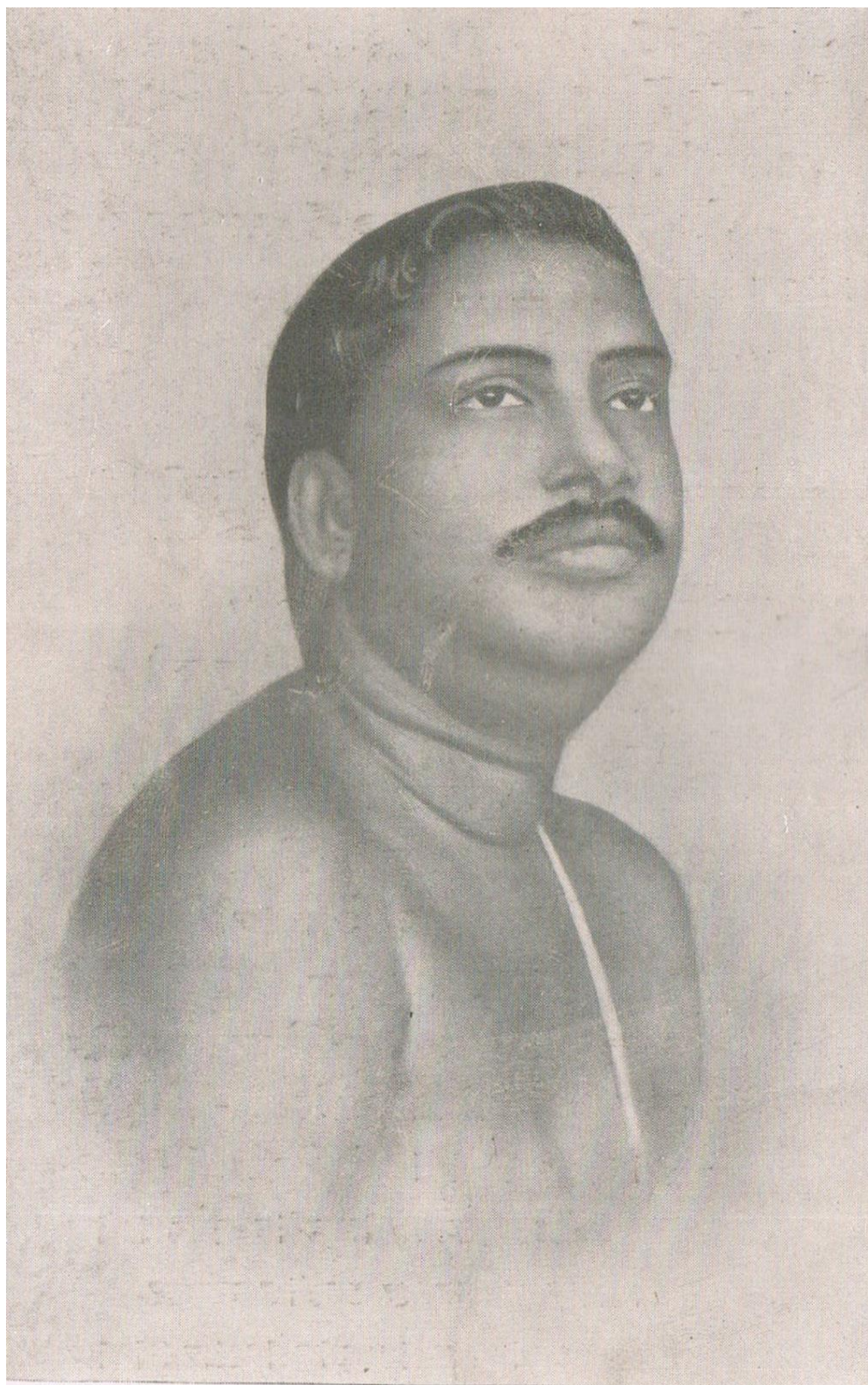
তোমার সুকেন্দ্রিক তপানুচর্য্যা
যোগ্যতায় যতই অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরের কৃপাও ততই তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ৪৫৮৯।

১১।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

এমন যদি কোন সত্য থাকে
যা' অশুভের উদ্‌গতি, হিংসার ইন্ধন,
সত্তা ও সংহতির সাংঘাতিক সংঘাত,
সুন্দরের কলঙ্ক,
তা' কিন্তু সত্য হ'লেও মিথ্যা;
আবার, তেমনি এমন যদি কোন মিথ্যা থাকে
যা' সত্তারই অনুপোষক, শুভেরই সংবর্দ্ধক,
হিংসারই অপনোদক,
সুন্দরের অভিদীপনী অর্ঘ্য,
তা' কিন্তু মিথ্যা হ'লেও সত্যধর্ম্মী;
তাই, মনে রেখো—
যা' সত্য, তা প্রিয়প্রবর্দ্ধক,
ভূতহিত-সম্পাদক, সংহতি ও সুন্দরের নিষ্পাদনী অর্ঘ্য,
শ্রেয়শ্রদ্ধ ও শ্রেয়ানুক্রিয়াশীল;
এ বিশেষত্ব যেখানে নাই,
তা' মিথ্যারই অনুচর,
সত্যের ছদ্মবেশী মিথ্যা,
তা' অসৎ। ৪৫৯০।

১২।৯।১৯৫২, সকাল ৬-১৫

তুমি যদি এমন কোন অপরাধ ক'রে থাক,—
যা' আরাধনাকেই প্রতিষ্ঠা করে,
শুভ-সন্দীপী ও লোকতর্পী হ'য়ে ওঠে,
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে—
উপচয়ী উৎক্রমণে,
সত্তা-সংরক্ষণী ও সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে,
তা' অপরাধ হ'লেও শ্রেয়। ৪৫৯১।

১২।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

যা'রা মিথ্যাবাদ, মন্দ বা নিন্দা-কথায়
অনুগতি-প্রয়াসী বা আস্থাশীল,
অহেতুক জটলা ও দুষ্টকটাক্ষপাত-প্রবণ,
ঠিক বুঝে নিও—
তা'রা অন্তরে ঠিক তাই-ই ;
আবার, যা'রা সৎ বা শুভবাদ,
প্রশংসা, শ্রী বা সুখ্যাতিতে
আদর ও অনুকম্পিতা নিয়ে
অচ্যুত সন্দীপনায়
সক্রিয় তৎ-সমর্থনী-আনুগত্যের সহিত
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক প্রবণতায়,—
তা'রা যেই হো'ক বা যেমনই হো'ক,
অন্তরে তা'দের শুভমনুষ্যত্ব বসবাস করে,
আলাপ-আলোচনায় আলোকপাতও তা'দের
তেমনিই হ'য়ে থাকে ;
লোকের এতটুকু প্রবণতাকে
সন্ধিৎক্ষু নজর দিয়ে দেখলে

কোথায় কেমন ক'রে চলবে,
তা' অনেকখানিই এঁচে নিতে পার ।৪৫৯২।
১২।৯।১৯৫২, বেলা ১১টা

যা'র যে-কাজের দায়িত্ব নিয়েছ
অথবা আশ্রয় দিয়েছ যা'কে
অনুকম্পী সহানুভূতি নিয়ে—
চিন্তায় ঐ অবস্থায় নিজেকে ফেলে
বিবেচনা ক'রো,
মনে ভেবো—
তুমি ঐ অবস্থায় পড়েছ ;
দৃঢ়দক্ষ কুশল-তৎপরতায়
তোমার সাধ্যকে
সমুদ্দীপ্ত আগ্রহে
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে,
যেমন ক'রে পার
অনবচ্ছেদ্য নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে
তা'র সমাধান ক'রতে
তা'কে নির্বিপত্তি ক'রতে,
আপদমুক্ত-ক'রতে,
যোগ্যতার অনুপ্রেরণায় দক্ষ ক'রে তুলে
তা'কে পরিপালন ক'রতে
এতটুকুও পেছপাও হ'য়ো না,
তোমার ঐ জীবনীয় ব্রাহ্মী-সন্দীপনা
ব্রহ্মাগ্নির বিস্ফোরণায়
তা'র সমস্ত আপদ-বালাইকে
মুক্ত ক'রে তুলুক ;

আর, তোমার ঐ অনুচর্য্যা
বিধ্বস্ত যা'রা তা'দের ও তোমার অন্তরকে
ঈশীদীপনার অনুপ্রেরণায়
যোগ্যতার উদ্বর্দ্ধনে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা ক'রে,—
ধৃতি বা ধর্ম্মপ্রাণনায়
সংরক্ষণী তৎপরতায়
তোমাদিগকে ব্রাহ্মী-গৌরবী ক'রে তোলে যেন,
এই সার্থকতা
তোমার জীবনকে মন্দারমালায় পরিশোভিত ক'রে
কৃতার্থতার ব্রাহ্মী-অগ্নিতে
সার্থক হোমতৃপ্ত হ'য়ে ওঠে যেন ;
তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বর
সৎ-পুষ্পাঞ্জলিতে জয়যুক্ত হউন। ৪৫৯৩।
১২।৯।১৯৫২, দুপুর ১-১০

সর্ত্ত-সীমানাবদ্ধ শ্রদ্ধা মানেই হ'চ্ছে
প্রত্যাশাপীড়িত শ্রদ্ধা,
তা' নিষ্ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না,
আর, যেখানে নিষ্ঠা নেই
সন্দেহই তা'র যন্তা হ'য়ে থাকে,
আর, সন্দেহপ্রবণ যা'রা—
দ্বিধাদীর্ণ অন্তঃকরণ তা'দের,
সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা হওয়া
সুদূরপরাহত তা'দের কাছে,
আর, যা'রা ইষ্টতপা নয়কো—

সার্থকতা নিরর্থক অভিভাষণে
তা'দিগকে আপ্যায়িত ক'রে থাকে। ৪৫৯৪।
১৩।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'তে যেমন সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে যা' করবে,
তোমার কর্ম্মও তা'তে তেমনি বিন্যস্ত হ'য়ে
তদর্থে তেমনি সার্থকতা লাভ করবে। ৪৫৯৫।
১৩।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যদি কেউ তোমাকে
ঈশ্বরকে দেখিয়ে দেওয়ার সর্ত্তের দ্বারা
প্রলুব্ধ ক'রতে চান,
তুমি কিন্তু তা'তে আস্থা রেখো না,
কারণ, সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা
অনুচর্য্যী অনুনয়নের ভিতর-দিয়েই
সুসঙ্গত আত্মবিন্যাসী বোধায়নী তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
যে বোধিদর্শনে উপনীত হবে,
সেই বোধিচক্ষুই ঈশিত্বকে অনুভব ক'রতে পারে,
যা' তোমার সত্তায় সংহিত হ'য়ে
স্বভাবে স্বতঃ হ'য়ে
সহজ স্বাভাবিকতায়
চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠবে ;
তাই, ঐ বিন্যাস-বিহীন ভাবপ্রেরণার
অভিভূত-আবেগের ভিতর-দিয়ে
তোমার ভিতরে কেউ যদি কিছু চাপিয়ে দেন,

তা' কিন্তু যাহুই,
তা' তোমার সত্তার কিছুই নয়কো—
বিকার-বিজৃম্ভিত বিক্ষেপ ছাড়া। ৪৫৯৬।
১৩।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭-৫

যে প্রভাব বা আধিপত্য
সুকেন্দ্রিক সমাহারে
জগৎ ও জীবে জীবন-পরিক্রমায়
উদ্‌গতি লাভ ক'রে
স্ফুরিত চেতনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নিয়ত চলৎশীল,—
তিনি সবারই ঈশ্বর,
তাই, তিনি নিরাকার হ'য়েও চৈতন্যস্বরূপ,
আবার, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হ'য়েও
বোধায়নী সুসঙ্গত সংবেদনায়
একসূত্র-সমাহিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মূর্ত্তপ্রতীকে
প্রকট সংহত যেখানে তিনি,—
সেখানেই তিনি সাকার ;
ফলকথা, তিনিই সব যা'-কিছুতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন—
প্রত্যেকের মধ্যে তা'র মত ক'রে,
তাই, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। ৪৫৯৭।
১৪।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৪৫

বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বিধায়নী বিধাতাকে অনুভব ও উপভোগ করা
সুদূরপরাহত। ৪৫৯৮।
১৫।৯।১৯৫২, সকাল ৯টা

শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে
'ঈশ্বর! আমায় দয়া কর,'
বা, 'ঈশ্বর! আমার কী হ'লো?'
বা, এমনি গুটিকতক বুলি আওড়ালে
যে প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন করা হ'লো,
তা' কিন্তু নয়কো;
ইষ্টার্থকে মুখ্য ক'রে,
তদনুচর্য্যী আকূতিকে উদগ্র ক'রে
নিজের অন্তঃকরণের দিকে তাকাও,
তাঁ'র দয়া তোমাতে বোধিদীপন কুশল তাৎপর্য্যে
বোধায়নী সঙ্গতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
আবার, কী করনি,
কী ক'রলে কী হ'তে পারতো,
তা' না ক'রেই বা কী হ'লো,
ইষ্টানুগ অভিদীপনায় সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায় চিন্তা ক'রে
তেমনতরভাবে বাস্তবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠ—
বৈধী বিচারণা নিয়ে,
যা' খাঁকুতি দেখতে পাচ্ছ
সেগুলিকে আপূরিত ক'রে তোল বাস্তবে,
এমনি ক'রেই কর, চল,
যোগ্যতা স্বতঃই আধিপত্য বিস্তার ক'রতে থাকবে

তোমার জীবনে,
কুশলকৌশলী দক্ষ পরিবীক্ষণায়
যেখানে যেমন ক'রে
যেমনতর বাক্য, ভাবভঙ্গীতে
কর্ম্মানুদীপনা নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠা যায়,
সেখানে তেমনি ক'রেই চল—
ভুল-ভ্রান্তিকে শুধ্‌রিয়ে,
যোগ্যতার আধিপত্য
অনুচর্য্যায় ঈশিত্বকে আবাহন ক'রে
তোমাকে ক্রমসার্থকতায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে ;
প্রার্থনা, আত্মনিবেদন অর্থ-সমন্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে । ৪৫৯৯ ।

১৫।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৫৫

নীতি, অনুশাসন বা আইন
যা' সবারই পক্ষে সত্তাপোষণী—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে,—
তাই-ই সার্থক ও সিদ্ধ,—
যা' অন্যের অন্যায্য অপচয় না ক'রে
প্রত্যেককে পোষণ ক'রে তোলে,
তা' তোমার বেলায়ও তেমনি,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যত বেশী,—
বৈধী অনুশাসন ব্যত্যয়ীও সেখানে তত ;
মিলন ও শান্তি-সংস্থাপক যাঁ'রা
তাঁ'দিগকেই ধন্যবাদ । ৪৬০০ ।

১৫।৯।১৯৫২, সকাল ১০টা

মৌখিক সহানুভূতি
যা' তৃপ্তি-অভিদীপনায়
কষ্টকে বরণ ক'রে
নিরাকরণ-প্রচেষ্ট হ'য়ে ওঠে না,
তা' অলস ও বন্ধ্যা ;
আর, বান্ধবতা যেখানে বাস্তব,
ঐ সহানুভূতি সেখানেই সক্রিয়,
এবং সে
বন্ধু-মঙ্গল-নিষ্পাদনে কষ্টকে বরণ ক'রেও
খুশী, তৃপ্তি-অভিদীপ্ত। ৪৬০১।
১৫।৯।১৯৫২, সকাল ১০-৫

যা' অবৈধ,
যা' হয় না,
কার্য্য-কারণ-সঙ্গতি নাই যেখানে,
যুক্তি-বহির্ভূত যা',
তা'তে কাউকে প্রলুব্ধ করা মানেই হ'চ্ছে
তা'র বোধিকে বিকৃত ধারণায় অভিভূত ক'রে
ভাঁওতায় প্রবঞ্চিত ক'রে তোলা,
ওতে মস্তিষ্কে এমনতর গ্রন্থির সৃষ্টি হয়,—
যে-গ্রন্থির হাত হ'তে রেহাই পাওয়াই সুদূরপরাহত,
ফলে, অর্জ্জনী আবেগই তা'র
বিকৃত ও ব্যর্থগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
জীবন-চলনায় নিরাশাই উপঢৌকন লাভ করে তা'রা ;
তাই, যা' বোঝ না, জান না,
সঙ্গতি-সার্থক যা' নয়,

সুযুক্তি-সঙ্গত বাস্তব-তথ্যহারা যা',—
এমনতর আজগবী অলৌকিকতায় প্রলুব্ধ ক'রে
কা'রও সর্ব্বনাশ করতে যেও না,
ঠকানো ব্যবসায়ে নিজেও ঠকতে হয়। ৪৬০২।
১৬।৯।১৯৫২, রাত ১০-১৫

মিথ্যার প্রাচীর ভেদ ক'রে
সত্যকে যিনি
পাত্রানুগ সহজ বাস্তব সঙ্গতিতে
উন্মোচিত ক'রে তুলতে পারেন,
তিনিই কুশলকৌশলী,
তিনিই ধীমান ;
আর, সত্যকে যে
মিথ্যার কলঙ্কাবৃত ক'রে
দৃষ্টিপরিক্রমার বহির্ভূত রাখতে
সক্রিয় তৎপর,
শাতন-সন্দীপনী তমসার
ধৃতিমান যাজী সেইই,
অসূয়াপরবশ অসুরবুদ্ধি সেইখানে। ৪৬০৩।
১৭।৯।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

সুবাস্তব-সঙ্গতিতে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে
উপযুক্তভাবে
আদর্শানুগ উদ্দেশ্যে
উপচয়ী আপূরণী তাৎপর্য্যে
দক্ষ ও কুশলদীপনায়

সত্যকে যিনি যেমন ব্যবহার ক'রতে পারেন—
মাঙ্গলিক বাস্তব-প্রকট-প্রদীপনায়,—
তিনি তেমনই শ্রেয়দর্শী। ৪৬০৪।
১৭।৯।১৯৫২, সকাল ৮-১৭

গৌরব-অনুবদ্ধ গর্ব্বেপ্সা নিয়ে
স্বার্থ-সংশ্রয়ী সন্ধিৎসায়
আক্রোশ, হিংসা বা নিজের ঔদ্ধত্য-পরিক্রমাকে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে
যা'রা আত্মীয়তা, বান্ধবতা বা মিত্রতাকে
অবজ্ঞা করে বা পরিহার করে—
সহজ-সন্দীপনী সক্রিয় উপচয়ী অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে,
কিংবা যা'রা সহ্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে
বান্ধব-অনুচর্য্যা ক'রতে জানে না,—
মনে রেখো, ইতর-ব্যক্তিত্ব নিয়েই
তা'রা বসবাস ক'রে,
স্বাদু, সম্ভ্রান্ত, আত্মবীর্য্যী নয় তা'রা;
আবার, কা'রও খোস-মেজাজী চাটু-পরিচর্য্যার
ইন্ধন না হ'য়ে
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষায়
সহজভাবে তা'দের তোষণ, পোষণ বা ভর্ৎসনা ক'রলেও
যা'রা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
অন্যায়, অত্যাচার, অপমান
দুর্ব্যবহার বা নিন্দাত্মক মিথ্যা-অভিযান
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে প্রতিশোধ নিতে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে,
তা'রাও দুষ্ট ইতরব্যক্তিত্বসম্পন্ন,

বান্ধববিহীন পরিবেশে
শাস্তির ক্রূর কটাক্ষই
তা'দের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
যেখানেই অমনতর গন্ধ পাও,—
নিজের সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
আরোতর ব্যবধানে নিয়োজিত ক'রো,
নির্ভর ক'রতে যেও না তা'দের উপর,
সাবধানতা ও সতর্কতা নিয়ে
সুব্যবস্থ হ'য়ে
যতটুকু তা'দিগকে ব্যবহার ক'রতে পার,
তা'ই ক'রো,
নয়তো, আপদের দুর্ভোগ হ'তে
রেহাই পাবে কমই। ৪৬০৫ ।
১৭।৯।১৯৫২, বেলা ১০-৩৫

অনুশাসন-সংস্থা বা আইনের বাহানা
যেখানে মানুষের সত্তা, সম্ভ্রম, সম্পদ
শান্তি, সংহতি বা সৎ-মীমাংসার
অন্তরায়ী হ'য়ে দাঁড়ায়,
অত্যাচারী হ'য়ে সেগুলিকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু শাতন-তন্ত্রী অভিযান ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তা' অসৎ-সন্দীপী, মিথ্যাচার-বিদগ্ধ,
তাই, নিরুধ্য সর্ব্বতোভাবে,
নইলে, তা' কিন্তু সব্যষ্টি গণজীবনকে
বিক্ষুব্ধ ও বিদীর্ণ ক'রে
বিদ্রোহের জ্বালাময়ী বিস্ফোরণ

স্বৃষ্টি ক'রে তুলবে,
লোকের সত্তা বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে,
সম্ভ্রম সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
শান্তি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ লোপাট খেয়ে
বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিলয় করবে,
সংহতি ক্রূর দন্তুর আঘাতে
বিস্ফুরিত আকারে
গণজীবন ও সমাজকে ঝলসে দিয়ে চলবে ;
তাই সাবধান !
সুসমীক্ষা নিয়ে
সানুকম্পী পরিবেদনায়
বিক্ষুব্ধ পরস্পরকে সম্মিলিত কর,
সম্ভ্রমকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
সম্পদকে বিপদমুক্ত ক'রে তোল,
সত্তাকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তোল,
সংহতিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল—
আদর্শানুগ সানুকম্পী অনুবন্ধনে ;
আর, এমনি ক'রেই তোমার অনুশাসন
সার্থকতায় সাফল্যমণ্ডিত হো'ক। ৪৬০৬।

১৮।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৫০

অসৎ যা',
অর্থাৎ সত্তার আপদ্ যা',
তা'কে নিরোধ কর,
পারতো,সত্তা- সম্পোষণায় সম্মিলিত ক'রে তোল,
আর, সৎ যা', সত্তাপোষণী যা',

তা' অবিন্যস্ত ক্রমসম্পন্ন হ'লেও
পরিপালন কর,
বিন্যাসে দৃঢ় ক'রে তোল তা'কে—
সুসঙ্গতি নিয়ে, সার্থকতায়,
শুভসন্দীপনী গণচর্য্যার মৌলিক পন্থাই ঐ। ৪৬০৭।
১৮।৯।১৯৫২, সকাল ৭-৩৫

যাঁ'রা সুকেন্দ্রিক ইষ্টীতপা
সার্থক সংযত-বৃত্তি,
সুসঙ্গত, সমাহিত,
বোধায়নী তাৎপর্য্যশীল,
স্বতঃ-অনুকম্পী, হৃদ্য,
সক্রিয় দৃপ্ত অনুরাগী,
সুবীক্ষণী শ্রেয়ানুধ্যায়ী,—
তাঁ'রা প্রায়শঃই শান্ত, সন্দীপ্ত স্মিত-গম্ভীর হ'য়ে থাকেন,
শান্ত, সুবীক্ষণী দৃষ্টি ও শ্রবণযুক্ত হ'য়ে থাকেন,
আবার, অনেক সময়
দৃশ্যতঃ মূঢ়-অভিব্যক্তি-সম্পন্ন হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'রা শ্রমপরায়ণ হ'য়েও সাম্যচলনসম্পন্ন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মঙ্গলপ্রবণ,
অথবা, ঐ সমস্ত লক্ষণাপন্ন হ'য়েও
বালচপল, হৃদ্য আত্মভোলা,
লোকানুকম্পী প্রীতিপ্রদীপ্ত লোকপ্রিয়,
কিংবা স্মিতচপল হৃদয়গ্রাহী
বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রসম্পন্ন—
এমন-কি দুঃখ-বেদনা-ক্রন্দনেও ;

কিংবা স্মিতগম্ভীর হ'য়েও
চপলসুন্দর চলনশীল,
ছুনিয়ার সবচেয়ে সহজ মানুষ—
এমন-কি আত্মগরিমাতেও ;—
এই হ'চ্ছে প্রাজ্ঞ বোধিবানদের
বাহ্যিক অভিব্যক্তি—
যা' সাধারণতঃ দেখা যায় ;
এমনতর দেখলেই সেখানে
'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—
শ্লোকের তাৎপর্য্য নিয়ে
তাঁ'র অনুচর্য্যা ক'রতে ভুলো না,
হয়তো, জীবনখাত থেকে
বোধি-মাণিক্য আহরণ ক'রতেও পার। ৪৬০৮।
১৮।৯।১৯৫২, সকাল ১০-১০

তোমার সত্তাপোষণী কৃষ্টি
যা' বহু প্রাচীন যুগ হ'তে প্রবাহিত হ'য়ে
স্বতঃ-দৃপ্ত বাস্তব উৎক্রমণায়
প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে—
বহু আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
সুবীক্ষিত হ'য়ে,—
তা'রই অনুপোষণী যেখানে যা' পাও,
বরং তা' গ্রহণ ক'রে
তা'কে পুষ্ট ক'রে তোল ;
যা' পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
নূতন ঢং-এ
সমস্ত কাঠামোকে পরিবর্ত্তন ক'রে

নানারকমে রকমারি সৃষ্টি ক'রে
নানা বাদে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে,—
তোমার সেই নিজস্বকে ত্যাগ ক'রে
তা'র আপাত-জৌলসে ভুলে
তা'র কাছে আত্মবিক্রয় ক'রতে যেও না,
সেগুলি প্রায়ই সত্তা-ধর্ম্মী নয়কো,
পর বা প্রবৃত্তি-ধর্ম্মী,
তা'র পরিচর্য্যা-গৌরবী হ'য়ে যতই চলবে,
কাল কিন্তু ভ্রূকুটি-ধিক্কারে
ততই তোমাকে অপদার্থ বিবেচনা ক'রে
হীনতম স্থানে সংস্থাপিত করবে,
তাই, ভ্রান্তির বিলোল কটাক্ষে
আত্মসত্তাকে বিলোল ক'রে তুলো না,
বেকুব-গৌরবী হ'য়ে উঠো না,
নিজে ডুবো না',
অন্যকেও তার সাথী করবার প্রয়াসশীল হ'য়ো না,
নিজেও ম'রো না,
অন্যকেও মে'রো না,
পারতো, মৃত্যুকে চিরমরণে
অবশায়িত ক'রে তুলো',
আর, যে তা' যত পারবে,
ধীমানও হ'য়ে উঠবে সে তেমনি। ৪৬০৯।

১৮।৯।১৯৫২, রাত ৭-৩০

মানুষ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়
শ্রেয়তপা অনুধ্যায়িতা নিয়ে
অধ্যবসায়ী তৎপরতায়

নিজে ব্যবস্থ হ'য়ে
তা'র পরিবার ও পরিবেশকে
যতই স্বকেন্দ্রিক, সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারবে—
একটা পারস্পরিক সত্তাসম্পোষী সুব্যবস্থিতিতে,—
সে জীবনে স্বচ্ছন্দভাবে চলতে পারবে তেমনি,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন,
স্বচ্ছন্দতা সন্ধুক্ষিত হ'য়ে ওঠে সেখানে তেমনি। ৪৬১০।
১৮।৯।১৯৫২, রাত্র ৮-২০

যে শ্রদ্ধাই হো'ক,
বা যে-আসক্তিই হো'ক,
যা' তোমাকে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় প্রিয়পরমে
আত্মনিবেদন ক'রতে বা আত্মনিবদ্ধ হ'তে দেয় না,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
কুহকগ্রন্থি ছাড়া কিছুই নয়কো,
কারণ, ঐ আত্মনিবেদন
যা'র উপর দাঁড়িয়ে তুমি বিবর্ত্তনপ্রয়াসী—
ঐ শ্রদ্ধা বা আসক্তিকে আপূরিত ক'রে
ভূমায়িত তাৎপর্য্যে,—
তা' হ'তে যে হো'ক আর যা'ই, হো'ক,
তোমাকে যতই নিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে
বা তুলতে থাকবে,

সে বা তা'
তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে ব্যাহত করবে ততখানি,
যা'কে শ্রেয় ব'লে ধ'রে আছ,
সেই যদি তোমাকে

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়-আলিঙ্গন হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তুলতে চায়,
তা' শ্রেয়-আকাঙ্ক্ষায় হ'লেও
অশ্রেয়-তাৎপর্য্যী,—
তোমাকে সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ ক'রে রাখবারই
কুহকজাল,
যে-জালের ফাঁদে প'ড়ে
তুমি আপূরণী আত্মবিবর্ত্তনে বঞ্চিত হ'তে চলেছ ;
দারা, পুত্র, পরিবার, পিতামাতা—
আত্মীয়-স্বজন, গুরুজন,
যা'তেই তোমার প্রীতি বা শ্রদ্ধাভক্তি
থাক্ না কেন,
তা' যদি ইষ্টপন্থী না হয়,
ইষ্টানুগ না হয়,
ইষ্টার্থ-বর্ত্ম'কে প্রসারিত ক'রে না তোলে,—
সঙ্কীর্ণ সীমায়িত আবর্ত্তন-অনুবন্ধই
তা'র উপঢৌকন ;
যা'কে তুমি ভালবাস, ভক্তি কর বা শ্রদ্ধা কর,
সে ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা
উৎসারিত হ'য়ে
ঐ জীয়ন্ত ইষ্টবেদী-আসীন ঈশ্বরেই
যদি সার্থক হ'য়ে না উঠলো,
তবে তা'র কিস্মৎ যে কী
তা' সহজেই অনুমেয় ;
তাই, বুঝে চ'লো ;
ব্যর্থ হ'য়ো না,
কারণ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি

তিনি এক, অদ্বিতীয় প্রকট মূর্ত্তি,
তিনিই বিশ্ববর্ত্ম, ঋদ্ধিপুরুষ তিনিই,
আবার, তদনুগ তদনুচর্য্যী তৎস্বার্থী মহান যাঁ'রা
তাঁরাও অনুপম,
তাঁদের সঙ্গ ও সাহচর্য্যলাভ
প্রায় মানুষেরই প্রত্যাশার অতীত,
সুযোগ থাকতেও তা' হ'তে বঞ্চিত হওয়া
নিষ্ঠুর অজ্ঞতার পরিহাস ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৪৬১১।

১৮।৯।১৯৫২, দুপুর ১২টা

যে-কোন অনুরোধ বা উপরোধেই হোক না কেন,
তোমার সদাচারী কৃষ্টিচলনাকে অব্যাহত রেখে
সৌজন্য-আপ্যায়নায়
সবাইকে অভিদীপ্ত ক'রে তুলো,
তোমার ঐ কৃষ্টিতপা কুলসম্ভ্রম
তোমার মর্য্যাদাকে
সম্ভ্রমদীপ্ত ক'রেই চলবে। ৪৬১২।

১৯।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

তথ্যের সুসঙ্গত বাস্তব বিনয়ন
ও সক্রিয় সুব্যবস্থ সমাধান
মানুষের বোধিকে
পরিপুষ্ট ও প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
চিত্তকেও পোষণ প্রবৃদ্ধ ক'রে। ৪৬১৩।

২০।৯।১৯৫২, সকাল ৯-১০

দশজনে কাউকে মন্দ বললেই
বাস্তবে সে যে মন্দই হ'য়ে গেল—
তা' কিন্তু মোটেই নয়কো,
দেখতে হবে তার অবস্থা, স্থান-কাল-পাত্র,
আর, তদনুগ তাৎপর্য্যে সে লোকহিতী কিনা,
মানুষের সত্তারক্ষণী, সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি নিয়ে
সে চলে কিনা,
মানুষ সাধারণতঃ
তা'র প্রবৃত্তিপ্রসাধনায় সংঘাত বা বাধা পেলেই
কাউকে মন্দ ব'লে থাকে,
আক্রুদ্ধ হ'য়ে থাকে তা'র প্রতি ;
তাই, অমনতর যা'রা
তা'দের মতবাদের 'পর দাঁড়িয়ে
কাউকে ভাল বা মন্দ ব'লে
ধ'রে নিতে যেও না,
যদি দেখ
মানুষের সত্তাসংরক্ষণী, সত্তাসম্পোষণী প্রদীপনা নিয়ে
সে চলে—সক্রিয় হ'য়ে,
তা'কে ভাল ব'লেই ধ'রে নিও,
নয়তো ঠ'কবে,
মানুষের সত্তা-অনুচর্য্যী যে
তা'কেই হারাবে। ৪৬১৪।
২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-৫

সবাই সবসময় যে চাইতে জানে—
তা' কিন্তু নয়কো,
সত্তাসম্পোষণা বা সত্তাসংরক্ষণাকে অবজ্ঞা ক'রেও

তা'রা অনেক সময়
প্রবৃত্তি-প্রসাধনী যা' তাইই চেয়ে থাকে,
না পেলে দুঃখিত হয়,
তাই, সত্তা-সম্পোষণী যা' পার
তা'ই দাও,
আর, মানুষকে দীক্ষিত ক'রে তোল তা'তে ;
এই যত করতে পারবে—
গণমঙ্গলের হোতা হ'য়ে উঠবে ততই। ৪৬১৫।
২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-১০

মিথ্যা ষড়যন্ত্রে
যা'রা শুভ ও সত্যনিষ্ঠকে বিপন্ন ক'রে তোলে—
তা'রা কিন্তু বীভৎস,
আর, এর প্রশ্রয়ী বা পরিপোষক যা'রা
তা'রা ততোধিক,
সযত্নে তা' দিয়ে
তা'রা ঐ সর্ব্বনাশা প্রবৃত্তির
পরিরক্ষণ ও পরিপোষণে স্বতঃ-প্রবণ,
লহমায় তা'দিগকে যদি নিরুদ্ধ না কর,—
এ বিপত্তি যে মানুষকে বিপর্য্যয়গ্রস্ত ক'রে তুলবে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ৪৬১৬।
২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-১৮

ম'রে জীবন্ত থাকা যায় না সত্য,
কিন্তু বেঁচে থাকতেও
যা'রা জীবনকে উপভোগ করতে দেয় না—
তা'রা মৃত্যুর চেয়েও অভিঘাতী বেশী। ৪৬১৭।
২০।৯।১৯৫২, বেলা ১১-২০

কামকামনা কুৎসিত তখনই
যখনই তা' সত্তাধর্ম্মে সংঘাত সৃষ্টি করে—
শ্রেয়কে অবজ্ঞা ক'রে। ৪৬১৮।
২০।৯।১৯৫২, বেলা: ১১-২২

লাখ উপদেশ দাও,
তা' মানুষের জীবনে
সার্থকতা লাভ করবে কমই,
সাফল্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে কমই,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজে না কর
এবং তা'দিগকে করিয়ে
তা'তে অভ্যস্ত ক'রে না তোল। ৪৬১৯।
২০।৯।১৯৫২, রাত্র ৭-৩০

জাতীয় সংগঠনের মূলকেন্দ্রই হ'চ্ছেন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ দ্রষ্টাপুরুষ,
তিনি প্রেরিত, প্রেরণাপ্রবুদ্ধ পুরুষোত্তম,
সত্য ও সমাধানের মূর্ত্ত প্রেরণা ;
সব্যষ্টি গণজীবন যত তৎপরতা নিয়ে
তড়িৎ উদ্যমে
তাঁ'তে সংবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে,—
গণজীবন পারস্পরিক অনুবন্ধনায়
সর্বসুসঙ্গতিতে
উদ্‌গমন-তৎপর হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, তাঁ'রই অনুপ্রেরক যাঁ'রা,
যাঁ'রা নিজের জীবনকে
তৎস্বার্থান্বিত ক'রে

স্বভাবকে তদনুগ উচ্ছলদীপনায়
বিনায়িত ক'রে চলেছেন—
উদ্যমী তাৎপর্য্যে,—

তাঁরাই স্বভাব-ঋত্বিক্,
সবষ্টি গণজীবনের উন্নতির অগ্রদূত,
তাঁদের মধ্যে আবার
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে কেউ গণ-উদ্বেলক,

অর্থাৎ তাঁরা
লোককল্যাণের পরিপন্থী বিশেষ-বিশেষ ব্যতিক্রমে
নিরাময়ী সৌকর্য্যে
গণদৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রে
সক্রিয় বিনায়নী ব্যবস্থায়
তা'দিগকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকেন—
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উদ্দীপনায়;

আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
কেউ কেউ উদ্বোধক,—
যাঁ'রা তাঁ'র মতবাদের স্বাভাবিক সুব্যাখ্যায়
বোধন-সৌকর্য্যে
মানুষকে তদর্থপরায়ণ ক'রে
তৎকর্মনিরত ক'রে তুলে থাকেন;
তাই, এই উদ্বেলক ও উদ্বোধক দুইই
গণ-উৎক্রমণী অভিযানে অপরিহার্য্য,
আর, এরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুপূরক,
আবার, বিশেষ-বিশেষ ব্যষ্টিতে ঐ দুই-ই
সমন্বয়ী তালে চলৎশীল,
আর, বস্তুতঃ তাঁ'রাই
গণনেতৃত্বে গণ্য হ'য়ে থাকেন,

তাঁ'দের বাক্য, আচার, ব্যবহার,
সুকেন্দ্রিক সন্দীপনাময় কর্ম্ম
মানুষকে উদাত্ত অনুবেদনায় উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় সন্দীপনায়
যোগ্যতায় জীবন্ত ক'রে তুলে থাকে,
গণজীবনে ধর্ম্মদাতা তাঁরাই,—
যা'র ফলে দেশে
থাকে না দুঃখ
থাকে না দৈন্য
থাকে না আক্রোশ
থাকে না ব্যভিচার
থাকে না দুরদৃষ্টের দুরতিক্রমৎ পরিহাস,
ক্রমদীপনায় এগুলি তিরোহিত হ'য়ে
আসে শান্তি,
আসে স্বস্তি,
আসে অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী স্বধা
অর্থাৎ আত্মধৃতি। ৪৬২০।
২০।৯।১৯৫২, রাত্র ৮-১০

তোমার অন্তরস্থ জীবনকেন্দ্র
যে-সমাবেশে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার সত্তাকে জীবনীয় ক'রে রেখেছে,—
যা' সপরিস্থিতি তোমার
বৈধানিক ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থায় বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনসম্বেগী ক'রে রেখে চলেছে,—
তুমি সেই জীবনসত্তাকে
যদি শাতন-পরিচর্য্যায় লাগাও,
অর্থাৎ দুষ্টপ্রকৃতির সম্পূজক ক'রে তোল,

তবে দুষ্টপ্রকৃতি বা শাতন-প্রকৃতি সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
তোমার জীবন-সত্তাকে
ক্ষয়িষ্ণু ক'রে কেন তুলবে না ?
ঐ প্রকৃতিকে যদি জীবনসত্তার
পূজারী ক'রে তুলতে,
তন্নিয়মনে সে নিয়ন্ত্রিত হ'তে বাধ্য হ'ত—
এমনতর কিছু যদি ক'রতে,
তাহ'লে তোমার ঐ জীবনসত্তাই
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠত,
তুমি জীবনের অধিকারী হ'তে,
আয়ুর অধিকারী হ'তে,
বর্দ্ধনার অধিকারী হ'তে,
স্বর্গীয় পারিজাত-প্রবাহ
উচ্ছল মন্দার-উপভোগে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠত—
তোমার পরিবার, পরিবেশ সব যা'-কিছুকে
ঐ উপভোগ-উদ্বর্দ্ধনার অধিকারী ক'রে ;
তোমার যে-প্রবৃত্তিকে
উদ্‌গতিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলেছ,
তা'তেই তুমি স্বাধীন হ'য়ে আছ,
তোমার বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
যা'র আরাধনা যেমন করবে,—
অভ্যাস-অনুচর্য্যার ফলে
যোগ্যতাও তেমনি বেড়ে যাবে,
সিদ্ধিও হবে তেমনি,
বৃদ্ধিও চলবে সেই পথে ;

যা' শ্রেয় বিবেচনা করবে,
তা'ই করবে,
ক'রেও থাক তা'ই,
পাও বা পাবেও তেমনি। ৪৬২১।
২০।৯।১৯৫২, রাত্রি ৯-৩৮

স্বেচ্ছ-অভিসারী ব্যভিচার
যদি প্রতিলোম-পন্থী না হয়—
তা' পাপের না হ'লেও অপরাধের,
অবশ্য যদি তা' বিবাহকল্পী না হয়,—
যদিও তা'ও অন্যায্যপন্থী। ৪৬২২।
২৪।৯।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

মানুষের মর্য্যাদাকে বিখণ্ডিত-করণোদ্দেশ্যে
কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও
ষড়যন্ত্রের ভিতর-দিয়ে
বা সন্দেহের অছিলায়
বলপ্রয়োগে তা'কে আটক রাখা
বা বিচারালয়ে উপস্থাপিত করা,
ও মানবতাকে পদদলিত করা,—
দুই-ই সমান। ৪৬২৩।
২৪।৯।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার শাসনযন্ত্র যেন
বহুদর্শী সুসমীক্ষ কুশল তৎপরতায়
এমনতরভাবে সুসজ্জিত হয়,—
যেন তা'তে এতটুকুও গল্‌তি বা খাঁকতি হওয়া মাত্রই

তৎক্ষণাৎ ঐ গল্‌তি বা খাঁকতি নিরুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
যেমন, বস্ত্রনির্ম্মাণ-কালে একটি সূত্র ছিন্ন হ'লেও
আধুনিক উন্নত ধরণের বয়ন-যন্ত্রের
সেই বিশেষ অংশটি
তৎক্ষণাৎ নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়,
আর, তা' ততক্ষণ তেমনি থাকে,—
যতক্ষণ ঐ সূত্রকে উপযুক্তভাবে
যুক্ত ক'রে না দেওয়া হয়;
তা'র ফলে, যেমন বয়নশিল্প
সৌকর্য্যের সহিত পূর্ণ উদ্যমে চ'লে
সবাইকে তা'র প্রয়োজনমত সরবরাহ করতে পারছে,
তেমনি, তোমার শাসনযন্ত্র
ঐ রকম দোষমুক্ত হ'য়ে যদি চলে,
তা' সবাইকে সুষ্ঠু স্বচ্ছন্দতার সহিত
যোগ্যতার উদ্দীপনা নিয়ে চলতে সাহায্য করবে,
আর, সব্যষ্টি সমষ্টির যোগ্যতা বাড়িয়ে
তা'দিগকে প্রীতি-সন্দীপনী ব্যবহারে অনুবদ্ধ ক'রে
দেবদীপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে,
তুমি ও তোমার শাসনযন্ত্র
সার্থক হ'য়ে উঠবে সেখানে। ৪৬২৪।
২৫।৯।১৯৫২, সকাল ৭-৫৫

সুকেন্দ্রিক, সুসঙ্গত,
সুনিষ্পন্ন সার্থক উপচয়ী কর্ম্মই
মানুষের বরপ্রদ,
তা' মানুষকে ধর্ম্মে, অর্থে, কামনায়, মোক্ষে
তৃপ্ত ও অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে;

ঈশ্বরের পরম পূজাই হ'চ্ছে
অকুণ্ঠ আগ্রহ-অর্ঘ্যান্বিত
সঙ্গতিশীল, সুকেন্দ্রিক, সুব্যবস্থ
বোধিবিজৃম্ভী কর্ম্মানুদীপনা,
তা'র সার্থকতাই প্রাপ্তিতে। ৪৬২৫।
২৬।৯।১৯৫২, সকাল ৮-২০

শুধুমাত্র বাচক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে
যা'রা বিচার-প্রয়াসী,
বা বিচার ক'রে থাকেন—
স্বাধীন অনুসন্ধানে বিরত থেকে,—
তা'রা বিচারের ব্যভিচারকে
আমন্ত্রণ ক'রে থাকেন প্রায়শঃ। ৪৬২৬।
২৭।৯।১৯৫২, রাত্রি ৮টা

মিথ্যার আবরণ উন্মোচিত ক'রে
সত্যকেই যদি নির্দ্ধারিত করতে না পারলে,
তোমায় মিথ্যাবিহ্বল ধারণায়
যে-অভিব্যক্তি, অভিমত প্রকাশ করবে,
তা' কিন্তু সত্যকেই ধিক্কার করা ছাড়া
আর কিছুই নয়,
তুমি সত্যের নামে মিথ্যার প্রহসন-পরিহাসে
আতঙ্ক-নির্ঝর অভিশপ্ত উল্লাসে
ঐ মিথ্যারই পূজারী হ'য়ে উঠলে। ৪৬২৭।
২৭।৯।১৯৫২, রাত্রি ৯-৫

তোমাদের সাত্ত্বিক ভাবাবেগ
আত্মিক নিবন্ধনে
জ্বলন-সম্বেগে
যতই স্বকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে—
দীপনদাপ্ত কর্ম্মানুপ্রেরণা নিয়ে
প্রিয়পরমে অর্থান্বিত হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে গৌণ ক'রে
মুখ্য অনুপ্রেরণায়,
উদ্বর্দ্ধনী অনুরাগসন্দীপ্ত সক্রিয় অভিব্যক্তি নিয়ে,
স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে বিকম্পিত ক'রে
সংহত শালিন্যে,
শক্তি ও বিক্রমী পরাক্রমের সহিত
উপচয়ী উৎক্রমণায়
পরস্পর পরস্পরকে স্বার্থান্বিত ক'রে—
সাত্ত্বিক স্বতঃ-নিয়মানুবর্ত্তিতায়
সুসংবদ্ধ সাগ্নিক প্রজ্বলনে,
যা'-কিছু অসৎ-কে ভস্মসাৎ ক'রে
স্বচ্ছন্দ মলয়-তালিমে
স্বর্গীয় সুষমা-পরিবেষণে
তোমাদিগকে আশিসদীপ্ত ক'রে,—
স্বর্গীয় যাজ্ঞিক সুগন্ধি
প্রতিটি জীবনকে জীবনদৃপ্ত ক'রে
উদাত্ত অনুচর্য্যায়
তোমাদের বাক্য, ব্যবহার, যোগ্যতা
দৃষ্টি, ভাবভঙ্গী যা'-কিছুকে
জীবনীয় ক'রে তুললে ততই—
একটা বিক্রমী শৌর্য্যদীপনায় ;

তাই, এখনই সংহত হও,
আর, এই-ই শক্তি-সাধনা। ৪৬২৮।
২৯।৯।১৯৫২, সকাল ৬-৫০

যা'রা অলীক ধারণা-অভিভূতি নিয়ে
দেখে বা চলে,
আর, অসঙ্গত অবাস্তব সন্দেহ নিয়ে
আত্মপ্রবঞ্চনা তো ক'রেই,
তা' ছাড়া, অন্যকেও কষ্ট দেয়,
তা'দের বোধায়নী ভিত্তিই হ'চ্ছে মূঢ়,
অসঙ্গত বাহাবার আত্মপ্রসাদই
তা'রা উপভোগ ক'রে থাকে। ৪৬২৯।
৩০।৯।১৯৫২, সকাল ১০-২০

৺বিজয়ার আশীর্ব্বাণী

জীবনের জৃম্ভণ-সম্বেগ
সংঘাতের দারুণ আঘাতে
বিচ্ছুরণী জীয়ন্ত প্রকাশে
বিকীর্ণ হ'য়ে চলতে থাকে,
নয়তো নিভে যায়—
যেখানে জীবনের ক্রমিক চলন
ক্রমপদক্ষেপে চলতে পারে না ;—
আর, এই বিধায়নী সংহতি—
যা' জীবনকে ধ'রে রেখেছে—
তা' যতই জীবনকে

দৃঢ় সম্বন্ধনে সংহত ক'রে
আত্মবিস্তারে প্রসারণশীল হ'য়ে চলেছে,
জীবনও সেখানে তেমনি
দেদীপ্যমান
ক্রমস্রোতা হ'য়ে চলেছে ;
আর, এর স্বল্পতা যেখানে যেমন—
জীবনপ্রণালী সঙ্কীর্ণও সেখানে তেমনি ;
তাই চাই—
সব সত্তা দিয়ে,
সমস্ত প্রবৃত্তির অনুচর্য্যা দিয়ে
মানস-সম্বেগের কল্পমান বিসৃজনী সুকেন্দ্রিক চলন ;
এ যেমনতর—
হ'য়ে থাকা,
থেকে হওয়া,
হ'য়ে আরো হওয়ার সম্বেগও
সেখানে তেমনি ;—
একটা সুদৃঢ় আলম্বনে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তৎস্বার্থী, তদনুচর্য্যী পরাক্রমী চলনে
চলৎশীল হ'য়ে চলার
দৃঢ়তা যেখানে যেমনতর—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে
একসূত্রে সার্থক অন্বয়ে
সুসম্বদ্ধ ক'রে
উৎসৃজনী উৎসারণায়,—
সার্থক চলনও সেখানে তেমনতর ;
সংঘাত যা'র জীবনকে

যতই দৃঢ় ক'রে তুলতে পারে,
সুকেন্দ্রিক সাম্য-স্বস্ত্যয়নী-সম্বর্দ্ধনায়—
বোধিবীক্ষণী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
যে যেমন চলতে পারে,
সত্যকেও সে তেমনতর
স্ফুরণ-দীপনায়
বিকাশ-উদ্বুদ্ধ ক'রে
জীবনকে সৎ-দীপনায় সন্দীপিত করে,
এই হওয়া থাকার পথে
আরো-আরো ক'রে
নিজেকে পরিচালিত করতে পারে ;
তাই, সমস্ত বৃত্তির সংহত পরিক্রমায়
জ্বলন-সম্বেগে
সংঘাতকে যতই নিরোধ করতে পার,
যতই নিয়ন্ত্রণ করতে পার,—
অভিব্যক্তিও তেমনতরই
উজ্জ্বল-লাস্যে
পরিবেশের অন্তঃকরণকে ধাঁধিয়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে ;
তাই, চাই সত্য
অর্থাৎ সত্তায় অনুরাগ,
ন্যায় অর্থাৎ সত্তাপোষণী সঞ্চলন,
কৃষ্টি অর্থাৎ জীবনবর্দ্ধনী অনুচর্য্যা,
তা' তোমার নিজের যেমন—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
অন্যেরও তেমনতর ;
আর, যে-এমনতর চলন

সপারিপার্শ্বিক তোমার জীবনকে ধ'রে রাখে—
সম্বর্দ্ধনার সন্দীপনায়
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,—
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;

আর, এই ধর্ম্ম হ'চ্ছে—
দুনিয়ায় যা'-কিছু কর,
তা'রই ঐ উৎসৃজনী উদ্দীপনার অনুস্রোতা ভিত্তি ;
যা'-কিছু কর না কেন,
তা' যদি ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে না ওঠে,
সেখানেই ব্যতিক্রম, বিভ্রান্তি—
জীবনের প্রতি দিকে ;
তাই, আমার একান্ত যিনি,
আমার পরমপিতা যিনি,
তাঁ'র চরণে
বিনীত বিনিদ্র প্রার্থনা আমার—
তোমরা ইষ্টকে অবলম্বন কর,
ধর্ম্মকে পরিপালন কর,
ন্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হও,

সংহতি-আলিঙ্গনে
যোগ্যতার সম্বেদনায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ
প্রতিপ্রত্যেকে সংহত হ'য়ে
শক্তির সাম-সঙ্গীতে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
আবার চণ্ডী আসুন,
আবার গীতা আসুন,
বেদ-বিদীপ্ত বিজ্ঞানের

সুসংহত সন্দীপনা
তোমাদিগকে সুদর্শন-সম্বুদ্ধ ক'রে
জীবনচলনার বিবর্ত্তনাকে
আলোকিত ক'রে তুলুক ;
তোমরা সফলতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রত্যেকটি পরিবার-পরিবেশ সহ
সুখে সুদীর্ঘজীবন লাভ কর,—
তাঁ'র রাতুল চরণে
এই আমার একান্ত নিবেদন ;
স্বস্তি শুভদৃষ্টিতে-তোমাদিগকে
স্মিতমধুর প্রাণন-পরিচর্য্যায়
নন্দিত করে তুলুক ;
সুখী হও,
স্বস্তি নিয়ে চল,
শান্তিতে পরিতৃপ্ত থাক—
অনন্তের পথে,—অকাট্য চলন নিয়ে। ৪৬৩০।

২।১০।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪০

প্রকৃতি
পুরুষে অনুশায়িনী উৎক্রমণায়
আনুপাতিক জীবনলাভ করে,
পুরুষ
প্রকৃতিতে অনুস্যূত হ'য়ে
মূর্ত্তিতে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উভয়ের কাছে
অচ্ছেদ্য, অকাট্য ও অবর্জ্জনীয়। ৪৬৩১।

৬।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-২৫

সহজ সরবরাহ,
বিবাদের ত্বরিত স্বস্তিপ্রদ মীমাংসা
ও বিবাদীদের পুনর্মিলন,
আর, বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আদর্শ-অনুবর্ত্তিতায়
সত্তাসম্পোষণী কৃষ্টির অনুশীলনে
মানুষকে যোগ্যতায় স্বাবলম্বী ক'রে তোলা—
রাষ্ট্রসংস্থার তরফ থেকে
এই তিনের বিহিত ব্যবস্থাপনা
ব্যষ্টির আপূরণে
সমষ্টিকে সম্বর্দ্ধন-প্রয়াসী ক'রে
তা'দিগকে রাষ্ট্রসংস্থায়
বিশ্বাসী ও প্রীতিশীল ক'রে তোলে। ৪৬৩২।
৮।১০।১৯৫২, সকাল ৮টা

দণ্ডের সার্থকতাই হ'চ্ছে সংশোধন,
আর, দুষ্টসংক্রমণ-প্রতিরোধ,
তা' ছাড়া, যে-দণ্ড শুধু শাস্তিমূলক—
তা' ব্যর্থ ও বিদ্রোহ-উদ্দীপক। ৪৬৩৩।
৮।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৫৫

কোন এক পক্ষের অভিব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে
বাস্তব তথ্যের
সুসঙ্গত পরিচয়ে বিরত হ'য়ে
বা তা'র বাস্তবরূপ আবিষ্কার না ক'রে,
বিবদমান বিরুদ্ধ পক্ষের উভয়কে
বিশদ ও বিস্তারিত-ভাবে
সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে অনুধাবন না ক'রে,

শুধুমাত্র সন্দেহক্রমে দোষী সাব্যস্ত-করতঃ
যদি কাউকে কোনপ্রকারে আটক রাখা হয়,
শাস্তি দেওয়া হয়,
সে আটক-অবস্থা বা শাস্তি
যতদিন পর্য্যন্ত চলতে থাকে,
যা'র অনুসন্ধান বা আদেশে
ঐ আটক-রাখা বা শাস্তি নির্দ্ধারিত হয়েছে,

সে তা'র গুণিতক্রমে
শাস্তিগ্রহণ ক'রে বা খেসারত দিয়ে
ঐ ক্ষতির আপূরণ ক'রতে
বৈধী নিয়মানুক্রমে বাধ্য ;

এবং যে শাস্তি পেয়েছে
সে যদি পরবর্ত্তীকালে
দক্ষসন্ধানী সুবিচারে শাস্তির অধিকারী হয়,

তাহ'লে ঐ সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত
যতদিন সে আটক আছে
বা তা'কে শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে,

তা'র সেই শাস্তির নির্দ্ধারিত মেয়াদ হ'তে
তা'কে ততদিন পর্য্যন্ত
রেহাই দেওয়া উচিত,

কারণ, দণ্ড বা শাস্তি
শুধুমাত্র বিক্ষোভের সন্দীপক নয়,
সংক্রমণ-নিরোধের জন্যও—
তা' তা'র নিজের
ও অন্যের শান্তির জন্যও বটে। ৪৬৩৪।

৮।১০।১৯৫২, সকাল ১০টা

তদন্ত বা বিচারে
কোন এক পক্ষের বিবরণ
বা প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে
একদেশদর্শী যে-তথ্যে উপনীত হওয়া যায়,
তা' প্রায়শঃই মিথ্যাদুষ্ট বা আংশিক,
তাই, তা' স্বতঃই অসিদ্ধ। ৪৬৩৫।
৮।১০।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

যিনি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ,
ইষ্টীতপা যিনি—
শুভ-সন্দীপ্ত সত্যের উপাসক,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-পরিচর্য্যাই
যাঁ'র জীবনীয় আত্মপ্রসাদ,
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
যিনি প্রকৃতির নিভৃত অঙ্ক হ'তে
বিধিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
লোক-পরিপোষণী সৌকর্য্যে
তা'দের জীবন ও বর্দ্ধনের
উদ্গাতা হ'য়ে উঠেছেন—
সার্থক, সুসঙ্গত, বাস্তব বোধি-তাৎপর্য্যে,
অযুতলোক-শ্রদ্ধার্হ যিনি,
যিনি আত্মমার্জ্জনাপরায়ণ,
নিজেকে ক্ষমা না ক'রে মার্জ্জিত ও দণ্ডিত করাই
যাঁ'র স্বভাব,
আত্মবিনয়নে সুসম্বুদ্ধ ও পটু যিনি,
লোকার্থ-পরিসেবাকেই
যিনি আত্মসেবা মনে ক'রে

প্রবুদ্ধ ও তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে
তদনুশীলনেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,—
তিনি বিশ্ববিধাতার নরপ্রতীক ;
বিধি তাঁ'র বিনীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে
তাঁ'কে সেবা ক'রে
সার্থকতা লাভ করে,
নীতি ও বিধিসেবী যাঁ'রা—
তাঁ'কে বন্দনা ক'রে বিধি বন্দিত হ'য়ে ওঠেন,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তাৎপর্য্য
যাঁ'র বোধিতে ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে,
ব্রহ্মদর্শী যিনি,
ঋষি বা ঋষিকল্প যিনি,
তিনি চিরমুক্ত—
তা' তোমার জীবনে,
তোমার পরিবারে,
তোমার সম্প্রদায়ে,
তোমার সমাজে,
তোমার রাষ্ট্রে—সর্ব্বত্র,
বন্দনার সক্রিয় সামসঙ্গীত
একমাত্র সার্থক সেখানেই,
তোমার বিধি-অনুচর্য্যী বিচার
বিনীত বন্দনায়
যদি তাঁ'কে সেবা না করে,
তবে ঠিক জেনো—
ঐ বৈধী নিয়মন
সাংঘাতিক সংঘাতে
সংক্ষুব্ধ অনুবেদনায়

নিভৃত তমসার অতলগর্ভে
স্তিমিত হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে,
বিধাতার সত্তা-সন্দীপনী
সত্তাসম্বর্দ্ধনী বিধি ও নীতি
বিধ্বস্তি লাভ ক'রে
শাতনের ক্রূরনীতি সেখানে
তম-সন্দীপ্ত ঔদ্ধত্যমুকুট-পরিশোভিত হ'য়ে
তোমার অস্তি ও বৃদ্ধির বিরুদ্ধে
দুর্দ্দান্ত দণ্ড উত্তোলন ক'রে
ক্রূর কটাক্ষে
শাসন করবেই কি করবে,
তাঁ'কে যদি কেউ নির্য্যাতন করে
তোমার অসৎ-নিরোধী কঠোর হস্ত
তা'কে যেন তখনই দমিত করে,
নতুবা, গণপীড়ন অবশ্যম্ভাবী ;
তাই, আইনজীবী! বিচারালয়!
গার্হস্থ্যনীতি!
এক কথায়
জীবনবর্দ্ধনী যা'-কিছু নীতি বা বিধিই
হো'ক না কেন,
বিনীত অভিবাদনে
আগে তাঁ'কে বন্দনা ক'রো ;
তোমার বিচার
তাঁ'তেই সার্থকতা লাভ করুক,
তোমার দণ্ড ও শাসন
তাঁ'তেই পরিশুদ্ধ হ'য়ে
লোকপোষক হ'য়ে উঠুক—

সংরক্ষণী, সম্পোষণী, সম্পূরণী সৌকর্য্যে,
নয়তো সবই বৃথা,
সবই ভণ্ড,
সবই জীবন-সংঘাতী—
এ-কথা ঠিক মনে রেখো ;
তাঁ'র বাক্যই আপ্তবাক্য, সত্য ও সৎ,
হাজার মানুষের কথাও সেখানে গ্রহণীয় নয়,
তাঁ'র নিদেশ যদি অযুতপ্রাণহন্তাও হয়,
তা' অযুতকোটী প্রাণকে
প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে—
বর্দ্ধনার সম্বৃদ্ধ সামগীতি-সন্দীপনায়,
তোমার জীবন তাঁ'কেই মুখ্য ক'রে
উদ্‌গ্রীব সক্রিয় তৎপরতায়
প্রথমে তাঁ'কেই বন্দনা করুক,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠুক তাঁ'তেই—
পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
যা'-কিছু প্রগতি নিয়ে ;
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধির পথই ঐ। ৪৬৩৬।
১৩।১০।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

দুর্নীতি কোথাও
শুভদ হ'তে পারে,
সত্তাপোষণী হ'তে পারে,
কিন্তু অবিধি কোথাও
গণহিতী বা গণবর্দ্ধনী হ'তে পারে না,
কারণ, নীতি নিয়মন-প্রভাবান্বিত,
আর, বিধি
সত্তাকে ধারণ ও বর্দ্ধন করে। ৪৬৩৭।
১৩।১০।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

অনুশাসন, বিধি বা আইনের চক্ষে
সব সমান—
এমনতর ধারণা
অবিবেকিকতারই পরিচায়ক,
কারণ, এই ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য-সঞ্জাত জগতের
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক রকমের,
কেউ কোন অবস্থায় প্রাণন-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আবার, সেই অবস্থায়
কেউ বা অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
কোন খাদ্য বা আবহাওয়া
কা'রও কাছে পুষ্টিপ্রদ,
আবার, সেই খাদ্য বা আবহাওয়াই
অন্যের পক্ষে বিপদ-সঙ্কুল হ'য়ে দাঁড়ায়,
শীতের সঙ্কোচনী আবহাওয়া
কাউকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে,
তা' আবার কাউকে নিব্বীর্য্যও করে,
গ্রীষ্ম-বর্ষাও তেমনি ;
কোন দণ্ড কা'রও পক্ষে
সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, সেই দণ্ড অন্যের পক্ষে
সহজ সহ্যে অনায়াসে
সহনীয় ও শুভ হ'য়ে ওঠে,
জীবনীয় মানমর্য্যাদা উজ্জ্বল বিকিরণায়
কাউকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে,
অমর্য্যাদার এতটুকু তমসাও
হয়তো তা'কে ক্ষীণবীর্য্য ক'রে তোলে,

কিংবা অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
শীর্ণতায় শুষ্ক ক'রে
ক্রমশঃ তা'র জীবনপ্রদীপকে
নির্ব্বাণোন্মুখ ক'রে তোলে,
আবার, কেউ বা তা'র তোয়াক্কাই করে না,
তাই, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে যে
উপলব্ধি ক'রতে জানে না—
তা'র বিচার বা শাসন
কোন বৈশিষ্ট্যের পক্ষেই
জীবনীয় তো হ'য়ে ওঠেই না,
বরং বিপর্য্যয়কেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
তাই, আগে অচ্যুত উদগ্র একনিষ্ঠা নিয়ে
অনুকম্পা ও সহানুভূতির অনুচর্য্যায়
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি কর,
অভিযুক্তকে সুসঙ্গতির শুভশালিন্যে
তা'র সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে,
কী অবস্থায় মানুষ কী ক'রে থাকে,
কেন করে,—
তৎস্থলে নিজেকে সংস্থাপিত ক'রে
অনুকম্পী সহানুভূতিতে
তেমনি ক'রে বোধ কর,
তারপর কী অনুশাসন,
কী বিধি বা কী দণ্ড
তা'র পক্ষে জীবনীয় হ'তে পারে—
সুশীল শীলতা নিয়ে
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
তা' নির্দ্ধারণ কর,

যে-অনুশাসন বা দণ্ড
শুভসন্দীপনী তা'র পক্ষে—
তাই-ই প্রয়োগ কর,
তোমার শাসন ও দণ্ড
জীবনীয় ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠুক
তোমার ও দণ্ডিত যে—উভয়েরই কাছে ;
আর দেখ, তা'র জীবনে
হিতী উদ্বোধনা প্রাণন-প্রদীপনা নিয়ে
কতখানি জাগ্রত হ'য়ে উঠছে,
তা' যেমনতর হবে
তোমার বিচার বা দণ্ড
সার্থক সেখানে তেমনতর,
নয়তো সব ভুয়ো ;
আবার, যদি পার—
তোমাদের কারাগারগুলিকে
কারাগার নামে অভিহিত না ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
পরিশোধনী-অঙ্গন ক'রে তোল ;
আরো মনে রেখো—
প্রকৃতিও যেমন মহৎ কৃতি-সম্বেগ নিয়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
গঠন-বর্দ্ধনায় নিয়োজিত হ'য়ে চলেছেন,
বিধিও তেমনি যা'-কিছুকে
ঔপাদানিক বিধায়নায়
বিহিত জীবনে
ধারণ-সম্বেগ নিয়ে
বিবর্ত্তনী বিধায়নায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে

ধৃতি-সম্বুদ্ধ হ'য়ে চলেছে,
তাই, বিধাতার বিধি
প্রতিটি ব্যষ্টিতে
বিহিত বিধায়নাতেই
সংস্কৃতি লাভ ক'রে থাকে। ৪৬৩৮।
১৩।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী সব্যষ্টি গণসত্তাস্বার্থী
অনুচর্য্যাপরায়ণ লোক-অভিভাবক—
এমনতর কাউকে গণসমষ্টি যেখানে
নিজেদের সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার
নিয়ন্তৃ-প্রতীক ক'রে
পুরোভাগে রেখেছে—
অনুসরণ-অভিনন্দনার সম্বর্দ্ধনী আবেগ নিয়ে,—
তিনিই স্বাভাবিক পুরোধ্যাসী,
আর, তিনিই বাস্তব অনুশাসক;
আর, যিনি বা যাঁ'রা
এই অনুশাসকের অনুমোদিত নীতি-বিধিকে
সুনিয়মনে
সুসঙ্গত সমন্বয়ে
মূর্ত্ত ক'রে তোলেন,—
তিনি বা তাঁ'রাই বাস্তব-পরিণয়নী কর্ম্মনিয়ামক। ৪৬৩৯।
১৪।১০।১৯৫২, বেলা ১০-২৫

তুমি যেখানেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
বা যে-মন্ত্রেই দীক্ষা নিয়ে থাক না কেন,
তিনি যদি আচার্য্য, তত্ত্বদ্রষ্টা,

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে থাকেন—
দুনিয়ার অমনতর যত যিনিই থাকুন না কেন,
তাঁ'দের মধ্যে স্তরভেদ থাকলেও
বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁ'রা তোমার সেই গুরুই ;
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকেন—
তাহ'লে তোমার দীক্ষা
তোমাতে দক্ষ হ'য়ে উঠবে না—
এ অতিনিশ্চয়,
কিন্তু পুরুষোত্তম যখনই আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
তিনি চিরদিনই এক—অদ্বিতীয়—
তা' বাস্তবে—

তত্ত্বতঃও । ৪৬৪০ ।
১৫।১০।১৯৫২, সকাল ৭-১০

দীক্ষাগ্রহণে কাউকে চাপাচাপি ক'রতে
না যাওয়াই ভাল,
যদিও শ্রেয়শ্রয়ী ক'রে তোলা
সবারই পক্ষে মঙ্গলপ্রসূই হ'য়ে থাকে ;
কিন্তু সবাইকে ঈশ্বরে যাজন-লসিত ক'রে তোল,
তা' যদি না কর,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
অপরাধেরই হ'য়ে থাকে ;
তোমার উদ্যম, অনুচর্য্যা,
সহানুভূতি-সম্বুদ্ধ সৎ-ব্যবহার ও বাক্য
প্রত্যেককেই যেন শ্রদ্ধা-উল্লসিত ক'রে তোলে—

যে যেমন, তা'কে তেমনি ক'রে ;
তা'দের দরদী হ'য়ে ওঠ,
আত্মীয় হ'য়ে ওঠ,
পরমবান্ধব হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয়তায়,
সুসঙ্গত বোধি-অনুচর্য্যী সম্বেগে ;
আবার, নজর রেখো—
তোমার প্রবুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার,
সুচিন্তিত তত্ত্বদর্শী বাক্য-পরিবেষণ,
যা'রা অজ্ঞ—
তা'দের বুদ্ধিভেদ না ঘটিয়ে
বৈশিষ্ট্যমাফিক তা'দের বোধি ও যোগ্যতাকে
বিহিত অনুপ্রেরণী উদ্দীপনায়
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
উচ্ছলতায় উদ্ভিন্ন ক'রে—
তা'দিগকে যেন
সক্রিয় সুসঙ্গত আরোতে বিবর্ত্তিত ক'রে তোলে ;
তুমি যদি ইষ্টতপা, সুনিষ্ঠ, প্রাজ্ঞও হ'য়ে থাক
তোমার জীবন-চলনা যেন
এমনতরই সহজ হ'য়ে চলে,
যা'তে মূঢ় যা'রা,
তা'রা তোমার ঐ তালে পা ফেলে
উচ্চল বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে ;
ফল কথা, যে যেমনই হো'ক,
প্রত্যেককেই শ্রেয়শ্রয়ী ক'রে তোলা,
সত্যে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
জীবনকে জয়ে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা

সবারই পক্ষে জীবনীয় ;—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" ৪৬৪১।

১৫।১০।১৯৫২, সকাল ৭-৪০

যেখানেই যাও না কেন,

বা যে-ব্যাপারেই পরিবৃত থাক না কেন,

ঐ ব্যাপার-উপলক্ষে

পরিবেশের প্রত্যেক গণ ও গুচ্ছ হ'তে

যা' যা' জানা উচিত

তীক্ষ্ণ ও তড়িৎ-সন্দীপনায়

সেগুলিকে সংগ্রহ করবেই কি করবে—

কু-এর প্রতিবিধান ক'রে

সু-এর সদনুচর্য্যায়,

তা' ছাড়া, তোমার বিধৃত কোন ব্যাপার

যদি না থাকে,

তা'ও ঐ পরিবেশের অবস্থা, চলন

ও জীবনগতি সম্বন্ধে

যা' যা' জানা উচিত

বা সংগ্রহ করা উচিত,

তা' করতে এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না—

ঐ অমনতরই কু-এর নিরোধপ্রেরণা নিয়ে,

সু-এর সদনুচর্য্যী সদনুপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ;

এতে তোমার জীবনচলনার প্রবোধনা ও প্রস্তুতি

অনেকখানি সুগম হ'য়ে উঠবে—

সহস্র বাধাবিঘ্নের ভিতরেও। ৪৬৪২।

১৫।১০।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

বিধিকে মেনে চলতে হবে-সবাইকে—
অনুশীলন-তৎপরতায়,
যে যেমন বিধায়িত হ'তে চায়
তেমনি ক'রে
তা' ভালতেই হো'ক্
বা মন্দতেই হো'ক । ৪৬৪৩ ।
১৫ ১০।১৯৫২, রাত্রি ৭টা

তোমার ইষ্টার্থ-পরিবেদনী
ইষ্টতপা অনুচলন নিয়ে
তোমার জপ
ও তদর্থী ভাব-প্রভাবান্বিত নিদিধ্যাসনের ফলে
স্নায়ু ও কোষ-সমূহ রঞ্জনদীপ্ত হ'য়ে
তোমার ভাব যে-বিষয়ে
যেমন সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে,—
অনেক সময় দেখতে পাবে—
অলৌকিকভাবে
এমন-কি তোমার অজ্ঞাতে
ঐ তা'র তত্ত্ব ও তথ্যের
অনেক ব্যাপার সংঘটিত হ'য়ে উঠেছে—
তা' তোমার নিজের দিক্ দিয়েই হো'ক,
বা প্রকৃতি ও পরিবেশের দিক দিয়েই হো'ক,—
সেগুলিকে বিভূতি ব'লে থাকে ;—
বিভূতি মানে বিশেষ হওন,
এই 'হওন'কে অভ্যাস করতে হ'লে
যখন যে-অবস্থায়
যেমন ক'রে

যে-পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
সেটা সক্রিয় হ'য়ে উঠলো—
ঐ পরিস্থিতি-অনুপাতিক
তোমার অন্তর-আকূতির সুকেন্দ্রিক এষণার
সহজ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
হিসাব ক'রে সেগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে ;
আর, যতই আয়ত্ত করতে পারবে,—
অলৌকিক-ক্রিয়াসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে তেমনতরই,
যদিও তা' তোমার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে
দুর্দ্দান্ত বিঘ্নস্বরূপ ;
লক্ষ্যের প্রীতিপূর্ণ অনুচর্য্যাই
তৎপ্রাপ্তির প্রশস্ত প্রক্রিয়া বা তপ ;
তাই, যদি তুমি বিভূতির প্রলোভনে
ঐ লক্ষ্যের প্রীতিপুর্ণ অনুচর্য্যা হ'তে বিরত হও,
অমৃতের বদলে পাবে উপলখণ্ড মাত্র ;
ঠকবে তুমি ;—
যেমন চাও
তেমনি ক'রো। ৪৬৪৪।
১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৭টা

তোমার ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চাহিদায়, চলনে
কথায় বার্ত্তায়,
সুসঙ্গত বোধিনিয়মনী দক্ষ-তৎপরতায়
আত্মানুসন্ধিৎসু উদ্বেগাকুল অভিদীপনায়
তোমার শ্রেয় ও প্রেয় যিনি
তঁৎ-সেবানুচর্য্যায়

অর্থাৎ তাঁ'র রক্ষণী, পোষণী, আপূরণী প্রচেষ্টায়
ভালয়-মন্দয়,
এক-কথায়, তোমার যা'-কিছুতে,
অনুসন্ধিৎসা-সক্রিয়-তাৎপর্য্যে
তোমার প্রিয় ছাড়া কিছুই থাকবে না—
যত পরিচ্ছন্ন প্রভাবে,—
তুমিও প্রভান্বিত হ'য়ে উঠবে তেমনি,
পূর্ণতা রস-সম্বেগী সম্বর্দ্ধনায়
তোমাতে সংস্থাপিত হ'য়ে
তোমার তিনি ছাড়া আর-কিছুই নেই—
এমনতরই হ'য়ে উঠবে—
ভাবে, বাস্তবে,—
স্বতঃ-সন্দীপ্ত তঁৎ-তপা অনুবেদনায়
সক্রিয় থেকেও ;
তাই, কবির কথায়—
'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি,
সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই পবিত্র সদাই'। ৪৬৪৫।

১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৮টা

বেকুবরাই অভিমান-সর্ব্বস্ব হ'য়ে থাকে,
আর, এই অভিমানই নরকের ভিত্তি। ৪৬৪৬।

১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৮-১৭

যেখানে যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
অংশীদারেরা পরস্পর পরস্পরে
সক্রিয় তৎপরতায়

উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা নিয়ে
অন্তরাসী হ'য়ে উঠছে না,
বরং নিজের স্বার্থচিন্তাকে বলবৎ রেখে,
অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার মতলববাজী চলন নিয়ে,
পরস্পর পরস্পরকে
সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী করবার তৎপরতাকে অবজ্ঞা ক'রে,
চিন্তায়, চলনে ও চারিত্র্যে
আপ্যায়ন-অভিধ্যায়িতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
অপরের যা'-কিছু আত্মসাৎ করার প্রলোভনে
প্রলুব্ধ হ'য়ে চলতে থাকে—
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায়,
যশ, মান, আধিপত্যের উদ্ধত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
নিষ্ফলতা ক্রূরদর্পে
কুটিল উপঢৌকনে
তা'দিগকে অনতিবিলম্বেই
আপ্যায়িত করবেই—
তা' নিশ্চয় ;
অপেক্ষা কর,
দেখ। ৪৬৪৭।
১৬।১০।১৯৫২, সকাল ৯টা

প্রস্বস্তির অন্তরায় যা' তাইই দুঃখ,
স্বচ্ছন্দতাকে ব্যাহত করে যা' তাইই বিপদ,
সত্তাকে পোষণ না দিয়ে শোষণ করে যা'—
তাইই রিপু। ৪৬৪৮।
১৬।১০।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

তোমার আভ্যন্তরীণ বোধায়নী সংগঠন যেমন,
তোমার শারীরিক সংস্থিতিও
সন্দীপ্ত হয় তেমনতরই,
আবার, ঐ বোধায়নী সংগঠন যেমনতর,
তোমার চিন্তাপ্রণালীও তেমনতরই,
তাই, তোমার ব্যক্তিত্ব কেমনতর সঙ্গতি লাভ করেছে—
অন্তরে ও বাহিরে,—
তোমার বোধ, চিন্তা ও চারিত্রিক অভিব্যক্তিই
তা'র পরিচায়ক। ৪৬৪৯।

১৭।১০।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

তোমার আত্মিক জীবন
যখনই প্রবৃত্তি-অভিভূতি লাভ ক'রে
চলতে লাগলো,—
অহং-এরও উদ্ভব হ'য়ে উঠলো তখন থেকেই,
আর, তা' যা'র যত ক্রিয়াশীল,
অভিব্যক্তিসম্পন্ন
অহঙ্কারও তা'র তেমনি। ৪৬৫০।

১৭।১০।১৯৫২, দুপুর ১টা

সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ, ইষ্টার্থপরায়ণ তপশ্চর্য্যায়
গুণাবলীর বিবর্দ্ধনী স্তরবিন্যাস হ'তে থাকে—
ঔপাদানিক বিহিত বিনায়নে,
বিবর্ত্তনী জৈবী-শক্তির সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়। ৪৬৫১।

১৮।১০।১৯৫২, রাত্রি ৮টা

তোমার পরিবারের লোক,
সহচর, বন্ধুবান্ধব,
এক-কথায়, যা'রাই তোমার পরিবারভুক্ত—
তা'দের প্রত্যেককে এমনতর উপদেশে
অভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে রেখো,
যা'তে তা'রা হৃদ্য আপ্যায়না নিয়ে
অভ্যাগত যা'রা,
অভ্যর্থনায়, বাক্ ও ব্যবহারে
এবং তা'দের পরিচর্য্যায় যা' যা' প্রয়োজন,
যথাবিহিত সেগুলির সরবরাহে
তা'দের তৃপ্ত করতঃ,
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণায়
তা'দের কী প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য
অর্থাৎ সে বা তা'রা
তোমার পক্ষে বাঞ্ছিত
বা নিজের কোন মতলব হাসিলের জন্য
তোমার কাছে এসেছে—
তা' নির্ণয় ক'রে,—
তা' যদি তোমার পক্ষে
কোনপ্রকারে হানিকর না হয়,
তা' তোমার অবগতিতে এনে,
তোমার সাথে সাক্ষাৎ আলোচনার
সবিশেষ ব্যবস্থা ক'রে দিতে
ত্রুটি না করে ;
স্মরণ রাখতে হবে সব সময়,
তা'রা যেন কা'রও মর্য্যাদার হানিকর না হ'য়ে

বরং অনুপোষণীই হয়,
কেউ যদি অবাঞ্ছিতও হয় তোমার কাছে,
তোমার সাথে সরাসরি
তা'র যদি সাক্ষাৎ হয়,
তুমিও যা'তে ঐরকম কর—
আপ্যায়নী মর্য্যাদা নিয়ে
সেদিকে নজর রাখতে
একটুও ভুলো' না ;

তা'র কোন চাহিদার পূরণে
তুমি যদি অপারগও হও,
এমনভাবেই তা' নিবেদন ক'রো,

বা পারিবারিক অনুচরবর্গ
বা পরিবারস্থ যা'রা,
তা'রাও যেন এমনভাবে নিবেদন করে,
যুক্তিপূর্ণ আবেদনী সৌজন্যে
তা'কে তোমার অপারগতার বিষয় ব'লে—
তোমার অপারগতার
এমনতর সুষ্ঠু কারণ দেখিয়ে,—
যে-অবস্থায় সেও তা'
সমর্থন না ক'রেই পারে না,
তোমার ও পারিবারিক অনুচর ও বন্ধুবান্ধবদের
ঐ আপ্যায়নী সৌজন্য
তোমার অনেক জঞ্জালকে এড়িয়ে
স্বাভাবিক স্বস্তি দিতে পারবে ;

দেখো, তোমার সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন পারগতা
তোমার সাংসারিক চলনকে অব্যাহত রেখে

মানুষকে যতই বিমুখ না করে,—
তত‌ই ভাল। ৪৬৫২।
১৯।১০।১৯৫২, বেলা ১১-৫

তোমার প্রিয়পরমের
যা'তে স্বস্তিলাভ হয়—বাস্তবে,—
তা'ই তোমার মুখ্য কর্ম্ম,
তা' ছাড়া, আর সবই
গৌণ ব'লেই ধ'রে নিতে পার। ৪৬৫৩।
১৯।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-১৫

কোন প্রথা বা প্রবাদের
যদি মর্ম্মোদ্ঘাটন ক'রতে না পার,
আর, তা' তোমার, তোমার পরিবারের,
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে
কোনপ্রকারে অমঙ্গলপ্রসূ না হয়,
এবং তা'তে যদি অভ্যস্ত থাক,—
তা'কে বিশেষভাবে না-জানা পর্য্যন্ত
তা' পরিপালন করাই শ্রেয়। ৪২৫৪।
১৯।১০।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-১০

অসৎ যা',
নিন্দিত যা',
তা'কে যদি নিন্দা না কর,
নিরোধ না কর—
আক্রোশে নয়,
অব্যাহতির জন্য,

পরিচ্ছন্নতার জন্য,—
তাহ'লে কিন্তু
ঐ অসৎ যা', নিন্দ্য যা',
অন্তর্নিহিত ঐ অশিষ্ট দুর্ব্বলতার ফলে
তোমাদের স্বভাবেও
অজ্ঞাত আকর্ষণে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
তোমাদিগকেও অসৎ ক'রে তুলবে,
নিন্দনীয় ক'রে তুলবে ,
তাই, সাবধান ও সন্দীপ্ত আগ্রহের সহিত
তা'কে নিরোধ করা—
পরিচ্ছন্ন যা' তা'তে প্রবৃত্ত ক'রে তোলা—
সত্তার স্বস্তি-সংরক্ষণী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,
কিন্তু অমনতর করতে যেয়ে
নিন্দাকুৎসিতসম্পন্ন হ'তে যেও না,
তা'তে ঠকবে,
নিজেকেও কুৎসিত ক'রে তুলবে। ৪৬৫৫।

২১।১০।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

যে আত্মিক-সম্বেগ
বা যে আত্মিক-শক্তির বপনায়
সবাই স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে –
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে,
প্রকৃতির অঙ্কে,—
তিনিই পরমপিতা ;
আর, পুরুষোত্তম তিনিই—
যিনি অমনই ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেও
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, পরমবেত্তা,

তাই, ঐ পুরুষোত্তমই যুগে-যুগে
লোকউদ্ধাতা—পরমগুরু,
আচার্য্যদেবতা,
মূর্ত্ত ব্রাহ্মী-পুরুষ—
এক—অদ্বিতীয়। ৪৬৫৬।
২১।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

আগ্রহে তাঁ'কে গ্রহণ কর,
অনুচর্য্যায় পরিপালন কর,
অনুসরণে বোধি-সন্দীপ্ত হও,
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
উপচয়ী ক'রে তোল তাঁ'কে,
অনুগ্রহ স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমাকে আলিঙ্গন করবেই কি করবে। ৪৬৫৭।
২১।১০।১৯৫২, বিকাল ৪-২০

যা'রা পরিবেশে আত্মঘাতী মরণবীজকে
ছড়িয়ে দেয়—
মরণেরই উপাধ্যায় হ'য়ে,—
মারণদূত কিন্তু তা'রাই। ৪৬৫৮।
২১।১০।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার
সুষ্ঠু সমঞ্জসা সঙ্গতির অনুসরণে
তা'র মৌলিকতাকে
সুসন্ধিৎসু বোধে

বাস্তবে পরিচিত হওয়াকে
তদন্ত বলা যেতে পারে,
কী কী ব্যাপারের
অন্বয়ী সমাবেশের ফলে
কী ধারণার সৃষ্টি হ'য়ে
কী সংঘটিত হ'লো,—
তা'র মৌলিক বাস্তবতাকে নির্ণয় করাই হ'চ্ছে
তদন্তের তাৎপর্য্য ;

কোনপ্রকার একপেশে তদন্তকে
তদন্তই বলা যেতে পারে না,
তা' সাধারণতঃ মিথ্যাই হ'য়ে থাকে,
আর, নেহাৎ যদি যথার্থও হয়
তা'কেও অঙ্গহীন হ'য়ে থাকতে দেখা যায় ;
তাই, কী-কী সমাবেশে
কা'র-কা'র ভিতরে
কেমন উৎক্ষেপ বা বিক্ষেপ সৃষ্টি হ'য়ে
কেন ঐ ব্যাপার সংঘটিত হ'লো,
আর, কী হ'লেই বা তা' হ'তে পারত না,
তা'র বিহিত বিবরণ যেখানে নাই—
তা'কে অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
অন্যায় বা অপরাধের ;

পরিরক্ষণী তৎপরতা নিয়ে
বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার মূলে গিয়ে
তা'কে যথাবিহিত অবহিত হওয়াকেই
তদন্ত বলে। ৪৬৫৯।

২২।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
তা'র সুরাহা ক'রতে
শুধু প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকলেই চলবে না,
তুমি যত বড়ই প্রস্তুতিপ্রবীণ হও না কেন,
তোমার চাই—
সুসংহত, সুব্যবস্থ, সমুচিত সঙ্গতিপ্রবণ হ'য়ে
সুদক্ষ, কুশলকৌশলী সক্রিয় প্রয়োগ-সম্বেগ,
এই সম্বেগ-হারা প্রস্তুতি বা ব্যবস্থা
যতই জলুসওয়ালা হো'ক্ না কেন,
দক্ষ প্রয়োগ-নৈপুণ্য যদি না থাকে,
ঐ প্রস্তুতি
কোন-কিছুকে আয়ত্ত ক'রতে পারে না ;
তাই, ঠিক বুঝে রেখো—
প্রস্তুতি যখন প্রয়োগহারা,
তা' বন্ধ্যা। ৪৬৬০ ।
২৩।১০।১৯৫২, রাত ৮-৫

তুমি সর্ব্বতোভাবে সুনিষ্ঠ ইষ্টতপা হও,
যেমনতর কর্ম্মজীবন নিয়েই চল না কেন,—
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী উদ্দেশ্যকে
তোমার অন্তরে নিয়ত জ্বলন-সম্বেগী ক'রে রেখো,—
বিরক্তিশূন্য সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী হৃদ্য বাক্য
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
তোমার অন্তরে চৌম্বক-ক্রিয় হ'য়ে উঠুক—
বোধিকুশল তৎপরতায় ;
সুযুক্ত ভাব-সন্দীপনা

স্বষ্ঠু স্বভঙ্গীতে
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্মিতগম্ভীর,
উদ্বেলন-তৎপর ক'রে রাখুক,—
কা'রও কোনপ্রকার অহংকে আঘাত না দিয়ে,
এমন-কি, সম্ভব হ'লে অসৎ-নিরোধেও
বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে
স্থনিয়মন-পরিক্রমায়
ঐ ইষ্টে বা আদর্শে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক সবাইকে,
ঐ উদ্দীপনা প্রত্যেকের পক্ষে
তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমনায়
ইষ্টার্থ-উপাসনার সক্রিয় হোতা হ'য়ে উঠুক,
আর, মানুষের অন্তঃকরণে
ঐ ব্রাহ্মীতেজে
স্বাধিষ্ঠ হ'য়ে থাক তুমি,
শুধুমাত্র এতটুকু প্রীতিপূর্ণ স্মিতভঙ্গীতে
সার্থক আবেগদীপনা নিয়ে
সহজ চলনায় যতই চলতে পারবে—
ইষ্টানুগ বাক্ ও কর্ম্মের মিতালি নিয়ে,—
তুমি তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তেমনি,
গৌরব গুরু-অভিবাদনে
তোমাকে ধন্য ক'রে তুলবে। ৪৬৩।

২৭।১০।১৯৫২, সকাল ৭-১০

তোমার কথাগুলিকে যদি
স্বযুক্ত সঙ্গতিতে গুছিয়ে
পারম্পর্য্যানুক্রম-পরিচর্য্যায়

তোমার উদ্দেশ্যে, আদর্শে বা চাহিদায়
শুভ-সন্দীপী ক'রে
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পার—
আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গীর
বিনায়িত হৃদ্য পরিবেশনে,
সেগুলি ব্যর্থ বগ্‌বগানি ছাড়া
কিছুই হ'য়ে উঠবে না,
কিংবা ধীকে তীক্ষ্ণ ক'রে
এগুলির প্রয়োগে
অব্যর্থ হ'য়ে উঠবে না,
অনেকখানি প্রচেষ্টায় হয়তো
ফল মিলবে অল্পই,
তাই, আদর্শ বা ইষ্টানুগ পরিচারণায়
আত্মপ্রচেষ্টায়
বিহিত অনুশীলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
বোধ ও বিবেচনায় বিশেষ লক্ষ্য রেখে,
বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রযোজনা নিয়ে ;
আত্মপ্রসাদ লাভ করবে। ৪৬৬২।
২৭।১০।১৯৫২, সকাল ১০টা

বিশ্বনাথে অন্তরাসী হ'য়ে
যতই তুমি বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেকটির ভিতর
অনুধ্যায়ী অনুধাবনায়
তত্ত্বতঃ তাঁ'র উপলব্ধিপ্রয়াসী হ'য়ে উঠবে,—
চৈতন্য-সমাধিও ততই এগিয়ে আসবে তোমার দিকে—
তাঁ'কে বিশেষের ভিতর

নির্ব্বিশেষ-অভিশায়নায়
একসূত্রসঙ্গতিতে উপলব্ধি করতে,—
যা'র ফলে, তুমি ক্রমশঃই
কেবল হ'য়ে উঠবে—
সমাধির নির্ব্বিকল্প অভিনিবেশে ;
আর, বিশ্বনাথ মানেই হ'চ্ছে—
যে-বপনা হ'তে
বিশেষ বিহিত পরিক্রমায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে। ৪৬৬৩।
২৭।১০।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

তুমি যতই গণসেবী কর্ম্ম কর না কেন,
গণকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
এক-আদর্শে উদ্দীপ্ত ও নিবদ্ধ ক'রে না তুলছ—
অকাট্য আকুতিতে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে
তা'দের হৃদয়কে,—
তা'রা পরস্পর পরস্পরকে
নিজের স্বার্থ ব'লে অনুভব করবে কমই,
যোগ্যতার অভিদীপনায়
সম্বেগ-শালিত্যে
সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে কমই,
প্রবৃত্তি-আবিষ্ট, অলস স্বার্থ-সংক্ষুধ
লোলজিহ্ব হ'তে বিরত হবে কমই ;
তা'রা বুঝবে না ধর্ম্ম,
বুঝবে না তদনুচর্য্যী কর্ম্ম,
আসবে না যোগ্যতা,
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

সত্তা ও স্বার্থ-পরিচর্য্যা
স্বতঃ-ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না তা'দের ভিতরে ;
ঐ অলস প্রলোভন তা'দিগকে
বিচ্ছিন্নতায় বিশ্লিষ্ট ক'রে
গোলামী-প্রবুদ্ধ ক'রে
স্বরাষ্ট্র নিজেকে
পরপদতলে আহুতি দিতে
একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠবে না,
কারণ, তা'দের অন্তরস্থ বোধিচক্ষু
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে না,
তাই, কর্ম্মানুনয়ন
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অভিনিবেশ নিয়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, চাই প্রথমেই আদর্শে দীক্ষা,
আত্মনিয়ন্ত্রণী প্রচেষ্টা ও সমুচিত নিয়মন,
সত্তার ধারণ ও পোষণ-প্রবর্দ্ধনা-মণ্ডিত
শিক্ষা ও অনুশীলন,
সুকেন্দ্রিক, বীর্য্যবান, যোগ্য, প্রাণন-প্রবুদ্ধ,
অভিজাত সন্তান ;

তাই বলি—
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যী প্রাণন-দ্রোহী অভিলাষগুলিকে
স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
এখনই ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী দীক্ষায়
বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে
ভেদের ভিতরেও
প্রাণন-বিবর্দ্ধনী অভেদকে

সংস্থাপিত কর,
ত্রাণ তোমাদিগকে বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে
জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবে ;
নয়তো, বিলম্ব পরিস্থিতিকে
ঘূর্ণিত বিক্রমে
জাহান্নমের দিকে
নিয়ে যাবেই কি যাবে—
জীবনীশক্তিকে অযথা
দুরাগ্রহ দুর্দ্দশায়
প্রতিপদক্ষেপে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে। ৪৬৬৪।
২৭।১০।১৯৫২, বেলা ১১টা

তুমি যদি
অযথা মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়ে ওঠ,
এবং নানাপ্রকার সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'দিগকে দুর্দ্দশা-জর্জ্জরিত ক'রে তোল,
তেমনি ক'রেও
নিজে অনুতপ্ত না হ'য়ে
বরং আত্মগৌরব অনুভব ক'রে থাক,—
বুঝে নিও, তোমার অবস্থা শোচনীয়,
তেমনতর অবস্থায় যতক্ষণ না পড়ছ
এবং প'ড়ে তোমার সাত্ত্বিক অনুবেদনা
তা'কে উপলব্ধি না করছে—
সত্তা ও স্বচ্ছন্দতায় মমতাদীপ্ত হ'য়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার নিস্তার নেই,
তুমি মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়েই চলবে ;
দেখেও যদি না শেখ,

ক'রেও যদি না শেখ,
ঠেকেও যদি না শেখ,
দেখবে—
শাতনের শীতল জৃম্ভণ
বায়ুকে বিষাক্ত ক'রে
ডাইনী আকর্ষণে তোমাকে আকৃষ্ট করতে
অচিরেই তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ৪৬৬৫।

২৭।১০।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

যে বা যা'রা
তোমার অনুকম্পা-উৎসারণী
অযাচিত অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত,
বা তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার
প্রত্যাশাই করতে পারে না,
তুমি যেই হও না কেন—
তা'দের কাউকে কোনপ্রকারে নিগ্রহ করা
তোমার পক্ষে নিতান্ত অপরাধের,
কারণ, যা'কে তুমি সত্তাপোষণী অনুগ্রহ-অবদান হ'তে
বঞ্চিত করেছ,
তা'কে শাসন করবার অধিকারও তোমার নাই,
তবে শুভ-সন্দীপনী অসৎ-নিরোধে
সবারই অধিকার আছে। ৪৬৬৬।

২৮।১০।১৯৫২, সকাল ৯-২৫

ব্যক্তিগতই হো'ক,
পারিবারিকই হো'ক,

সামাজিকই হো'ক,
রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়ই হো'ক—
কোনপ্রকার মঙ্গলবিধায়ক ও নিয়ামক যিনি,
তাঁ'র খোঁজ করবার অধিকার
যেমন সবারই আছে—
ব্যক্তিগত বা গুচ্ছগতভাবে,
তাঁ'কে সম্বর্দ্ধনী অর্ঘ্যে
নন্দিত করবার অধিকার
যেমন সবারই আছে,
তেমনি তাঁ'র প্রতি যে-কোন প্রকার অমঙ্গল-অভিঘাত
যেখান থেকেই উদ্ভূত হ'য়ে উঠুক না,
তা' তদন্ত করবার অধিকার সবারই আছে—
ব্যক্তিগত ও গুচ্ছগত-হিসাবে—প্রত্যেকেরই,
এবং সেই তদন্ত-বিবরণের সমীচীনতা বিচার ক'রে
বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে
শাসন-সংস্থার বাধ্য থাকা উচিত ;
যদি সে তা' না করে—
তবে সেই অনিষ্টের ইন্ধনই ঐ শাসন-সংস্থা,
কারণ, সত্তারই আকূতি
শুভে সম্বর্দ্ধিত হওয়া,—
অনিষ্ট-দুষ্ট হওয়া নয়কো,
মনে রেখো,
স্বস্তি-সংস্থাপকরাই ধন্য । ৪৬৬৭ ।
২৮।১০।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

প্রাক্‌দীক্ষা মানে
অচ্যুত সুনিষ্ঠার সহিত

বাক্য ও অন্তরের দ্বারা
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়তে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ হওয়া,
অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁ'কে তখনও
গ্রহণ করা হয়নি ;

আনুষ্ঠানিক দীক্ষা মানে
বাক্যে, ব্যবহারে আনুষ্ঠানিকভাবে
দীক্ষাগ্রহণ ক'রে ইষ্টে নিবদ্ধ হওয়া,
আনুষ্ঠানিক অভিদীপনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
কারণ, তা' বাহ্য ও অন্তরকে
সমীচীনভাবে ইষ্টনিবদ্ধ ক'রে তোলে,
তপঃ-প্রবৃত্তিকে সুষ্ঠু অভিদীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
অনুসরণীয় আচরণের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়পন্থী ক'রে তোলে,
তাই, তা' সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদ ;

আর, প্রাক্‌দীক্ষা দ্বারা
অন্তর শ্রেয়ার্থ-উৎসারণায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
তদর্থানুগ আচরণে
জীবনকে প্রসারণায়
অনুচর্য্যী ক'রে তোলে,
তাই, তা' শ্রেয়প্রসূই,

দৈন্যদীর্ণও নয়,
হেয়ও নয়,
যদিও তা' সর্ব্বাংশেই ন্যূন,
কারণ, তা' আনুষ্ঠানিক অনুচর্য্যায়
পরিশুদ্ধি লাভ করেনি,
এবং পারিবেশিক স্বীকৃতিরও খাঁকতি সেখানে ;

দীক্ষার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
মুণ্ডন, অভিষেক, উপনয়ন, যজন,
নিয়মগ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান, উপদেশ। ৪৬৬৮।
২৮।১০।১৯৫২, সকাল ১০-১৫

কেন্দ্রায়িত হও,
সংহতি-সম্বেগকে দৃঢ় ক'রে ফেল,
উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল,
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর ঐ কেন্দ্রস্বার্থকে অনুসন্ধান কর,
বাস্তবে ঐ স্বার্থকে উপচয়ী ক'রে তোল—
সংহতির সুতাল তালিমে,
সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে ;—
সার্থকতা বিস্ফুরিত বিপ্লবে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৬৬৯।
২৯।১০।১৯৫২, সকাল ৮-২৫

তোমার সপরিবেশ বাস্তব জীবনের
চারিদিক দেখে,
অন্তর্জগৎ বা অধ্যাত্মজীবনের সাথে
সমীচীন অন্বয়ে—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
যা' সমীচীন মনে কর,
মঙ্গলপ্রসূ যেখানে যা' করা উচিত বিবেচনা কর,
ন্যায্য যা' তা'কে উৎসারিত ক'রে,
অন্যায্য যা' তা'কে নিরোধ ক'রে,
সম্বেগশালী আকুতি নিয়ে
সময় ও সুবিধার শুভসম্মিলনী সার্থকতার শুভক্ষণে
তাই-ই কর ;

এমনতর সুবিবেকী চলনে
ভ্রান্তি কমই হবে,
কৃতকার্য্যতার কৃতী অভিদীপনাও
তোমাকে উৎসারিত ক'রে
আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, এমনতর চলনার খাঁকতি যেখানে যেমনতর—
কৃতকার্য্যতার সার্থকতাও সেখানে
তেমনতর কমই ;
অবশ্য ইষ্টার্থী-আহ্বান যেখানে,—
তা' সর্ব্বকালেই মুখ্য—
কালনিরপেক্ষ। ৪৬৭০।
২৯।১০।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

যিনি বাস্তব সঙ্গতির বোধায়নী অনুচর্য্যায়
মিথ্যার আবরণকে উন্মোচিত ক'রে,
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে উদ্ভিন্ন ক'রে
দেশকালপাত্রানুগ অবস্থার অন্বিত তাৎপর্য্যে
সত্যকে উদ্ঘাটন ক'রতে পারেন—
অনুকম্পী, সুযুক্ত, ইষ্টার্থ-সমীক্ষ
অনুবেদনা নিয়ে,—
তিনিই সহজ বিচারক ;
তাঁ'র অনুশাসন ও দণ্ড
শুভসন্দীপনাময়ীই হ'য়ে থাকে সবারই পক্ষে,
নয়তো, ভণ্ড বিচার পণ্ডী বিচ্ছুরণায়
অপগণ্ড অনুশাসনে
মানুষকে বিক্ষুব্ধ ও দৈন্যদীর্ণই ক'রে তোলে—
অশান্ত আপসোস নিয়ে

ক্ষোভদৃপ্ত প্রাণন-বিস্ফোরণায় ;
অনুকম্পী ঈশ্বরীয় অনুবেদনা
তোমাদের বিচারকে ব্যভিচারমুক্ত ক'রে
স্বস্তিদীপ্ত ক'রে তুলুক। ৪৬৭১।
৩১।১০।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

তুমি তা'ই ক'রো,
যে-করা হ'তে কোন আপদ বা বিধ্বস্তি আসলেও
তা'কে সামলাতে পারবে অনায়াসে—
অবিকৃতচিত্তে,
নইলে, তা' তোমার কাছে বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে,
আপসোসে খাবি খাওয়া ছাড়া
আর পথই থাকবে না তোমার। ৪৬৭২।
৩১।১০।১৯৫২, বেলা ১০-৪০

মানুষের করার প্রকৃতি যেমন—
পাওয়ার প্রকৃতিও তেমন,
আবার, ঐ করার প্রকৃতি যদি বিকৃত হয়,—
তা' অনেক সময় না-পাওয়াকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে—
আপসোস-উপঢৌকন নিয়ে,
বিধ্বস্তির দোধুক্ষিত শঙ্কাতঙ্কিত আলিঙ্গনে ;
তাই, বুঝে চ'লো। ৪৬৭৩।
৩১।১০।১৯৫২ বেলা ১০-৪২

তোমার বিচার যদি
বিচারপাত্র বা যেই হো'ক না কেন

তা'কে সহজ সুসঙ্গত যৌক্তিকতার ভিতর-দিয়ে
না বুঝতে পারে—
বাস্তব ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষায়,—
সে-বিচার সুসিদ্ধ কিনা
তা' কিন্তু সন্দেহের ;
আর, ঐ বিচারপাত্র নিজেই যদি
ব্যাপারের বাস্তব-সঙ্গতির
সুযুক্ত নিবন্ধের ভিতর-দিয়ে
মিথ্যার আবর্জ্জনাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বৈধ সমীচীন শ্রেয়-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করতে পারে—
ঐ সিদ্ধান্তের বাস্তব সত্য-পরিচিতিকে
সর্ব্বজন-বোধগম্য ক'রে,—
তা'ই কিন্তু স্বতঃ ও সুসিদ্ধ ;
তোমার দণ্ড যদি তা'কে উল্লঙ্ঘন করে,
সেখানে তুমি অপরাধী। ৪৬৭৪ ।
৩১।১০।১৯৫২, বেলা ১১-২৫

যখনই বুঝবে বা দেখতে পাবে—
তোমার বরেণ্য-বাঞ্ছিতকে বাদ দিয়ে
কোন উল্লাস উপভোগ ক'রতে ইচ্ছা করছে
বা তা' ভালও লাগছে,
বুঝবে তখনই—
তোমার অনুরাগ কেন্দ্রভ্রষ্ট হ'য়ে উঠছে
বা তা' প্রত্যাশা-পীড়িত,
আর, ঐ বাঞ্ছিতের চাওয়াগুলি যে
তোমার চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে না,

তা'র মানেই—
তাঁ'তে তোমার প্রণয় নেইকো,
প্রীতি-অবদান নেইকো,
অনুসরণবিহীন, বন্ধ্যা তা';
প্রবৃত্তির লুব্ধ আকর্ষণই তোমার নিয়ামক,
তোমার ভাগ্যও নির্দ্ধারিত হ'চ্ছে ঐ ভজনাতেই,
ঐ বাঞ্ছিত বরেণ্যের ভজন প্রদীপনায় নয়কো,
ভাগ্যও তেমনি অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমাকে অনুসরণ করছে;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বরেণ্য বাঞ্ছিতের
সংশ্রয়ী হ'য়ে ওঠ—
অনুচর্য্যাপূর্ণ প্রীতিপ্রদীপনা নিয়ে,
ঐ ভজনা তোমার ভাগ্যকেও
প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ৪৬৭৫।

৩১।১০।১৯৫২, দুপুর ১-১৫

যে-বিষয়ে যখন যা' যা' করণীয়,
তা' যদি না কর,
সেইগুলি সমবেতভাবে যখন তোমাকে পেয়ে বসবে
যা' গ্রহণ ক'রবে,
ঐ গ্রহ-বৈগুণ্যের নিগ্রহ-আধিপত্যে
তোমাকে নাজেহাল হ'তেই হবে কিন্তু,
রেহাই পেতে
এগিয়ে যাওয়ার শক্তি
অনেকখানি নষ্ট করতে হবে। ৪৬৭৬।

৩১।১০।১৯৫২, দুপুর-১-৩০

১। শ্রদ্ধোষিত আত্মোৎসারণা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষদিগকে
স্বীকার ক'রো,
ও অনুচর্য্যাপরায়ণ থেকো—
মুখ্য তৎপরতায়।

২। বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-পুরুষোত্তম-পরিবেদনী
আগ্রহ নিয়ে
তোমার সমস্ত কর্ম্মগুলিকে
শ্রেয়তপা ক'রে ফেল,
যা'তে ঐ শ্রেয়ার্থ ই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে।

৩। সদাচার-সমন্বিত হৃদ্য আচরণ
ও বোধায়নী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রেয়ার্থী ক'রে তুলো'—
শ্রদ্ধোষিত শ্রেয়োপসেবা নিয়ে।

৪। মনে রেখো—
শ্রেয়ানুগ লোকহিতই
সহজভাবে সরাসরি তোমার স্বার্থ—
সত্তাপোষণী সংশ্রয়কে অব্যাহত রেখে,
লোকহিতকে অবজ্ঞা ক'রে
বা লোকশোষক হ'য়ে
তোমার কোন স্বার্থকেই মুখ্য ক'রে তুলো না।

৫। আত্মিক উৎসারণী অনুশীলনকে
তোমার দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মের সহিত
ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ক'রে নিও—
প্রীতিপূর্ণ অনুধ্যায়ী বিহিত তৎপরতা নিয়ে,

উপযুক্ত সময়ে,
স্থযোগ ও ভাগ্য-অনুদীপনাকে
উদ্দীপ্ত রেখো—
যা'তে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমের সন্ধান পেলে
তাঁ'র কাছে
তোমাকে তোমার যা'-কিছু নিয়ে
উৎসর্গ ক'রে
ধন্য হ'তে পার।
বিশেষভাবে মনে রেখো—
এই পাঁচটিই হ'চ্ছে
জীবনীয় প্রাক্-গণদীক্ষার মূল ভিত্তি ;
আগে এতে নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে তোল,
পরে সত্তা ও সংহতি-পোষণে
যা' করবার তা' ক'রো,
নতুবা যা'ই করবে
নিশ্চয় ক'রে জেনো—
পণ্ডশ্রমে জীবনকে শীর্ণ ক'রে তুলতেই হবে তোমাকে। ৪৬৭৭।
১।১১।১৯৫২, সকাল ৭-৫

তোমার জীবনচলনায় যা' যা' প্রয়োজন
সেগুলিকে যদি স্থন্দর ব্যবস্থায়
স্থষ্ঠু পরিচর্য্যায়
স্বস্থ রাখতে না পার,
তবে কিন্তু ঠকবে। ৪৬৭৮।
১।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪২

তোমার বৈশিষ্ট্য-নিঃসৃত অবদানকে
যদি দুনিয়ার সকলের পক্ষে
সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে না পার,
তবে তা' কিন্তু বন্ধ্যা। ৪৬৭৯।
১।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪৩

তোমার শাসন-যান্ত্রিক বিন্যাস
কোথাও যদি ত্রুটি, বিচ্যুতি
বা বিকার লাভ ক'রে থাকে,
অর্থাৎ ইষ্টানুগ পরিচালনায়
পরিচালিত না হ'য়ে থাকে,
আর, তা' লোক-আপদ-সঙ্কুল হ'য়ে
তা'দের স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতার
বিঘ্ন সম্পাদন ক'রে চলে,
তা' জানামাত্র তন্মুহূর্ত্তেই তুমি
স্বহস্তে সে-সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা ক'রো,
যা'র ফলে, ঐ আপদ-সংঘাত হ'তে
মানুষ একটুও আপদ-ক্লিষ্ট না হ'য়ে ওঠে,
যথাবিহিত অনুচলনী সুব্যবস্থ ক'রে
ঐ যান্ত্রিক ক্রমযোজনার
রদবদল যেখানে যা' করা উচিত,
তা' তন্মুহূর্ত্তেই ক'রো,
নয়তো, ঐ বিকৃত চলন
হয়তো এমন বিকার সৃষ্টি ক'রতে পারে
যা' দুর্নিবার বিক্ষোভে
বিচ্ছুরণ-তৎপর হ'য়ে
গণস্বস্তিকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ;

তাই, তুমি সুসমীক্ষাপূর্ণ
সুষ্ঠু সন্ধিৎসায়
ঐ যান্ত্রিক বিনয়নের প্রতি
বিশেষ নজর রেখেই চ'লো,
যা'তে গণ-নিয়মন
স্বস্তি-অভিবাদনে
স্বচ্ছন্দ অভিগমনে
সংরাগ-সংবুদ্ধ হ'য়ে চলতে পারে —
অসৎনিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
ঐ যান্ত্রিক ব্যবস্থিতির মমতায়
গণ-বিক্ষুব্ধিকে আমন্ত্রণ ক'রো না,
কারণ, ইষ্টানুগ গণচর্য্যাই
তোমার পক্ষে মুখ্য,
যন্ত্র যে-কোন তন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সুষ্ঠু সম্পাদনী নিয়মানুক্রমে
নিয়মিত হ'তে পারে.
মনে রেখো—
আগে গণ,
আর, ঐ গণের জন্যই শাসনযন্ত্র ;
তোমার ইষ্টার্থ-অনুদীপনাকে
ঈশ্বর জয়যুক্ত করুন। ৪৬৮০।
১।১১।১৯৫২, দুপুর ১২-২০

যা'তে বহন ক'রতে পার
সেই দীক্ষাতেই শিক্ষিতা হও,
শ্রেয়কে বহন করাই হ'চ্ছে বধূত্বের সার্থকতা,
আর, সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়

যদি তাঁ'কে বহন করতে না পার,—
তবে বধূত্বের দাবী ক'রতে যেও না,
বধূত্বকে কলঙ্কমণ্ডিত ক'রো না,
জয়কে যদি আমন্ত্রণ না ক'রতে পার,
ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। ৪৬৮১।
১।১১।১৯৫২, দুপুর ১২-২২

যে-উপাদানে যেমনতর সংশ্রয়ে
যে-গুণ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে—
ছান্দিক অভিব্যক্তি নিয়ে,
বিহিত বিদীপনায়,
প্রাণন-বিকিরণী জীবন-সম্বেগে,—
তা'ই কিন্তু তা'র তাত্ত্বিক মূর্ত্তি ;
তাই, যা'কে জানতে চাও,
অবহিত হ'য়ে
সেবা ও সন্ধিৎসু পরিবীক্ষণায়
তত্ত্বতঃ তা'কে জান,
এই জানাই তোমাকে তদ্বেত্তা ক'রে তুলবে। ৪৬৮২।
১।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩২

তোমার সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত ভাব-উচ্ছলতা
প্রবুদ্ধ সম্বেগ নিয়ে
কুশল দক্ষ তৎপরতায়
আবেগ-গম্ভীর লাস্য বিকিরণ ক'রে
যতই বিচ্ছুরণী জীবনদীপ্ত হ'য়ে
তোমাতে আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে,—
মুগ্ধ সম্বেগে ঐ বিকিরণা

পরিবেশকে সত্তাসংবেদনে উদ্দীপ্ত ক'রে
তেমনতর প্রাণন-প্লাবনে
উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তুমিও তোমার পরিবেশ নিয়ে
পারম্পরিক লীলায়িত লালীভঙ্গিমায়
উপভোগ ক'রতে পারবে—
ঐ নন্দনার উৎস যিনি— তাঁ'কে। ৪৬৮৩।

১।১১।১৯৫২, রাত ৭-১০

ইষ্টনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়পুরুষে
তোমার একলহমার ধৃতি-উচ্ছল উন্মাদনাকে
যদি অচ্যুত আবেগ-নিবদ্ধ ক'রে রাখতে পার—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার বোধিকুশল নন্দনা নিয়ে,
তদর্থ-সার্থকতায়,—
তা'ই কিন্তু মহান জীবনীয় উদ্দীপনায়
তোমাকে কৃতিত্বের মহান গৌরব-কিরীটমণ্ডিত
ক'রে তুলতে পারে ;
তুক হ'চ্ছে লেগে থাকা,
প্রবৃত্তির উদ্বেলন-অববেলন-তরঙ্গায়িত হ'য়েও
জীবন-সম্বেগকে স্রোতপ্রবণ ক'রে রাখা। ৪৬৮৪।

২।১১।১৯৫২, সকাল ৮-২৫

তোমার তদন্তই বল,
আর বিচারই বল,
তা' যদি অনুসন্ধানের সুসঙ্গত সুবীক্ষণায়—
যা'কে অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করা হ'য়েছে,
তা'র অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে উদ্ঘাটন ক'রে

দেশকালপাত্রানুসারে
তদনুপাতিক বিধান বা দণ্ডের
ব্যবস্থা ক'রতে না পারল,
তবে তা' অত্যাচার ছাড়া কিছুই নয়কো;
কারণ, কোন অবস্থায়
যা'কে তুমি অপরাধ ব'লে বিবেচনা করছ,
তা'র প্রাণন-আকূতি হয়তো
তেমনতর অবস্থায় প'ড়ে
সেই জাতীয় কোন অপরাধ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে,
তা' কিন্তু অপরাধের জন্য নয়,
আত্মরক্ষার জন্য;
এই আত্মরক্ষা নিজের কুপ্রবৃত্তির
পরিচর্য্যা বা পরিরক্ষার জন্য নয়কো.
জীবনরক্ষার জন্য,
প্রাণন-পরিচর্য্যার জন্য;
মনে কর, বুভুক্ষাপীড়িত কেউ
মিনতি-প্রদীপনা নিয়ে
ভিক্ষার জন্য হস্ত-প্রসারণ ক'রেও
নির্দ্দয় সংঘাতে ব্যাহত হ'য়ে
আত্মরক্ষার জন্য বা পরিবার-পরিজনের রক্ষার জন্য
কা'রও যদি ভাতের থালা কেড়ে নেয়,
কিংবা অসঙ্গত বিব্রতির বেড়াজালে প'ড়ে
কেউ যদি অব্যাহতি পাওয়ার জন্য
কোন মিথ্যা আচরণ বা অপরাধ ক'রে থাকে,
ইত্যাদি যা'-কিছু,—
তা' দৃশ্যতঃ অপরাধ হ'লেও
তা'দের প্রাণন আকূতির অবশ চাহিদা

তা' ক'রে ফেলেছে,
তখন তা'র দণ্ডই হবে
অভাব বা ব্যাঘাত-মোচন ;
তা' না ক'রে
তোমার বিচার যদি তা'কে
আটকে রাখে বা কারাগারে নিক্ষেপ করে,
তুমি হ'য়ে উঠবে তা'র প্রাণন-ব্যাঘাতী
অসৎ অভিব্যক্তি,
যতটুকু সময় সে বেঁচে থাকবে,
তা'র আত্মরক্ষণী প্রাণন-ক্ষুধা
আক্রোশসম্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ অত্যাচার অপনোদনে
যা' করণীয় তা' ক'রতে কসুর করবে না ;
তাই, যদি বিচারকই হ'তে চাও,
বা বিচারই ক'রতে চাও,
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষায়
তা'র অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে আগে বুঝে ফেল,
অপরাধ বা পাপকে আগে চিনে ফেল,
নির্দ্ধারণ কর—তা' সাত্ত্বিক প্রকৃতির
না নারকীয় প্রকৃতির,
তোমার দণ্ড, তিরস্কার বা পুরস্কার
সেই অনুযায়ী উপযুক্তভাবে প্রয়োগ কর,
আর দেখ—
কোন্ দণ্ড কী পরিচর্য্যায়
তা'কে প্রাণন-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
সৎ-সন্দীপনার শুভ স্ফুরণে ;
তখনই হবে তোমার বিচার সার্থক,

নয়তো তা' ব্যর্থ, কন্টকাকীর্ণ,
তা'কে বিচার না ব'লে
অত্যাচার বলাই ভাল ;

মনে রেখো—
তোমার ঐ জাতীয় বিচার বা দণ্ডের প্রতিক্রিয়া
জীবনের আহুত হোমের
বহ্নি-গর্ব্বিত ধূম্রাশির
লেলিহান দুর্দ্দান্ত উচ্ছল বিকিরণায়
গগনস্পর্শী হ'য়ে
নিরাকরণী ধাতা ও বিনায়ককে
'স্বাগতম্'-অভিবাদনে
আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসবে ;
আবার শুনবে সেই গীতিকথা—
'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'
—তা' কোন্ রূপে কে বলতে পারে ? ৪৬৮৫ ।

২।১১।১৯৫২, রাত ৯-৫৫

অপরাধের ধারা অর্থাৎ একজাতীয় অভিব্যক্তি
থাকতে পারে,
কিন্তু ধৃতি অর্থাৎ যা'র উপর ঐ অভিব্যক্তি
দাঁড়িয়ে আছে,
তা' বহু প্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক,
আবার, ঐ ধৃতি নির্ভর করে
অবস্থাসম্ভূত ধারণা
ও তৎপ্রতিক্রিয় উদ্দেশ্যের উপর ;

তদন্ত, বিচার, দণ্ডও তেমনি যদি না হয়,
সে-বিচার মানুষের জীবনীয় হ'য়ে উঠতে পারে না
কিছুতেই,
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে উঠতে পারে না কিছুতেই। ৪৬৮৬।
৩।১১।১৯৫২, সকাল ৭-২৫

মনে রেখো—
বিচারক শাস্তা নয়কো,
বরং শাস্তা,
তিনি বৈধী-নিয়ামক,
অশুভের নিরাকারয়িতা,
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের শুভ-সন্দীপনী উদ্গাতা,
পরিশোধক,
শ্রেয়-বিনায়ক ;
আর, যে-বিচারক তা' নয়কো,
সে বিচার-আসনের কলঙ্ক তো বটেই,
আরো অত্যাচারী সে,
বিধ্বস্তির দুর্ম্মদ হোতা,
জীবনবৃদ্ধির সাংঘাতিক ক্রূর বেধয়িতা ;
ঈশ্বর রক্ষা করুন তা'দিগকে। ৪৬৮৭।
৩।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

অশ্রেয়-সঙ্গতি-অনুস্যূত যা'রা,
তা'রা ঈশী-অনুপ্রেরণায়
স্ফুরত্ব-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে—
এমনতর দেখা যায়নি,
ঈশী-সন্দীপনা প্রায়শঃই

অব্যবস্থ, আসুরিকবীর্য্যী ক'রে তোলে তা'দিগকে,
তা'দের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরতি যা'দের
তা'দেরও তদ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে দেখা যায়,
অবশ্য দুরাচার কুলসম্ভূতও যদি
ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ হয়—
বাস্তব চারিত্রিক অভিদীপনায়,—
সেও শ্রেষ্ঠ। ৪৬৮৮।
৪।১১।১৯৫২, সকাল ৭-২০

ভক্তি যা'র বহুনৈষ্ঠিকপ্রবৃত্তিসম্পন্ন,
সে ভক্তি'ব্যভিচারী,
তা' সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে না কখনও;
যে-কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বা যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে
তুমি তোমার অন্তঃ ও বহির্জগতের
সুসঙ্গত সার্থকতায়
সব কিছুর সমাহারী তাৎপর্য্যে
সার্থক হ'য়ে উঠবে,—
তিনিই তোমার মধুচক্র;
আর, ঐ চক্রের আপূরণী যেখানে যা' পাও,
তা'ই সংগ্রহ ক'রে
সেই সংগ্রহের সার্থক উপচয়ী অবদানে
ঐ কেন্দ্রপুরুষকেই
উপচয়ী ক'রে তুলবে,
এই কুশলকৌশলী সমীচীন
সমাহারী সুনিষ্পন্ন আহরণে
তোমার যোগ্যতা বেড়ে যাবে,
দীপনদক্ষ হ'য়ে উঠবে,

বোধায়নী পরিপ্রেক্ষায়
তুমি হ'য়েও উঠবে তেমনি,
আর পাবেও তা'ই,
তাই, ব্যভিচারী ভক্তি বা বহুশ্রদ্ধ সম্বেগ
ঐ সার্থকতা হ'তে
তোমাকে বঞ্চিতই ক'রে তুলবে ;
আরো মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সুনিষ্ঠ সৎ-তপা যিনি
তাঁর প্রতি বিদ্বেষবিহীন—
এমনতর মহৎ যদি কেউ থাকেন,—
যাঁ'তে তাঁ'র জানাগুলি
সুসঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায়,—
তিনিই তোমার শ্রেয়,
ভক্তির পাত্র তিনি,
শ্রদ্ধার পাত্র তিনি,
সেবা ও অনুচর্য্যার পাত্র তিনি ;
তা'ছাড়া, ঐ শ্রেয়ানুগ বা ইষ্টানুগ
অনুশ্রয়ী তাৎপর্য্যে
প্রতিটি ব্যষ্টিসত্তাসহ সমষ্টিকে
যেখানে যেমন সম্ভব
ঐ সঙ্গতিশীল অনুচর্য্যী অনুবন্ধনে উদ্বুদ্ধ ক'রে
অর্থাৎ সবাইকে মধুময় ক'রে
ঐ সেই তোমার ইষ্টে
উপচয়ী অর্ঘ্য নিবেদনে
মধুপর্কী ক'রে তুলো—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে,

তাঁ'র উদ্দেশ্যের আপূরণী অনুচর্য্যায়,
একটা উর্জ্জী সম্বেগ নিয়ে ;

এমনি ক'রে সবারই শ্রদ্ধাকেন্দ্র হ'য়ে উঠে
সমষ্টির সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধানিবদ্ধ তোমাকে
তাঁ'তে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
সার্থক হ'য়ে ওঠ—
অসৎ যা',
অপকৃষ্ট যা',
জীবন-সংঘাতী যা',
কল্যাণ-বিরোধী যা',
তা'কে যথোচিত নিরোধ ক'রে ;

এই পরাক্রমী তাৎপর্য্য-সমাবেশী
সুসঙ্গত সার্থকতায় সংস্থিতিই হ'চ্ছে তোমার প্রাপ্তি,
সরাসরি ঐ কেন্দ্রপুরুষেরই স্বার্থ হও নিজে,—
কারণ, তিনিই তোমার আপ্ত,

ঐ আপ্ত যিনি,
তাঁ'র সমর্থনে সমীচীন যা'-কিছু
তাই-ই তোমার করণীয়,
নয়তো, ঐ বহুনৈষ্ঠিকতা
বা ব্যভিচারী ভক্তি

তোমাকে ভাবভ্যাবা ক'রে
বা ভাবের ঘুঘু ক'রে
ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত জীবনকে
একটা ডাইনী আকর্ষণে
অন্তঃসারশূন্য করে তুলবে । ৪৬৮৯ ।

৪।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

অসৎপ্রকৃতি, ধর্ম্মধ্বজী, লোকদূষক—
লোকের বিভ্রান্তি উৎপাদন ক'রে
জীবিকা আহরণ করা
যা'দের ব্যবসায়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
বিকৃত, ব্যভিচার-বিজ্ঞাপনী অর্থে
মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে
যা'রা শাতন-অনুচর্য্যা উন্মাদনায়
ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহানদের প্রতি
যা'রা স্বতঃই বিদ্বিষ্ট, বীতশ্রদ্ধ ও নিন্দাপরায়ণ—
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক আর পরোক্ষভাবেই হো'ক,
তাঁ'দের অঙ্গাঙ্গী সংশ্রয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না যা'রা,
তাঁ'দিগেতে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
একসূত্রসঙ্গতি লাভ ক'রে
তাঁ'দের আপদে, বিপদে ও উদ্দেশ্য-উদ্‌যাপনে
যা'রা বুক দিয়ে দাঁড়াতে তো জানেই না,
বরং তাঁ'দের দুর্দ্দশা, দুর্ভোগ ও ব্যাহতিতে
উল্লাস বোধ করে,—
তা'রা যতই মোলায়েম বা ক্রূর চাল নিয়ে
চলুক না কেন,
তা'রা মহান তো নয়ই,
সৎও নয়,
সাধুও নয়,
বরং দুষমণ-প্রকৃতির ;
তাই, লোককল্যাণার্থে প্রয়োজনমত
তা'দের স্বরূপ বর্ণন ক'রতে হ'তে পারে।

আবার, ঐ স্বরূপ বর্ণন ক'রতে গিয়ে
তোমার আক্রোশও উদ্দীপ্ত হ'তে পারে,
কিন্তু তাই ব'লে ঘৃণা ক'রতে যেও না,
বরং খল স্বভাবকে পরিজ্ঞাত হও,
আর খলকে যদি পার
সংস্বার্থী ক'রে তোল,
তা' যত পারবে,
লোকহিতীও হ'য়ে উঠবে তুমি তত ;
অবশ্য সব সময় প্রস্তুত থেকো—
যা'তে তা'রা আক্রুষ্ট হ'য়ে
তোমার কোন ক্ষতি ক'রতে না পারে। ৪৬৯০।
৪।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

যে কাউকে তোমাতে
প্রীতি-অনুচর্য্যা-প্রবুদ্ধ না ক'রে
প্রলুব্ধ ক'রে
অন্যকে তোমার শোষক ক'রে তোলবার প্রকৃতি-সম্পন্ন,—
নিজের এতটুকু সুবিধার জন্য
তোমার প্রভূত ক্ষতি ক'রতেও
কুণ্ঠা বোধ করে না,—
অন্যের স্বার্থ-অনুকম্পী যৌক্তিকতা নিয়ে
নিজের মান, মর্য্যাদা, প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
অন্যেরও তৎপ্রবৃত্তিকে উস্কানি দিয়ে চলে,—
তোমার স্বার্থ-সংরক্ষণ
ও সত্তাপোষণ বা আপূরণে
মৌখিক অনুকম্পা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে
বা যেমন ক'রেই হো'ক

নিজে নেওয়ায় লোলজিহ্ব হ'য়েও
অন্যকেও তোমার রক্তশোষক ক'রে তুলতে
উদার উচ্ছল যৌক্তিক কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে চলে,—
সে যেই হো'ক না কেন
সে তোমার আত্মীয়ও নয়,
বান্ধবও নয়,
সন্ততি-স্থলীয়ও নয়,
মৌখিক বান্ধবতার ছদ্মবেশে
গুপ্ত-শোষক ও শত্রু;
তা'র বাহ্যিক প্রীতি-প্রদীপ্ত আচরণেই হো'ক
বা লোক দেখান অন্তরাসী ব্যবহারেই হো'ক,
আস্থা স্থাপন ক'রো না,
বরং বিনায়িত ব্যবহার নিয়ে
যথাসম্ভব দূরে থাকতেই চেষ্টা ক'রো,
কারণ, প্রীতি যেখানে প্রকৃত
সেখানে সে প্রিয়ের স্বার্থকে
নিজের স্বার্থের মতই দেখে থাকে,
তা'র বিপরীত যেখানে—
সেখানে প্রীতির অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা
সত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হ'তে পারে। ৪৬৯১।

৫।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৩০

সুকেন্দ্র-সংশ্রয়ী তপ বাড়ায় যোগ্যতা,
আবার, যোগ্যতা
ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে—
বোধিসঙ্গতি নিয়ে,
সমাহারী সমাবেশে। ৪৬৯২।

৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮টা

শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী দুঃখ
সুখসম্বেগকে সক্রিয় ক'রে তোলে,
আর, বিরহ
মিলন-আকূতিকে উদ্গ্রীব ক'রে তোলে,
আবার, এই সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের ভিতর-দিয়ে
উদ্দীপ্ত আগ্রহ-অনুরতি
ব্যক্তিত্বকে বিশাল ক'রে তোলে—
বোধায়নী তাৎপর্য্যে,
কৃতী সন্দীপনায় ;
নতুবা, ঐ সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ
জীবনের জৈবী-সংহতিকে দীর্ণ ক'রে
বিদারণশীল ক'রে তোলে। ৪৬৯৩।
৩।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক, সুষ্ঠু সমাধান-তৎপর
না হ'য়ে ওঠ,
উপচয়ী নিষ্পন্নতাকে
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সার্থক না ক'রে তোল—
উপচয়ী শ্রেয়-সংশ্রয়ী ক'রে,—
তোমার অলস সাধুতা
বিলোল ব্যর্থতায়
ব্যতয়ে অবসন্নই হ'য়ে পড়বে—
জীবনের সার্থক সন্দীপনায় বঞ্চিত হ'য়ে ;
তাই, নিজে কর,
অন্যকেও নন্দিত কর তাঁ'তে,

করায় প্রণোদিত কর,
আয়ত্ত করার পথে চল,
আয়ত্ত করতে অনুপ্রাণিত কর,
সামর্থ্যানুপাতিক যা' পার—দাও,
আর, সামর্থ্য-সংরক্ষণে অন্যের কাছ থেকে নাও—
কাউকে কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ না ক'রে,
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
মরকোচই ওখানে। ৪৬৯৪।

৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

জীবন স্বভাবতঃই চিতিপ্রবণ,
চিতিপ্রবণ ব'লেই
তা'র উন্মেষের প্রারম্ভ হ'তেই বোধক্ষম,
আর, এই বোধের সাথেই আসে যৌক্তিক সঙ্গতি,
এই বোধ ও বিচার-সম্ভূত ভাবসম্বেগের ভিতর-দিয়ে আসে
সহানুভূতি-দীপনা ও কর্ম্মপ্রেরণা,
এই সহানুভূতি ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সে যতই সুকেন্দ্রিক, সুসংহত ও উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার পরিবীক্ষণী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে,
ব্যক্তিত্বও তা'র ততই
বিবর্দ্ধনী ক্রমান্বয়িতায়
সুসংহতি লাভ ক'রে
বিবর্ত্তন-বিজৃম্ভী হ'য়ে ওঠে—
প্রসারণ-প্রদীপনায়। ৪৬৯৫।

৬।১১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

সাত্ত্বিকতা সংহিত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিকতায় সংহত হ'য়ে ওঠে—

তা'র যোগাবেগ-সঙ্গত ঔপাদানিক সংশ্রয় নিয়ে,
আবার, সত্তার ধাতা বা ধারয়িতাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
এই সত্তানুচর্য্যাই হ'চ্ছে ধর্ম্মানুচর্য্যা,
তা' হ'তেই আসে স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দ চলন—
বোধায়নী পরিক্রমায়,
অসৎ-নিরোধী অনুক্রমণায়,
এই ধর্ম্মের সুসঙ্গত পূরণ-পোষণী
পরিবেষণ-প্রকীর্ত্তিই হ'চ্ছে পূর্ত্তনীতি বা রাজনীতি,
আবার, এই ধর্ম্মের আদর্শ ই হ'চ্ছেন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ,
এই বেত্তা পুরুষে সব্যষ্টি সমষ্টির
সদীক্ষ অনুচর্য্যাশীল সঙ্গতি হ'তেই
সমষ্টি জীবনের উদ্ভব,
এই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষকেই
আপ্ত ব'লে ধরা হয়,
আর, তাঁ'রই প্রবর্ত্তিত
বিধিনিষেধগুলিই হ'চ্ছে আপ্তবাক্য,
এই আপ্তবাক্যের অনুসরণী সম্বেগ থেকেই আসে
সব্যষ্টি সমষ্টির বৈশিষ্ট্যানুগ যোগ্যতা,
এই যোগ্যতাই নিয়ে আসে শক্তি,
এই শক্তি থেকেই এসে থাকে রাষ্ট্রিক চেতনা
ও সত্তাপোষণী জাগরণ;
যোগ্যতার সমবেত সম্মিলনী পরিক্রমা
ও আদর্শ-নিবদ্ধ অনুচলন-উৎক্রমণার ভিতর-দিয়েই
জীবন বিবর্ত্তনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
ঈশিত্বের বিভা বিকীর্ণ ক'রে,
আর, ঐ ঈশ্বরেই আসে

সব্যষ্টি সামগ্রিক জীবনের সার্থকতা,
ঐ সার্থকতা প্রাপ্তিতে অনুস্যূত থেকে
জীবনকে অমৃতনিষ্যন্দী ক'রে তোলে—
সুখ-দুঃখের উদ্বেলন-অববেলনী
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে,
বোধায়নী বিধৃতি-বিন্যাসে,
যোগ-সমাধির সম্যক অধিগমনে। ৪৬৯৬।
৬।১১।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

যতদিন না সর্ব্বতোভাবে
প্রিয়স্বার্থী হ'য়ে উঠতে পারছ—
মান, অভিমান, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
উপচয়ী অনুচর্য্যী অভিদীপনা নিয়ে,—
ঠিক জেনো—
দুঃখেও সুখী হ'তে পাবে না,
সুখেও সুখী হ'তে পারবে না,
জীবনকে সুখী করার তুকই
ঐ অমনতর প্রিয়ার্থপরায়ণতা। ৪৬৯৭।
৬।১১।১৯৫২, রাত ৭টা

শ্রদ্ধা-উদ্দীপী আদর ও উপরোধের ভিতর-দিয়ে
মানুষের পরিশুদ্ধি-প্রবৃত্তি
সহজ হ'য়ে ওঠে,
আর, পরিশোধনী অভ্যাসও
অনেকখানি প্রসাদ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। ৪৬৯৮।
৭।১১।১৯৫২, সকাল ৭-১৫

যে কর্ম্ম, কথা, আচার, ব্যবহার, ব্যাপার, বিষয়
যা'ই হো'ক না কেন,
যা' দাতা ও গ্রহীতা, স্ব ও পরিবেশ
উভয়েরই ভাল লাগে—
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,—
তাই-ই তা'দের পক্ষে উপভোগ্য, তৃপ্তিপ্রদ
ও শুভসন্দীপী। ৪৬৯৯।

৭।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

ঈশ্বর ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য—
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সৎ ও মহানদের প্রতি
বিদ্বেষবিহীন,
অসৎ-নিরোধী,—
এতদ্ব্যতীত অন্য কা'কেও ছাড়া তোমার চলবে না
এমনতর রকমে
আসক্তির গাঁট বেঁধে রেখো না,
তাই ব'লে দায়িত্ব ও ইষ্টানুগ করণীয়কে
অবহেলাও ক'রো না,
আর, প্রীতিই দায়িত্বের যোক্তা;
আবার, হৃদ্য ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
যেন তোমার চরিত্রগত হয়;
তোমার সংস্রবে যা'তে সবাই
প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর ও অমনতর আচার্য্যে
শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে ওঠে,—
তেমনতর ভাবভঙ্গী ও চলন-চরিত্র নিয়ে চ'লো—
বাক্ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি নিয়ে,

অনেক বেদনাকে এড়িয়ে চলতে পারবে ;
মনে রেখো ঈশ্বর মঙ্গলময়। ৪৭০০।
১০।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

শুধুমাত্র পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী আহারকেই
সদাচার বলে না কিন্তু,
সদাচারী হ'তে হ'লেই
বিহিত সত্তাপোষণী আহার তো প্রয়োজনই,
তা' ছাড়া, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী অনুসরণ ও আত্মনিয়মন,
পরিশুদ্ধ আচরণ,
পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী বাক্য,
সত্তাপোষণী ব্যবহার,
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যা,
সত্তাপোষণী সজ্জন-সঙ্গ,
সৎ-সন্দীপী কর্ম্ম,
আর শুভসন্দীপী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে সাধু অর্জ্জন,
এবং শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সদাচারের
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
প্রীতিকর অনুষ্ঠান যা'—
হৃদ্য বিনীত পরিবেদনায়,
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্য নিয়ে,
কুশলকৌশলী দক্ষতায়,—
এক কথায় তা'কেই সদাচার বলা চলে ;
এমনতর সদাচারই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়সন্দীপী। ৪৭০১।
১০।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৩০

তুমি যেমন ভজনা ক'রবে,
ভাগ্যও গ'ড়ে উঠবে তোমার তেমনি,

বিধাতার বৈধী-নিয়মনও
তোমাকে তেমনতরই ভাগ্যের
অধিকারী ক'রে তুলবে,—
'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। ৪৭০২।
১০।১১।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট শত কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
তোমার বিরোধী যে
পূত অনুচর্য্যায়
তা'কে বান্ধব ক'রে তুলতে অবজ্ঞা ক'রো না—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে;
সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
বৃদ্ধোপসেবনে পরাঙ্মুখ হ'য়ো না;
লক্ষ কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
শ্রেয়তপা হ'তে ভুলো' না;
কোটী কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অর্থ-অনুধ্যায়ী ঈশ্বরোপাসনায়
আত্মিক উন্নয়নে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রতে ত্রুটি ক'রো না—
সক্রিয় অনুসরণী অনুশীলনে। ৪৭০৩।
১০।১১।১৯৫২, রাত ৭-৫০

পিণ্ডিকা ও তা'র ঔপাদানিক সংশ্রয়ের
কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতা-অনুপাতিক
বস্তুর বাস্তব গঠনের কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতার
উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
আবার, তদনুপাতিকই

জীবন ও প্রাণন-প্রকরণেরও
সংশ্রয় হ'য়ে থাকে। ৪৭০৪।
১১।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১০

বিচার-বিনায়ক-উর্দ্ধতন-কর্ম্মচারীর
বৈধী আদেশ ও নিদেশ অমান্য ক'রায়
যেমন বিচারালয় বা বিচার-সংস্থাকে
অবমাননা বা ঘৃণা করাই হ'য়ে থাকে,
তেমনি বৈধী কারণ ব্যতীত
বিচারকের অননুকম্পী অসহানুভূতি
বা শীলতার বিকৃতি বা ব্যভিচার,
অসমঞ্জস, অব্যবস্থ, ধৃষ্টতাব্যঞ্জক ঔদ্ধত্য
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে মানুষের
বৈশিষ্ট্যানুগ মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর ব্যবহার
যা' অপরাধী এবং বিচার-প্রাঙ্গণে উপস্থিত
জনমণ্ডলীর মাধ্যমে
মানুষের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
বিক্ষোভের সৃষ্টি করে,
হৃদয়কে আঘাত করে,
অনুচর্য্যী অনুকম্পিতাকে বিদ্বেষদুষ্ট ক'রে তোলে,
তা'ও ঐ বিচারাসনেরই কলঙ্ক,
এবং তা'ও তেমনতরই অপরাধ
যা' ঐ বিচারাসনকেই অবমাননা ক'রে থাকে,
আর, সে-বিচারকও স্বভাবতঃই
তেমনতর দণ্ডেরই অধিকারী। ৪৭০৫।
১১।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১০

যে-কোন সৎকুল-সম্ভূত
অর্থাৎ, যে কুলে কোনপ্রকার অন্তঃক্ষেপ হয়নি
এমনতর কুলসম্ভূত,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা,
সহজ সানুকম্পী সততা-সন্দীপ্ত,
ধীমান, বিনীত, সমঞ্জসাবুদ্ধি-সম্পন্ন, ওজস্বী,
সুসন্ধিৎসু সুসঙ্গত বোধি-প্রবণ,
অসৎ-নিরোধী হ'য়েও
পরিশুদ্ধির প্রাজ্ঞ বিধায়নী বিনায়ক,
সংযত চরিত্র, সুসংহত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, লোকপ্রিয়,—
এমনতর যে-কেউই হো'ক না কেন,
বিচারক হওয়ার উপযুক্ত সে,
তা' বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা থাক্‌ আর না থাক্‌,
উপযুক্ততাই উপযুক্তের পরিস্থাপক। ৪৭০৬।
১১।১১।১৯৫২, সকাল ১০টা

শ্রেয়ানুচর্য্যায় নিরবচ্ছিন্ন হও,
ব্যবহারে হৃদ্য হও,
নিষ্পন্নতায় নির্ঘাত হও,
নৈপুণ্যে দক্ষ হও,
আর তোমার যা'-কিছু নিয়ে
একনিষ্ঠ ইষ্টতপা হ'য়ে
ঈশ্বরেই আরতিসম্পন্ন হ'য়ে চল। ৪৭০৭।
১২।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

কোন-কিছু যাহার দ্বারা ধৃত হয়,
পরিপালিত হয়,

পরিপোষিত হয়,
সেই তা'র অধিগতি। ৪৭০৮।
১৪।১১।১৯৫২, **সকাল ৭-১৫**

শিলচর উৎসব-উপলক্ষে আশীর্ব্বাণী

তোমাদের জীবন-দিগ্বলয়ে
ঘনঘটা
দৃপ্ত গর্জ্জনে
বজ্রদন্তী বিজলী ঝলকে
ভীতিসঙ্কুল সংঘাতে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে
যতই বিকম্পিত ক'রে তুলুক না কেন,
দ'মে যেও না একটুকুও ;
সৎ-সন্দীপনার সুসঙ্গত সন্দীপ্ত ঝলকে
সপরিবেশ তোমাদের প্রত্যেক নিজেদের
সমস্ত বৃত্তিকে সংহত ক'রে,
জীবনীয় দৃপ্ত পরাক্রমে
সুব্যবস্থ প্রস্তুতির অটুট বন্ধনে
একানুধ্যায়ী ইষ্টীতপা সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
সংহিত সংহতিতে নিবিড় হ'য়ে দাঁড়াও ;
আর, এমনতরই দৃপ্ততেজা সংহতিতে
পারস্পরিক ইষ্টনিবদ্ধ অনুক্রমণায় সংহত হ'য়ে
বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে
সৎসঙ্গের সার্থক সংহতি ;
একটুকুও যেন কেউ টলাতে না পারে,
ভীতিবিহ্বল ক'রে তুলতে না পারে তোমাদের,

প্রস্তুতির অনটন একটুকুও না থাকে,
অব্যবস্থ একটুকুও না হও,
সময়কে একটুকুও অবজ্ঞা না কর,
কুশলকৌশলী ধী-তৎপরতা নিয়ে
একানুধ্যায়ী অনুশাসনে
সসমষ্টি প্রতিপ্রত্যেকে
সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণে
বিবর্ত্তনের আকৃতিতে এগিয়ে চল,
আর, এই চলাই
তোমাদের অনন্ত পথের যাত্রী ক'রে তুলুক—
সচ্চিদানন্দের শুভবর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে
সত্যং, শিবং, সুন্দরে
পরিশোভিত ক'রে ;
ওঠ,
জাগো,
ঐ দুর্দ্দমনীয় ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম ক'রে
পারিজাত আহরণ কর,
স্বর্গে স্বাধিষ্ঠিত হও ;
আমার একান্ত যিনি,
তাঁ'রই চরণে আমার
দৈন্যদীর্ণ হ'লেও একান্ত প্রার্থনা—
তিনি তোমাদিগকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলুন,
তোমরা সুখে থাক,
তোমাদের যে-কেউ-সবকে নিয়ে সুদীর্ঘজীবী হও,
আর, যোগ্যতায় জীবন্ত হ'য়ে ওঠ';
প্রাচীনের সুসঙ্গত তালিমে
তৎসূত্রে বর্ত্তমানকে সুনিবদ্ধ ক'রে

অমৃত-ভবিষ্যৎকে আবাহন কর,
তা' অমৃতময় হো'ক,
স্বর্ণময় হো'ক,
সুকেন্দ্রিক সম্প্রীতির প্রীতি-নিয়মনে পরিচালিত হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করুক,
স্বস্তি, স্বধা ও শান্তির
শুভ-মলয়ী সম্বর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে চল। ৪৭০৯।
১৪।১১।১৯৫২, সকাল ৮টা

অচ্যুত সুনিষ্ঠ যিনি,
যিনি সত্তায় শুভ,
জীবনে শুভ-সক্রিয়—
ভালতে, মন্দতে,—
মানুষের মূর্ত্ত ভগবান তিনিই—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
জীবনের পরম উদ্ধাতা। ৪৭১০।
১৭।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

অসৎ-নিরোধী হ'য়েও যিনি
শুভসন্দীপী, প্রীতিমুখর, সুকেন্দ্রিক, আচারবান,
বিদ্বেষবিহীন, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
এমনতর শ্রেয়র সংশ্রয় বা অনুচর্য্যা হ'তে
যে তোমাকে নিরস্ত করে
বা যা'র অনুজ্ঞা বা নিদেশ
তৎ-সংশ্রয়ে বাধা সৃষ্টি করে
সে তোমার যেই হো'ক্ না কেন—

শ্রেয়ও নয়,
মহৎও নয়,
সাধুও নয়,
সৎও নয় ;
ঐ বাধায়
তৎ-অনুশ্রয় বা অনুচর্য্যা হ'তে
যখন তুমি নিরস্ত হ'য়ে উঠলে,
তোমার উন্নতির উর্জ্জী চলন তখন থেকেই
বিপরীতগামী হ'য়ে উঠতে লাগল ;
উন্নতিকে ব্যাহত করে যে বা যা'
তা'ই কিন্তু তোমার রিপু,
সত্তাপোষণী নয়কো,
সত্তাশোষক তোমার,
সে-নিদেশ বা সে-অনুজ্ঞা বা সে-বাধায়
তুমি কখনও কিছুতেই
নিরস্ত হ'য়ে থেকো না,
ঐ নিরস্ততা কিন্তু
প্রেতিনীর আলেয়া-দীপ্তিতে
বোধি-আলোককে নিরস্ত ক'রে
নারকীয় অভিনয়ে
নিযুক্ত করবে তোমাকে। ৪৭১১।
১৮।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৩০

সমাধান যাঁ'র যত প্রকৃত,
প্রাজ্ঞও তিনি তেমনি সহজ,
চরিত্রও আবার তেমনি স্বাভাবিক তাঁ'র,
বিনীতও হ'য়ে ওঠেন তিনি তেমনি,

সম্বেগও তাঁ'র তেমনি ওজোদ্দীপ্ত,
তা' সত্ত্বেও এমনতরই তিনি সাধারণ
যা'তে অতিশয় সহজ ছাড়া
তাঁ'র আর কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বই পাওয়া কঠিন ;
শ্রদ্ধোষিত সক্রিয় অনুসরণে
তিনি কেবল বোধগম্য। ৪৭১২।
১৮।১১।১৯২৫, দুপুর ১২টা

নিজে অনুকম্পী অনুবেদনী অনুচর্যায় শিথিল থেকে
শুধুমাত্র অন্যের কুৎসিত সমালোচনা ক'রে
কেউ কা'কেও সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী
উন্নতি-অনুবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত ক'রে তুলতে পারেনি,
আর পারাও যায় না তা' ;

নিজে কর—
শ্রেয়-সংশ্রয়ী অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সুতৃপ্ত আপ্যায়নায়,
আর, তোমার ঐ প্রীতি-সন্দীপ্ত অনুচর্য্যা
সকলকে উৎফুল্ল ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে যতই—
তুমি তো উপকৃত হবেই,
তা' ছাড়া ঐ অনুপ্রেরণা
অন্যতে চারিয়ে গিয়েও
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে তা'তে সক্রিয়ভাবে,
এই এমনতর সক্রিয় আলিঙ্গন-গ্রহণের ভিতর-দিয়েই
মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা অধিক ;
নিয়ত কুৎসিত সমালোচনা
মানুষকে ম্রিয়লই ক'রে তোলে,
বিমূঢ়ই ক'রে তোলে,

ঐ সমালোচক বিকারগ্রস্তের মতন
অন্যের অপারগতার বুলি আউড়িয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাই
বিকাশ ক'রতে প্রয়াসশীল হয়,
যা'র ফলে, সমালোচক ও সমালোচিত উভয়েরই
বিবশ অবসন্নতায় গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া
আর উপায়ই থাকে না;
তাই, নিজের বা মানুষের ভালই যদি চাও,
অন্যের প্রতি যথাসম্ভব দোষারোপ না ক'রে
তা'দিগকে ভালয় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,—
তা'তে নিজেও উপকৃত হবে,
অন্যেও উপকৃত হবে,
আর শ্রেয়লাভের পন্থাই এই। ৪৭১৩।
১৯।১১।১৯৫২, সকাল ৭-৪৫

যা'র যেমন নিষ্ঠা,
অনুচর্য্যাশীল সম্বেগ যা'র যেমন,
যে যেমন ক'রতে অভ্যস্ত,—
সে হয়ও তেমন;
কা'র কী হ'লো
তা' বাছাই ক'রতে গেলেই
কে কী অবস্থায় কেমনতর ক'রে কী করলো—
তা'তে সুসমীক্ষ না হ'য়ে
যদি বাছাই ক'রতে যাও,—
ঠকবে,
হয়তো কাঞ্চন ফেলে কাঁচকেই নেবে;
তাই কা'র কী হ'লো

তা' নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে
যেখানে যতটুকু ভাল দেখ,
তাই-ই গ্রহণ কর—
ইষ্টানুগ অভিদীপনায়,
আর তুমি নিজে ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বান্তঃকরণে,
তদনুচর্য্যী অনুকম্পায়
তোমার স্বভাব ও সাধ্যমত
তাঁ'রই মন্দির ভেবে
পরিচর্য্যা কর সবাইকে—
যা'র যেখানে যেমন প্রয়োজন,
শ্রেয়নিষ্ঠ এমনতর পারস্পরিক আলিঙ্গন-গ্রহণের ভিতর-দিয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
শ্রেয়ানুশ্রয়ী ক্রম-আহুতিতে
তোমার ব্যক্তিত্বও বিস্তার লাভ করবে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে,
অন্যেও তা'র শুভ-আশীর্ব্বাদে
মধুময় হ'য়ে উঠবে। ৪৭১৪।
১৯।১১।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

প্রজ্ঞা যতই মানুষের জীবনে
সার্থকতায় সুসঙ্গতি নিয়ে
সমাবিষ্ট ও সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
সে-মানুষ ততই
অসাধারণ সহজ ও সাধারণ হ'য়ে
স্ববৈশিষ্ট্যে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে,
সেই প্রাজ্ঞকে স্বাভাবিক চক্ষুতে

মূঢ়চপল ব'লেই মনে হয়,
তা'র প্রজ্ঞাবীজ উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সেখানেই—
বিষয় বা ব্যাপারের অনুসেচনা
যেখানে যেমনতর হ'য়ে ওঠে। ৪৭১৫।
১৯।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৫০

তোমার সত্তাপোষণী সুসঙ্গত বাস্তব সদ্বিচার
কাউকে যদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে থাকে,
নজর রেখো—
ঐ দণ্ডিত যেন কুৎসিত প্রবৃত্তির অন্ধতম কারাগারে
অজ্ঞ নির্ব্বুদ্ধিতার অবরোধে
তা'র সত্তা ও সম্বর্দ্ধনাকে চিরদিনের জন্য
অবরুদ্ধ ক'রে না ফেলে,
তা'র বোধায়নী সম্বর্দ্ধনার সলীল চলন
বিবর্ত্তনে বঞ্চিত না হ'য়ে ওঠে,
কারাগারের বাধ্যবাধকতা
তা'কে যেন যোগ্যই ক'রে তোলে,
শ্রেয়প্রীতি তা'কে যেন
উন্নতিমুখর ক'রে রাখে,
পারস্পরিক অনুচর্য্যা ও অনুচর্য্যী শ্রম
তা'কে যেন সতেজ ক'রে রাখে,
আর, সাথে-সাথে সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন চলন
যা'তে অব্যাহত থাকে,—
সে-ব্যবস্থা হ'তে যেন সে বঞ্চিত না হয়,
আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিবেশের
প্রীতিমুগ্ধ আলিঙ্গন-অনুচর্য্যা হ'তে

সে যেন বঞ্চিত না হয়,

ঐ প্রীতি-সম্বেদনাই যেন তা'র

উন্নতির আলোকস্তম্ভ হ'য়ে ওঠে,

ফল কথা, তোমার বিচার, দণ্ড বা শাসন

যেন দণ্ডিতের উদ্ধাতাই হ'য়ে ওঠে ;

দেখবে—

সে দণ্ড, সে শাস্তি

তা'র শান্তিরই হোতা হ'য়ে উঠবে,

দণ্ডিতও সুখী হবে,

তুমিও আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্তি লাভ করবে,

তোমাদের আনন্দ-উৎসারণা

ঈশ্বরেরই জয়গান করুক। ৪৭১৬।

১৯।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৫

শ্রদ্ধোষিত অচ্যুত সুনিষ্ঠ সক্রিয় অন্তর নিয়ে

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্যকে

সর্ব্বতোভাবে তোমার শ্রেয়-প্রতীক ব'লে গ্রহণ কর,

আর, তোমার সবকিছু দিয়ে

তুমি শ্রেয়তপা হ'য়ে ওঠ,

তোমার জীবনাভিযানের প্রারম্ভেই

ঐ শ্রেয়-দীক্ষায় নিজেকে পূত ক'রে তোল,

আর, সমস্ত চলন, বাক্য, ব্যবহার

অনুকম্পী অনুবেদনাকে

ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিক সার্থকতায়

সুসংহত ক'রে তোলাই

তোমার জীবন-সাধনার

মূলমন্ত্র হ'য়ে উঠুক ;

ঐ প্রীতি-প্রমুখ শ্রেয়ানুবেদনা নিয়ে
সুসন্ধিৎসু সমীক্ষার সহিত
প্রীতিপ্রসন্ন অভিদীপনায়
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সম্যষ্টি সমষ্টির বৈশিষ্ট্যানুগ সক্রিয়
সম্বেগশালী শুভ-পরিক্রমায়
দক্ষতাপূর্ণ কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যের সহিত
আপদ ও ব্যাঘাতকে নিরোধ ক'রে
তা'দের শুভ-সম্পাদনী পৌরোহিত্য গ্রহণ কর,
যা'র যে-বিষয়ে দায়িত্ব নিয়েছ
বা নেবে বলে সিদ্ধান্ত করেছ,
বাক্ ও কর্ম্মের লীলায়িত প্রীতি আলিঙ্গনে
সেগুলিকে কুশল তৎপরতায়
নিষ্পন্ন ক'রতে ত্রুটি ক'রো না একটুকুও,
দেশকাল ও পাত্র-হিসাবে
বিহিত তৎপরতায়
লোকোন্নয়নী পরিকল্পনার
সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
ঐ শ্রেয়ানুগ পন্থায়
এমনতর অনুপ্রেরণী তাৎপর্য্যে
লোক-অন্তরকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
অধিগময়ক উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে,
আর, তা' যেন এমনতর স্বাভাবিক হয়,
যা'তে লোকের সত্তাপোষণী পরিবেদনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'রা তা' নিষ্পাদনে
প্রবুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে—

যোগ্যতার অভ্যুদয়ী অভিনন্দনায়,

সব কর্ম্মে

তোমার কৃতিত্বের অভিনন্দন

তোমার সহকর্ম্মী সবাই

যা'তে উপভোগ করতে পারে—

তা'ই করো,

এমন-কি, তোমার ব্যঙ্গ, হাস্য-পরিহাস

বা ঠাট্টা যা'ই বল না কেন—

সবগুলিই যেন প্রীতি-সন্দীপক হয়,

আর, সব যা'-কিছুর তাৎপর্য্যই যা'তে

তোমার উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে

আদর্শের নির্ম্মাল্য হ'য়ে ফুটে ওঠে,

তেমনতরভাবেই সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে

অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,—

লোকে যা'তে সম্ভ্রান্ত শীলতা নিয়ে

তোমাকে আপন মনে ক'রতে পারে;

আত্মস্বার্থকে উপচয়ী করবার প্রলোভন হ'তে

নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতেই যত্নবান হ'য়ো—

শুধুমাত্র উপযুক্ত জীবন-ধারণী প্রয়োজনের

আপূরণী কর্ম্ম ছাড়া;

আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মাভিমান, অপমান ও বিদ্বেষকে

যথাসম্ভব তোমার অন্তঃকরণের অন্দরে

এগুতে যত না দিয়ে পার, ততই ভাল,

মনে রেখো—

প্রবর্দ্ধনায় বা নিয়ন্তৃ, বা নেতৃ-প্রকৃতিতে

হীনম্মন্যতা বা স্নায়বিক স্পর্শাসহিষ্ণু অহং

একটা বিক্ষোভী প্রতিবন্ধক—

যা' বোধায়নী পরিক্রমাকে ব্যাহত ক'রে তোলে ;
ঠিক জেনো—
তোমার ঐ নিঃস্বার্থ প্রীতিপূর্ণ লোকসেবাই
তোমার সম্পদের পরম আহুতি,
লোক-উপার্জ্জনে সচেষ্ট থেকো,
অর্থ-সম্পদ অর্জ্জনে নয়কো,—
অর্থ-সম্পদ তোমাকে সেবা ক'রে
ধন্য হবার উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে
সব রকমে তোমাকে অনুসরণ ক'রে চলবেই,
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—
এই ষট্ কর্ম্ম
তোমার স্বভাবে যেন পূত হ'য়ে বসবাস করে,—
যজন মানে নিজে অভ্যাস করা,
যাজন মানে
অন্যকে অভ্যাস ক'রতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
অধ্যয়ন মানে আয়ত্ত করার পথে চলা,
অধ্যাপনা মানে মানুষ যা'তে আয়ত্ত ক'রতে পারে
তা'তে তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ও ক্রিয়াশীল ক'রে তোলা,
দান মানে সদুপায়ে যেমন ক'রে পার
লোকের বেদনাপ্রদ না হ'য়ে
মানুষের জীবনীয় পূরণ-পোষণী যা'-কিছু
তা' দিতে প্রস্তুত থাকা—
নিজের অস্তিত্বকে সলীল-সম্বেগী রেখে,
প্রতিগ্রহ মানে—
মানুষ শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে যা' তোমাকে দেয়
প্রসন্নচিত্তে তা' গ্রহণ করা ;
মানুষের জীবনে সার্থকতা লাভ করে না,

এমন-কি তোমার জীবনেও নয়—
কাউকে এমনতর ভাঁওতায় অভিভূত ক'রে
কা'রও ক্ষোভের কারণ হ'য়ো না,
তোমার বিরোধী বা বৈরী যা'রা,
অসন্তুষ্ট যা'রা তোমার প্রতি,
তোমাকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি—
এমনতর যা'রা,—
কুশল বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে
তা'দের অন্তর্নিহিত সৎ—যা'-কিছুর
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে চলবে—
তা' প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক
বা পরোক্ষভাবেই হো'ক ;
আর, আন্তরিক অনুবেদনায়
সুষ্ঠু শীলতা নিয়ে
অভ্যুদয়ী আপ্যায়নায়
এৎফাক ক'রে
মধুর বাক্য, ব্যবহার
স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-সম্ভ্রমাত্মক অযাচিত অবদান
ও দুঃখে সাহায্য ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে এমনতরই ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো,
যা'তে তোমার প্রতি তা'দের বিরুদ্ধ আচরণই
তা'দের সমূহ সন্তাপের কারণ হয়—
অন্তরে ও বাহিরে,
কিন্তু এই চলনার ভেতরেও
সব সময়ই সাবধানী সতর্কতা নিয়ে
এমনভাবে চ'লো,—
তা'দের অযথা আঘাতও যা'তে

তোমার চলনায় কোনপ্রকার
ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রতে না পারে,
বরং তা'দের বিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
তা'দিগকেই বিষাক্ত ক'রে তোলে,
আবার, তা'রা এও যেন ঠিক বোঝে
যে, ঐ বিষের প্রতিকার
একমাত্র তোমাকে দিয়েই হ'তে পারে ;
আবার, নিজের গোঁকে আঁকাড়া না রেখে
যা'দিগেতে তুমি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,
সম্ভ্রান্ত সমীক্ষায়
তা'দের প্রস্তাবনাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে
সঙ্গতির অনুশাসনে
আলোচনার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক সমর্থনী ঐক্যে দাঁড়িয়ে
যেমনটি চাও তেমনতরই নিয়ন্ত্রণে
তদনুপাতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
তৎ-নিষ্পন্নতায় নিজের কর্ম্মকে পরিচালিত ক'রো,
এতে বিরোধ অনেকাংশেই নিরুদ্ধ হবে,
বান্ধব-নিবদ্ধতার ভিতর-দিয়ে
তৃপ্ত, দীপ্ত হ'য়ে উঠবেই উভয়েই ;
যদি লোক-উন্নয়কই হ'তে চাও,
লোকনেতাই হ'তে চাও,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপরতার সহিত
এই চলনেই চলতে থাক,
দেখবে—
সার্থকতা প্রাতঃ-সূর্য্যের মত

কোমল কিরণে তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে
জীবনে তৃপ্ত ও দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
যা' বললাম—
এগুলি লোক-উন্নয়নী,
লোক-বিনায়নী
বা লোক-নিয়ন্ত্রণী মুখ্য সূত্র ;
যেখানে যা'ই কর না কেন,
অবস্থাভেদে যেখানে যেমন ক'রতে হয়,
সুসঙ্গত তৎপরতা নিয়ে তা' তো করবেই,
কিন্তু সব সময়ই নজর রেখো—
ঐ মুখ্য সূত্রের উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ কিনা,
অতি সতর্কতার সহিত
ওতে দাঁড়িয়ে থেকে
যা' ক'রতে হয়, ক'রে যাও—
সৌষ্ঠব-সম্প্রেরণী ত্বরিত তৎপরতা নিয়ে ;
ঐ ধরা, ঐ করা যা' হওয়াতে পারে,
যা' পাওয়াতে পারে,
তা' করবেই কি করবে ;
এগুলিতে যদি তুমি অভ্যস্ত হও,
আর তুমি যদি নিয়ন্তা নাও হও,
পরিবেশ তোমাকে নিয়ন্তা না ক'রেই ছাড়বে না ;
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
তিনি তোমাদের সদিচ্ছাকেই জীবন্ত ক'রে তুলুন। ৪৭১৭।
২০।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪৫

অভিমান, আত্মমর্য্যাদা
ও বিদ্বেষকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে

শ্রেয়তে উদ্বাহ-নিবদ্ধ হ'য়ে চল—
সক্রিয় অনুচর্য্যী তৎপরতায়,
তাঁ'র সব যা'-কিছু সহ
তাঁ'র স্বার্থকেই একমাত্র
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে,—
বিভব বিভাবিকীরণে
অভাব ও অনটনের স্বতঃ-নিরোধে
দীপালি-তৃপ্তিতে
তোমার অন্তর-বাহির আলোকিত ক'রে রাখবে। ৪৭১৮।

২০।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৫০

যখনই দেখছ
কা'রও সংঘাতে বা কা'রও নামে
বা কা'রও কথায়
তুমি উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছ,—
তা'র মানেই
তুমি তা'কে হজম ক'রতে পারছ না,
সহ্য ক'রতে পারছ না,
সে-ক্ষমতা তোমার ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি তখনও ;
তুমি যদি ধীমান হও,
ধীর সন্ধিক্ষুতা নিয়ে
আত্মবীক্ষণায় নির্দ্ধারিত ক'রে নাও—
তা' কেন,
এই কেন'র অবসান তুমি তখনই ঘটাও,
যা'তে ঐ কেন'র অবসান হয়—
সুনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা নিয়ে

লেগে যাও তা'তে,
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
বাক্য, ব্যবহার, আচরণ, আলাপন
ও আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে
ঐ সেই তা'কে
তোমাতে শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
বিরোধ-বিনায়নী তৎপরতায়,
তোমার বান্ধব-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
তোমারই সহচর হ'য়ে
সে যা'তে তোমারই স্বার্থকে
কায়েম ক'রে তোলে,
এমনতর প্রীতিপ্রসন্ন ক'রে তোল তা'কে—
উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতার সাধু সন্নিবেশে ;
তোমার এমনতর সুসংহত সাহচর্য্য
পরস্পরকে নন্দনায় অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে—
শৌর্য্য-সম্পদে অভিষিক্ত ক'রে,
তুমিই ঐ তা'র পোষণ-উপাদানের
উদ্বোক্তা হ'তে ভুলো না,
নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না,
তোমার সংস্পর্শে তা'রও ঐ প্রবৃত্তি প্রদীপ্ত হ'য়ে
আলোক-চক্ষুতে
যেন তোমার দিকেই দৃষ্টিপাত ক'রে থাকে—
সুদৃঢ়, সুকর্ম্মা অনুচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে,
নয়তো তোমার দুর্ব্বার রন্ধ্র
রুদ্ধ না হ'য়ে মুক্ত হ'য়েই রইলো কিন্তু ;
মনে যেন থাকে—

স্বকেন্দ্রিক প্রণয়ই প্রলয়ে ত্রাণকর্ত্তা,
এবং অন্তঃকরণে ঐ প্রণয়-সন্দীপনাই
ঈশিত্বের প্রস্ফুরক,
কারণ, ঈশ্বর প্রণয়-স্বরূপ—
বোধিদীপ্ত। ৪৭১৯।
২০।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

একানুগতিসম্পন্ন বিদ্রোহী চলন
ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে বরং ভাল,
কিন্তু আদর্শবিহীন, অরতিবিষণ্ণ,
স্রিয়ল, অন্তঃসারশূন্য
কুৎসা-অভিচারী
শ্লথ অবসাদ-চলন
ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে
ভয়াল ও সর্ব্বনাশা। ৪৭২০।
২০।১১।১৯৫২, রাত ৮-২০

তোমার শ্রেয়নিষ্ঠা,
বাক্-প্রদীপনা,
আচরণ, ব্যবহার,
কর্ম্মানুশ্রয়িতা, ভাবভঙ্গী
যতই শ্রেয়ানুগ সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
মানুষের অন্তরকে
প্রীতি-উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করত:
শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,—
যা'র ফলে, অনুশ্রয়ী তৎপরতায়
তোমার ঐ আচরণগুলি অনুসরণ ক'রে

এবং তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে
প্রত্যেকে নিজেকে সার্থক ব'লে মনে করবে,
এমন-কি, ঐ সার্থকতার প্রলোভন
এড়িয়ে চলাই
তা'দের পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে,
তা'রা তা'তে অন্তঃকরণে অস্বস্তি বোধ করবে,—
তোমার ঐ চরিত্র-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব
স্বতঃই লোক-শিক্ষক হ'য়ে
আত্মপ্রকাশ ক'রে চলবে ততই ;
শ্রেয়দীক্ষায় তোমার যা'-কিছু সব চরিত্রকে
সার্থক ক'রে তোল,
শ্রেয়ার্থ পরিবেশে চারিয়ে
তা'দিগকে শ্রেয়প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক,
তোমার জীবনের কোহিনুর-মুকুট ঐই । ৪৭২১ ।
২১।১১।১৯৫২, সকাল ৯টা

যা' কিছুরই হো'ক না কেন—
আগে তথ্য সংগ্রহ কর,
পরে বাস্তবতার সংস্পর্শে এস,
ঐ বাস্তবতার সংস্পর্শে
সুসন্ধিৎসু পরিবীক্ষণা,
ঈক্ষণ, চিন্তন ও অনুভবের ভিতর-দিয়ে
তা'র তত্ত্বে উপনীত হও,
ঐ তত্ত্ব-বোধায়নী পরিক্রমা
ও বিন্যাসী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিশ্লিষ্ট যা'
তা'র সমঞ্জসা সংশ্লেষণী অনুক্রমণায়

সত্যে উপনীত হও,
আর সত্য মানেই অস্তির ভাব ;
তাই, সত্য-নির্দ্ধারণ মানে
কোন্‌টা কেমন ক'রে হ'লো
তা' জানা, উপলব্ধি করা । ৪৭২২ ।

২১।১১।১৯৫২, সকাল ৯-১০

আণবিক সম্বেগ
ও তা'র আকর্ষণ-বিকর্ষণী তাৎপর্য্যকে
যে-কোন উপায়ে
একস্রোতা ক'রে
উপযুক্ত সংশ্রয়ে তা'র ব্যবহার করতে পারলে
শক্তি
উচ্ছল আবেগে অনুধাবিত হ'য়ে
অজচ্ছলভাবে
বহু বিভবকে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে ;
তাই, তোমার জীবনে
যেখানে যেমন একস্রোতা হ'য়ে চলেছ,
তা' আকর্ষণ-অনুদীপনাতেই হো'ক,
বা বিকর্ষণ-পরিক্রমাতেই হো'ক
শক্তিও সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তেমনতর বিভবের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে—
তোমার চাহিদা ও প্রয়োগ-অনুপাতিক । ৪৭২৩ ।

২১।১১।১৯৫২, রাত ১১-৩০

যা'র সংসর্গ,
যা'র আচরণ,
যা'র জীবন-সমালোচনা,
তথাকথিত শ্রেয়নিষ্ঠা—
তোমাকে অবসন্ন ক'রে তোলে,
আশাভঙ্গ ক'রে তোলে,
কর্ম্মপ্রদীপনাকে নিভিয়ে দেয়,
স্ব-সংশ্রয়ী নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না,
শ্রেয়ানুগ উদ্দীপনাতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে না,
কুৎসিত যা'—
অথবা জীবনের বিবর্ত্তনী শুভ-সম্বেগ যা'—
যে-প্রবোধনা নিয়ে
তুমি জীবন-চলনায় আগ্রহ নিয়ে চলছ,
তা'র শ্রেয় বিন্যাস না ক'রে
তা'কে বিপথ-প্রণোদনায় প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,—
বুঝে নিও—
তা'র প্রবৃত্তিগুলি দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত বা বিমর্দ্দিত,
তা'র সংসর্গ তোমাতে
ঐ ব্যাধি-সংক্রমণেই সাহায্য করবে,
আর, তোমাকে বাধ্য ক'রে তুলবে সংক্রামিত হ'তে,
তোমার এই জীয়ন্ত জীবন
একটা দুর্ম্মদ ম্রিয়ল অভিযানে
শ্লথ বিচ্ছিন্ন বিলোল পরিক্রমায়
হতাশ্বাস-বিমর্দ্দন-অভিভূতিতে
আত্মবিলয় করবে,
ঐ দারিদ্র্যব্যাধি
বিকট বিকৃতিতে

তোমার জীবন-বিবর্ত্তনাকে
নিভিয়ে দিতে চাইবে ;
তাই সাবধান তুমি,
শ্রেয়-সন্দীপনী সম্বেগে অটুট থেকে
শ্রেয়-চলনে অব্যাহত হ'য়ে চলতে থাক,
আর ঐ সংসর্গ হ'তে
যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে রাখ,
তোমার ব্যক্তিত্ব যদি সবল হ'য়ে থাকে
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে থাকে,
তোমার সঙ্গ ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যদি পার
তা'র ঐ ব্যাধি নিরাকৃত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
নয়তো এগিও না,

সাবধান। ৪৭২৪।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

মানুষের শ্রেয়নিষ্ঠ
তরতরে সুকেন্দ্রিক অনুরাগ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
অনুসরণ ও অধিগমন-তৎপরতায়
তা'র জীবন-চরিত্রে
ঈশী-বিকিরণা
স্ফুরিত হ'য়ে উঠে
অভ্যাস-অভিদীপনার ভিতর-দিয়ে
আধিপত্যের অভ্যুদয়ে
তা'কে ঈশী-প্রভা-সমন্বিত ক'রে তোলে,
যা'র ফলে সব্যষ্টি পরিবেশও
যোগ্য ও বোধিপ্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;

ঈশ্বর শ্রেয়-সন্দীপ্ত শক্তি, সামর্থ্য
ও আধিপত্যেরই উৎস। ৪৭২৫।

২২।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

পুরুষোত্তমের আবির্ভাব যখনই হ'য়ে থাকে,
তিনি নিজেই সর্ব্বসঙ্গত ঐক্যতানের
বিবর্ত্তনী সম্বুদ্ধ সঙ্গীত,
তিনি স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তাঁ'র স্বভাব-বেষ্টনী যাঁ'রা
ও পরবর্ত্তী পাবক-পুরুষ যাঁ'রা,
তাঁ'রা ঐ ঐক্যের অঙ্গাঙ্গী অনুবাদ্যকর বা অনুবাদক—
তাঁ'রই ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সঙ্গতি-সঙ্গীতের
আংশিক অবতারণা—
অনুরণনী উদ্‌গাতা—প্রতিষ্ঠাতা,
প্রবর্দ্ধনা ও পরিশুদ্ধির সন্দীপ্ত অভিদ্যোতনা;
দেবপ্রভ পূত ব্যক্তিত্ব তাঁ'দের সবারই নমস্য,
যাঁ'রা তা' নয়কো,
তাঁরা বিভ্রান্তির আলেয়াদীপ্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়,
সত্ত্বতঃ, তত্ত্বতঃ, বস্তুতঃ বা ধর্ম্মতঃ
কোন সঙ্গতিই তা'দের ভিতর
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
পুরুষোত্তমের পারম্পর্য্যাভিগমনের
সার্থক সন্দীপনা
তা'দের ঐ তমসা-বিলোল অন্তঃকরণকে

স্পর্শও করে না,
কারণ, তা'রা তা' চায়ও না। ৪৭২৬।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
উদ্‌গ্রীব আনতি সত্ত্বেও
যদি কা'রও বিদ্বেষবিহীন
এতটুকু শ্লথ অভিমান বা বেকুবী থাকে,
যা'র ফলে সুখ-নন্দনাতে
ব্যবচ্ছেদ না ঘটিয়ে
তা'কে আমান উপভোগ করা যায়,
তা'ও বরং ভাল,
কিন্তু সন্দেহ-সঙ্কুল
এমনতর ঝাঁঝাল চতুর বুদ্ধি ভাল নয়কো,
যে-চতুরতা শুভ-নন্দনাকে ব্যবচ্ছেদ ক'রে
দুঃখেরই আরতি এনে দিয়ে থাকে ;
যা'ই হও না কেন,
ঈশ্বরে প্রীতি-অনুদীপনা নিয়ে
আচরণ-অনুশাসিত হ'য়ে চলতে থাক,
ঐ আচরণই অভিজ্ঞান-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
এ যা'তে করে,—
সে-বেকুবীই শুভ-চাতুর্য্যপূর্ণ। ৪৭২৭।
২২।১১।১৯৫২, সকাল ৯-৪০

সু-সংশ্রয়ী হও,
আর সু-সাশ্রয়ী হও,
অমনোযোগী অপব্যয়ী হ'তে যেও না—

কি গৃহস্থালী ব্যাপারে
বা অন্যের পরিচর্য্যায় ;
পার তো, কয়লার ছাই ফেলে
জ্বালানির উপযুক্ত কয়লাকে রক্ষা কর,—
এমনি ক'রেই সব যা'-কিছু ;
যেটুকু যা' করবে—
তা' নিপুণ নিষ্পন্নতা নিয়ে,
খণ্ড-বিনায়নী কর্ম্ম
বোধিকেও বিচ্ছিন্ন ও বিখণ্ডিত ক'রে তোলে,
ফলে, কর্ম্মানুদীপনাও অমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা
যতই বৈরাগ্য আনুক না কেন,
তিনি সব যা'-কিছুতেই পূর্ণ—
নিষ্পাদনী নির্ম্মাতা,
তাই, তুমিও যা'র দায়িত্ব নিয়ে নিষ্পাদনী করবে—
তা' নৈপুণ্যের সহিত—সর্ব্বতোভাবে,
নিখুঁত ক'রে,
এই অভ্যস্ত নিখুঁত প্রবৃত্তি ও প্রবোধনা
তোমার নিখুঁত বিবর্ত্তনের সাথীয়া কিন্তু ;
ভুলো না,
অবজ্ঞা ক'রো না,
ধর, কর, চল, হও, পাও,—
সার্থকতা তোমাকে ঈশ্বরে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক। ৪৭২৮।

২২।১১।১৯৫২, সকাল ১০-৪৫

যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন,
তা'র হোতাই হ'চ্ছে ঐশী জীবন-সন্দীপনা,

আর পূজারী হ'চ্ছে
প্রবৃত্তি-পরিভৃত অহং—
তা' ভাল্‌তেই হো'ক বা মন্দতেই হো'ক ;
এই অহং যখন বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চলে,—
তখন তা' মানুষকে
জাহান্নম-যাত্রীই ক'রে তোলে,
আবার, তা' যখন
তা'র বৃত্তি-পরিবেষ্টনী নিয়ে
প্রণয়-প্রদীপ্ত ঈশিত্বের
পূজারী হ'য়ে ওঠে,
উন্মুখতায় আবাহন করে তাঁ'কে—
আধিপত্যের অভিভাষণে,
তা'রও অধিগতি হ'য়ে ওঠে তাঁ'তেই—
তপস্যার তপদীপালির
বিনায়নী সুষ্ঠু অভ্যাস-অভিদীপনা নিয়ে,
তা'র প্রাণের আয়ামই হয়
ঈশী-উদ্বেলনী অনুরমণে,
অন্তঃকরণের গায়ত্রীই হয় তা'র—
'ঈশ্বর! জয় হো'ক তোমারই,
জয় হো'ক'। ৪৭২৯।
২২।১১।১৯৫২, বেলা ১১-২০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়পুরুষ যিনি,
প্রীতি-উৎস কল্যাণ-প্রতীক যিনি,
তাঁ'র পরিচর্য্যা, পরিরক্ষণা,
পরিপোষণা বা অনুচর্য্যা পরিপূরণায়
ক্লেশ-কর্ম্মের পরিবর্ত্তে

তাঁ'র আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য ছাড়া
চাহিদায় মূল্যস্বরূপ কিছু গ্রহণ করা,—
তোমার পক্ষে অকল্যাণকর,
লাবণ্য ও শ্রীর পরিপন্থী,
তা' কিছুতেই গ্রহণ ক'রো না,
কারণ, তাঁ'র জন্য কিছু ক'রে
তদ্বিনিময়ে তোমার প্রাপ্য যদি
দাবী-স্বরূপ আদায় ক'রে নাও,
তবে সেই নেওয়া
তাঁ'তে সশ্রদ্ধ পরিবেশকে
তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হ'তে দেবে না,
তাই, তা'দের প্রীতি-অবদানেও বঞ্চিত হবে তুমি,
আর, মহৎ-সেবা-জনিত আত্মপ্রসাদের
উদ্গময়ক বিভাকেও
উপভোগ ক'রতে পারবে না ;
তোমার জীবনের জন্য যা'-কিছু করণীয়—
তা'কে ত্যাগ ক'রেও
ঐ অনুচর্য্যায় নিরত থেকো,
চেয়ো না কিছু,
অপেক্ষা কর,
তোমার পাওনা শুভশ্রী-মণ্ডিত হ'য়ে
তোমাকে অচিরেই অজচ্ছল সেবা করবে—
তা'তে সন্দেহ নাই ;
কিন্তু ক'রে যদি চাও,
তোমার অন্তরের ঈশী-সন্দীপনা
তোমার বিবর্দ্ধনার দিকে
মুখ ফিরিয়ে রইবে ;

তাই, ক'রেই কৃতার্থ হও,
তোমার যা'-কিছু কৃতকর্ম্ম
শুভ বিন্যাসে ঈশ্বরেই সার্থকতা লাভ করুক। ৪৭৩০।
২২।১১।১৯৫২, বেলা ১২-১৫

শ্রদ্ধা-উচ্ছল অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে
মানুষ ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠে,
তা' তা'র সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই
ইষ্টানুচর্য্যা নিরত ক'রে তোলে—
স্বাভাবিক সম্বেগ নিয়ে,
সব-কিছুকে তাঁ'তে অর্থান্বিত ক'রে তোলবার আকূতি
তা'র সব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
মাথাতোলা দিয়ে ওঠে—
শ্রমকুশল ত্বরিত নিষ্পন্নতার
সৌষ্ঠব-সমন্বিত উৎসৃজনী অনুচর্য্যা নিয়ে,
আর, যতই এই আকূতি
উৎকণ্ঠ সম্বেগে
অর্থান্বিত নিষ্পন্নতার প্রতিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
জাগ্রত অভিদীপনায় চলতে থাকে—
সুসন্ধিক্ষু বোধায়নী অনুক্রিয় তপদীপনায়,—
প্রতিভাও বিভা বিকিরণ ক'রে
জাজ্বল্যমান হ'য়ে ওঠে ততই;
তুমি যা'ই হও,
আর যেই হও,
তোমার শ্রেয়কেন্দ্রিক উচ্ছল অনুদীপনা
অর্থান্বিত তাৎপর্য্যে
সুনিষ্পন্ন কর্ম্ম সাফল্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে

যতই তাঁ'তে সার্থকতা লাভ করবে,—
বোধ ও কর্ম্মের সৌষ্ঠব-স্থকর্ম্মা প্রদীপ হ'স্তে
প্রতিভাও তোমাকে 'স্বাগতম্' ব'লে
অভ্যর্থনা করবে তেমনি,
যেখানে যেমন আধিপত্য,
প্রতিভাও সেখানে তেমনি বিভান্বিত;
সক্রিয় রাগদীপনার শুভ্র সিংহাসনেই
ঈশ্বরের দীপ্ত অধিষ্ঠান,
তিনিই প্রাণন-সম্বেগ,
তিনিই সত্য,
তিনিই শিব,
তিনিই সুন্দর। ৪৭৩১।
২২।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩৫

যিনি প্রিয় তোমার,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
যিনি তোমার কল্যাণস্বার্থী,
তোমার উদ্বর্দ্ধনে যিনি
সম্বর্দ্ধনার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন,
শুভ-সমীক্ষায় তোমার প্রতি তিনি
যেমন ব্যবহারই করুন,
আপাতদৃষ্টিতে তা' যদি তোমার
স্বার্থবিরোধীও মনে হয়,
তা'কে কখনও অভিমানদীর্ণ সন্দেহের চক্ষে
অন্তর-বেদনার সংঘাত ব'লে মনে ক'রো না;
কারণ, তোমার হ্রস্বদৃষ্টিতে

যা'কে স্বার্থ ব'লে মনে করছ,
শুভদ ব'লে মনে করছ,
তাঁ'র দীর্ঘ দৃষ্টিতে তিনি হয়তো তা'কে
তোমার স্বার্থবিরোধী বা অশুভকর ব'লেই
বিবেচনা করছেন বা দেখছেন,
যা'কে স্বার্থ-বিবেচনায়
প্রত্যাশা-পরবশ হ'য়ে
লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে অনুসরণ করছ,
তাঁ'র নিয়মন হয়তো তোমাকে
ব্যর্থই ক'রে তুলতে পারে সেখানে,
তিনি বোঝেন—
এ ব্যর্থতা তোমার
উত্তরকালে
উপচয়ী সার্থকতা-সমন্বিত হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, অমনতর অবস্থায়
ঐ ব্যর্থতাই তাঁ'রই মঙ্গলপ্রসূ অবদান ;
ধ'রে থাক,
অনুসরণ কর,
ক'রে, চ'লে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
প্রাপ্তি স্মিত আলিঙ্গনে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবেই ;
ব্যথিত হ'য়ো না,
বিরক্ত হ'য়ো না,
নন্দনাকে ব্যাহত ক'রে তুলো না,
ওঠ, ধর, চল,
ঐ শ্রেয়-অর্থী যা'
সুনিষ্ঠ সুসঙ্গত সৌষ্ঠবের সহিত

তা'কে সর্ব্বতঃসুন্দরে ত্বরিত নিষ্পন্ন কর,
ব্যর্থ, ব্যাহত প্রত্যাশা তোমার
আশার আলোকে
বিভব-বিভূতিতে
বিভুষিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বর চির-বরেণ্য,
চির-সুন্দর । ৪৭৩২ ।
২২।১১।১৯৫২, রাত ৭টা

কুষ্ঠরোগীদের যেমন একটা প্রবৃত্তিই হয়—
সুস্থদের সংশ্রবে থাকা
ও মেলামেশা করা,
যা'র ফলে, সুস্থরা সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে সত্বরই,
তেমনি প্রতিলোম-সংশ্রয়ী যা'রা
বা তৎ-সংশ্রব-সঞ্জাত যা'রা
তা'দের একটা স্বতঃ-প্রণোদনাই হ'য়ে ওঠে
স্বস্থ বৈশিষ্ট্যশীল যা'রা
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে
আপ্তীকৃত করা ;
কিন্তু যা'দের ভিতর এমনতর
বিরুদ্ধ অন্তঃক্ষেপের সৃষ্টি হয়নি,
নিজেদেরই বৈশিষ্ট্য-মতন
তা'দের স্বতঃ-প্রবণতাই থাকে—
স্বস্থ বৈশিষ্ট্যশীল যা'রা
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা,
ঐ অমনতর অভিশপ্ত যা'রা
তা'রা কুক্রিয়, কুৎসিত

হীনম্মন্য রোষ-কষায়িত অভিসম্পাতে
দুর্দ্দমনীয় ব্যভিচার-প্রণোদনায়
সৌম্য, স্বস্থ ও সুশ্রীদিগকে
ঐ কুৎসিতেই পর্য্যবসিত ক'রতে চায়,
এটা পাতিত্যেরই প্রাকৃতিক আক্রোশ। ৪৭৩৩।
২২।১১।১৯৫২, রাত ৯-২০

যে-বিচারক দণ্ডন-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন,
অভিযুক্ত অপরাধী—এমনতর ধারণাবিষ্ট হ'য়ে
যিনি তা'র প্রতি
অনুকম্পী অনুবেদনী অনুচর্য্যাহারা,
যিনি বিষয় বা ব্যাপারের
বিবরণের ভেতর থেকে
অপরাধ বা অন্যায়ের সঙ্গতি
খুঁজে বের ক'রতেই অভ্যস্ত,—
সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমগুলিকে অবহেলা ক'রে
বিষয় বা ব্যাপারের বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণে
নিজের ধারণার সঙ্গতিকেই
ন্যায্য ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন,
বিরুদ্ধ যা', সেগুলিকে উপেক্ষা ক'রে
যাঁ'র বিচার ও ব্যবস্থা
অভিযুক্তকে অপরাধমুক্ত করবার
প্রবৃত্তি-অনুপাতিক সুযুক্ত সঙ্গতি—অতিক্রমে আনতিপ্রবণ,
অভিযুক্তকে দণ্ডিত করবার
প্রলোভন-প্রলুব্ধ যিনি,—
স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সুচারু সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে

যিনি প্রকৃত ব্যাপারকে
অনুধাবনায় অধিগত ক'রতে পারেন না,
কে কোন্ অবস্থায় স্বভাবতঃ কী ক'রে থাকে,
সে-বিষয়ে যাঁ'র অভিজ্ঞতা অজ্ঞ,
দোষমুক্তি বা দণ্ডের শুভাশুভ প্রভাব
অভিযুক্তের জীবন ও ব্যক্তিত্বকে
কী নিয়মনে, কোথায়,
কী অবস্থায় স্থাপিত ক'রতে পারে,
তা'র ধারণা যাঁ'র নাই,
দেশ-কাল-পাত্রগত অবস্থার
বোধ ও বিবেচনা যাঁ'র নাই,
দণ্ডের মাত্রা কোথায় কেমনতর হ'লে
দণ্ডিতের শুভ বা অশুভ হবার সম্ভাবনা
তা'র জীবন-অভিযানেরই বা
কেমনতর ব্যতিক্রম হ'তে পারে বা না-পারে,
সে দূরদৃষ্টি যাঁ'র নাই,—
এমনতর বিচারক বিচারাসনের অনুপযুক্ত,
লোকজীবনে তিনি বিক্ষোভই সৃষ্টি করে থাকেন,
তাঁ'র অপরাধ,—
অভিযুক্ত যদি অপরাধীও হয়,
তা'র চাইতেও কঠোর ;
কারণ, তিনি ব্যক্তি জীবনকে
জীয়ন্তেই ম্রিয়ল ক'রে রাখেন,
আর ঐ ম্রিয়ল অনুবেদনা
লোকজীবনে সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দিগকেও দুস্তর নিগ্রহের
দুর্দ্দমনীয় আবর্ত্তনায় নিক্ষেপ ক'রে থাকে ;

ভাই, তোমার শাসন-সংস্থার বিচারক-নির্ব্বাচন
সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিষ্পন্ন কর,
নয়তো তোমার বিচারালয়
লোকরঞ্জক না হ'য়ে
লোকদূষকই হ'য়ে উঠবে। ৪৭৩৪।
২৩।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

যেখানেই দীক্ষিত হও না কেন,
তোমার গুরু যদি ইষ্টনিষ্ঠ হন,
অর্থাৎ যুগ-পুরুষোত্তমে
নিষ্ঠা-সমন্বিত অনুরতি তাঁ'র থাকে,
শ্রেয়বিদ্বেষ-বিহীন
সদাচারী বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তৎপর প্রদীপনায় যুক্ত থাকেন তাঁ'তে,
অমনতর শ্রেয়পুরুষে একাত্মতা-সম্পন্ন
তদর্থী, প্রীতি-প্রদীপ্ত, ইষ্টীতপা
সহজ সম্বেগশালী
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
যে-কোন মহতের কাছেই যাও না কেন,
তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার, প্রীতিদীপনা-তাৎপর্য্যে—
এক-কথায়, চারিত্রিক বিভার ভিতর-দিয়ে
সন্ধিৎসু চক্ষে
তাঁ'র বিশেষত্বের অনুরণনকে দেখতে চেষ্টা কর—
তাঁ'কে ঐ তোমারই আচার্য্য বা গুরুর
বিশেষ প্রতীক বিবেচনায়,
তাঁ'র অনুচর্য্যাও কর তেমনি,
তোমার দীক্ষার অনুশীলন কর

তাঁ'র শিক্ষার অনুপ্রেরণা নিয়ে,
তাঁ'র বৈশিষ্ট্যমাফিক তুমিও
তোমার আচার্য্যের মতনই তাঁ'কে পাবে,
ধন্যও হবে তা'তে,
তা'তে তোমার আচার্য্যে অনুরতি
ক্রমবর্দ্ধমান হ'য়ে উঠতে থাকবে,
উপভোগ ও উপলব্ধিও
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে তেমনি ;
তবে কা'রও উপলব্ধি-সঙ্গত আচরণ না দেখে
শুধুমাত্র বাচক বিদ্যায় বিহ্বল হ'য়ে
যদি অমনতর কর,—
ঠকবে ;
তোমার আচার্য্য যদি জীয়ন্ত না থাকেন,
আর ঐ অমনতর প্রকৃত-মহৎ-সংশ্রয় যদি পাও,
তাঁ'কেও তুমি অকুণ্ঠভাবে অনুসরণ ক'রো,
অন্তরের শ্রান্ত জীর্ণতা স্বস্তিমান হ'য়ে উঠবে,
অবশ্য সব দিকটাই সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সেই পরম-শ্রেয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমে,
আর, সেই পুরুষোত্তমই হ'চ্ছেন
ঈশিত্বের জীয়ন্ত বেদী ;
তাই, যাঁ'রা নিজের শিষ্য-সন্ততিকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-সংশ্রয় হ'তে
বিরত ক'রে রাখেন,
তাঁ'রা কিন্তু গুরুত্বের আসন
স্পর্শ করবারই উপযুক্ত নয়। ৪৭৩৫।
২৩।১১।১৯৫২, রাত ৮-১০

অসাধারণ বিভবের ভিতরেও
বা অসাধারণ বিভব-শূন্যতার ভিতরেও
যিনি অসাধারণ সহজ-সুন্দর ও সাধারণ,
সুনিষ্ঠ, প্রীতিদীপ্ত,
শ্রী, চলন, চরিত্রে
বোধবীজ-সমন্বিত স্বতঃ-তপা হ'য়েও
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,—
তিনিই অসাধারণ পুরুষ,
তিনিই লোকনমস্য। ৪৭৩৬।
২৩।১১।১৯৫২, রাত ৮-২৭

মানুষের দুঃখে, কষ্টে, আপদে, বিপদে,
দৈন্যে, দুরবস্থায়
'সবারই এমনতর হয়,
তোমারও হ'য়েছে,
তা' ব'লে দুঃখ করবার আর কী আছে ?'—
এমনতর কথায় সান্ত্বনা দেওয়া
ক্লীবত্বেরই লক্ষণ ;
কা'রও দুঃখদ এমনতর কিছু হ'য়েই যদি থাকে,
তা' আর হ'তে দেবে না—
এমনতর প্রস্তুতি, প্রতিজ্ঞা, প্রবর্ত্তনা
ও তন্নিয়মনী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'কে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
পুরুষোচিত প্রপূরণী সান্ত্বনা
বা উপযুক্ত পৌরুষ-প্রবোধনা ;
তুমি যদি বীর্য্যবান হও,
বীর্য্যবত্তার আভিজাত্য যদি থাকে,

আর ঐ আভিজাত্যে গুরু-গৌরবী হ'য়ে থাক তুমি,
মানুষের বেদনায়
সান্ত্বনা বা প্রবোধ দেবার
মনুষ্যত্বব্যঞ্জক হৃদয় নিয়ে
ঐ পৌরুষ-সন্দীপ্ত সান্ত্বনা ও প্রবোধে
মানুষকে দীপ্ত ক'রে তোল,
তৃপ্ত ক'রে তোল ;
তা'দের অন্তরের অজস্র স্বস্তিবাদ
তোমাকে শ্রদ্ধার আসনে অধিরূঢ় ক'রে
প্রীতিমাল্যে বিভূষিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর স্মিত-দীপনায়
অব্যক্ত বাক্যে ব'লে উঠুন—
'তোমার জয় হো'ক'। ৪৭৩৭।
২৪।১১।১৯৫২, সকাল ৭-৩০

জীবন যখন থেকে
সত্তা-অনুচর্য্যিতাকে অবহেলা ক'রে
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধির বিলোল লালসায়
আত্মশোষণী দুর্ব্বার প্রবৃত্তি-উপভোগ-আকাঙ্ক্ষায়
আবিষ্ট হ'য়ে
বৈধানিক জীবনীয় সুকেন্দ্রিকতাকে
অবদলিত ক'রে চলতে থাকলো—
বৃত্তিস্বার্থী অহমিকার উৎসর্জ্জনী আবেগে,
সপরিবেশ নিজেকে শোষণ ক'রতে ক'রতে,—
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে
সংঘাতও সৃষ্টি হ'তে লাগল তখন থেকেই,
সে-সংঘাতে

সত্তা যতই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠতে লাগল,—
ঐ ঐ জীবনও ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে উঠলো তেমনি,
সমগ্র জীবন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ততই,
বেদনা সত্তার ধৃতিকে বিকম্পিত ক'রে
উতরোল সম্বেগে
অস্থির হ'য়ে উঠলো,
দীর্ঘনিঃশ্বাস হতাশ জৃম্ভণে ব'লে উঠলো—
'মরলেই বাঁচি',
ম'রে বাঁচবার পরিকল্পনা অমনি ক'রে
জীবনে সজাগ সুপ্ত শয়নে
অন্তঃস্যূত হ'য়ে রইল—
বিষাদ-সিঞ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান হাহাকার নিয়ে,
প্রত্যাশা-আহত ধৃষ্টতা
মরণকে স্বীকার ক'রে নিল,
এই স্বীকার ক'রে নেওয়াই হ'চ্ছে
মরণ-অভিনিবেশ ;
তুমি ইষ্টার্থপ্রাণতায় ভরপুর হ'য়ে থাক,
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
এমনতর ভাবঘন হ'য়ে ওঠ,
যা'তে অভাবের বোধই অন্তরে না জাগে,
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি উদাত্ত অহং নিয়ে
ইষ্টতপা হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টস্বার্থ তোমার জীবনের অর্থ হ'য়ে উঠুক,
কোন প্রবৃত্তি, কোন প্রত্যাশা
যত প্রবলই হো'ক না কেন—
ঐ ইষ্ট বা শ্রেয়ধৃতিকে অটল রাখতে ভুলো না,
তা' যেন একটুও বিকম্পিত না হয়,

ইষ্টানুগ কর্ম্মের সৌষ্ঠব-নিষ্পন্নতায়
সময়, সুযোগ ও সুবিধার
কুশলকৌশলী বোধায়নী নিয়ন্ত্রণে
ঐ ইষ্টার্থকেই আপূরিত ক'রে চলতে থাক,
মরণ-কল্লোল যা'তে তোমাকে
যথাসম্ভব স্পর্শও ক'রতে না পারে,—
তেমনতরই ধৃতিকুশল তৎপরতা নিয়ে তাঁ'কে ধর,
তাঁ'র সার্থকতায় যা'-কিছু কর,
আর তেমনি হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার প্রাপ্তিতে
তিনিই জাগ্রত হ'য়ে উঠুন—
তোমার জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই
তাঁ'রই জৌলস বিকীরণ ক'রে—
তোমার অন্তরের তদ্‌ভাবঘন অনুদীপনায় ;
এমনতর নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তুমি ঐ মরণ-অভিনিবেশকে
তাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাক—
তা' তাড়াবার মননে নয়কো,
বিতাড়িত হয়—
এমনতর আত্মিক আবেগ-সম্ভূত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
তোমার প্রাপ্য আয়ু এতটুকু হ'লেও
তা' বেড়ে উঠুক,
তোমার সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে
তা' আরো বেড়ে উঠুক—
ঐ আয়ুদ বৈধী আচরণ ও অনুপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে,
জীবন অমৃতস্পর্শী হো'ক,
যেমন ক'রেই হো'ক

তোমার সত্তার স্মৃতিবাহী চেতনাকে
যা'তে সজাগ ক'রে তুলতে পার,
তা'ই ক'রে চল ;

আর চেঁচিয়ে বল—
'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' । ৪৭৩৮ ।

২৪।১১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

তুমি লোককল্যাণব্রতী হও,
আর, তা'ই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক—
কিন্তু তা' বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অনুগ পন্থায়,
ঐ কল্যাণব্রতই তোমাকে
আত্মিক-অভিযানে শ্রেয়ধর্ম্মী ক'রে তুলবে—
সত্তাকে সাবলীল স্বাবলম্বী ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ানুধ্যায়ী কীলক-কেন্দ্রে
সংহত ক'রে সবাইকে,
তা'দিগকে আত্মিক অনুবন্ধে উদ্বাহী ক'রে—
পারস্পরিক অর্থান্বিত স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনায় ;
কল্যাণকর পরাক্রমী আত্মিক-সম্বেগ
মানুষের দুর্গতিকে দলিত ক'রে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
প্রত্যেককে স্বাবলম্বী সমুন্নত ক'রে তুলে থাকে ;

যদিও অসৎ-অভিসন্ধির যেখানে প্রভুত্ব,
লোকজীবনের আত্মিক-সম্বেগ
বিধ্বস্তি-বিহ্বল হ'য়ে
ত্রিয়ল চলনে চলৎশীল সেখানে সাধারণতঃ,
সেখানে ঐ পাবক-প্রাণ কল্যাণব্রতী যাঁরা,
তাঁ'রা দুর্গতির কবলে বিধ্বস্তি লাভ ক'রে থাকেন ;
তাই, বিপাক-বিধ্বংসী পরাক্রমী-বেষ্টনী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
ঐ ব্রতপরায়ণ যত হ'তে পার
ও করতেও পার অন্যকে, ততই ভাল,
বিপাকের দস্তুর আঘাত হ'তে
অনেকটাই রেহাই পাবে তা'তে,
তখন ঐ সক্রিয় প্রীতি-নিবুদ্ধ কল্যাণ-আলিঙ্গন
মানুষের আত্মিক-সম্বেগকে জীয়ন্ত ক'রে তুলে
ঐ দুর্গতির ভিতর অদম্য প্রাচীর
সৃষ্টি ক'রে তুলতে থাকবে স্বতঃই ;
ক্ষোভ, ভয়বিহ্বলতা ও ক্লেশপীড়ন উপেক্ষা ক'রে
ঐ ব্রত-উদ্‌যাপন যে ক'রতে পারে,
অন্তরের অন্তরীক্ষ হ'তে
জয়গান তা'কে উল্লসিত ক'রেই রাখে—
তৃপ্তিদ স্তাবক অনুশীলনায় ;
ঈশ্বর কল্যাণময়। ৪৭৩৯।

২৪।১১।১৯৫২, রাত ১০-২৫

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়-নিষ্ঠ হও,
তাঁ'কেই রক্ষা ক'রে চল সর্ব্বতোভাবে,
যা'-কিছু সবের ভিতরই

ঐই তোমার প্রেয় হ'য়ে উঠুক,
ঐ শ্রেয়ানুগ পন্থাই
তোমার জীবন-চলনার পথ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ রক্ষণশীলতার উপর দাঁড়িয়েই
যেখানে যেমন উদাত্ত বা উদার হওয়া সম্ভব
তা' হও,
সমস্ত জটিল যা',
সমস্ত কুটিল যা',
তা' অনুধাবন ও উপলব্ধি ক'রে
সুনিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যে এনে
শ্রেয়-অর্থী ক'রে তোল,
জীবনের প্রাণন-সম্বেগ ও সম্বর্দ্ধনাকে
ঐ পথেই উদ্‌গতিশীল ক'রে রাখ—
যুক্তিপ্রসন্ন সলীল তৎপরতায়,—
ভাবাবেগ ও ভাবানুকম্পিতার স্পন্দনে
স্পন্দিত ক'রে যা'-কিছুকে—
প্রীতি-আলিঙ্গন-নিবদ্ধতায় ;
ঐ তোমার অন্তর-উচ্ছলিত বাক্-দীপনার অনুকম্পনে
আকম্পিত ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার জীবনের ঐ সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্য
পরম তৎপরতায়
তৃপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
কৃষ্টির অনুচর্য্যায়,—
ধর্ম্মকে ধৃতিপ্রবণ ক'রে,
সত্তাকে প্রাণন-সম্বেগী ক'রে
বিবর্ত্তনে প্রবর্দ্ধিত ক'রে ;
অন্তরের ঈশী-উন্মাদনা

আত্মপ্রসাদের উচ্ছল আবেগে
ফুটন্ত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৭৪০ ।
২৪।১১।১৯৫২, রাত ১১টা

যিনি লোকসেবী, লোক-আশ্রয়—
ইষ্টার্থাভিদীপনায় দাঁড়িয়ে,—
তিনিই শ্রীমান। ৪৭৪১ ।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

সত্তা, সত্ত্ব ও মর্য্যাদা যেখানে বিপন্ন,
তা' হ'তে যেমন ক'রে উদ্ধার পাওয়া যায়,—
তা'ই-ই ন্যায়,
তা'ই-ই ধর্ম্ম,
আর, তা' যতই অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়,—
ততই প্রশংসনীয় বেশী। ৪৭৪২ ।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-১৫

যে ক্ষতি বা ক্ষয়
খেসারতে আপূরিত না হয়,
তা' অন্যায় তো বটেই—
আরো অপরাধের বা পাপের ;
আবার, যে ক্ষতি বা ক্ষয়
প্রীতি-অবদানের অর্ঘ্যস্বরূপ—
আত্মপ্রসাদী,
তা' সম্বর্দ্ধনারই জয়গান করে। ৪৭৪৩ ।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-১৬

হীনম্মন্যতা কুৎসিত চরিত্রের লক্ষণ,
কিন্তু যে-হীনম্মন্যতা
ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণ,
তা' নীচ ও জঘন্য। ৪৭৪৪।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-১৮

যে সত্তা, সত্ত্ব ও মর্য্যাদা
অসৎ-প্রতিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠ,
অস্তিত্বের আতঙ্কস্বরূপ,—
তা'কে নিরোধ না করাই পাপের। ৪৭৪৫।
২৫।১১।১৯৫২, রাত ১১-২২

বিরুদ্ধ উভয়পক্ষ
বিরোধের শুভ-মীমাংসায়
তোমাকে মধ্যস্থ মনোনয়নে
যদি তোমার কাছে আসে,
আর, তুমি যদি তা'দের ফিরিয়ে দাও,
তোমার মধ্যস্থতার মাধ্যমে
সৎ বা শুভ মীমাংসা না কর,—
সপরিবেশ অন্যায়ের অপরাধে
নৈতিক হিসাবে তুমিও অপরাধী হ'লে কিন্তু,
তোমার আচরণ, বুদ্ধি, ব্যবহার
ও কুশল তৎপরতা নিয়ে
যদি তা'কে শুভ মীমাংসায়
শুভদ ক'রে না তোল,
সে-ক্ষতি বা সে-আপদ
তোমাকে স্পর্শ করবে না ব'লে

নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো না ;
আবার, তোমার সমঞ্জসা সিদ্ধান্ত
যদি তা'রা মেনে নেয়, তো ভাল,
আর, যদি তা' নাও নেয়,—
তাহ'লেও করণীয় না-করার
গ্লানি ও অপরাধ থেকে
মুক্ত থাকবে তুমি,
আত্মপ্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হবে না ;
তাই, কুশলকৌশলী সৌষ্ঠব-অনুচর্য্যায়
বিহিত যা' তা' ক'রো—
ঔচিত্যের সম্পাদন ক'রে,
ঔচিত্য বা উচিত কথার মানেই হ'চ্ছে মিলন—
মিলিয়ে দেওয়া,
এই মিলনে যে বা যা'রা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে,—
পাপ-পরিবেষণী অপরাধী কিন্তু তা'রাই,
বুঝে শুভদ যা' তা'ই ক'রো ;
শান্তি-সংস্থাপকরাই ধন্য । ৪৭৪৬ ।
২৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮টা

পিতামাতা
বা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-অভিভাবক
তাঁ'দের সন্তান-সন্ততির শুভ-বর্দ্ধনা বা শুভ-কামনায়
তাঁ'দের সত্তারক্ষণী, সত্তাপোষণী
ও চরিত্র-বিন্যাসের উপযোগী বিবেচনা ক'রে
যে-শাসন বা নিয়মন বিধান করেন—
জীবন ও বর্দ্ধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না ক'রে,—
তাই-ই প্রাকৃতিক ;

তা'তে যদি শাসন-সংস্থা হস্তক্ষেপ করে,
তা'তে ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য ও সংহতির উপর
অন্যায্য হস্তক্ষেপ করাই হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' শাসন-সংস্থার অধিকার-বহির্ভূত ;
এই-ই সনাতন প্রাকৃতিক বিধি,—
এর ব্যত্যয়
পারিবারিক বিন্যাসকে ভঙ্গ ক'রে
অব্যবস্থতারই সৃষ্টি ক'রে থাকে—
সশ্রদ্ধ সংহতিতে সংঘাত এনে,
তাই, তা' গর্হিত । ৪৭৪৭ ।
২৬।১১।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

কে কী বলে,
মনোযোগ-সহকারে তা' যথাযথভাবে শোন,
অনুভব কর তা'—
কোনপ্রকার প্রাক্-ধারণাভিভূতি-মুক্ত হ'য়ে—
যদি কিছু থাকে ;
আর, ঐ বলার ভঙ্গী দেখে
আন্তরিক ভাবানুকম্পিতাকে অনুভব কর,
কথার ভঙ্গী আর মুখশ্রীর ভঙ্গী
উভয়কে মিলিয়ে
তা'র আন্তরিক অবস্থাকে উপলব্ধি ক'রে,—
তেমনতর রকমে
যা' মানায় ও হৃদ্য হ'য়ে ওঠে সবারই পক্ষে
এমনি ক'রে উত্তর দাও,
আর, লক্ষ্য রেখো—
সে-উত্তর যেন তোমার অন্তর্নিহিত

উত্তরোদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তা'কেই আপূরিত ক'রে ;
অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যের সাথে
যথাসম্ভব সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে
সঙ্গতই হ'য়ে ওঠে ;
এক বলায় বুঝলে এক রকম
উত্তর হ'লো আরো অন্যরকম,
এই রকমারির তালগোলে প'ড়ে
বৈরী-দীপনার অবতারণা ক'রতে যেও না,
নিজের কথা, অনুকম্পী ভাবভঙ্গী দিয়ে
যা'কে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যেত—
হৃদ্য অনুচর্য্যায়,
অযথা তার ঘোর-প্যাঁচ ক'রে
অযাচিত বিরুদ্ধতার সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে কঙ্করময় ক'রে তুলো না ;
তাই আবার বলি—
মানুষ কী বলে তা' লক্ষ্য কর,
বলা-অনুপাতিক অনুভব কর,
আর, ঐ অনুভব-অনুপাতিক
তোমার পক্ষে যা' বিহিত হয়,
শুভ হয়—
এমনতরভাবে উত্তর দাও,
এমনি ক'রে বলা-চলার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য হ'য়ে ওঠ সবারই কাছে,
তোমার সাহচর্য্য সবাইকেই তৃপ্ত ক'রে তুলুক—
প্রীতি-উৎসেচনায়। ৪৭৪৮।
২৬।১১।১৯৫২, বিকাল ৪-৪৫

শ্রেয় যিনি—
তিনি যতই প্রিয় হ'য়ে উঠবেন তোমার কাছে,
তাঁ'র প্রতি ভাবানুকম্পিতা
যতই ঘন হ'য়ে উঠবে তোমার,
অচ্যুত ও অচ্ছেদ্য-ভাবে
তিনি যতই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠবেন,
এক কথায়, তোমার অন্তর ভ'রে
যতই রাখতে পারবে তুমি তাঁ'কে—
সাহচর্য্যের কৃতার্থতাময়ী লালিমাদীপ্ত হ'য়ে,
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ অনুচর্য্যী কর্ম্মদীপনা
তোমার অন্তরে
তঁদ্‌ভাবঘন বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে
বিভা বিকিরণ ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্যে
যতই তোমাকে তঁৎ-তপা ক'রে রাখবে,—
তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে ততই ;
লাখো অভাব তোমার অন্তরে
অভাব সৃষ্টি ক'রতে পারবে না,
লাখো কর্ম্মক্লিষ্ট অনুচলনাও
তোমার অন্তরকে ক্লেশসুখপ্রিয়তায় উদ্দীপ্ত ক'রে
শরীরে সামর্থ্য সঞ্চারিত ক'রে তুলবে,
তাঁ'র স্বার্থই হ'য়ে উঠবে তোমার স্বার্থ,
তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
তোমার চরিত্রে সঞ্জীবিত হ'য়ে
তাঁ'রই অর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
উপচয়ী তাৎপর্য্যে

দেবমানব ক'রে তুলবে তোমাকে,
তুমি সৎ বা সতী হ'য়ে
মানুষের আশা ও উদ্বর্দ্ধনার
বশিষ্ঠ বা অরুন্ধতী হ'য়ে উঠবে। । ৪৭৪৯ ।

২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-২০

তুমি কি চাও—
তুমি বিপন্ন হ'লে
সক্রিয় অনুকম্পাহারা হ'য়ে
সকলে দূরে থাকুক,
তোমাকে কেউ সাহায্য না করুক ?—
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তা'ই ;
সে অপরাধীও যদি হয়—
অনুতপ্তও হ'তে পারে সে,
পরিবেশের অনুকম্পাও চাইতে পারে সে,
তোমার যে-অবস্থায় তুমি যেমন চাও,—
অন্যেরও চাহিদা কিন্তু তেমনি,
অনুতপ্ত অপরাধীর প্রতি কেউ অনুকম্পা দেখালে
তুমি যদি তা'কে বিষাক্ত নজরে দেখ,
তা' তোমার আক্রুষ্ট হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক ;
তুমি যা' চাও না,
অন্যের প্রতিও তা' ক'রতে যেও না ;
কেউ অন্যায় যদি ক'রে থাকে,
অনুতপ্ত হয়,
অন্যায়ে বিরত হয়,—
আর, ঐ অনুতপ্ত অন্তঃকরণের প্রতি
কেউ যদি সক্রিয় অনুকম্পায় ক্রিয়াশীল হ'য়ে

সাহায্যরত হয়,—
তা'দের প্রতি আক্রুষ্ট হ'য়ো না ;
আবার, তোমার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হ'য়ে
নিরপরাধ তোমাকে
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রলে
তোমার যেমন ভাল লাগে না,
কষ্ট হয়,—
অন্যেরও তেমনি ;
তাই, আপ্রাণ অনুকম্পা নিয়ে
দরদী হ'য়ে
মানুষের আপদে, বিপদে, অপরাধে
যেখানে যা' ক'রতে হয়,
নিরাকরণী বুদ্ধি নিয়ে তা' ক'রতে
একটুও বিরত হ'য়ো না,—
ক্লীব অন্তঃকরণ বর্দ্ধনার অন্তরায়। ৪৭৫০।
২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫১

তুমি যদি কখনও কোন অন্যায়
বা অপরাধ না ক'রে থাক,
দোষ না ক'রে থাক,
পাপ না ক'রে থাক,
তবে যা'রা অপরাধী, দোষী বা পাপী,
তা'দের প্রতি দণ্ডোদ্যত হ'তে পার,—
তা' বরং মানায় ;
কিন্তু যদি কখনও
এতটুকু দোষ ক'রে থাক,
অন্যায় বা অপরাধ ক'রে থাক,

পাপ ক'রে থাক,
অপরাধী, দোষী বা পাপী হ'য়েও
মানুষের যেমনতর ব্যবহার চাও তুমি তোমার প্রতি,
অন্যের প্রতিও তোমার তাই-ই করা সমীচীন—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্যে,
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
তা'দের অবগুণগুলিকে অবলোপ ক'রে,—
নিজেও ক্লেদমুক্ত হয়ে ;
দোষী ব'লে অভিহিত হ'তে
যেমন তোমার ভাল লাগে না,
অন্যেরও কিন্তু তাই,
আবার, তুমি অন্যায় ক'রলেও
অন্যে তোমার প্রতি তেমনতর অন্যায় করুক
তা' যেমন চাও না,
সকলের বেলায়ই কিন্তু তা'ই,
তা' হ'তেই বুঝে নিও—
সত্তার প্রকৃতিই দোষদুষ্ট হ'তে চায় না ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর করুণানিধান। ৪৭৫১।

২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

উদ্ধত আত্মম্ভরী হীনম্মন্যতা
যেখানে যত উগ্র,
অপমানিত হওয়ার অযাচিত উদ্বেলতাও
তা'র তেমনি সহজ। ৪৭৫২।

২৬।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫০

সত্তাপ্রীতি যদি থাকে,
মানবিকতার আভিজাত্য যদি থাকে,
মরণ-বিতৃষ্ণা যদি থাকে,
শ্লথদেহী হ'লেও
বজ্র দৃপ্ততায়
আকণ্ঠাবেগী অসৎ-নিরোধী হও—
দীপ্ত জীবনীয় আকুতিতে;
অসৎ-নিরোধে যদি নিথর থাক,
ম্রিয়ল-বিলাসে মূক হ'য়ে থাক,—
হীনত্বের ব্যক্ত মূর্ত্তি তুমি,
তুমি তোমার,
তোমার কুলের,
তোমার সমাজের,
জাতির, ধর্ম্মের
কলঙ্ক ছাড়া কিছুই নও,
ঘৃণ্য-জীবী তুমি;
যুবক হও আর যুবতীই হও,
সুস্থই হও আর রোগীই হও,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যা'ই হও না কেন,
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
উৎসাহী উদ্দীপনা নিয়ে জেগে ওঠ—
ক্রিয়াশীল তৎপরতায়,
শয়তানের কলঙ্ক-দীপ্ত যা'
তা'কে কম্পিত ক'রে তোল,
খান-খান ক'রে ভেঙ্গে ফেল—
শ্রেয়-সম্বন্ধ-সম্ভোগী সৎ-অভিদীপনায়,

ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ সব যা'-কিছুর সলীল সার্থকতায়,
সৎ-সন্দীপী পরাক্রম-প্লাবী হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বর চির-পরাক্রমী। ৪৭৫৩।
২৬।১১।১৯৫২, রাত ৮-৫৫

সুব্যবস্থ সুসঙ্গত যা'রা নয়—
বিহিত আত্মনিয়ন্ত্রণে,
নিয়মানুবর্ত্তী অনুচলনে,—
তা'রা তা'দের নিজের তো বটেই,
আরো অন্যেরও অগ্রগতির অন্তরায় ;
নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরে
'হা হতোঽস্মি' ব'লে চীৎকার ক'রলে কী হবে ?
নিজের রোগ নিরাকরণ কর,
অন্যকেও সুস্থ ক'রে তোল—
শ্রেয়নিরত থেকে—তদনুগ নিয়মনে,
প্রসাদ-প্রদীপনায় তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ভিতরেও
শৃঙ্খলার শুভ-গায়ত্রী। ৪৭৫৪।
২৬।১১।১৯৫২, রাত ৯টা

কোন-একটা বিশেষ ব্যাপার
বিশেষতঃ শ্রেয়-সংঘাতী যা'—
লোক-সত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য-সংঘাতী যা'
তা'র নিয়ন্ত্রণে
অসৎ-নিরোধী উদ্দীপনা জাগাতে হ'লেই
তোমার ভাব, ভাষা, চলন, চরিত্র
ও রোষণ-সম্বেগকে

স্বস্তির হোমাগ্নি-স্নাত ক'রে তুলতে হবে,
ইন্ধন দিতে হবে—
মানুষের অন্তর-উৎসারণী শুভচারিতার হবিঃ,
তা'র সমিধ আহরণ ক'রতে হবে--
স্বাচ্ছন্দ্য-সংঘাতী, কষ্টকর, অশুভ
বিচ্ছিন্ন ঘটনা যা'-কিছু
সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে—
তন্নিরাকরণী দুর্দ্দম সঙ্কল্পের উদ্দীপনায়,
ঐ হবিঃতে সব অন্তরের সব দুর্ব্বলতাকে
আহুতি দিয়ে
অগ্নিময় ক'রে তুলতে হবে,
আর, তোমাকে সর্ব্বক্ষণ অগ্নিস্নাত হ'য়ে থাকতে হবে,
ঐ সব অগ্নিস্নাত অন্তঃকরণ নিয়ে
তোমার ঐ অগ্নিমন্ত্রকে
শ্রেয়ার্থযাগপূত ক'রে তুলতে হবে ;
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,
তিনিই ঐ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর,
আর, ঐ যজ্ঞেশ্বরে সার্থক ক'রে তুলতে হবে—
তোমার ঐ উদ্বেজনী সার্থকতার
বাস্তবায়িত উপসত্বকে,
যে-পরিবেষণে লোক-অন্তর
আত্মিক বর্দ্ধনায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে
স্বচ্ছন্দতার লীলায়িত ললিতজৃম্ভণে জৃম্ভিত ক'রে
বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী শুভক্রমণায়
যোগ্যতায় আজীব হ'য়ে চলতে পারে—

পরিরক্ষণে, পরিপোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়,
পারস্পরিক আত্মিক নিবন্ধনে ;
ঐ অসৎ-বেধন যেখানেই থাক্ না কেন,
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থা
বা দুনিয়ার যেখানেই তা'র উদ্গম হো'ক না কেন,
তা'কে নিরোধ ক'রতে হ'লে
অমনি ক'রেই করতে হবে। ৪৭৫৫।
২৭।১১।১৯৫২, সকাল ৮-২০

যাঁ'রা অচ্যুত আনত সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে
শ্রেয়-তপা হ'য়ে চলেন—
শ্রদ্ধোষিত উপাসনা-তৎপরতায়,
অনুশীলনী চলনে,—
তাঁ'দের বৈধানিক প্রতিটি কোষের
অন্তঃস্যূত প্রাণনদীপনা হ'তে
সুসঙ্গত সমাহারী তাৎপর্য্যে
অতিসর্জ্জনী ওজঃবিকিরণা
বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে,—
যা' তাঁ'দের অন্তর্নিহিত বৈধানিক সঙ্গতিকে
ঔপাদানিক বিন্যাসে
নূতন সংস্থিতির দিকে
সংক্রমণশীল ক'রে রাখে ;
তাই, তাঁ'দের সংস্পর্শে
বা তাঁ'দের ব্যবহারের জিনিসপত্রে
বিশেষতঃ পরিচ্ছন্ন যা'-কিছুতে
সেগুলির কিছু-না-কিছু সংক্রমণ-নিবদ্ধ হ'য়ে থাকে,

তাই, সেগুলি জীবনীয় প্রসাদ-স্বরূপ ;
ঐ শ্রেয়পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধোৎসারিণী আবেগ
যেখানে মানুষের বিধানের অন্তর্নিহিত আবেগকে
তন্মুখী ক'রে রাখে,
সেই-সেই স্থলে ঐ প্রসাদগুলিকে প্রায়ই
জীবনোদ্দীপনার
সক্রিয় সহায়ক হ'য়ে উঠতে দেখা যায় ;
ঐ শ্রেয়পুরুষের প্রতি
যা'দেরই কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই,—
তা'দের উপরই ঐগুলি ক্রিয়াশীল হ'য়ে থাকে,
এমন-কি, জীবজন্তু ও ইতর প্রাণীও ওর দ্বারা প্রভাবিত হয়,
তাই, ঐ জাতীয় প্রসাদ চিরদিনই পবিত্র। ৪৭৫৬।
২৭।১১।১৯৫২, রাত ১০-৪৫

তুমি যদি ব্যবহারজীবী হ'তে চাও,
প্রথমেই তোমাকে শ্রেয়তপা হ'তে হবে,
নিজের বাক্য, ব্যবহার, চিন্তা ও প্রবৃত্তিগুলিকে
সুনিয়ন্ত্রণে শ্রেয়ার্থ-তৎপর ক'রে তুলতে হবে,
কোন্ ব্যাপারে, কী কথায়,
ভঙ্গী বা ব্যবহারে
তোমার অন্তরবৃত্তিগুলি কী রূপ গ্রহণ করে
কেমনতর প্রবণতায়,
আর, কোন্ নিয়মনেই বা সেগুলিকে
তুমি শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলতে পার—
সেটার সূক্ষ্ম সহজ বোধ
যতই তোমার সুবোধ্য হ'য়ে উঠবে,—

বুঝ বা বোধায়নী অনুবেদনা
তেমনতরই সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকবে তোমাতে,
তাই, তোমাকে আত্ম-অনুশাসন-অভিজ্ঞ হ'তে হবে ;
এ-কথা বলার তাৎপর্য্য এই—
নিজের অন্তর-অনুভূতিগুলি
তা'র কূটমাত্রা-সহ
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোধদৃষ্টিতে সহজ হ'য়ে
যদি না তোমার অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে—
বোধ-সমীক্ষায়—
নিয়মন-কুশলতায়—
তাহ'লে অন্যের বেলায়ও সেগুলি
তোমার উপলব্ধিতে সহজ হ'য়ে উঠবে না ;
বস্তু, বিষয় বা ব্যাপার
সুসন্ধিৎসু কূট সমীক্ষার ভিতর-দিয়ে
সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে
নিয়মন-সার্থকতায়
তোমার বোধে যতই সজাগ হ'য়ে উঠবে,—
অনুশাসন-অভিজ্ঞ হওয়ার ন্যাকও
তোমাতে ততই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, প্রথম করণীয়ই হ'চ্ছে তোমার—
শ্রেয়তপা হওয়া,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আচরণ-অভিজ্ঞ হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনের দিকে
ক্রমপদবিক্ষেপে এগিয়ে চলা—
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহের
দৈনন্দিন সুসমীক্ষ তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে ;

হাজার বোধিবত্তাই তোমার থাক না কেন—
এই এমনতরভাবে শ্রেয়কেন্দ্রিক যদি না হও,
তা' সংহত ও সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
ব্যতিক্রম র'য়েই যাবে,
তাই শ্রেয়তপা হওয়া—
যা'-কিছু প্রারম্ভ কর,
তা'রই প্রাথমিক দীক্ষা ;
তুমি যদি ব্যবহারজীবী হ'য়ে থাক—
দুষ্টকে দোষমুক্ত করাই তোমার কর্ম্ম,
আশ্রিতকে আপদ-মুক্ত করাই তোমার ধর্ম্ম,
ব্যবহারজীবী হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
আপন্ন বা বিপন্ন সব্যষ্টি গণসমূহের
বৈধী-আশ্রয় হ'য়ে ওঠা,
নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া—
অসৎ-নিরোধী-নিয়মন-তৎপরতায় ;
যা'কে আশ্রয় দিয়েছ,
অনুকম্পায় তা'র বেদনাকে নিজের ক'রে নিয়ে
সেই সংঘাত বা বেদনা হ'তে তা'কে রক্ষা করাই হ'চ্ছে
তোমার ঐ উপজীবিকার স্বাভাবিক ধর্ম্ম,
মিলন ও নিষ্পত্তির ভিতর-দিয়ে যদি এটা ক'রতে পার—
সেই-ই ভাল,
তা' যদি সম্ভব না হয়,—
সেখানে আইনের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হবে,
তাহ'লেই তোমার প্রথমেই হ'তে হবে—
শৌর্য্যবান জান্তব পরাক্রমী—
অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনায়,
ত্বরিত উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন,

বৈধী-নিরোধপ্রবণ—
এমন-কি, বিধানের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম যা'-কিছু
তা'ও এড়িয়ে না যায়
এমনতর বোধিবিভূতিকে জাগরূক ক'রে,
এমনতর সহজ সূক্ষ্ম প্রস্তুতিপ্রবণ হ'তে হবে,
যা'তে প্রতিমুহূর্ত্তেই
বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
বিরুদ্ধকে নিরোধ ক'রতে পার—
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সহ,
তোমার বাক্-বিন্যাস
এমনতরই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, তীক্ষ্ণ, তরতরে হওয়া চাই
যা' মানুষের প্রবৃত্তি ভেদ ক'রে
তা'দের অন্তঃকরণকে তোমাতে সহজ-অনুকম্পাপ্রবণ
ক'রে তোলে ;

উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে
তোমার প্রশ্ন ও উত্তর
অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ও কুটিল যা'
তা'কেও যা'তে বিনায়ন ক'রতে সমর্থ হয়,—
এমনতর শীলব্যঞ্জক, দক্ষ,
কুশলকৌশলদৃপ্ত হওয়া চাই,
কোন্ কথা গড়িয়ে কোথায়
কী অর্থে উপনীত হয়,
তা'কে উপলব্ধি ক'রো
এবং তোমার কথাকে সার্থকভাবে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে শেখ—
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে ;

যা'কে আশ্রয় দিয়েছ

তা'র বিরুদ্ধ ও স্বপক্ষের বিবরণগুলি
যা'-কিছু সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি
ও ফাঁকগুলি-সহ
এমনতর নখদর্পণে থাকা উচিত
যা'তে অত্যন্ত জটিল ব্যাপারেও
তোমার বাক্, গতিবিধি ও নিয়মনে
এতটুকু প্রতিঘাত সৃষ্টি না হয় ;
দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠ তুমি—
আত্মরক্ষণী বৈধী-নিয়মনে সজাগ থেকে,
সমস্ত বিষয়ের অন্ধিসন্ধি-সহ
কোন্ পর্য্যায়ে কী করণীয়—
সেগুলি যেন সব সময়ই
তোমার সামনে জ্বল্‌জ্বলে হ'য়ে থাকে,
ত্বরিত তীব্রকর্ম্মা হও,
যা' ত্বরিত করা উচিত
তা' তৎক্ষণাৎই সম্পাদন ক'রো,
যা' বিলম্বে করা উচিত
তা' বিলম্বেই ক'রো,
তোমার এই বিহিত প্রস্তুতি যেন
তোমার আশ্রিত যে
তা'র হৃদয়কে আশ্বস্ত ও আশাদীপ্ত ক'রে তোলে ;
যা' গোপন রাখতে হবে
তা'কে ব্যক্ত ক'রো না,
যা' ব্যক্ত ক'রতে হবে
তা' যেন গুপ্ত না থাকে,—
এটা এমনভাবে করবে যা'তে তা'
সর্ব্বতোভাবে স্বস্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,

মনে রেখো সেই সুদর্শনধারী ভগবানের উক্তি—
'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং, ন যথার্থাভিভাষণং'
সোজা পথেই হো'ক আর বাঁকা পথেই হো'ক
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তোমার প্রশ্ন পরিচালনা যেন
বিহিত সার্থকতায়
আশ্রিতের পক্ষকে শুভ সার্থক ক'রে তোলে ;
বৈধী ত্রুটি যেখানে যতটুকুই হো'ক না কেন,
তা'র আবেদনপত্রগুলি প্রতি স্তরে
এমনতর বিন্যাস ক'রে তুলতে হবে,
যেন তা'র সুযুক্ত অনুক্রমণাগুলি
সামগ্রিকভাবে তোমার উদ্দেশ্য-সমর্থনে
স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে,
যেখানে অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ সমীচীন হয়,
সেখানে তা' ক'রো—
উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে,
যথাসময়ে,

তা' কিন্তু অনেক সময়
অনেকখানিই নিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখে,
উৎপাতকেও এড়াতে পারে অনেকটাই ;
অনুশাসন-তত্ত্বগুলির সার্থক সম্বেদনা
যা'তে সুব্যাখ্যাত পরিচর্য্যা নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে তোমাকে সমর্থন করে ;
সেগুলিকে তেমনতরভাবেই
তোমার মেধাতে সংরক্ষিত রাখতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
এক-কথায়, অনিশ্চিতকে অতিক্রম ক'রে

তোমাকে বাস্তব সাফল্যে নিশ্চিত হ'তে হবে—
নিয়ন্ত্রণার সনির্ব্বন্ধ সঙ্গতিতে,
যে-বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে
বা অবজ্ঞা ক'রলে
গণ-অন্তরের জীবন-আকূতি
স্বতঃ-সন্দীপনায়
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
এমনতর ঝলক সৃষ্টি ক'রে,
আর, এই তোমার কৃতিত্ব ;
বিশেষ ক'রে মনে রেখো—
বিপন্নের আশ্রয় ও রক্ষাই
তোমার ব্যবসায়,
বিপন্নের পরিত্রাণই হ'চ্ছে
তোমার আত্মপ্রসাদী ধর্ম্ম,
তুমি লোকপ্রসাদভুক,
তা'দের আত্মপ্রসাদ-সম্ভূত অবদানই
তোমার পবিত্র জীবিকা,
তা'দের ব্যর্থতাই
তোমার সত্তাপোষণী জীবিকার ব্যর্থতা,
তাই, নিষ্ঠুর অর্থ-আকাঙ্ক্ষী হ'তে যেও না,
লোকত্রাণ-কৃতিত্বই তোমার সাধ্য হো'ক ;
তুমি ধীর, ধীমান ও অদম্য-পরাক্রমী হও—
বৈধী নিয়মনী চলনকে অব্যাহত রেখে,
বিচার-সংস্থার কর্ম্মচারী
যিনিই হউন না কেন,
তোমার বোধ, ব্যক্তিত্ব
তাঁ'দের কাছে যেন

হন্ত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সিংহবিক্রমী হ'য়ে ওঠে,
যা'কে নিরোধ ক'রতে হবে--
তা'ও সিংহবিক্রমী শীলতার অনুশাসনে ;
তাই, তুমি কখনই
বিচারক বা শাসন-সংস্থার
স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ অত্যাচারী অনুচলন
বা খামখেয়ালী বিলম্বন-প্রবৃত্তি
ইত্যাদি যা'ই হো'ক না কেন,—
তা'র কাছে কিছুতেই
আনতি স্বীকার ক'রো না,
শাসন-সংস্থার প্রসাদ-ভুক হ'তে যেও না,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে মর্য্যাদা-হানিকর,
বরং লোক-প্রসাদ-ভুক হও ;
যা'তে তোমার আশ্রিত অযথা কষ্ট পায়
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে অপরাধের,
তা'কে সুযুক্ত সংঘাতে
নিরোধ ক'রতেই হবে তোমাকে,
নয়তো, তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগই সেখানে
ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
তুমি যতই শাসন-সংস্থার কাছে
অবৈধ আনতি স্বীকার ক'রবে,—
তোমার মানবিক ব্যক্তিত্ব ততই
মূঢ় সন্দীপনায়
ক্রীতদাস হ'য়ে উঠবে তা'দের,
তোমার ঐ লোকপ্রসাদ-ভুক জীবিকার
ইতর লাঞ্ছনা সেখানে হবেই কি হবে,
তাই, তোমার মানবিক চরিত্র

মেষশাবকের মতই
মধুর নমনীয় হ'লেও
ব্যক্তিত্ব যেন সিংহবিক্রমী হ'য়ে চলে ;
সৎ যা',
সাধু যা',
লোকহিতী যা',—
শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
সেগুলির আশ্রয়ী ও প্রশ্রয়ী তুমি হবেই কি হবে,
তুমি কিছু পাও বা না পাও,
সক্রিয় তৎপরতায়
তদনুচর্য্যায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে নিয়োজিত করবেই কি করবে—
কোনপ্রকার পাওয়ার প্রত্যাশা এতটুকু না ক'রে,
প্রত্যাশায় অনাসক্ত হ'য়ে
দীপ্ত অন্তরাসী তীক্ষ্ণ অনুবেদনায় দাঁড়িয়ে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর সবারই আশ্রয়,
সত্তায় অনুস্যূত থেকে
তিনি সত্তাপোষণী আগ্রহ-সন্দীপ্ত সর্ব্বক্ষণই,
তাই, তুমিও
অসৎ-নিরোধী তর্পণায়
সবারই সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বর সবারই সত্তাপোষক,—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই। ৪৭৫৭।

২৮।১১।১৯৫২, রাত ৭-৪৫

মানুষের নিজের যা' পছন্দ হয়
বা ভাল লাগে,
অন্যের বেলায় তেমনতর যখন ভাল লাগে না,
তা'তে বিরক্তি, দুঃখ বা হিংসার উদ্রেক হয়,
এক কথায়, সে পরশ্রীকাতর হ'য়ে ওঠে,
হীনম্মন্যতার উদ্ভবই হয় ওখান থেকে । ৪৭৫৮ ।
২৯।১১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-১০

যে-তপস্যা তোমার
সসত্ত্ব সত্তাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে
জীবন-সঙ্গতিকে
নানা বিচ্ছুরণায় বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে ইতস্ততঃ,—
তা' কি তুমি চাও ?

তুমি চাও না—
ক্ষিতিতে আত্মবিলয় ক'রে
ক্ষিতি হ'য়ে যেতে,
অপে আত্মবিলয় ক'রে
অপ হ'য়ে যেতে,
তেজে আত্মবিলয় ক'রে তেজ হ'য়ে যেতে,
মরুতে আত্মবিলয় ক'রে মরুৎ হ'য়ে যেতে,
ব্যোমে তোমার সংহত সত্তাকে বিলীন ক'রে
ব্যোমে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে,
মায় চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কোন-কিছুতেই
আত্মবিলয় ক'রতে চাও না,
অস্তিত্বকে বিলয় ক'রে
বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
অনুকণায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে চাও না ;

তুমি চাও—

চেতনদীপনা নিয়ে

অস্তিত্বকে বজায় রেখে

বৃদ্ধির পথে তোমার যা'-কিছু সবকে নিয়ে

সার্থক সংহতির দিকে চলতে,—

বিবর্ত্তনের দিকে ক্রমপদক্ষেপে চলতে—

বেঁচে, বেড়ে,—

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়

তোমার অস্তিত্বের উপাদান যা'-কিছুকে সংহত ক'রে

প্রাণন-প্রদীপনায়

জীবনপ্রভাকে উৎসারিত ক'রে চলতে ;

তাহ'লেই তা'র প্রধান সংস্থিতিই হ'লো—

সুকেন্দ্রিক হওয়া,

শ্রেয়তপা হওয়া,

যা'র ভিতর-দিয়ে তুমি

সুসংহত তাৎপর্য্যে

ঔপাদানিক সমাবেশী তৎপরতায়

সুসংশ্রয়-সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে

যে-কোন তত্ত্বই হো'ক না কেন

তা'র উপর আধিপত্য ক'রে

নিজের অস্তিত্বকে অব্যাহত ক'রে

নিরন্তর চলৎশীল থাকতে পার,

অর্থাৎ, যাঁ'কে ধ'রে

যাঁ'র অনুসরণ-অনুচর্য্যা ক'রে

যেমনতর হ'য়ে

তা' পেতে পার,

তা'র কেন্দ্রস্থলই হ'চ্ছে ঐ শ্রেয়-সংশ্রয়,—

যাঁ'র নিয়মনে তুমি তোমার অস্তিত্বের উপাদান-সহ
যা'-কিছুকে ঘনায়িত ক'রে
দৃঢ় ক'রে
পালন, পোষণ ও পূরণ-অভিদীপনায়
নিজেকে সম্বর্দ্ধনার পথে
চলন্ত ক'রে রাখতে পার,
যা'র ফলে, স্মৃতি-চেতনার নিরাবিল নিরন্তরতায়
তুমি সজাগ থেকে
প্রাণন-পরিচর্য্যায়
বিবর্ত্তনের দিকে
সলীল সন্দীপনায়
বোধায়নী পরিক্রমায়
উপভোগে নন্দনা দীপ্ত হ'য়ে চলতে পার,—
এই সুসঙ্গত গতিশীলতাই
আত্মিক-সম্বেগের সার্থক প্রকাশ ;
আর, জীবনের মহাত্মিকতাই ঐখানে ;
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ই
তোমার কেন্দ্রপুরুষ,
আর, ঐ শ্রেয়বেদীমূলে
এই বেদ
তোমার অন্তরে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠতে পারে,
যে-উদ্দীপনা ঈশিত্বের উদ্বোধক হ'য়ে উঠতে পারে
তোমাতে ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের অনুপ্রেরক,
আর, ঐ শ্রেয়ই হ'চ্ছেন তাঁ'র স্ফুরণ-বেদী। ৪৭৫৯।
২৯।১১।১৯৫২, রাত ৯-২০

বেত্তাই বেদী,
আর, বেত্তা তিনি—
যাঁ'র বোধ আছে,
যে-বিষয়ে যা'র যেমনতর বোধ,—
তিনিই তা'র তেমন বেত্তা,
আর, ঐ বেত্তার সশরীর সত্তাই হ'চ্ছে
বোধ-অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বোধ-উপবিষ্ট,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
বোধের বাস ও স্থিতিই ওখানে,
তাই, তিনিই ঐ বোধের আসন ;
তাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে
ঈশিত্বের উপলব্ধি যেখানে
বোধপ্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠেছে,
সম্যক্ ধৃত হ'য়েছে যেখানে,
পরিপালিত হ'চ্ছে যেখানে,
অর্থাৎ, আধিপত্যের অনুভূতি
স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে যেখানে,
ঈশিত্বও সেখানে ফুটন্ত হ'য়ে রয়েছে ;
তাই, ঐ সসত্তা জীয়ন্ত শরীরই হ'চ্ছে
বোধবীক্ষিত ঈশ্বরের আসন,
তিনিই ব্রহ্মবিৎ,
আর, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' ;
তোমার উপাসনা ও আত্মনিবেদন
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
তৎ-তপা যতই হ'য়ে উঠতে থাকবে—
সুসঙ্গত অনুক্রমণায়,
ঐ আসনে অবস্থিতি লাভ ক'রে,—

তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই আত্মারাম,
আর, জীবন-সন্দীপনার আধিপত্য তাঁ'রই। ৪৭৬০।
১।১২।১৯৫২, রাত ৭-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়
যিনিই হউন বা যাঁ'রাই হউন,
আর, তাঁ'রা যে যেখানেই থাকুন না কেন,
তপ-পদ্ধতি যাঁ'র যেমনই হো'ক না কেন,
তাঁ'রা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থ,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমর্থক,
তাঁ'রা প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থের মতন ক'রেই
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
অন্যের স্বার্থ, সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধিতে সক্রিয়,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি
সশ্রদ্ধ-অনুকম্পাশীল,
দেখে যেন মনে হয়—
দেহ বিভিন্ন হ'লেও একটি মানুষ,
বা এক কুলেই যেন উদ্গতি লাভ করেছেন,
এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তম যিনি,
এঁদের প্রত্যেকেই তাঁ'র প্রতি
অনুরতি, অনুগতি ও উপাসনা-তৎপর ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়দের
বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ওখানে,
ঐ বৈশিষ্ট্য যেখানে যেমনতর অনটনগ্রস্ত,—
শ্রেয়ত্বের বিকাশেরও তেমনতর খাঁকতি সেখানে। ৪৭৬১।
১।১২।১৯৫২, রাত ৮-৩০

স্বকেন্দ্র-সংশ্রয়ী সম্বেগ হ'চ্ছে নির্ম্মাতা,
আর, যা'কে কেন্দ্র ক'রে
এই সম্বেগে সম্বদ্ধ হ'য়ে
যা'-কিছু সংগ্রথিত হ'চ্ছে—
তাই-ই শ্রেয় ;
আর, এর উল্টো যা'
অর্থাৎ, বিকেন্দ্রিক বিচ্যুতি-তৎপর যা'
তাই-ই শাতন-সম্বেগ—
যা' মানুষকে কৃশ ক'রে তোলে,
পতিত ক'রে তোলে,
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
বিনষ্ট ক'রে তোলে। ৪৭৬২।
২।১২।১৯৫২ সকাল ৬-২৫

যা'রা পরকানি,—
অর্থাৎ, যা'দের অন্যের কথায়
কোন বাস্তব সংধারণা থাকলেও
সে-ধারণা বদলে যায়,
যা'দের সম্মুখে অন্যের সুখ্যাতি ক'রলে পরে
অন্তর্নিহিত হীনম্মন্যতার দরুণ
তা'র সমর্থনে সুখী হ'তে তো পারেই না—
বরং নিজেদের অপমানিত মনে করে,
যা'রা কারও দ্বারা প্রতিপালিত হ'য়েও
নিজেদের স্বাবলম্বী ব'লে প্রচারপ্রবণ—
নানারকম কথায়-কায়দায়,
কৃতজ্ঞতা বা প্রতিপালকের উপচয়ী কর্ম্মে
যা'রা শৈথিল্য বা অবজ্ঞাই প্রকাশ করে—

নিজেদের গুণপণাকে ব্যাখ্যা ক'রে
সেই গুণমুগ্ধ হ'য়েই
তা'কে প্রতিপালন ক'রে কৃতার্থ হ'চ্ছে কেউ—
এমনতর ধাঁজ নিয়ে,—
যত সৎ-ছদ্মবেশীই হো'ক না তা'রা,
তাদের অন্তরে হীনম্মন্যতাই বসবাস করে,
অন্তরে সৎ-অভিদীপনা তা'দের কমই,
তা'দের জীবনে
কেউ মুখ্য স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না ;
এমনতর যা'রা—
তা'দের উপর নির্ভর ক'রতে যেও না,
তোমার কোন কর্ম্মে
তা'দের নিয়োজিত ক'রতে হ'লে
সাবধানে বাহাদুরী-উল্লসিত ক'রে ক'রো তা',
নয়তো, ঠকবার সম্ভাবনাই বেশী। ৪৭৬৩।
২।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

তোমার মত বা বিবেচনাকে
উগ্র স্পর্শাসহিষ্ণু ক'রে তুলো না,
তা' কিন্তু স্নায়বিক দৈন্যেরই লক্ষণ,
যা' ঔদ্ধত্য-উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে
হীনম্মন্যতাকে ভিত্তি ক'রে
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
বরং তোমার মত বা বিবেচনাকে
অযথা অন্যের উপর চাপান না দিয়ে
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
পরিপুষ্ট ও প্রবল ক'রে তোল

যা' আপূরণী হ'য়ে ওঠে—
সব দিকের সব-কিছুরই,—
তোমার উদ্দেশ্যের সার্থক শুভদ পরিবেষণে
বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক-সন্দীপনায়,—
যা' শুভ-সঙ্কল্পী যা'রা,
তা'দের কাছে হন্ত না হ'য়েই পারে না ;
তাই, সবারই কথা শোন,
সব-কিছুকেই দেখ,
আর, সেই বিষয়ীভূত বোধকে
সুসঙ্গতিতে সংগ্রহ ক'রে
মত বা বিবেচনাকে সুসংস্থ ক'রে তোল—
সব দিকের যা'-কিছুকে ওজন ক'রে,—
তা'তে সুখীও হবে সবাই,
আত্মপ্রসাদও লাভ করবে তুমি। ৪৭৬৪।
২।১২।১৯৫২, রাত ৭-১০

যা'র আভ্যন্তরীণ সংগঠন যেমনতর,
যা'র বৃত্তি বিনায়িত যেমন—
বোধ-সংস্থানও তা'র তেমনি,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতর,
সে সেই স্তরেরই মানুষ বা জীব,
আবার, তদনুশ্রয়ী আচার, ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাও
বোধ ক'রতে পারে সে তেমনতর ;
তাই, যে যেমনতর
তদনুগ অনুকম্পী বিনায়নে

হৃদ্য উদ্দীপনা নিয়ে
তা'র সঙ্গে তেমনতর বাক্, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'কে উন্নতি-সম্বেগী ক'রে তুলতে হয়,
শ্রেয়নিষ্ঠ শ্রেয়তপা ক'রে তুলতে হয় ;
যা'র বৃত্তি-সংগঠিত বোধ-সংস্থান
যেমনতর সাড়াপ্রবণ,—
সেই সাড়াকে লক্ষ্য ক'রে যদি না চলতে পার,
তোমার অনুপ্রেরণা তা'র ভিতর
উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রতে পারবে না—
তা' তুমি যত উচ্চ প্রজ্ঞা নিয়েই থাক না কেন ;
তোমার বাক্-ব্যঞ্জনা, আচার-ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-অনুদীপ্ত সম্বেগের সহিত
যে যেমন—
তদনুপাতিক পরিবেষণ যেমন ক'রতে পারবে,
উন্নতি-অনুশ্রয়ী শ্রেয়তপাও ক'রে তুলতে পারবে
তা'কে তুমি তেমনি ;
তাই, সব লোক সবারই
সুবোধ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে—
তা'র কোন মানে নেইকো,
কিন্তু ঈশ্বর সবারই জীবন-সম্বেগ—
সব অসমেরই সঙ্গমস্থল। ৪৭৬৫।
৫।১২।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

শান্তিরক্ষী-সংঘ বা বিচার-সংস্থার
উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন এ নয়কো,
যে, তা'রা মানুষের উপর

অথবা অত্যাচারের দৌরাত্ম্যে
তা'দিগকে শঙ্কাকুলিত ক্লীব ক'রে তুলবে
বা অনুকম্পী অনুবেদনাহীন নির্য্যাতনে
অপরাধীর জীবনকে জঘন্য ক'রে তুলবে,
আক্রোশদীপ্ত ক'রে তুলবে,—
অভিযুক্ত ও অভিযোক্তার সপরিবেশ সংস্থিতি,
অবস্থা, অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্যের অনুধাবনে
উভয়পক্ষীয় বিহিত সঙ্গতি-সমন্বিত
উপযুক্ত বাস্তব বৈজ্ঞানিক প্রমাণে না দাঁড়িয়ে,
একটা অবাধ নির্য্যাতনী কানুনের ভাঁওতায়
অভিযুক্তকে নিঙ্‌ড়িয়ে
তা'র শ্রমার্জ্জিত জীবনরস নিষ্কাশন ক'রে
তা'কে অসহায় ক'রে
সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তুলবে,—
অন্যায্য-ন্যায়ী বিড়ম্বনার
বিদ্রূপাত্মক বিদ্বেষ-বৃষ্টি ক'রে
ঐ সংস্থার প্রবৃত্তির পায়ে
তা'দিগকে বলি দেবে ;
শাস্তি যদি শান্তিপ্রদ না হয়,
তদন্ত যদি বাস্তবতাকে উদ্ভিন্ন ক'রতে না পারে,
মানুষের সম্ভ্রমকে পদদলিত ক'রে
যদি জঘন্যত্বের সিংহাসনকে সুদৃঢ় করা হয়,
পুণ্যকে পাপের প্রশ্রয়ী ক'রে তোলা হয়,
সদিচ্ছাকে অসৎ ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে চলা হয়,—
সে-সংঘ বা সংস্থা
শাতনী শাসন-যন্ত্র ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;

এমনতর শাসন-যন্ত্র যতদিন
তোমার রাষ্ট্রসংস্থায় প্রচলিত থাকবে,—
তোমাদের প্রাণন-পরিচর্য্যা
প্রবর্দ্ধনা-বিরত হ'য়ে
গণজীবনকে শীর্ণই ক'রে তুলবে ;
তাই, শাসনকে স্বস্ত্যয়নী ক'রে তোল,
স্বস্তির আশীর্ব্বাদ ক'রে তোল,
পাপীকে পুণ্যের উদ্যোক্তা ক'রে তোল,
অপরাধীকে আরাধনাপ্রবণ ক'রে তোল,
যদি পার—
সে-পারগতা স্মিত মলয়দোলাতে
সামগীতিকায় গেয়ে চলবে—
'স্বস্তি ! স্বস্তি ! স্বস্তি !' ৪৭৬৩ ।
৫।১২।১৯৫২, রাত ৮-২৫

ভ্রান্ত বেদীমূলে ঈশী-উপাসনায়
ব্রতী হ'তে যেও না,—
তোমার বোধিচক্ষু
আবিল ও ম্রিয়লই হ'য়ে উঠবে কিন্তু,
বোধি-সত্ত্বই তোমার ঈশী-উপাসনার
জীয়ন্ত বেদী হ'য়ে উঠুন ;
ভ্রান্ত সেই—
যে শ্রেয়ার্থ-সার্থকতায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠেনি—
সহজ চারিত্রিক অভিদীপনায়,
সদাচারী অনুবেদনায়,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যাঁ'রা—

তাঁ'দিগেতে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
বাস্তবে সমর্থক হ'য়ে ওঠেনি তাঁ'দের,
প্রাচীনের অন্বয়ী একসূত্রসঙ্গতি নিয়ে
যা'তে বর্ত্তমান উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
যা'র বর্ত্তমান
ভবিষ্যতের সুবীজ বহন করে না—
সুসঙ্গত বোধায়নী অনুদীপনা নিয়ে,
বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট প্রতিটি বিশেষ
যা'র একাত্ম-অভিধ্যায়ী বোধে
একসঙ্গতিতে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি—সবৈশিষ্ট্য ;
অজ্ঞতার আশ্রয়ে, অনুসরণে ও অনুশীলনে
বিজ্ঞ হওয়া কি সম্ভব ?—
বিজ্ঞতা ম্রিয়লই হ'য়ে ওঠে তা'তে। ৪৭৬৭।

৬।১২।১৯৫২, সকাল ৮-১০

সিদ্ধাই বা বিভূতি-বিজ্ঞাপনী প্রবৃত্তি
যা'র যত—
আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুচলন নিয়ে,
ঈশী-আবেগ আবিল সেখানে তেমনি,
বোধিও কঙ্করময় সেখানে,
আচার্য্যত্বও ভ্রান্ত-আচরণশীল তেমনি ;
বিভুর উপাসনা কর,
তোমার বোধদৃষ্টিতে বিভূতি
আপনিই প্রকট হ'য়ে উঠবে,
বিভুত্বও তোমার অন্তর-আসনে
বোধন লাভ ক'রতে থাকবে তেমনি,

তৃপ্তিও সাদর-সম্ভাষণে স্বাগতম্-আহ্বানে
ধন্য ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪৭৬৮।
৬।১২।১৯৫২, সকাল ৮-২০

সুকেন্দ্রিক, অচ্যুত নিষ্ঠা-অন্বিত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন শ্রেয়-পুরুষ
যে-বর্ণে, যে-কুলের যে-স্তরেই
উদ্গতি লাভ করুন না কেন,
এমন-কি, বাহ্যজাতির ভিতরেও যদি
তিনি উদ্গতি লাভ ক'রে থাকেন,
শুধু শ্রেয়পুরুষ কেন,
কোন যুগপুরুষোত্তমও যদি সেখানে
জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন,—
তিনি নিজ বর্ণ ও কুল
যেখান হ'তে তিনি উদ্গতি লাভ করেছেন,—
আভিজাত্য-উদ্বোধক মর্য্যাদায়
বৈশিষ্ট্যানুচারী সদাচার-সমন্বিত বিশেষ অনুচলনে
আপ্যায়নায় স্বতঃ হ'য়ে
তৎকুল-সঙ্গত জীবন-বর্দ্ধনী শুভপ্রসূ-প্রথানুপাতিক
বিনীত-শীল-সমঞ্জস-অনুশীলন-তৎপর তো থাকবেনই
সহজ চারিত্রিক অনুবেদনা নিয়ে
সুবিন্যাসী বোধ-তৎপরতায় ;
তা' ছাড়া, দীপ্ত, উচ্ছল, সক্রিয় অনুবেদনায়
প্রত্যেকের বর্ণ, কুল ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
শুভপ্রসূ প্রথার অনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়াই
তাঁ'র বা তাঁ'দের স্বাভাবিক চরিত্র,—
যা' বোধ-বিন্যাসে সুগঠিত হ'য়ে

সুযুক্ত হ'য়ে
তাঁ'দের চারিত্রিক বিভায়
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠে থাকে—
প্রতি-পরস্পরের মধ্যে
বিহিত অন্তরাসী সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে;
তা'র অপলাপ যেখানে যেমনতর,
বোধায়নী বিদীপনারও খাঁকতি
সেখানে তেমনতর,
যেখানে তা' আদৌ নাই,
সৎ-অনুবৃত্তিই সন্দেহের সেখানে;
ঈশ্বর স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ৪৭৬৯।
৬।১২।১৯৫২, সকাল ১০-২০

যে-বুঝ সৎ-অভিদীপনী
সার্থক বোধ-সংহতি নিয়ে
ধরার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত ক'রে
দৃঢ়সম্বেগী ক'রে তোলে না—
সক্রিয় বাস্তবতায়,
সে-বুঝ যতই পরিষ্কার হো'ক না কেন—
তা' কিন্তু ক্লীব। ৪৭৬৯। ক।
৬।১২।১৯৫২, দুপুর ১২-১০

সুসঙ্গত সৎ-সমাধান যেখানেই পাও না কেন,
ইষ্টানুগ পন্থায় তা'কে গ্রহণ ক'রো,
কুৎসিতের ভিতরও সৎ ও শুভ যা' পাও—
তা'ও অবজ্ঞা ক'রো না;

যেখানে সু ও সং
ঈশী-দীপনা সেখানেই। ৪৭৭০।
৬।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-২০

নৈতিক নিয়মনের বাহানায়
অস্বাভাবিক অত্যাচার,
অনুকম্পাহারা অসহযোগিতা
মানুষের সহিষ্ণুতাকে অবদলিত ক'রে
তা'কে আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-বিমুখ ক'রে
প্রাণ ও মর্য্যাদার ভয়ে ত্রস্ত ক'রে তোলে,
তা'কে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য ক'রে তোলে—
যা'দের সাহায্য ও সহায়তায়
নিজের জীবনকে ধারণ ও পোষণ ক'রতে পারে,
এমনি ক'রেই মানুষ
আদর্শভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, কৃষ্টিভ্রষ্ট
ও নীতিপথ-হারা হ'য়ে ওঠে;
তাই, তোমরা দলনকে মুখ্য ক'রে তুলো না,—
যা' তাদের জীবন ও মর্য্যাদাকে বিপন্ন ক'রে তোলে,
যেখানে যতটুকু শাসন-প্রয়োগে
মানুষের যমন ও নিয়মন-প্রবৃত্তি
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—
সানুকম্পী সম্বেদনা নিয়ে,
সেখানে তেমনি ততটুকুই ভাল;
তোমার শাসন যেন
স্বস্তিরই হোম-দীপালি হ'য়ে ওঠে—
অনুকম্পী অনুবেদনার হবিঃতে

অসৎ-নিরোধী উদ্দীপনার সমিধ আহরণ ক'রে—
বর্দ্ধনার আহুতি-দীপ্ত অগ্নিমন্ত্রে,—
যা'র ফল আশা, শুদ্ধি,
অনুতাপ-অভিদীপ্ত উৎসারণী সৎ-সন্দীপনা ;
—ঈশ্বরই স্বস্তির প্রাণন-প্রদীপ। ৪৭৭১।

৬।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩৫

সহযোগিতায় যে সংঘাত হানে,
সে তা' হারায়—
তা' সব দিক দিয়ে। ৪৭৭২।

৬।১২।১৯৫২, রাত ৮-২০

তোমার ভাব-অভিদীপ্ত ভঙ্গী,
বাক্-সন্দীপিত কর্ম্ম ও অনুচর্য্যা
কোথায় কেমনতর
উচ্ছ্বাস ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে,
এবং সে উচ্ছ্বাস ও অনুপ্রেরণা
তোমার উদ্দেশ্যকে কেমনতর সার্থক ক'রে তুলছে—
আবেগ-আগ্রহ-বিধুর ক'রে
বা বিপরীত তাৎপর্য্য নিয়ে—
সেগুলি বিহিতভাবে অনুধ্যান ক'রে
কী ক'রে তা'কে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতে হয়—
দক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতার বিনায়নে,
তা' দেখে, শুনে, বুঝে,—
তোমার উদ্দেশ্যে সঙ্গতিশীল হ'য়ে
তোমার আদর্শকে

সার্থক ক'রে তোলে যা' যেমনতরভাবে,
তোমার বোধিকক্ষে সঞ্চয় ক'রে রেখো সেগুলি ;
উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিনায়নে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
তেমনি ক'রে ব্যবহার ক'রো তা',
যা'তে বাঞ্ছিত ফল পেতে পার
এমনতর ক'রে,
সফলকাম হওয়ার ঐ কিন্তু দীপ্ত পথ ;
ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
আর, বোধই বিধির উদ্গাতা। ৪৭৭৩।

৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮টা

অচ্যুত আনতি তোমার
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়নিষ্ঠা-নিবদ্ধ হো'ক,
আর, ঐ রাগ-দীপ্ত সক্রিয় আনতিই হ'চ্ছে ভক্তি,
ভক্তি তোমার অটুট হো'ক,
ঐ শ্রেয়তপা ভক্তিকে অটুট রেখে
তোমার সমস্ত বাক্, সমস্ত কর্ম্ম,
আচার-ব্যবহার, চালচলন
শ্রেয়তপা হ'য়ে উঠুক,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি,
এমন-কি, তোমার ছল, বল, কল, কৌশল,
মায় কূটচাতুর্য্যও
শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ঐ শ্রেয়-নিষ্ঠ উদ্দেশ্যে যতই সার্থক হ'য়ে উঠবে,—
তোমার অমনতর যা'-কিছু চলন
লোকহিতী দীপনায়

বাস্তব অনুপ্রেরণায়
পবিত্রতা লাভ করবে ততই,
তুমি প্রসাদ-নন্দনায় পুরস্কৃত হ'য়ে উঠবে ;
তাই ব'লে ঐ বাহানায়
অশুভদ মিথ্যাচারী ধাপ্পাবাজ হ'তে যেও না ;
ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বর-স্পর্শী যা'-কিছু সবই পবিত্র। ৪৭৭৪।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮-১২

পরস্পর-বিরোধী পক্ষের
সম্মুখীন যখনই তোমাকে হ'তে হয়,
তোমার চলন যেন
উভয়ের সমবায়ী সুসঙ্গতির
মধ্যমাকে রক্ষা ক'রে চলে,
তাই-ই উচিত,
আর, ঔচিত্য মানেই হ'চ্ছে—
সমবায়ী বা মিলনপ্রবণ বাক্য, চলন ও কর্ম্ম। ৪৭৭৫।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

বোধায়নী গতি-সম্বেগই ইচ্ছা,
যা'র ইচ্ছা যে-বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে
সার্থক হ'তে চায়,—
তেমনিই হ'য়ে ওঠে তা'র সত্তা,
এই বৃত্তি-আবিষ্ট সত্তাই হ'চ্ছে—
ঐ ইচ্ছার রূপায়িত সৃষ্টি,
ঐ আবেশ যা'র যেমন ঘন বা পাতলা—

সে তেমন অজ্ঞ বা বিজ্ঞ,
আবার, ঐ ইচ্ছার সম্বেগ, উৎস বা অধিপতিই হ'চ্ছেন
ঈশ্বর,
তিনিই বিধিস্রোতা হ'য়ে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অধিরূঢ় থেকেও
জীবন-দীপনায় প্রভাম্বিত,—
ঈশ্বর জীবন-স্বরূপ ;
আবার, ঐ ঈশ্বরের প্রতি যে যেমন
ঈশ্বর ভজনাও করেন তা'কে তেমনি,
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যেই তিনি অনুস্যূত,
বৈশিষ্ট্য-বিধৃত এষণা বা ইচ্ছাই
ঐ বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব ;
তাই, তাঁ'কে ধরতে হ'লে
বৈশিষ্ট্য-নিহিত বিশেষ ইচ্ছা নিয়েই ধরতে হ'বে,
সেখানে ঐ নির্ব্বিশেষ তাঁ'র হাত নেই,
হাত ঐ বিশেষের,
তাই, তাঁ'কে তুমি ধর ও চলও তেমনি। ৪৭৭৬।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

তুমি ভক্তিরাগ-দীপনা নিয়ে
বোধ-সুবীক্ষণী সন্ধিৎসু হ'য়ে
বর্দ্ধনার পথে দাঁড়িয়ে থাক—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-সমীক্ষায়—
তদনুসরণে ;
সময় ও সুযোগের সঙ্গতি পেলেই
সুসঙ্গত তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল পদবিক্ষেপে

শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তখনই ঐ সুযোগ ও সুবিধাকে ধ'রে ফেল,
এই আহরণেই তোমার জীবনকে চলন্ত ক'রে রাখ—
অর্জ্জনী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
কামনা কৃতী-সন্দীপনায়
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে। ৪৭৭৭।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ১০-১০

তোমার সেবা
সেবিতের অন্তঃকরণে
যদি ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই না ক'রে তুলতে পারে—
উচ্ছ্বসিত রাগভঙ্গিমায়,
অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়,
যোগ্যতার অভিসারণায়,—
সে-সেবা বিকৃত কিন্তু,
অন্তঃকরণের উদ্বোধক নয়কো,
তা' কিন্তু প্রতিক্রিয়ায়
কোন সাড়াই সৃষ্টি করবে কমই,
কিংবা বিপরীত-ক্রিয়াশীলও হ'তে পারে ;
ইষ্টীতপা হ'য়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর,
আর তা' সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে। ৪৭৭৮।
৮।১২।১৯৫২, সকাল ১০-২৫

কিসে কী হয়—
কোথায় কী পদ্ধতির ভিতর-দিয়ে,—
সম্যক্ সন্ধিৎসা নিয়ে তা' দেখ,
অনুভব কর,

আর, কিসের সঙ্গে বা কোথায়
তা'র মিল বা সঙ্গতি আছে
তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
তেমনতরভাবেই বিন্যাস কর তা'কে—
সুসঙ্গত বোধিতৎপরতায়,
এমনি ক'রেই বহুদর্শিতার
সুসঙ্গত প্রাজ্ঞপ্রতীক হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোল,—
তোমার বোধিচক্ষুতে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টদীপনায়
ঈশিত্ব প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের উৎস ও তা'র স্বরূপ । ৪৭৭৯ ।

৮।১২।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

কেউ যদি তোমার কোন কাজের খুঁত ধরে,
তা' যতই কটু হো'ক না কেন—
তা'তে বিরক্ত হ'য়ে নিজেকে ঠকিও না,
বরং খুঁতের বিবরণ আগ্রহ-সহকারে শোন,
আর, তা'কে তোমার বোধিচক্ষু নিয়ে দেখ,
কী করলে সে-কাজ বা বিষয়
নিখুঁতভাবে সংগ্রথিত হ'তে পারে,
তা' বিবেচনা কর—
সব দিক দিয়ে
সুবিধার সঙ্গতিতে,
আর, তা' তেমনি ক'রেই বিনায়িত ক'রে তোল,—
আর, যিনি তোমার খুঁত ধরেছেন

বা যাঁ'র কাছ থেকে নিষ্পাদনী উপদেশ পেয়েছ,
কৃতজ্ঞ থাক তাঁ'র কাছে,
তোমার ঐ বিনীত কর্ম্মানুদীপনা
পূর্ণতার দিকেই নিয়ে চলবে তোমাকে ;
নিখুঁত ভাবা ও নিখুঁত করায়
নিখুঁত বোধের প্রয়োজন,
আর, এতে তুমি বিবর্ত্তনের পথে
নিখুঁতভাবে চলতে পারবে,
কিন্তু বিরক্তি, বিদ্বেষ
বা যে খুঁত ধরেছে তা'র প্রতি কটু কটাক্ষ
বিরুদ্ধতা ও বৈরীতাকেই আমন্ত্রণ করবে,
তুমি আপূরিত না হ'য়ে
ক্ষীয়মাণই হ'তে থাকবে ;
আবার, তোমার কাজ নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও
যদি কেউ নিন্দা করে,—
তা'তে দুঃখিত হ'য়ো না,
কারণ, সে তোমার পারদর্শিতাকে নিন্দা করে না,
নিন্দা করে তোমাকে ;
ঈশ্বর সব-কিছুতেই সর্ব্বতঃসম্পূর্ণ । ৪৭৮০ ।
৮।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-২০

হীনম্মন্যতা-সঞ্জাত আক্রুষ্ট অভিমান
বিনীত সৌজন্যকে পরিহার ক'রে
আত্মপ্রশংসায়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলে—
অন্যকে হীন প্রতিপন্ন করার ভঙ্গী নিয়ে,
এমনতর হৃদয়
নিজেকেই অভিশপ্ত ক'রে তোলে,

তা'র বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ
অন্যের আপ্যায়নী কৃপাতেও
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাই, বঞ্চিতও হয়,
অহং-আচ্ছন্ন ধৃষ্টতার
অভিশাপ-সংঘাতে
সে নিজেকেই বিমর্দ্দিত ক'রে তোলে—
পরশ্রীকাতর ক্লেশদিগ্ধ হৃদয় নিয়ে,
যতই তা'কে সুখী ক'রতে চেষ্টা কর না কেন,
তা'র নিজস্ব দৈন্যই
বিষ-দংশনে দীর্ণ ও শীর্ণ করে তোলে তা'কে—
আত্মসংঘাতী বেদনায় বিহ্বল ক'রে,
জীয়ন্তেই
রৌরব নরক উপঢৌকন মিলে থাকে তা'র ;
শাতন-সেবীদের পতনই পুরস্কার। ৪৭৮১।

৮।১২।১৯৫২, রাত ১০-৪৫

কোন সৎ-সন্দীপনাকে
সক্রিয় সম্বর্দ্ধন-তৎপরই যদি ক'রে রাখতে চাও,
তবে তদনুপোষণী ক্রমান্বয়ী ঢেউ
সৃষ্টি ক'রে চলতে থাক,
এই ঢেউ যেমনতর তৎপরতা নিয়ে
যেমন উদ্বেলন সৃষ্টি ক'রতে পারবে,
ঐ সৎ-সন্দীপনাও
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলবে ততই বাস্তবে ;
ঐ ঢেউ গণ-অন্তরে শুভক্রিয়াশীল হ'য়ে
সংহতির শুভ-নিবন্ধনে

ঐ সৎসন্দীপ্ত বাস্তবতাকে
রূপায়িত ক'রে
বিনায়িত ক'রে
তা'রই কূলে
ঝলক মেরে সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সুবিন্যাসী সমাবেশে সমাহিত হয়ে ;
ঈশ্বর জীবনস্রোতা—
ছন্দায়িত বিধি-বিলোড়নে
বৈশিষ্ট্য-উদ্বেলক হ'য়ে
তরঙ্গ-অবশায়িত তিনি—
প্রতি বিশেষে বিশিষ্ট উদ্‌গতি নিয়ে। ৪৭৮২।

৯।১২।১৯৫২, **সকাল ৮-২৭**

তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হও—
সক্রিয় তৎপরতায়,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
তোমার সত্তার পারিবেশিক প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
ইষ্টীতপা হ'য়ে উঠুক—
তোমার সত্তাকে সার্থকভাবে আলিঙ্গন ক'রে,
সমস্ত কুণ্ঠার অপনোদনে,—
আর, তাই-ই তোমার বৈকুণ্ঠলাভ। ৪৭৮৩।

৯।১২।১৯৫২, **সকাল ৮-৩০**

তোমার সত্তা-অন্বিত মাতৃকতা
যা' ঔপাদানিক বিন্যাসে
তোমাকে বিশেষ ক'রে তুলেছে,
সেই রজঃ বা ধূলিরাশি

যতই তোমাকে ইষ্টার্থী সার্থকতায়
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে
বোধবীক্ষিত দক্ষতায়
ইষ্টার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলবে—
নিঃশেষভাবে,—
তোমার সত্তা-সম্বুদ্ধ আত্মিক সম্বেদনা
অর্থাৎ বোধিসত্তা
বিরজা অর্থাৎ বিগতরজ হ'য়ে উঠবে ততই—
মাতৃক-রজ-সংস্থিতিকে অতিক্রম ক'রে,
বৈতরণী পার হবে তুমি। ৪৭৮৪।
৯।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৩৫

ধরবার আগেই খতিয়ে নিও—
যা' ধরবে, তা' সৎ বা শুভ কিনা,
সত্তার পোষক বা ধারক—
এমনতর বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় কিনা;
তা' নির্দ্ধারিত হ'লে
নাছোড়বান্দা হ'য়ে ধর—
সমস্ত প্রবৃত্তিকে তদনুচর্য্যী ক'রে,
কর—
এই করার ভিতর-দিয়ে
তোমার চরিত্র হ'য়ে উঠুক তেমনিতর,
তাহ'লেই পাওয়াটাও তেমনি গজিয়ে উঠবে;
ভ্রান্তিনিষ্ঠ ধারণা ও তদনুগ করা
মানুষকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী ক'রে তোলে—
শত সদিচ্ছাই থাক্ না কেন। ৪৭৮৫।
১১।১২।১৯৫২, দুপুর ১২টা

স্থকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ-অনুবন্ধনী উদ্দীপনা নিয়ে
প্রথমেই সব্যষ্টি প্রদেশগুলিকে
পারস্পরিকতায় স্থনিবদ্ধ ক'রে তোল—
প্রাদেশিক সমবায়ী সংহতিতে স্থসম্বদ্ধ ক'রে,
পারস্পরিক একত্বানুবন্ধনে,—
যা'তে পরস্পর পরস্পরের
সমীচীন স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে ;
প্রত্যেকেই যেন ভাবতে পারে—
প্রত্যেক প্রদেশেই সে স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ;
সত্তা-বিধায়নী, সত্তা-পরিপোষণী
সত্তা-সংরক্ষণী ও সাত্বিক আপূরণী অনুচর্য্যা
যেখানেই থাক্ না কেন,
পারস্পরিকতা নিয়ে প্রত্যেকে যেন
উপভোগ ক'রতে পারে তা',
যা'তে কেউ কখনও মনে না ভাবতে পারে—
এটা আমার,
ওটা আমার নয়কো ;
এই সংহতি এমনতর বিধানে
পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠুক,—
ঐ আদর্শ-অনুসেবী সঙ্ঘই যা'তে
প্রদেশগুলির সমবায়ী রাষ্ট্রসংঘ হ'য়ে ওঠে ;
আর, যে-কোন প্রদেশে
যে-কোন স্থকর্ম্মা শ্রেয়সন্দীপী সৎপুরুষ
ঐ প্রাদেশিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকুন না কেন,
যে-কোন প্রদেশে যেখানে যেমন প্রয়োজন—
সহজ ও স্বতঃ-তৎপরতা নিয়ে

ঐ সমবায়ী সংস্থা বা বিধানের
অনুপ্রেরণায় বা অনুমোদনে
তিনি যেন সেখানে যেয়ে
তা'দের উন্নতি-অনুচর্য্যা
স্বাভাবিক স্বতঃপ্রেরণা-দীপ্ত হ'য়েই
ক'রতে পারেন ;
এমনতর অনুকম্পী অনুবেদনী রাষ্ট্রপুরুষ
যেখানেই যাবেন—
তাঁ'র অনুচর্য্যা বিভা বিকিরণ ক'রে
সেখানকার জনগণকে
স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে ,
প্রদেশ ও তৎ-নিয়মন-নিবদ্ধ
যে-বিভাগই থাক না কেন,
সবই সার্থকতায় সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে ;
তা' যদি না কর,
বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট ভাব
সর্ব্বনাশের হোতা হ'য়ে
সবাইকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে একদিন—
সঙ্ঘাতের শঙ্কিত সংক্ষোভে ;
প্রদেশ থাকলেও প্রাদেশিকতার
গণ্ডী এতটুকুও যেন না থাকে,
প্রত্যেকটি প্রদেশ প্রত্যেকটি প্রদেশের
সহানুধ্যায়ী সানুকম্পী
পোষণ-পূরণী হ'য়ে ওঠে,
সবাইকে সুপুষ্ট, সম্বর্দ্ধিত ও সুপরাক্রমী
ক'রে তোলাই যেন
প্রত্যেকের অন্তর-আকূতি

ও সাত্ত্বিক প্রবোধনা হ'য়ে ওঠে ;

যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে,—

কেন্দ্র-সংস্থাও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তেমনি,

আবার, প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিও

বিভাদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,

ফলে, একটা বিরাট সংহত প্রবর্দ্ধনা নিয়ে

প্রত্যেকেই গজিয়ে উঠতে থাকবে—

যোগ্যতার অধ্যবসায়ী উৎক্রমণা নিয়ে,

উৎকণ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চক্ষু ও শ্রবণ নিয়ে

প্রত্যেকটি প্রদেশ

প্রত্যেকটি প্রদেশের পোষণপূরণী হ'য়ে উঠবে—

তড়িৎ-সন্দীপনার তড়িৎ-বিক্রমে ;

এই বিধায়নী অনুদীপনা

যেখানে যেমন অবজ্ঞাত বা একদেশদর্শী,

বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচারও সেখানে তেমনি ;

বিচ্ছিন্ন যা'রা,

অজ্ঞতায় ভাসমান যা'রা—

সুকেন্দ্রিক সুবীক্ষণী তৎপর অনুচর্য্যায়

তা'রাও বোধায়নী বিন্যাসে উদ্ভিন্ন হ'য়ে

সুশৃঙ্খল ও সুসংহত হ'য়ে ওঠে,

আর, সব বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলায় সন্দীপিত হ'য়ে

প্রাণন-দীপনা নিয়ে

সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে ;

ঈশ্বরই পরম সার্থকতা। ৪৭৮৬।

১১।১২।১৯৫২, রাত ১০-১০

তুমি ইষ্টার্থ-উপচয়ী হও—
দীপী-বৰ্ত্তনায়,
সসত্ত্ব প্রবৃত্তিগুলিকে তদনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রীতিবিচ্ছুরণা নিয়ে,
বাক্ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি-সহ
বোধায়নী পরিক্রমায়
ঐ অমন ক'রেই চলতে থাক,
তোমার দীপালী-বিভা
প্রত্যেক অন্তঃকরণকেই উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে—
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুকম্পায়,
দক্ষ কুশল মহিমার
মহৎ প্রেরণাপ্রবুদ্ধি নিয়ে,
মুখ্য ও গৌণ অর্জ্জনার উর্জ্জী সম্বেগে,
ইষ্টভরণী যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহের
সাম্য-সঙ্গর্ভী সুযুক্তি-সঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব পরিক্রমায় ;
ব্যক্তিত্বের শৌর্য্য-বিচ্ছুরণা
প্রচোদয়ী হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে সার্থক ক'রে,
প্রত্যেককে আপূরিত ক'রে ;
দিক্পাল হ'য়ে ওঠ তুমি,
আবার, লোকদেবতা তোমাকে
'দশদিক্পালেভ্যো নমঃ' ব'লে
নমস্কার করুক,
আর, সব-কিছু নিয়ে

তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বর বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বতঃই । ৪৭৮৭ ।
১২।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

তোমার প্রকৃতি, স্বভাব বা স্ববৃত্তি
আত্মিক সম্বেগ অর্থাৎ পৌরুষ-সম্বেগকে
তা'র মানেই হ'চ্ছে
পূরণ-বর্দ্ধন-প্রীণনসম্বেগকে
যেমন ক'রে ধরে
ও চলেও যেমন,
তোমার সত্তাও রূপায়িত হ'য়ে ওঠে তেমনি,
আর, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা শ্রেয়ই
মানুষের পৌরুষ-অনুপ্রেরক,
তিনিই বোধিসত্ত্ব । ৪৭৮৮ ।
১২।১২।১৯৫২, রাত ৭-৩০

যে-সম্প্রদায়ে, সমাজে বা রাষ্ট্রে
নারীর সতীত্ব যত অবজ্ঞাত,
অসম্মানিত, অপূজিত,
নারী যেখানে স্বামী-স্বার্থিনী নয়কো
সর্ব্বতোভাবে,
পুরুষকে সে যেখানে
ইষ্টানুগ প্রেরণা-সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না,
তা'র বোধিস্রোতা সত্তাকে
পোষণ-প্রদীপনায়
আপূরিত ক'রে তুলতে পারে না,
স্বামীর স্বগণ যা'রা

তা'দিগকে সুসংহত ক'রে তুলতে পারে না—
বাক্য, ব্যবহার
ও সুসঙ্গত কর্ম্ম-নিয়োজনার ভিতর-দিয়ে
সেবা-সন্দীপ্ত পরিচর্য্যা নিয়ে,—
সে সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্র
ঘুমন্ত অজ্ঞ সম্বেগে
জাহান্নমের পথে ধাবিত হ'য়ে চলেছে—
এটা অতিনিশ্চয়,
একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই
এটা বেশ বুঝতে পারা যাবে ;
সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক, সুতপা অনুচর্য্যাই
ঈশিত্বের উদ্বোধক,
ঈশ্বরই সৎ,
এক এবং অদ্বিতীয়,
নিঃশ্রেয়সী শ্রেয়। ৪৭৮৯।

১৩।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যে স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে স্বামী-স্বার্থিনী হ'য়েও
শিষ্টা স্বামী-সার্থিনী সপত্নীকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিতে জানে না,
তা'র স্বামী-প্রীতি বা ভক্তিই সন্দেহের,
তা' প্রত্যাশাপীড়িতই প্রায়শঃ,
জীবনও তা'র রৌরবময় স্বতঃই,
নারীত্বে তা'র ধিক্। ৪৭৯০।

১৩।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যে-কোন বিপর্য্যয়ই আসুক না কেন,
তা'কে যদি বোধিকুশল অনুদীপনা নিয়ে
সুসংস্থ তৎপরতায়
অতিক্রম ক'রতে না পার,
তবে কিন্তু সে তোমাকে
তা'র কূটগহ্বরে বিলীন হ'তে
বাধ্যই ক'রে চলবে,
তোমার অস্তি-সম্বেগ যদি
তীক্ষ্ণস্রোতা না হয়,—
সে তোমার সত্তাবিলোপীই হ'য়ে উঠতে পারে ;
সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক, সুতপা
বোধিকুশল তৎপরতা নিয়ে
বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ও উল্লঙ্ঘন ক'রে চল,—
ঈশ্বর স্মিত শৌর্য্যনন্দনায়
তোমাকে স্বস্তিদান করবেন। ৪৭৯১।
১৩।১২।১৯৫২, রাত ৯টা

মানুষকে যদি স্বস্থ
ও সম্বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রতে চাও,—
তা'দের স্বভাব-সন্বিদ্ধ দোষগুলিকে
বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না ক'রে
তদ্বিরতি-প্রবোধনার উদ্দীপনায়
আত্মানুসন্ধিৎসু ক'রে তোল তা'দিগকে,
বিরতি-প্রবোধনাকে উদ্দীপ্ত না ক'রে
ঐ দোষ নিয়ে ঘোঁট করা মানে
তা'দের ঐ দোষই বাড়িয়ে দেওয়া,

তাই, খাঁকতিগুলির সংশোধনী প্রবৃত্তিকে
উদগ্র ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে সৎকর্ম্ম-সম্বেদনাকে
এমনতর সক্রিয় অনুশীলনতৎপর ক'রে তোল,
যা'তে তা'রা প্রত্যেকে
তা'দের নিজস্ব শুভপ্রসূ করণীয়গুলিতে
ব্যাপৃত ও অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'ই ক'রে
আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রতে পারে,
তোমার উৎসাহ-উদ্দীপী বাহবার ভিতর-দিয়ে
তা' বেশ ক'রে উপভোগ ক'রতে পারে ;
এমনি ক'রে ঐ সমস্ত কর্ম্মে
লুব্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে
অভ্যস্ত ক'রে তোল—
যোগ্যতায় অযুতশক্তি ক'রে,
তা'র ফলে, তা'দের ঐ অসৎকর্ম্মা প্রবৃত্তিগুলি
ক্ষীণই হ'য়ে আসবে,
আর, বৃদ্ধি পাবে সৎকর্ম্ম সন্দীপনা,
এগুলি সবই করতে হবে কিন্তু
তা'দিগকে শ্রেয়-অনুরাগ নিবদ্ধ ক'রে,—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপনিষ্ঠার অনুক্রমণী উদ্বর্দ্ধনায়
সংহত ক'রে তুলে ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ই
ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। ৪৭৯২।

১৫।১২।১৯৫২, সকাল ৯-১০

তুমি অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
বাক্, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষের যতই হৃদ্য হ'য়ে উঠবে,
দরদী হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিবেশের
প্রীতি-সন্দীপনী ও মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠবে ততই,
তা'রা তোমাকে নির্ব্বিচারে
আপনার জন ব'লে আলিঙ্গন করবে ;
বিদ্রূপ-কটাক্ষ
মানুষকে বিপরীতই ক'রে তোলে,
এমন-কি, মিষ্ট অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
কুৎসিত লোকদের প্রতিও
যতই অমনতর হ'য়ে উঠবে—
সাবধানী সুবিন্যাস-তৎপরতায়,
হয়তো দু'দশবার ঠকতেও পার,
কিন্তু তোমার ঐ হৃদ্য স্বভাব
তোমার প্রতি
তা'দিগকে অনেকখানি সশ্রদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তা'র ফলে, আশু কিছু না হ'লেও
উত্তরজীবনে হয়তো
তুমিই হ'য়ে উঠবে তাদের
একটা বিবর্ত্তনী দীপনকেন্দ্র ;
ঈশ্বরের আশিস্-ধারা সবাতেই স্রোতকল্লোলী,
ঐ অনুবেদনী অনুপ্রাণতা
মানুষের অন্তর্নিহিত ঐ স্রোতকেই স্পর্শ ক'রে

তা'দের মর্ম্মকে মহৎ-সম্বেগী ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই চির-মহৎ। ৪৭৯৩।
১৫।১২।১৯৫২, সকাল ৯-৩৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ যিনি,
আচার্য্য যিনি,
শ্রেয় যিনি,
যিনি ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টপুরুষ তোমার,—
তাঁর জীয়ন্ত বেদীমূলে
অচ্যুত সশ্রদ্ধ সন্দীপনা নিয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার তপনিষ্যন্দী পরিক্রমায়
ঐ ইষ্টতপা হ'য়ে
তৎস্বার্থী হ'য়ে
তঁদর্থী উপচয়ী
বাস্তব ক্রিয়াশীল অনুধ্যায়িতার সহিত
আত্মবীক্ষণার সুসঙ্গত তৎপরতায়
বোধায়নী কুশল কৃতী সন্দীপনায়
তাঁ'তেই উপাসনা-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকলে—
ক্রমশঃই তোমার সুসঙ্গত সার্থক
বৃত্তি-সংহতির ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
শ্রেয়তপী অনুবেদনার দক্ষ সুধীদৃষ্টি
অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে
ঈশিত্বের স্ফুরণ-তাৎপর্য্যে
একদিন ঐ অনুভব ও উপলব্ধির
সুসঙ্গত অনুবীক্ষণী সংহতির
উদ্দীপিত সংহিত সমীক্ষায়

তাঁ'তেই দেখতে পাবে—
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রাচীনদের
স্থসঙ্গত উপবিনয়নী সমাবেশের সঙ্গতিশালিত্বে
ঈশ্বরের পরাৎপর অভিনিবেশ
কেমন ক'রে তাঁ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
তোমারই সম্মুখে
অসীমের সীমায়িত সসীম মূর্চ্ছনায়
একটা সাধারণ মানুষ-মূর্ত্তিতে
সব যা'-কিছুর কেন্দ্রস্থল হ'য়ে
দেদীপ্যমান স্মিত কায়ায়
তোমারই কাছে আবির্ভূত ;
তিনি ছিলেন একদিন—
আছেনও এখন,
কাল তাঁ'কে অবচ্ছিন্ন ক'রতে পারে না,
তত্ত্বতঃও তাঁ'কে দেখতে পারবে,
স্থসঙ্গত-সত্ত্বতঃও তাঁ'কে দেখতে পারবে,—
অসীমের সসীম
'অণোরণীয়ান্
মহতো মহীয়ান্'
পুলকপ্লুত মানুষেরই মতন
যা'-কিছু সব নিয়ে
আশিস্-লোচনে
তিনি তোমার দিকে চেয়ে আছেন,—
যে-প্রেরণা ঈশিত্বের স্ফুরণা নিয়ে
তোমাতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে ;
সেই অস্ফুট বুকভরা অমৃত স্ফুরণার
প্রস্ফুট প্রেরণা নিয়ে

তুমি ব'লে উঠবে—
"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" ;
ঈশ্বরই সাধ্য,
ঈশ্বরই অমৃতস্বরূপ। ৪৭৯৪।
১৫।১২।১৯৫২, রাত ৭-৩০

অনেক ব্যক্তিত্বে
উচ্ছল গুণরাজি
বহুল বিভা বিকিরণ করা সত্ত্বেও
এমন দু'-একটি তমসাবৃত প্রবৃত্তি-অভিভূত আবেগ
সক্রিয় হ'য়ে থাকে,
যা'র ফলে, ঐ বিভা বিমর্ষ হ'য়ে
ম্রিয়ল দীপনায়
বিকৃত ব্যভিচারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ঐ বিভা-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
অবসন্ন ক'রে তোলে,
সুখ্যাতি-অখ্যাতির কূটক্রূর দৃষ্টিতে
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
সর্ব্বান্তঃকরণে তঁৎস্বার্থী হ'য়ে
তঁদুপচয়ী অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ আনতি নিয়ে
নিজেকে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ,
যদি অমনতর কিছু থাকে
এখনই তা' হ'তে নিবৃত্ত হও,
বিন্যাসের বিনায়িত মঞ্জুল তালে

তা'কে ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল,
ইষ্টস্বার্থ-ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় মুখর ক'রে তোল,
আবিষ্ট লুব্ধ দৃষ্টিতে
সেদিকে আর ফিরে চেও না,
নিয়মনের কঠোর বল্‌গায়
তা'কে ইষ্টতপা ক'রে তোল,
অন্ধকার-বিমুক্ত হও,
তা'কে বশ ক'রে ফেল ;
ঈশ্বর পরম বশী। ৪৭৯৫।
১৫।১২।১৯৫২, রাত ৮-৫০

বস্তুতান্ত্রিকতা কা'কে বলে
তা' বুঝতে পেরে উঠি না,
যদি তা'র সাথে
জীবন বা প্রাণন-তান্ত্রিকতা না থাকে,—
যা' সত্তায় অনুস্যূত থেকে
'অস্তু'-অনুবেদনা নিয়ে
'হওন' বা 'হওয়ান'র ইচ্ছা নিয়ে
সত্তার অনুপোষণায়
উপভোগ-অনুরক্ষণায়
বিবর্দ্ধনী আকূতির অনুশাসন-নিয়মনে
জীবনকে, সত্তাকে
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনে বিস্তারশীল ক'রে
আরোতর আরোতে
উৎক্রমণশীল ক'রে তোলে—
বাঁচাবাড়ার আগ্রহ-অনুদীপ্ত অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে ;
জীবন বা প্রাণন-পরিচর্য্যাকে ব্যাহত ক'রে

বস্তুতান্ত্রিকতার কল্পনা যেখানে,
তা' মরণতন্ত্রী ক্ষয়িষ্ণু চলন বা ক্ষয়তান্ত্রিকতা ছাড়া
কিছুই নয়কো ;

যা'কে আমরা বস্তু ব'লে বুঝি,
বস্তু ব'লে জানি,
অনুভব বা উপলব্ধি করি,—

তা' কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত
চেতন অভিদীপনার সংঘাতের ভিতর দিয়েই
অনুভব বা উপলব্ধি ক'রে থাকি,

এবং তা'কে সত্তাপোষণী নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
আমাদের অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক বা অনুপূরক ক'রে
বিনায়ন ও ব্যবহার করি ;

সেটা যত সুব্যবস্থ ও সুন্দর হ'য়ে
সত্তাকে ধারণ-রক্ষণ-পালন করে,—

তা'ই আমাদের জীবন-চলনায় সাধু হ'য়ে ওঠে তত,
তা'কেই আমরা সংকর্ম্ম ব'লে অভিহিত করি ;

জগতে কোনদিন ঐ অমনতর বস্তুতান্ত্রিকতা
ছিল কিনা তাও জানি না।

আর, তা' যদি থাকেও—
জীবনকে ব্যাহত ক'রে
তা' কিন্তু মরণেরই সত্তা-উৎসাদনী অভিযান ;

এই মাতৃক জগতে যদি
প্রাণন-দীপনা অনুস্যূত না থাকত,
বস্তুর অস্তিত্ব কেমন হ'ত,
কী থাকতো,

তা' ইয়াদে আসে না ;
ঈশ্বর জীবনস্রোতা সব কিছুতেই । ৪৭৯৬ ।
১৬।১২।১৯৫২, রাত ৮-২০

তুমি ক্রমাগত যেমন আগ্রহ বা বিরূপতা নিয়ে
যা'র সম্মুখীন হও—
যেমনতরভাবে,
কিংবা তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও
বারংবার যেমনতর সঙ্ঘাতের মধ্যে গিয়ে পড়—
যেমনভাবে,—
তা' তোমার মস্তিষ্ককোষ-সমূহ,
শুধু ঐ কোষ-সমূহ কেন,
বৈধানিক কোষ-সমূহ
ও তা'র অন্তর্নিহিত ঔপাদানিক সংস্থিতির
স্থিতিস্থাপক সংহতির
সহজ অনুস্থাপনী বিন্যাসকে
তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত ক'রে
তেমনতর রকমারিতে আবর্ত্তিত ক'রে তোলে,—
যা'র ফলে তদনুগ প্রবণতা ও কর্ম্ম সন্দীপনা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
এক কথায়, তুমি ওতেই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
ওই অভ্যাসের ফলে
বৈধানিক ব্যতিক্রম বা উন্নতি
যেখানে যেমন হওয়া উচিত—
তেমনিতর হ'য়ে ওঠে
তেমনতর বোধিদীপনা নিয়ে ;

বিকেন্দ্রিক চলনে
সহজ বৈধানিক বিন্যাস ব্যাহত হ'লে
সুকেন্দ্রিক সংহিত স্বস্থ অবস্থায়
যেমনতর সাড়ায় যে-বোধ
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত,
তা' আর তেমনতর হ'য়ে উঠতে চায় না,
বোধায়নী সক্রিয় সন্দীপনাও
তেমনি বক্রগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
খানিকটা বিবশ হ'য়ে ওঠে,
মনে হয়, বোধদীপনার বিরুদ্ধে
এমন একটা নিরোধী চাপ সৃষ্টি হ'য়ে আছে—
অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অকর্ম্মের
এমন একটা পলি পড়ে আছে—
যা'কে অতিক্রম করাই দুরূহ,
শ্লথসম্বেগী ইচ্ছা কিছুতেই যেন
উদগ্র-প্রচেষ্টাশীল হ'তে দেয় না;
তাই, মানুষ অকম্পিত অনুরাগ নিয়ে
শ্রেয়-সঙ্গ ও শ্রেয়-অনুচর্য্যায়
সুচিন্তিত ও সক্রিয় হ'য়ে না উঠলে
ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তদনুগ বিন্যাসও
কঠোরই হ'য়ে ওঠে,
সত্তা-সংহত আধিপত্যও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ে,
মানুষ বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠতে পারে না;
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগের প্রাণন-সন্দীপনা। ৪৭৯৭।

১৭।১২।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

তুমি যদি নারী হও,
তোমার সবর্ণ বা তোমা হ'তে বর্ণে যিনি শ্রেষ্ঠ,
কুলে যিনি শ্রেষ্ঠ,
তদনুপাতিক শীল-অনুচর্য্যায়
বিদ্যা, বিনয়, সদাচার ইত্যাদিতে যিনি শ্রেষ্ঠ,
ব্যক্তিত্বে যিনি শ্রেষ্ঠ,
সর্ব্বতোমুখীন সঙ্গতি নিয়ে
যিনি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন জীবনে,
যা'র বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সংসম্বেগ
প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
অনুদীপনী অনুচর্য্যা-নিরত স্বভাবতঃ
অচ্যুত শ্রেয়-নিষ্ঠাকে ভিত্তি ক'রে,
তৎস্বার্থে নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে,—
তিনিই তোমার কাছে শ্রেয় ;
তৎ-নিষ্ঠা ও অনুরতি তোমাকে
তদনুগ উন্নতির অভিযাত্রী ক'রে তুলবে—
নিঃসন্দেহে ;
তবে বর-নির্ব্বাচনে বিশেষ ক'রে দেখতে হবে—
ঐ বর কুলে, শীলে, চরিত্রে
শ্রেষ্ঠ ও অনুপূরণী কিনা ;
আবার, যে-কোন শ্রেয়ই হউন না কেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুরঞ্জনায়
শ্রেয়স্বার্থী হওয়ার প্রবৃত্তি
তাঁ'তে সক্রিয়ভাবে
মাথা তোলা দিয়ে থাকেই কি থাকে,
ঐই শ্রেয়ের মুখ্য লক্ষণ ;
উন্নতির উদাত্ত অরুণদীপনাই ঈশ্বর,

তিনি বশী—
বিবর্ত্তনের পরম বিধৃতি। ৪৭৯৮।
১৭।১২।১৯৫২, বেলা ১১-১০

আদর্শ মানে, যা'তে তুমি
সবৈশিষ্ট্য তোমাকে দেখতে পার,
ঐ আদর্শ মানে দর্পণ,
তুমি দর্পণমুখী হ'য়ে
তোমার প্রতিফলন দেখে
হর্ষান্বিত হ'য়ে উঠতে পার,
আবার, আদর্শ মানে হ'চ্ছে মুকুর—
অর্থাৎ বিধাতার বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
যে-বৈশিষ্ট্যে তুমি উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠেছ,—
যা'তে বা যাঁ'তে
সেই তোমাকে প্রতিফলিত ক'রে
অর্থাৎ দান ক'রে
তা'র প্রতিক্রিয় অবস্থাকে গ্রহণ ক'রে
তুমি তোমাকে উপলব্ধি ক'রে
মুকুলিত হ'য়ে উঠতে পার ;
তাহ'লে, তিনিই আদর্শ—
যিনি তোমার বৈশিষ্ট্যপালী,—
যাঁ'তে তোমার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনে
তুমি তোমাকে উপলব্ধি ক'রতে পার,
আশা ও অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠতে পার,
তোমার যা'-কিছু শক্তি, সামর্থ্য, রূপ-বিভব
ও বোধদীপনাকে

যাঁ'র অনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
নিজে সার্থক হ'য়ে উঠতে পার,
যাঁ'র নিদেশ-গ্রহণ ও তদনুপাতিক চলনে
তুমি বিবর্ত্তনে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পার,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
যন্তা তোমার, ইষ্ট তোমার,
তাঁ'রই অনুচর্য্যা-আরতির
উপচয়ী অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
দিয়ে-নিয়ে
তুমি উদ্‌গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারছ,
তন্মুখতার দিগ্-দর্শনী যন্ত্রে
সবৈশিষ্ট্যে নিজেকে দেখে
তদর্থান্বিত অনুদীপনায়
তোমার জীবনচলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারছ,
আবার, তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার
সমঞ্জস সক্রিয় অভিযান নিয়ে
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে তদর্থী ক'রে
সার্থক নিবন্ধনে
ব্যক্তিত্বকে ফুটন্ত ক'রে তুলতে পারছ,—
সেই তিনিই তোমার শ্রেয় ও প্রেয়,
তিনিই তোমার জীবনরথের সারথী ;
তোমার অন্তরের তদনুরাগই
তাঁ'কে তোমার অন্তর্য্যামী ক'রে তুলেছে,
তিনি তোমার প্রিয়পরম পুরুষোত্তম,
ঐ একনিষ্ঠ জীয়ন্ত বেদীমূলেই হ'চ্ছে
তোমার উপাসনার আসন,
যে-উপাসনার ভিতর দিয়ে

ঈশিত্বের উদ্দীপনা অনুভব ক'রে
ঈশী-সম্বেগের প্রসাদ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠছ ;
আদর্শ-বিহীন জীবন
তোমার আত্মিক সঙ্গতির
অপস্রোতা বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ ছাড়া কিছুই নয়কো,
কারণ, তা' সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
সংহত ও সমাহিত হ'য়ে ওঠে না,
সত্তায় বোধিবিভা বিকীর্ণ ক'রে তোলে না,
ফলে, তুমি বোধিসত্ত্ব হ'য়ে উঠতে পার না ;
ঈশ্বর বোধিস্বরূপ,
ঈশ্বরই যৌগিক আকূতি—
ভক্তি,
ঈশ্বরই সার্থক অর্থ। ৪৭৯৯।

১৭।১২।১৯৫২, রাত ৮-২৫

সাহিত্যের মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে—
জীবন ও কৃষ্টি,
অর্থাৎ কৃষ্টি যা'তে
জীবনকে পোষণপ্রবৃদ্ধ ক'রে তুলে
বিবর্ত্তনে উৎকীর্ণ ক'রে দেয়,—
তেমনতর নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
ঘটনাকে সন্নিবেশ করতঃ
মানুষের অন্তরে
বিবর্ত্তনী আকূতিকে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
সাহিত্যের মন্ত্রচালনা ;

এই বিষয় বা ব্যাপারের
বাক্ ছবি-বিনায়নী তাৎপর্য্যের উপর
সাহিত্যের সুসঙ্গত দীপালী-জীবন
যতই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
সেই দীপ্তিতে
মানুষের অনুপ্রেরণা উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'কে অনুশীলনে যতই অব্যাহত ক'রে তোলে—
বেদ-বিজ্ঞান-বিনায়নী
সুদর্শনদীপ্ত সৎ-অভিদ্দীপনায়,
সুন্দরের স্বতঃ-অভিনন্দনে,—
সব্যষ্টি সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রও
ততই কৃষ্টিমুখর অনুদীপনা নিয়ে
উত্তাল আবেগে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
সার্থকতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে ;
সাহিত্য যতই ভাল হো'ক—
এই বিবর্ত্তনী জীবনধারার ব্যত্যয়ী
যেখানে যা' যেমনতর,
তা' ততই নিকৃষ্ট ;
ঈশ্বরই সুসঙ্গত, সর্ব্ববিভান্বিত
সুসমাবিষ্ট প্রাজ্ঞ জীবন-সাহিত্য,
তাই, তিনি 'রসো বৈ সঃ'। ৪৮০০।
১৭।১২।১৯৫২, রাত ৯-৫

জীবন মানেই হ'চ্ছে—
চিদায়নী সম্বেগশীল অনুযাপনী আবর্ত্তন,
ঈশী-উৎস-অনুস্রোতা হ'য়ে

বোধায়নী পরিক্রমায়

যে বা যা'
বিবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হ'য়ে চলে—
লীলায়িত ভাবভঙ্গীর লাস্য-উপভোগে ;
ঈশ্বরই জীবন-উৎস,
বিবর্ত্তনের পরম বর্ত্ম । ৪৮০১ ।
১৭।১২।১৯৫২, রাত ১০-১০

তোমার প্রাপ্তি স্বতঃউচ্ছলিত হ'য়ে উঠুক,
যথাসম্ভব নিজের জন্য কিছু চেয়ো না,
চাহিদার ক্রূর প্রলোভন-বিদ্ধ হ'য়ে উঠো না,
যদি কখনও কিছু চাইতেও হয়,—
তা'ও বিহিত আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে,—
যা'তে, যা'র কাছে চা'চ্ছ
সে তৃপ্তি-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে ;
প্রাপ্তি স্বাগত-অভিনন্দনে
তোমাকে অভ্যর্থনা করার পূর্ব্বেই যদি
প্রত্যাশাবিলোল লুব্ধ হ'য়ে
তোমার নিজের জন্য চেয়েই চলতে থাক,—
সে-চাহিদার প্রলোভন
উল্লঙ্ঘন বা অতিক্রম ক'রতে নাই পার,—
তোমার পাওয়ার পথ
তুমিই রুদ্ধ ক'রে তুলবে,
অবদান অজচ্ছল হ'য়ে
অর্ঘ্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না তোমাতে,
ঠকবে কিন্তু ;
চাওয়ার যদি কিছু থাকে—

ঈশ্বরকেই চাও,

ঈশ্বর সর্ব্বাপূরক। ৪৮০২।

১৮।১২।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

যে নিজেকে শ্রেয়-সন্নিধানে
উৎসর্গ ক'রতে পারে না—
তৎস্বার্থে অন্বিত হ'য়ে,
অন্যকেও সে নিজের প্রতি
সশ্রদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না—
তা'র স্বার্থে অন্বিত ক'রে তুলে,
কারণ, তা'র বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
সহ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুকম্পা
বোধায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'র মস্তিষ্কে অন্বিত হ'য়েই ওঠেনি—
অভ্যস্ত সুসঙ্গত তৎপরতায়;
অন্যকে যদি তোমাতে
শ্রদ্ধোষিত ক'রে তুলতেই চাও—
তুমিও তোমার শ্রেয়তে অন্বিত হ'য়ে
বাক্য, ব্যবহার, আচারে, চালচলনে
অচ্যুত লাগোয়া সম্বেগ নিয়ে
তা'ই হ'য়ে ওঠ,
নচেৎ তোমার স্বার্থই ব্যর্থকাম হ'য়ে উঠবে;
ঈশ্বরই সর্ব্বার্থ-সঙ্গতির পরমকেন্দ্র,
ক্রমাগতির নিরন্তর অনুবর্ত্তনী সম্বেগ,

ঈশ্বরই বোধায়নী পরিক্রমার
উজ্জীবনী রাজপথ। ৪৮০৩।
১৯।১২।১৯৫২, বেলা ১০টা

মানুষের অবচেতন বোধভূমি হ'তে
যে বোধগুলিকে চেতন ভূমিতে আনতে হয়,
আর, ঐ চেতন ভূমিতে এনে তা'কে
চিন্তা ক'রে প্রকাশ ক'রতে হয়,—
সুসঙ্গতি নিয়ে
উপযুক্ত বিহিত বিন্যাসে,—
এ দুইয়ে সময়ের ব্যবধান যতটুকু,
বোধিসঙ্গতির বিকাশ নিয়ে
উপস্থিতবুদ্ধিরও বিকাশ বা প্রকাশের
ব্যতিক্রম বা বিভবও ততখানি ;
ঈশ্বর বোধিস্বরূপ,
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সুসঙ্গতি নিয়ে
তাঁ'কে যতখানি
অন্তরে রাগদীপ্ত রাখতে পারবে,
বোধ-প্রতিভা
ফুটন্ত চলনে চলবে তেমনি। ৪৮০৪।
১৯।১২।১৯৫২, বেলা ১১টা

প্রেম বা প্রীতি তখনই
ছদ্মবেশী কাম বা কামনা-কুহক
যখনই তা' শ্রেয়-নির্ব্বাচন-পরাঙ্মুখতা নিয়ে
অশ্রেয়-পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে,
সনির্ব্বন্ধ ক্লেশসুখপ্রিয়তার অদম্য অনুরতিতে

শ্রেয়-অনুচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রতে পারে না,
শ্রেয়কে প্রিয় ক'রে নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায়
তদর্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ ক'রতে পারে না,
এই ভাবহীনতা তা'র সমস্ত বিভবকে
রিক্ত ক'রে তুলবে,
ভাবের অবমাননা তা'কে
অভাবগ্রস্ত ক'রে রাখবেই কি রাখবে—
কি অন্তরে, কি বাইরে ;
ঈশ্বরই প্রীতি,
ঈশ্বরই প্রণয়,
ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই শ্রেয়,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ৪৮০৫।
১৯।১২।১৯৫২, বিকাল ৪-৪০

যদি কাউকে পরীক্ষা ক'রতে চাও,
আর, সেই পরীক্ষার ভিতর-দিয়ে
শুভদীপনায় তা'কে
অজানার আলয় অতিক্রম করতে শেখাতে চাও—
আগে বোঝ,
খতিয়ে নাও—
সে কতটুকু জানে,
কা'র কতখানি জানা নেই,—
তা'র তদ্বির ক'রে
বাহাদুরী ক'রতে গিয়ে

অজান পঙ্কে তুমিই ঢ'লে পড়ো না,
কে কতখানি জানে
তা'ই তোমার জানবার বিষয়,
আর, সেই জানার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় কে কতখানি উন্নীত হ'য়েছে—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার পরিচিত হওয়ার বিষয় ॥ ৪৮০৬ ।

১৯।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩২

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বকেন্দ্রিক
ইষ্ট-সংশ্রয় বা শ্রেয়-সংশ্রয় হ'তেই
আসে নিষ্ঠা,
আর, ঐ নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার উদ্‌গাতা,
শ্রদ্ধা আনে অনুচর্য্যা,
ঐ শ্রদ্ধা-সমন্বিত অনুচর্য্যা হ'তেই আসে বোধসঙ্গতি,
আসে বিবেচনার প্রসার,
আসে প্রীতি,
ঐ প্রীতিপূর্ণ, শুভ-সন্দীপনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আসে খ্যাতি,
খ্যাতি আনে প্রতিষ্ঠা,
লোক-অন্তরে এই ইষ্টানুগ প্রতিষ্ঠা নিয়ে আসে
সংহতি,
এই সংহতির ভিতর-দিয়েই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
সমবেদনা,
শুভনিবদ্ধ পারস্পরিক অনুচর্য্যা,
এই অনুচর্য্যাই আনে যোগ্যতা,
সুনিবদ্ধ যোগ্যতার সানন্দ আলিঙ্গন হ'তেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে শক্তি ;

আবার, যেখানে জ্ঞান, যেখানে শক্তি,
সেখানেই আছে বিনয়,
সুব্যবস্থ অভিনন্দনা,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম,
আবার, এই সবের সুসঙ্গত সুবীক্ষণী সমাবেশ
মানুষকে তত্ত্বদর্শী ক'রে তোলে,
শ্রদ্ধোষিত তত্ত্বদর্শিতা
ইষ্ট বা শ্রেয়ের ভিতরে
ঈশী-স্ফুরণ প্রতিভাত ক'রে দেয় ;
ঈশ্বর সবারই আশ্রয়,
সব কিছুরই শুভ-স্বরূপ,
শক্তি ও শান্তির হোমবহ্নি। ৪৮০৭।
২০।১২।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

অন্তরে যখন দুর্ভাগ্যের আগম-সঙ্গীত
আরম্ভ হয়,
তখনই প্রথমেই আসে—
গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা,
ও তাঁ'দের কাছ থেকে তোয়াজলাভের অভিলাষ,
নিজের ধারণার পরিপোষণী সন্ধিৎসা
ও তৎপ্রাপ্তির প্রয়াস—
তা' যতই ভ্রান্ত হো'ক না কেন,
দাম্ভিক অনুরাগ,
আত্মপ্রশংসা ও খ্যাতির ঔদ্ধত্য-অভিনিবেশ,
অন্যের সুখ্যাতিতে আক্রোশ ও ক্ষোভ
এবং তা' মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা,
আত্ম-সমর্থনী ইতর অনুযোগ,

অন্যকে সহ্য করার প্রবৃত্তিহীনতা,
বা অন্যকে খুশী করার অনুচর্য্যায়
নিজেকে সঙ্কীর্ণ মনে করা,
না-ক'রে না-দিয়ে
অনুরত লোকদের প্রতি দাবী,
অর্থ ক্ষয় ক'রেও পরতোষণার ভিতর-দিয়ে
নিকট যা'রা, তা'দের জব্দ করার অভিপ্রায়,
অহঙ্কার-বিমূঢ়-চিত্ততা,
পর-অনুচর্য্যাকে বিদায় দিয়ে
আত্মানুচর্য্যার দাবী,
ও তা'র এতটুকু অভাবেই ক্ষোভ,
যা'র কাছেই আত্মসমর্থনী কিছু না-পাওয়া যায়
তা'র প্রতিই বীতরাগ বা শত্রু-ভাবাপন্নতা,
তা'কে অপদস্থ করার প্রচেষ্টা,
অন্যের অসাক্ষাতেই হো'ক
বা সাক্ষাতেই হো'ক
পর-কুৎসা,
অকৃতজ্ঞতা,
অভিসম্পাত,
গর্ব্বদৃপ্ত আত্মম্ভরিতা,
নিষ্ঠা-বিহীন, সেবাবিহীন, কর্ম্মবিহীন হ'য়েও
শ্রেয় যা', উচ্চ যা',
তা'ই ব'লে দাবী,
আর, দাবীর অপূরণে তৎ-নিন্দা,—
ইত্যাদি রকমই হ'চ্ছে
দুর্ভাগ্যের গর্দ্দভ-হুঙ্কার;
তাই, ওগুলি হ'তে

যা'তে বিরত থাকতে পার
তা'ই ক'রো,
এবং নিজের দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলে
তৎক্ষণাৎই সংশোধন ক'রো—
শ্রেয়ার্থ-অনুরঞ্জনায়—সার্থক হবে। ৪৮০৮।
২০।১২।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

কুলশীল ও বোধিদীপনায় শ্রেয়—
এমনতর পুরুষ ও তৎ-সংশ্রয়ী নারী,
উভয়ের বিহিত বৈধী
প্রীতি-উৎসারণী আগ্রহশীল
অনুচর্য্যা-উদ্দীপ্ত লীলায়িত মিলনে
উভয়ের বৈশিষ্ট্য-সন্দীপ্ত যে হর্ম্মক নিঃস্রাব হয়,
তা' পরস্পরেরই বিধানে পরিশোষিত হ'য়ে
উচ্চেতনী অনুপোষণী উদ্দীপনার সৃষ্টি করে,
তা' নারী-পুরুষ উভয়েরই বিধানের
অন্তর্নিহিত জীবন-সম্বেগকেই
উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকে,
ফলে, আয়ু বীর্য্য, বল
যমন ও দীপন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
শরীর ও মনের নিরোধক্ষমতা বেড়ে ওঠে,
প্রতিটি কোষই এই গতি-সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে
পোষণপুষ্টই হ'য়ে থাকে,
মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষগুলিও
চেতনরাগরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে;
আবার, এর ব্যতিক্রম
বা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যেখানে

তা' বিষক্রিয় হ'য়ে
নানাপ্রকার স্নায়ুবিকারের সৃষ্টি ক'রতে পারে,
তাই, তা' ধর্ম্মের অভিঘাতক ;
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ঐ বিহিত বৈধী মিলন-লালনা
উভয়েরই পুষ্টিপ্রদ,
স্বতঃ-উজ্জৃম্ভী, প্রত্যাশাক্ষুব্ধ নয়—
এমনতর অনুচর্য্যী উপভোগের ভিতর-দিয়ে
ঐ অনাবিল মিলন জীবনীই হ'য়ে ওঠে,
নারী-পুরুষ উভয়েরই
সুনিষ্ঠ শ্রেয়-রাগসম্বুদ্ধ মিলনের ফলে
উভয়েরই মর্ম্ম-অঙ্কে
অভাবশূন্যতা যতই জেগে ওঠে,—
ভাবদীপনার ভিতর-দিয়ে
তা'রা ততই পরস্পর পরস্পরের অংশ-স্বরূপ হয়,
একধর্ম্মী হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু দ্বয়ীরাগধুক্ষিত নারী-হৃদয়
কখনও তৃপ্তিলাভ করে না,
তাই, তা'দের অভাববোধও যায় না ;
কামবিকার পাপের,
কিন্তু ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ উপযুক্ত কামলিপ্সা
যা' শরীর, মন ও বোধিবিধানকে
স্বস্থ ও সতেজ ক'রে তোলে,—
তা' মাত্রানুপাতিক স্বস্তিপ্রদই ;
স্বস্তিই ঈশ্বরের আসন,
আর, জীবনই ঈশী-সম্বেগ,
আর, যোগ্যতাই তা'র ধৃতি । ৪৮০৯ ।

২১।১২।১৯৫২, রাত ৯-১৫

দুঃখ, দৈন্য, অভাব বা বিপাকে
মানুষের দরদী হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টানুগ অনুবেদনা নিয়ে,
মানুষের দরদকে নিজের দরদের মত দেখ
ও অনুকম্পাপ্রবণ হয়ে ওঠ ;
আর, মানুষ কা'রও দরদে দরদী হ'লে
যেমনতর সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
তা'র দরদ-নিরসনে প্রয়াসী হ'য়ে ওঠে,
তুমিও তা'ই হও—
সানুকম্পী সংশোধনী তৎপরতা নিয়ে,—
সে-দরদ তোমা হ'তেই উদ্ভূত হো'ক
আর অন্য হ'তেই উদ্ভূত হো'ক,
বা তা'র নিজস্ব বিকৃত ধারণা
বা চলনের দরুণই হো'ক,
তোমার এই দরদ-যুক্ত স্বস্তি-বিধায়নী পরিচর্য্যায়
মানুষ যতই দরদ-মুক্ত হবে,
ততই তোমাদের মধ্যে
মৈত্রী-সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে,
আবার, এই মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা হ'লে
ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হয় না,—
যে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা মৈত্রীকেই দৃঢ়তর ক'রে তোলে,
ঐ ইষ্টানুগ দরদী বাক্য, ব্যবহার
ও চলনের ভিতর-দিয়েই
মানুষ পায় স্বস্তি,
পায় সান্ত্বনা ;
ঈশ্বর পরম দরদী,

ঈশ্বরে অচ্যুত অনুরাগই হ'চ্ছে
জীবনের স্বস্তি-যাগ,
আর, সুকেন্দ্রিকতাই হ'চ্ছে তা'র নিনড় ভিত্তি। ৪৮১০।
২২।১২।১৯৫২, দুপুর ১২টা

আগে মানুষের প্রকৃতি দেখ,
আর, তা'র অন্তর্নিহিত কোন্ প্রবৃত্তি বা বৃত্তি
ঐ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে
সেই প্রকৃতির অনুরঞ্জনা জোগাচ্ছে,
তা'কে নির্দ্ধারণ কর,
তারপর ঐ প্রবৃত্তি-নিয়মনের ব্যবস্থা,
তা'র নিজস্ব প্রকৃতি যা'
তা'র ভিতর-দিয়েই ক'রতে চেষ্টা কর;
মানুষ যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়তপা সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে,—
তা'র প্রবৃত্তিকে তা'র প্রকৃতিমাফিক
সুবিন্যাস-সম্বুদ্ধ করা সম্ভব,
কিন্তু প্রকৃতি বদলান কঠিন,
আর, প্রকৃতি মানেই হ'চ্ছে
জৈবী-সংস্থিতি-নিবদ্ধ উদ্‌গমী অনুদীপনা;
ঈশ্বরের আশিস্-সম্বেগ
মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতেই বসবাস ক'রে থাকে—
যে-প্রকৃতি নিয়ে সে বাস্তবে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
অবশ্য মানুষ যা' করে,
তা' যেখানে তা'র ভাল লাগে না,
অথচ করে,
বুঝে নিও, সে-করাটা

তা'র প্রকৃতিসঙ্গত নয়কো ;
ঈশ্বরই স্ফুরণ-দীপনা । ৪৮১১ ।
২২।১২।১৯৫২, রাত ৮-১০

নারী যত বহু-পুরুষ-সম্ভোগরতা হয়,—
কামবোধির সংঘাত-বিক্ষোভে
তা'র অন্তর্নিহিত বোধি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
তা'তে বৈধানিক বিকারও
তেমনি প্রকট হ'য়ে থাকে—
অনুসর্জ্জনী বিকৃতি-বিড়ম্বিত হ'য়ে,
যা'র ফলে, তা'র সংসর্গে
পুরুষেরই হো'ক আর নারীরই হো'ক
বিড়ম্বিত বিকারের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
আর, এই বহুরতা নারীর বিকার
প্রথমেই দেখা যায়—
তা'র বোধি, আচরণ, অব্যবস্থ চলনের ভিতরে,—
বিক্ষুব্ধ বিন্যাসের বিকৃত কুটিল সংহতিতে,
সর্ব্বতঃ-সুনিবদ্ধ সুনিষ্ঠ শ্রেয়-দীপনাই হ'চ্ছে
এই বিকৃতির নিরাময়ী উৎসেচন ;
ঈশ্বর জীবন-সম্বেগে অনুস্যূত থেকেও
ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ বিকৃতদের অন্তঃকরণে
শ্লথদীপ্ত । ৪৮১২ ।
২৪।১২।১৯৫২, রাত ৮-৩০

যেখানে একঘেয়ে কাজ,—
সেখানে ছুটি বেশী থাকা ভাল,
কারণ, বৈচিত্র্যহীনতা মানুষের মস্তিষ্কের

বোধায়নী তৎপরতাকে
অবসন্ন ক'রে তোলে,
তাই, তৎ-পরিপূরণে ছুটির প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে—
বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হ'তে ;
আর, যে-সব কাজে
নানা বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হ'তে হয়,
সে-সব কাজে বেশী ছুটি উপাদেয় না হ'য়ে
অপকারেরই হ'য়ে ওঠে,
এবং তা' কর্ম্মীদের স্নায়ু ও বোধিকেন্দ্রকে শ্লথ ক'রে তোলে,
সময়োপযোগী সুযোগ ও সুবিধার
সুবিন্যস্ত নিয়োগ-সন্ধিৎসাকে
ক্রমশঃ স্তব্ধ ক'রে তোলে,
অভ্যাসের স্থিতিস্থাপকতাকেও
তা' দুর্ব্বলই ক'রে ফেলে,
তাই, সেখানকার বিরমণ
বিধানের চাহিদামাফিকই হওয়া উচিত । ৪৮১৩ ।

২৫।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩০

তুমি উর্জ্জী ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ—
যা' দিয়ে তাঁ'কে
পোষণ-পরিভৃত ক'রে তুলতে পার,
কাজে সাশ্রয়ী হ'য়ে ওঠ,
কত কমে, কত সত্বর, কত সুন্দরে
নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার—তা'ই চেষ্টা কর,
আর, এই হ'চ্ছে তোমার দক্ষতার দক্ষিণা । ৪৮১৪ ।

২৫।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-নিষ্ঠায়
অচ্যুত হ'য়ে
জীবনকে তা'র যা'-কিছু প্রবৃত্তির সহিত
তৎ-তপা ক'রে ফেল,
আর, সত্তা-সংরক্ষী সমঞ্জসা সংহতি নিয়ে
যতটুকু প্রয়োজন গোঁড়া হও,
অর্থাৎ তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যে সংহত থেকে
ব্যক্তিত্বকে বিধৃত রাখতে
যতটুকু গোঁড়া হওয়ার প্রয়োজন—
তা' হও,
আর, ঐ বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
আপোষিত ও আপূরিত ক'রতে হ'লে
যতটুকু ঔদার্য্য সে হজম ক'রে
বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত হ'তে পারে,—
ততটুকু উদার হও,
তোমার বৈশিষ্ট্য-সঙ্গত ব্যষ্টিজীবন
সমষ্টিতে ভুমায়িত হ'য়ে উঠুক—
আপোষণ-পূরণী তৎপরতা নিয়ে,
সংরক্ষণার উদাত্ত আহ্বানে ;
ঈশ্বরই বৈশিষ্ট্য-সংহিত জীবনের
উদাত্ত হোমবহ্নি। ৪৮১৫।
২৬।১২।১৯৫২, সকাল ১০-৫

সুখ দুঃখের সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
মানুষ সঙ্গতি লাভ করে,
আর, সুখদুঃখ দুই-ই যখন
শ্রেয়-সার্থকতায় সার্থকতা লাভ করে—

কৃতী উদ্দীপনায়,—
তখনই তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
আর, ঈশ্বরই সার্থকতার পরম কেন্দ্র। ৪৮১৬।
২৬।১২।১৯৫২, বেলা ১১টা

তুমি যে-দেবতা বা যে-মন্ত্রেরই
উপাসক হও না কেন,
যদি ইচ্ছা কর,
তদাশ্রয়ে দাঁড়িয়েই
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম
বা সদ্‌গুরু,
তাঁ'র উপাসনায় আত্মনিয়োগ ক'রতে পার—
তাঁরই মন্ত্রপূত তপশ্চর্য্যায় দীক্ষিত হ'য়ে,
কারণ, তিনি নবীন হ'লেও পুরণ-পুরুষ,
প্রাচীনেরই নবীন অভ্যুত্থান,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তা
বা সৎ-আচার্য্য,
তাই, যে-মন্ত্র বা দেবতার
উপাসনা-নিরত ছিলে তুমি,
তা'র বাস্তব পুরশ্চরণ হ'য়ে উঠবে তাঁ'তেই ;
দ্বিধাদীর্ণ হ'য়ে যদি তা' না কর,
এমন ঠকবে,—
যে-ঠকা আপূরিত হবে কিনা সন্দেহ
আর, আপূরিত হ'লেও
কে জানে তা' কখন ;
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তিনিই ঈশিত্বের প্রস্ফুরিত অভিব্যক্তি,

তিনিই অসীমের ব্যক্ত মূর্ত্তি,
'অণোরণীয়ান্' হ'য়েও 'মহতো মহীয়ান্' তিনি,
ঈশ্বরের স্ফুরণদীপনা ও জীয়ন্ত বেদীই তিনি,
আর, ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই পুরশ্চরণ-প্রদীপ। ৪৮১৭।

২৬।১২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যা'কে তা'কে ঈশ্বর বিবেচনা ক'রে
যদি তা'রই উপাসনা কর
বা সৎ-আচার্য্য ব'লে অনুসরণ কর,
তা'তে তোমার ধৃতি কিন্তু ব্যক্তিত্ব নিয়ে
বিবর্দ্ধিত হবে না,
অবশ্য তা' যদি কোন বস্তু হয়,
তা' যা'র স্মারক,
তোমার গতিও হবে খানিকটা
সেই দিকে,
কারণ, ঐ বস্তুর মাধ্যমে
ঐ স্মৃতিকেই
অনুসরণ ক'রে থাকে মানুষ,
যে-বস্তুর উপর যে-ভাবই
আরোপ কর না কেন,
বস্তুই কিন্তু বোধের উদ্গময়ক,
তাই, যা'কে আশ্রয় ক'রে চলবে,
তোমাকে বন্তে হবেও তাই
বোধিব্যক্তিত্বে;
কিন্তু যে জীয়ন্ত বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
স্ফুরিত প্রেরণা

তোমার ধৃতি অর্থাৎ জৈবী-সংস্থিতির সংহিত সম্বেগকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
সংঘাত-নন্দনায়
তোমায় ব্যক্তিত্বকে
বোধায়নী বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে
বাড়িয়ে তোলেন—
সমাহারী সংহত তাৎপর্য্যে,—
তিনিই তোমার জীয়ন্ত অনুদীপনা,
ঈশ্বরের অনুপ্রেরিত অভিব্যক্তি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রবোধ-প্রভ ব্যক্তিত্ব ;
ঈশ্বরই সুসংহিত বিবর্ত্তনী-প্রভা । ৪৮১৮ ।

২৬।১২।১৯৫২, রাত ৯টা

সব অপরাধকেই
খুঁচিয়ে ফলাও ক'রতে যেও না,
তা'তে তোমারও
অযথা দোষদৃষ্টির প্রবৃত্তি বেড়ে যাবে,
অবশ্য সরাসরি সত্তাসংঘাতী যা'
সে-ক্ষেত্রে অন্য কথা,
তাই, হৃদ্য বিনায়নে
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে বিনায়িত কর,
তা'দিগকে সত্তাপোষণী ক'রে তোল ;
ঈশ্বর সব জীবনেই
যে যেমন, তেমনি সুবিন্যস্ত—
প্রাণন-দীপনায় । ৪৮১৯ ।

৩১।১২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

ঊন-ষষ্টিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

ঐ দেখ ধ্রুবতারা—
কত নক্ষত্র-পরিবার
কত ভাবভঙ্গী নিয়ে
বিন্যাস-বিভূতি-বিশোভিত হ'য়ে
তা'কে প্রদক্ষিণ ক'রছে,
কেউ সরল, কেউ আঁকাবাঁকা
কেউ তির্য্যক্-ভঙ্গী নিয়ে,
কেউ উদাত্ত স্ফুরণায়
সেই ধ্রুবতারাকেই
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে,
চ'লছে—
এই চলন তা'র আবাহমান কাল ;
ঐ দেখ বশিষ্ঠ,
তা'র অঙ্ক-সান্নিধ্যে
লাজুক জ্যোতিষ্মতী অরুন্ধতী,—
তা'রাও চলেছে অমনি ক'রেই,
বিচ্যুতি নাই,
বিরাম নাই,
চলার আনন্দেই চ'লছে,
ঐ ধ্রুবই তা'দের ধ্রুবতারা ;
এই এলোমেলো প্রবৃত্তি-সঙ্কুল জীবনে

এই এলোমেলো-বিন্যাস-বিস্রস্ত জীবনের
জ্যোতিষ্মতী দীপালী স্ফুরণে
মানুষ বিভ্রান্ত, বিকম্পিত হ'য়েও
চায় তা'র জীবন,
সে চায় তা'র বিস্তার,
সে চায় তা'র বিবর্দ্ধনা,
এই চাহিদাই কি ভ্রান্তি ?
ভ্রান্তি যতই হো'ক্,
এই ক্রান্তিই প্রতিটি গণব্যষ্টির
পরম জীবন-আকূতি,
সে চায় বাঁচতে,
চায় বাড়তে,
যতই সে বিভ্রান্ত বিকম্পিত হো'ক,
বিশৃঙ্খলায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
সে চায়
তা'র অন্তর্নিহিত সপ্তলোক নিয়ে
সুসংহত তৎপরতায়
বোধায়নী পরিক্রমায়
বাঁচতে, বাড়তে ;
দুনিয়ার গণগোষ্ঠীর বা জনজীবনের তোয়াক্কা
সে রাখুক আর নাই রাখুক—
এই বাঁচাবাড়ার অফুরন্ত আকূতি
তা'কে কিছুতেই ত্যাগ করে না,
মায়ের অন্তস্তল হ'তে স্ফুরিত হ'য়ে
লীলায়িত লাস্য-ভঙ্গিমায়
সুখ-দুঃখ-বেদনার
সমঞ্জসা সঙ্গীত-ছন্দের ভিতর-দিয়ে

নিজেকে সুসঙ্গত ক'রে
সব নিয়ে
সে চায় বাঁচতে, বাড়তে ;
এই বাঁচাবাড়ার পরিপোষণা যেখানেই থাকু—
যে যেমনই হো'ক
তা'র মতো ক'রে সে আঁকড়ে ধরে—
ঐ তা'কেই—
যা' হ'তো সে পরিপোষণা পায়,
সংরক্ষণা পায়,
আপূরণী প্রেরণায় প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
আর তাই,
এই জীবনে
এ মানব-সাগরে
ধ্রুবতারাই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ ;
তোমরা নিনড় হ'য়ে
অটল হ'য়ে
অকম্পিত চলনায়
তাঁ'তেই লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে চলতে থাক,
তোমাদের চলা
জীবনবৃদ্ধির ছন্দায়িত
সামসঙ্গীত-মুখরিত হ'য়ে
জীবনকে অমৃতপন্থী করুক ;
সে চ'লতেই থাকবে,
অযুত কালেও সে নিভে যাবে না ;
আদি-অন্ত থাক বা না থাক —
ঐ বিরামহীন চলা

স্রোত-কল্লোলে
নানা তরঙ্গ-ভঙ্গিমায়
জীবনের লাস্য-বিকিরণী আন্দোলনে
সুখ-দুঃখ-নাচনের ভিতর-দিয়ে
ঐ নাচন-তালেই চ'লতে থাকবে ;
সুকেন্দ্রিক হও,
কর্ম্মানুশীলনের ভিতর-দিয়ে দক্ষ হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতার যাগ-জৃম্ভিত
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনে
উদাত্ত হ'য়ে ওঠ,
তোমরা প্রতিটি এক
কোটি-কোটিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
পদ্মে-সুপদ্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ ;
জীবনের দীপালী-সজ্জায়
জ্যোতিষ্মান হ'য়ে ওঠ,
জ্যোতিষ্মতী হ'য়ে ওঠ ;
সেই অরুন্ধতীর মত
বিশেষের আরাধনা ক'রে
বৈশিষ্ট্য-সমভিব্যাহারে
ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ ক'রে চল ;
তোমাদের জীবন-আরতি
এই অদম্য চলনে চলন্ত হ'য়ে চলুক,
নিটোল হ'য়ে চলুক,
নিষ্পন্নতায় নিবুদ্ধ হ'য়ে চলুক ,
তোমাদের প্রাণন-সঙ্গীতে
অল্পপ্রাণ যা'রা—
আপূরিত হ'য়ে উঠুক,

উদ্দাম হ'য়ে উঠুক,
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক ;
যেমনই হও,
যা'ই হও,
সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে
সমস্ত হৃদয় দিয়ে
সমস্ত চাহিদা দিয়ে
জীবনকে অর্ঘ্যে বিনায়িত ক'রে
ধ্রুবতপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ ধ্রুবেরই সান্নিধ্য-জীয়ন্ত বেদীমূলে
জীবনকে অর্ঘ্য দাও ;
তোমাদের অন্তর অমৃত-নিষ্যন্দী হ'য়ে উঠুক,
স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক—
সেই সর্ব্বকারণের কারণ যিনি,
যিনি জীবন-প্রদীপ তোমাদের,
তোমরা যাঁ'রই পরিণতি,
যাঁ'র অধ্যাস-প্রতীক তোমরা—
তাঁর যা'-কিছু সব নিয়ে,
যে-আধিপত্যের নায়ক-সম্বেগ
তোমাদের জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে চলৎশীল,
যে প্রাণন-ধারায়
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে—
সেই ঈশিত্বের স্ফুরণ হ'য়ে উঠুক ;
প্রাণ খুলে বল,
উদাত্ত আহ্বানে বল,
আলিঙ্গনে বল,
দুঃখের দাম্ভিকতাকে

অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
বিদলিত ক'রে বল—
'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহয়নায় ;
আমার এই শীর্ণ, দীন অন্তর-আকূতি
করজোড়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছে—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
সুখ-সাফল্যে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
প্রতিটি সন্তান-সন্ততি
পরিবার-পরিবেশকে নিয়ে
লীলায়িত লাস্য-ভঙ্গিমায়
নিরন্তর তাঁ'কেই প্রদক্ষিণ ক'রে চল,
অভিজিৎ-এর মত
এগিয়ে যাও সেদিকে,
ঈশ্বর তোমাদের জয়-জয়কার করুন,
তোমাদের চলন-সম্বেগ
অমৃত ক্ষরণ ক'রে চ'লতে থাকুক,
তোমরা অমৃতস্নাত হ'য়ে চল—
তাঁ'রই পূজারী হ'য়ে—
মলয়-বিকিরণী অর্ঘ্যথালি হস্তে—
সুগন্ধের জ্যোতিষ্মান বিভাবিকিরণে ;
আবহাওয়ার প্রতিটি নাচন গেয়ে উঠুক—

স্বস্তি-সঙ্গীত নিয়ে—
শান্তি! শান্তি! শান্তি! ৪৮২০।
১।১।১৯৫৩, **সকাল ৮-২২**

তুমি যেখানেই যাও,
আর যা'ই কর না কেন,—
সমস্ত প্রবৃত্তির সাম্য-অনুচর্য্যা নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমের
সার্থক-সন্দীপনী উপচয়ী যা'
বোধায়নী পটু পরিচর্য্যায়
বিহিত বিন্যাসে
তা' তো নিষ্পন্ন ক'রবেই—
কিন্তু সব করণীয়ের মাঝখানে
সুসমীক্ষ অন্তরাসী অনুবেদনা নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমের সংশ্রয়ে
ত্বরিত তৃষিত প্রত্যাগমন-প্রয়াসী **হ'য়ে থেকোই ;**
এই এমনতর আবেগ
তোমাকে ত্বরিতকর্ম্মা ক'রে তুলবে,
আরো উপস্থিতবুদ্ধিকে **দীপ্ত ক'রে** তুলবে,
ঐ আকুল আসঙ্গ-লিপ্সা
মানুষকে মমতাপূর্ণ নির্ম্মম ক'রে
স্বার্থপ্রত্যাশার হাতছানি থেকে
আগলিয়ে নিয়ে চলে,
তখন বেদনাও মধুর হ'য়ে ওঠে—
তা' দুস্তর হ'লেও—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুকম্পার
আবেগোচ্ছল ত্বরিত বিনায়নের ভিতর-দিয়ে ;

ঈশ্বরই আবেগ,
ঈশ্বরই প্রণয়-সম্বেগ,
ঈশ্বরই মিলন-উৎকণ্ঠা,
ঈশ্বরই নিষ্পন্নতার মোহন মাধুর্য্য,
উদ্বর্দ্ধনার সম্বুদ্ধ এষণা। ৪৮২১।
১।১।১৯৫৩, দুপুর ১২-৩০

শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের অভ্যস্ত রীতির উপর
নর্জর রেখেই
অনুশাসন-প্রণয়ন-তৎপর হ'তে যেও না,
তাহ'লেই ঠকবে কিন্তু,
অপাহৃত হ'য়ে উঠতে একটুও বিলম্ব হবে না;
যে-অনুশাসন প্রণয়নই কর না কেন,
সব সময় সজর রেখো—
জনসাধারণের জীবনবৃদ্ধিদ হয় তা' কিসে,
আর. প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে বৈধী-নিয়মন
মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পরিপোষণ-প্রদীপ্ত,
সন্ধিৎসু চক্ষুতে, সুসঙ্গত বিচারণায়
সেইগুলিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
অনুশাসন-নিয়মন বা প্রথাপ্রবর্ত্তন
তেমনি ক'রেই ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, তা'ই শুভদ,
অশুভের পরিচর্য্যায় শুভ লাভ করা যায় না,
শুভের উদ্ভাসনায় ঈশিত্বই বিকীর্ণ হ'য়ে চলে,
আর, ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই সম্বর্দ্ধনা,
যা'ই জীবনকে বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনায়

অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
তা'ই ঈশ্বরীয়। ৪৮২২।
৩।১।১৯৫৩, সকাল ১০টা

তুমি মনেও ভেবো না—
তুমি কিছু করবে না,
আর, তোমার চাহিদা যা'
তা' পুরচার হ'য়ে ফেঁপে উঠবে—
কোন মহাজনের কথা, তাবিজ-কবচ ইত্যাদির প্রভাবে ;
ঠিক রেখো মনে—
ঐ মহাজনের কথাই বল,
মন্ত্রই বল,
তাবিজ-কবচই বল,
তুমি তাঁ'তে যোগদীপ্ত হ'য়ে
যেমন ক'রে যা' হয়
তা'তে যতক্ষণ উচ্ছলকর্ম্মা হ'য়ে না উঠছ,—
উন্নতি তোমার অবনতই হ'তে থাকবে,
তোমার নিজের চাহিদা
তোমাকে লজ্জিতই ক'রে তুলবে—
ব্যর্থ আপসোসী ক'রে ;
বোঝ,
নিষ্ঠা-নিবন্ধনে ধর,
উদাত্ত উন্মাদনা নিয়ে
অনুপ্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে কর—
যেমন ক'রে হয় তেমনি ক'রে,—
হবেও তেমনি,

পাবেও তা'ই,
ঈশ্বর ইচ্ছাময় অর্থাৎ কর্ম্মস্রোতা,
আর, এই কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
তিনি ধৃতিসম্বেগ,
আর, এই ধৃতিই ধর্ম্ম,
তিনি সৎ,
তিনি ধর্ম্ম,
তিনি সবিতার অন্তর্নিহিত ভর্গদেব-চেতনা,
বশী তিনি। ৪৮২৩।

৫।১।১৯৫৩, বিকাল ৪-৪৫

যখনই যা'ই কর না কেন,
তা' সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তোল—
তা' যত ছোটই হো'ক
বা যত বড়ই হো'ক না কেন ;
এই নিষ্পাদন-প্রবণতা তোমাকে
আপূরণী সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
এই সৌষ্ঠব-অন্বিত নিষ্পন্নতাকে
শ্রেয়ার্থ-আপূরণী ক'রে তোল মুখ্যভাবে,—
যেন গৌণকেও তা' বিনায়িত করে তেমনি ক'রে ;
এমনি সৌষ্ঠব-অন্বিত কর্ম্মই
মানুষকে কৃতী সার্থকতায়
ইষ্টার্থ-আপূরণী ক'রে
ধৃতিমান অমরণ-জৃম্ভী ক'রে তোলে,—
ব্যক্তিগত জীবনের বিবর্ত্তনী সার্থকতাই ঐ পথে ;

ঈশ্বর যা'-কিছু সবেরই পরম সার্থকতা,
তিনিই পরমেশ্বর। ৪৮২৪।
৭।১।১৯৫৩, রাত ৭-৫৫

যে-প্রেমে বীর্য্য নাই,
উর্জ্জী অনুক্রম নাই,
আত্মনিয়মন নাই,
অনুচর্য্যী আবেগ নাই,—
তা' প্রণয়ও নয়, বিনয়ও নয়,
তা' আন্তরিক ক্লীবত্বই। ৪৮২৫।
৮।১।১৯৫৩, সকাল ৮-৩০

অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ অনুকম্পী অনুবেদনা,
আগ্রহ-উৎকণ্ঠ, শঙ্কিত, সতর্ক প্রিয়ার্থ-অভিধ্যায়িতা,
প্রিয়-স্বার্থ-সন্দীপ্ত, তঁৎ-সমর্থনী, আবেগোচ্ছল
সুব্যবস্থ আত্মনিয়মন-তৎপরতা,
তঁৎ-সংরক্ষণী-সম্পোষণী সম্পূরণী অর্জ্জনপটু উদ্যম,
প্রিয়তোষণী বাক্য, ব্যবহার ও চলন,
সেবা-সন্ধিৎসু প্রীতি-অনুচর্য্যা,—
এইগুলি হ'চ্ছে সাধারণতঃ প্রীতির জাগ্রত্ মূর্ত্তি;
আর, ঈশ্বর
অচ্যুত সুকেন্দ্রিক উদাত্ত প্রীতি-প্রাণনায়
অনুস্যূত থেকে
বিভূতি-লাস্যে প্রতি-বৈশিষ্ট্যে
জীবন-দীপনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকেন। ৪৮২৬।
৯।১।১৯৫৩, বেলা ১০-৫৫

অভ্যস্ত ধারণাভিভূত দৃষ্টি
ও শ্রদ্ধোষিত-অনুবেদনী-অনুচর্য্যাহীনতার দরুণই
মহতের পরিবার, পরিজন ও পরিবেশ
সাধারণতঃ তাঁকে বুঝতে পারে না,
তাই, কথায় বলে—
প্রদীপের কোলেই আঁধার।, ৪৮২৭।
৯।১।১৯৫৩, বিকাল ৫-১০

অবাস্তব দার্শনিকতা মাথা-তোলা দিয়ে
মানুষকে যতই বিভ্রান্ত ক'রে তোলে—
বাস্তব অনুবেদনাকে উপেক্ষা ক'রে,—
ধর্ম্ম ততই সত্তাপোষণী বাস্তব-ধৃতিহারা হ'য়ে
বিপথ-ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে;
ঈশ্বর সৎ,
আর, তিনিই অতিশায়ী সম্বেগ। ৪৮২৮।
১০।১।১৯৫৩, বিকাল ৫-১৫

যে আত্মনিয়মন-বিমুখ,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী তপতৎপরতাহারা,
তা'র ব্যক্তিত্বও বিশ্লিষ্ট,
আবার, তেমনি অন্যকেও সে
বিনায়িত করতে পারে না,
পরিবার ও পরিবেশও
তা'তে বিনায়িত হ'য়ে
তদুপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'র নিজের ঐ বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বই
তা'র বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়,

তাই, তা'তে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
কেউ তা'র উপচয়ীও হ'য়ে উঠতে পারে না ;
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই উপচয়ী এষণা,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনের ধাতা,
যা'-কিছু প্রত্যেকেরই
সুকেন্দ্রিক সুমেরু তিনিই। ৪৮২৯।
১০।১।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

যে-ভাবেই যা'কে চাও না কেন,
সেই চাওয়ার অন্তরে যদি
সুসন্ধিৎসু উৎকণ্ঠ আবেগ না থাকে,
অনুশীলনী তৎপরতা না থাকে যদি,
উপযুক্ত উদ্দীপনাময়ী অভিব্যক্তি যদি না থাকে,
তৎ-পোষণী, তৎ-সংরক্ষণী, তৎ-পরিপোষণী
অনুচর্য্যা যদি না থাকে,
সে যদি তোমার স্বার্থ হ'য়ে না ওঠে,
আর, এই সব-কিছু
শীলব্যঞ্জক দীপনা নিয়ে
উচ্ছল ক'রে না তোলে তোমাকে,
সে-ভাব তোমার চিত্তে
জীয়ন্ত কিছুতেই নয়কো,
তাই, ঐ ভাবানুগ কর্ম্ম
সুশৃঙ্খল কুশলকৌশলী দক্ষ তৎপরতা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে না,
ঐ ভাব তদনুগ হওয়াতে পারে না তোমাকে,
তাই, প্রাপ্তিও তমসাচ্ছন্ন সেখানে ;

তাই, যা'কে চাও,—
যেমন ক'রে তা' পেতে হয়,
তা' সর্ব্বতোভাবেই কর—
ক্রম-অধিগতিতে—
নিজের প্রবৃত্তিতান্ত্রিকতাকে উপেক্ষা ক'রে—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
ঈশ্বর সব ভাবেরই
সমঞ্জসা সার্থক কেন্দ্র। ৪৮৩০।
১০।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৫-৪৫

কাউকে মানবে না—
অথচ সবাই তোমাকে মেনে চলবে,
এ আহাম্মকী প্রত্যাশা
তোমাকেই ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবে,
কারণ, তোমার মানাই
অন্যের মানবার প্রবৃত্তিকে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
তুমি সহ্য করবে না কাউকে,
তোমাকে সহ্য করুক সবাই—
এ প্রত্যাশা ধৃষ্টতামাত্র,
অন্যের অশোভন ব্যবহার
যা' তোমার কাছে ভাল লাগে না,
তা' বিহিতভাবে সহ্য ও বিনায়িত করার ফলে
অন্যের ভিতর
তোমাকে সহ্য ও বিনায়িত করার প্রবৃত্তিই
সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে ;
তুমি দেবে না কিছু,
অথচ চাইবার বেলায় শতহস্ত হ'য়ে উঠছ,

তা'র মানেই হ'চ্ছে, ঐ শতহস্ত তোমাকে
ঐ পাওয়া হ'তে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে তুলবে,
কা'রও আপদ-বিপদে, সুখে-সম্পদে
উচ্ছল আত্মপ্রসাদ নিয়ে
তুমি যদি অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
বিহিত করণীয় যা' তা' না কর,
ঠিক মনে এঁকে রেখো—
তোমার বেলায়ও অন্যে অমনতর করবে,
তা'ই-ই প্রত্যাশা করা যায় বেশী ;
ঐ প্রত্যাশাকে অতিক্রম ক'রে যেখানে পাচ্ছ,
তা'ও কিন্তু মানুষের
অন্তর্নিহিত দরদী অনুকম্পারই অবদান ;
তোমার অধ্যবসায় নাই,
আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা বহুত,
ঐ আধিপত্যের প্রচেষ্টা
তোমার বিকৃত ব্যাধিরই উপস্রষ্টা,
ফল কথা, যেমন ভাবে যে-ভঙ্গীতে
বা অভিব্যক্তিতে
যে-সুরে, যে-ব্যবহারে
মানুষের প্রতি যেমন যা' করবে,
প্রতিক্রিয়ায় তুমি ইচ্ছাই কর
আর অনিচ্ছাই কর,
ঐ-জাতীয় পাওয়ার জন্য
তোমার অদৃষ্ট অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
ব্যত্যয় হয় যেখানে
তা'ও কিন্তু ব্যত্যয়ের প্রতিক্রিয়াই,
তুমি জান বা না জান—

মুখ্য বা গৌণরূপে
তা' তোমার কাছে হাজির হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
তাঁ'র আশিস্-সম্বেগ
সত্তার অন্তর্দ্দেশে অধিষ্ঠিত থেকে
জীবনকে চেতন-সম্বেগী ক'রে রাখে ;
মনে রেখো—ভজনই ভাগ্যের প্রদীপ,
যা'র প্রতি যা'ই কর না কেন,
সে-করার প্রেরণা ঐ তাঁ'কেই স্পর্শ করে,
পাও-ও তেমনি ;
তাই ভগবানের উক্তি :—
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"। ৪৮৩১।
১০।১।১৯৫৩, রাত ৮-৪৫

তোমার অন্তর্নিহিত
প্রীতিসম্বেগ সম্বুদ্ধ প্রীতি-অনুচর্য্যা
যতই তোমার প্রিয়পরমে
আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে
অচ্যুতভাবে লেগে থাকবে,
তোমার সসত্ত্ব দেহ-বিভাও তেমনি
সমস্ত প্রবৃত্তির সুসঙ্গত অনুচর্য্যায়
শীল ও আপ্যায়নায় উদ্ভাসিত হ'য়ে রইবে,
সবাই উপভোগ করবেও তোমাকে
তেমনি ক'রেই ;
আর, ঐ প্রীতিই যদি
বিচ্যুতি ও ব্যতিক্রম-স্বভাবী হয়,

তা' জোয়ারে আসবে,
ভাটায় শুকিয়ে যাবে,
তোমার অন্তর কখনও বন্যার নদী,
কখনও বা শুষ্ক বালুচরের মতন হ'য়ে চলবে ;
তাই, তোমার সব-কিছু নিয়ে
তাঁ'রই অনুরাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে থাক,
চাও বা না চাও,—
ঈশী-বিভা তোমাকে
বিভান্বিত ক'রে তুলবেই। ৪৮৩২।
১০।১।১৯৫৩, রাত ৮-৫০

তুমি কা'রও কাছে লাখ পাও,
তা'র মানে এ বুঝে রেখো না—
তা'কে অমনতর বা তা'র চাইতে বেশী দেওয়াটাই
তোমার কৃতজ্ঞতার নিশানা ;
তুমি যা'র কাছে লাখভাবে
লাখ রকমে পেয়ে চলছ,
তা'কে যদি তোমার সাধ্যানুপাতিক
তোমার আন্তরিক উৎসারণার অনুচর্য্যায়
প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
বিনীত উচ্ছল অনুবেদনায়
এতটুকু কিছু দাও,
তা'র জন্য এতটুকু কিছু কর—
আপদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে
আশ্রয়ী অনুচর্য্যার আলিঙ্গনে—
ক্রমান্বয়ী চলনে,

আবার, ঐ অতটুকু উপচয়ী অবদান ও অনুচর্য্যা
তোমার সত্তা ও সাধ্যকে
আত্মপ্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোলে—
বিনীত প্রীতি-অভিবাদনে—
ঐ তা'কে প্রস্বস্তিবান ক'রে,—
তা'ই-ই তোমার অন্তর্নিহিত কৃতজ্ঞতার উচ্ছল অর্ঘ্য,
স্বস্তি নন্দনা-সঙ্গীতে
তোমাকে অভিবাদন ক'রে
যোগ্যতাকে
প্রসাদ-উদ্দীপনায় উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে,
সাধ্যও
স্বতঃ-আলিঙ্গনে সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে,
তোমার ঐ স্বতঃ-উৎসারিণী অবদান-অনুচর্য্যা
ক্রমচলন-বিভান্বিত হ'য়ে
উদাত্ত হ'য়ে উঠবে—
অভিজ্ঞতা ও আধিপত্যের উপঢৌকন নিয়ে
বিশ্বস্তির বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক-সম্বেগ,
আর, প্রীতি-উৎসারণী অবদানই
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে
ঐশী-অভিদীপনায়
মানুষকে পরিস্ফুরিত ক'রে তোলে। ৪৮৩৩।

১০।১।১৯৫৩, রাত ৯-৩৫

যে-ভাবানুবেদনা নিয়েই
তুমি প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে থাক না কেন,—

তুমি যদি সেই ভাবানুগ অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
নিজেকে সার্থক সুবিন্যাসে
বাস্তবভাবে সুসঙ্গত ক'রে
তাঁ'রই নন্দনায় আত্মনিয়মন ক'রে
তৎস্থ না হ'য়ে ওঠ,—
তাঁ'র পরিরক্ষণী, পরিপোষণী, পরিপূরণী
কর্ম্ম-তৎপরতায় নিজেকে নিযুক্ত ক'রে
ঐ ভাবানুগ পরিচর্য্যায়
তৃপ্ত, দৃপ্ত ও তদ্বিভাবিভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে না ওঠ—
বাস্তব অভিব্যক্তিতে,
বিক্ষোভী দুঃখদহনকেও ম্লান ক'রে—
অতিক্রম ক'রে
রাগবিভূতির অনুদীপনায়,—
তাহ'লে ঐ ভাব ঘনায়িত হ'য়ে
তোমাকে সুনীত, সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারবে না,
আর, পাবেও না তাঁ'কে তুমি তেমনি ক'রে ;
বিক্ষুব্ধ প্রত্যাশার প্ররোচনা নিয়ে
শুধুমাত্র ভোগলিপ্সু আবেগে
যতই তাঁ'কে পেতে যাবে,—
তুমি বঞ্চিত হবে ততই,
এই বঞ্চনা কতকাল যে তোমার অনুসরণ করবে—
তা'র ইয়ত্তাই নেই,
যদি নিয়ন্ত্রিত না হও,—
তুমি তাঁ'কে পাবে না,
আবার, একটা বিকৃত, ব্যভিচারী অনুশ্রয়কেই
হয়তো সেই তিনি ব'লে মনে করবে—

একটা কাঁচখণ্ডের জলুসপূর্ণ ঝিকিমিকি দেখে ;
ঐ আত্মস্বার্থী অনুবেদনা
তোমাকে জোনাকি-জলুসে বিভ্রান্ত ক'রে
তমসার ক্ষুব্ধ বিড়ম্বনায়
লুব্ধ সংঘাতে
আপসোসের আগুনে
জীয়ন্তেই ভস্মাচ্ছন্ন ক'রে
বিদ্রূপ ক'রে চলবে—
বেদনার নানা বিকার সৃষ্টি ক'রতে ক'রতে ;
আর, প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়েই যদি
ঐ তাঁ'রই কাছে থাক,
তাঁ'র অজচ্ছল অনুগ্রহও
তোমার ঐ সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থী অনুবেদনাকে
অতিক্রম ক'রে
বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে তুলতে পারবে না তোমাকে,
তাঁ'র অনুগ্রহ যতই পাবে,
প্রবৃত্তির ব্যর্থ বিড়ম্বনায়, দহনদীপনায়
তা' খরচ ক'রে ফেলবে,
তোমার ঐ ধৃতিই তোমাকে ক্লিষ্ট ক'রে তুলবে,
সিন্ধুকূলেও তোমার জলাভাব ঘুচবে কিনা সন্দেহ ;
তাঁ'কেই যদি চাও,—
তাঁ'র প্রতি তেমনতরই হও,
আর, হ'তে হ'লে যেমন ক'রে
তাঁ'র সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার হোম হ'তে হয়,
নিজেকে তা'ই ক'রে ফেল,
দিগ্বলয়
মলয়লাস্যে তোমাকে আলিঙ্গন করবে,

জ্যোতিষ্মান আলোক-চুম্বনে
ফুল্ল ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বরই জীবন,
ঈশ্বরই দীপ্তি,
আর, তাঁ'রই পরিতৃপ্তি-পরিভৃতি
ও সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যাই
তোমার পরম সোহাগ। ৪৮৩৪।
১১।১।১৯৫৩, রাত ৭-২০

ইষ্টার্থী আহরণ যা'র যেমন অবসন্ন,—
আত্মপোষণী বর্দ্ধনাও তা'র তেমনি উদ্বিগ্ন,
আত্মনিয়মন-তৎপরতাও তেমনি বিচ্ছিন্ন,
বোধিদক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতাও
তেমনি ম্লান। ৪৮৩৫।
১২।১।১৯৫৩, সকাল ৮-১০

কখনই এমন আন্দোলন ক'রতে যেও না,—
যা'তে ইষ্টনিষ্ঠ, সদাচারী, বৈশিষ্ট্যপালী,
আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিনিষ্ঠ
দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞদের প্রতি
মানুষ স্খলিতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে পূর্ব্বপুরুষের প্রোজ্জ্বল প্রদীপ
তোমরাই নিভিয়ে দেবে কিন্তু ;
আন্দোলনের বাতুল উতরোল
যদি তা'ই ক'রে ফেলে,
আদর্শনিষ্ঠা বিকৃত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে
সংহতিকে ছন্নছাড়া ক'রে

ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রাণন-প্রদীপ—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সত্তাসংরক্ষণী ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী উদ্দীপ্ত আকৃতিকে
জাহান্নমযাত্রী ক'রে
প্রবৃত্তির প্রেতপূজায় লোক-অন্তরকে
প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,—
ফলে, জীবন-বর্দ্ধনার
সদাচার-সন্দীপী পরাক্রমী প্রব্রজ্যা
অপাহতের মতন
আর্ত্ত রুদ্ধ-কণ্ঠ হ'য়ে ওঠে ;
শ্রেয় যা',
জীবনীয় যা',
আপূরণী সম্বর্দ্ধনী যা'—
ঈশ্বর প্রতিভা-প্রদীপ্ত সেখানেই। ৪৮৩৬।

১২।১।১৯৫৩, বেলা ১০৩০

শ্রেয়-সন্দীপী, সুনিষ্ঠ, সুতৃপ্ত, অনুকম্পী
অনুবেদনাপূর্ণ, অনুচর্য্যা-সমন্বিত
যৌন পবিত্রতাই হ'চ্ছে—
পবিত্র জৈবী-সংস্থিতির পূত বোধনা ;
ঈশ্বর
পবিত্রতার পরম উৎস,
জীবনবর্দ্ধন যে বৈধী অনুক্রমায় স্বতঃ-সলীল—
ঈশ্বর-বিভা পূতদীপ্ত সেখানেই। ৪৮৩৭।

১২।১।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

তুমি যদি কা'রও নিয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
নির্ভরতাকে অপঘাত ক'রে

ভরসাকে ব্যাহত ক'রে
উপচয়ী তৎপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
অপচয়কে অবাধ ক'রে দিয়ে
নিজের তালকে মুখ্য ক'রে নিয়ে চল,—
প্রবৃত্তিগুলিকে—
তোমাকে যিনি নিয়োজিত করেছেন
তাঁ'র পরিচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত না কর,
তঁদুপচয়ী কর্ম্মক্লেশে নিজেকে ক্লিষ্ট মনে কর,
বিপাকে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,—
তোমাকে যে একবার দেখেছে—
তা'র কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ক'রে,
কেন সে নিজের ক্ষমতাকে ক্ষয় ক'রে
তোমার পোষণ, উন্নতি, উদ্বর্দ্ধনা বা উপচয়কে
নিজের স্বার্থেরই প্রতিভূ ক'রে ধরবে ?
তুমি যদি সর্ব্বতোভাবে তা'র সত্তা ও স্বার্থের
মুখ্য-পরিসেবী না হ'য়ে
পরিপোষক না হ'য়ে
পরিরক্ষক ও পরিপূরক না হ'য়ে
নিজের চাহিদাকে মুখ্য ক'রে নিয়ে
তা'র পোষণ-বর্দ্ধনাকে গৌণ ক'রেই নিয়ে চল,
শুধু তা'ই নয়,
আবার তা'র শোষক হ'য়ে ওঠ,
আর, আশা কর—
সে তোমার পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনার
অনুপ্রেরক হ'য়ে দাঁড়াবে,
তা' কিন্তু নেহাৎই অবান্তর প্রত্যাশা,
তাই, যা'কে তুমি তোমার

পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনার কেন্দ্র ক'রে নিয়ে চলতে চাও,—
তা'র স্বার্থকেই তোমার স্বার্থ ক'রে নাও আগে,
সেইটাকে মুখ্য ক'রে নাও,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার সন্ধিৎসা ও ত্বরিত চলন নিয়ে চল,
তৎপর থাক তা'তেই—
কুশলকৌশলী দক্ষ বোধায়নী প্রবর্ত্তনা নিয়ে,
তা'কেই সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
এক-কথায়, তা'কেই আঁকড়ে ধর,
তা'র উপচয়ী কর্ম্মে ব্যাপৃত হ'য়ে চল,
তা'রই হও,
আর. এই হওয়াটা যতই
উপচয়ী দীপনা নিয়ে
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার আত্মপুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনাও
তেমনি সরাসরিভাবে
তোমাকে উচ্ছল করবেই;
তুমি পাবেও তদনুপাতিক ;
নতুবা, ঐ ভূতুড়ে চলনা
প্রেতপঙ্কেই তোমাকে নিক্ষেপ করবে
উচ্ছৃঙ্খল আপদের ইন্ধন জুগিয়ে ;
ঈশ্বর,
যে যুক্ত তা'র বোধে দীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
আর. ঐ বোধ-বিধৃত চলনাই
সুখ ও শান্তির বরপ্রদ আশীর্ব্বাদ। ৪৮৩৮।

১৩।১।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

সূচীপত্র